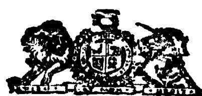
কৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

পূজ্যপাদ-শ্রীল কবিবর-বিল্বমঙ্গল-
বিরচিতং।

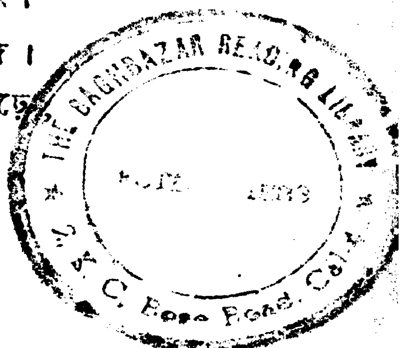
শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজকৃত "রসিকরঙ্গদা"-
নাম টীকয়া তথা শ্রীযদুনন্দনঠক্কুরবিরচিত-
পদাবল্যা চ সহিতং।

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানুবাদিতং
প্রকাশিতঞ্চ।



মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর,—রাধারমণ যন্ত্রে
তেনৈব মুদ্রিতং।
৪০৫ চৈতন্যাব্দে।
সন ১২৯৭, আষাঢ়ে।



বিজ্ঞাপন।



কৃষ্ণকর্ণামৃত অতিপ্রাচীনগ্রন্থ, ইহা এতদ্দেশে ছিল না, শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন দক্ষিণদেশে তীর্থ-পর্য্যটনে গমন করেন সেই সময়ে এই গ্রন্থখানি আনয়ন করিয়া ছিলেন, ইহার রচনার পরিপাটী অতীব উৎকৃষ্ট। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত এই গ্রন্থখানির নিরন্তর নির্জনে আস্বাদন করিতেন, এই গ্রন্থের যে রূপ নাম বর্ণনাও তদ্রূপ, ইহা শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, ভক্তগণ ইহার আস্বাদনে আনন্দানুভব করিয়া থাকেন, বহুকালাবধি এই গ্রন্থ-প্রকাশে আমার অভিলাষ ছিল, সমুদায় কার্য্য অর্থসাধ্য একারণ শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি শ্রীহট্ট কানাইবাজার মৈনাগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজীবলোচন দাস মহাশয় অর্থ সাহায্য বিষয়ে অগ্রসর হইয়া আমাকে প্রকাশিত ও মুদ্রিতকরণে অনুরোধ করেন। বোধ করি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি দয়া কয়িয়া থাকিবেন, নতুবা অর্থব্যয়-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ?। ভারতবর্ষে বহু বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন কাহাকেও ভাগবতধর্ম্মের প্রচার বিষয়ে উন্মুখ দেখিতেছি না। অতএব বৈষ্ণবগণ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজীবলোচন দাস মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার যেন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রতি স্থিরতর ভক্তির উদয় হয় এবং তিনি যেন পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেন ইতি ॥

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

বহরমপুর, রাধারমণ যন্ত্র।

উৎসর্গঃ।

—o:*:o—

বিষমসমরবিজয়ি—
শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমন্মহারাজ-বীরচন্দ্র বর্ম্ম-
মাণিক্য-বাহাদুর-সমীপে—

মহারাজ! সম্প্রতি কবিবর শ্রীবিল্বমঙ্গল বিরচিত কৃষ্ণ-কর্ণামৃত গ্রন্থ, মূল শ্লোক, টীকা, অনুবাদ ও যদুনন্দন ঠাকুরের পয়ার সহ মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার করকমলে সমর্পণ করিলাম। আপনি স্বয়ং, বৈষ্ণববর শ্রীযুক্ত বাবু রাধা-রমণ ঘোষ বি, এ, সেক্রেটরি মহাশয় দ্বারা ইহার আস্বাদন করিলে আমার পরিশ্রম সফল হইবে। নিবেদন ইতি॥

আশীর্ব্বাদক—
শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন।

গ্রন্থকারের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ॥

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্ণা নদীর পশ্চিমতীর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর কবীন্দ্র শ্রীবিল্বমঙ্গল নামে কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি পূর্ব্ব অর্থাৎ জন্মান্তরীয় দুর্ব্বাসনায় প্রেরিত হইয়া ঐ কৃষ্ণবেণ্ণার পূর্ব্বতীর নিবাসিনী, যিনি সঙ্গীত-বিদ্যায় অধিকৃত কিন্নরীগণকেও নিন্দা করেন তাদৃশী কোন এক চিন্তামণি-নাম্নী বেশ্যায় অতিশয় আসক্ত হয়েন। তিনি কোন সময় বর্ষাকালের অন্ধকারময়ী রজনীতে মেঘের মন্দ মন্দ গর্জনে কন্দর্প পীড়ায় অন্ধের ন্যায় হইয়া পথের বিঘ্ন সকল গণনা না করত গৃহ হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সেই নদীতে শবাবলম্বনে অর্থাৎ মৃতদেহকে আশ্রয় করিয়া উত্তীর্ণ হইলেন, পরে চিন্তামণি বেশ্যার গৃহসমীপে গিয়া দেখিলেন দ্বারে কপাট বদ্ধ রহিয়াছে, বিল্ব-মঙ্গল শত২ ফুৎকার (উচ্চ ধ্বনি) করিলেও যখন কেহ শুনিল না,তখন তিনি ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন ভিত্তি-(প্রাচীর)-গর্ত্তে অর্দ্ধ-প্রবিষ্ট একটা কৃষ্ণসর্প রহিয়াছে,তিনি রজ্জু ভ্রমে ঐ সর্পের পুচ্ছ অবলম্বনপূর্ব্বক ভিত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবেন,অমনি একটা প্রণালিকা (নর্দ্দমা) মধ্যে পতিত হওত মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চিন্তামণি বেশ্যা সখীগণের সহিত বিদ্যুদালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া,"হা কষ্ট" ! এই বলিয়া তাঁহাকে আনয়ন করত বিবিধোপচারে সুস্থ অর্থাৎ চেতন করাইলেন। পশ্চাৎ তাঁহার কথিত আগমনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তামণি কম্পিত কলেবরে নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করত বলিতে লাগিল, "হা কষ্ট ! তুমি সকলশাস্ত্রবিশারদ হইয়াও মূঢ় হইলে ?, তোমা ব্যতিরেকে কোন্ অন্য ব্যক্তি পরিণামে দুঃখদায়ক রসলেশের নিমিত্ত আপনাকে বিনষ্ট করে ?, হায় ! আমাকে ধিক্ থাকুক, আমি মহাপাপীয়সী, কপট ভাবদ্বারা পুরুষ সকলকে প্রতারণা করিয়া তাহাদের মনোরূপ ধন সকল হরণ করিয়াছি। অহো ! এতাদৃশী ভক্তি যদি শ্রীকৃষ্ণে উৎপন্ন হইত তাহা হইলে কি না হইত ?, আমি কল্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিব" এই বলিয়া চিন্তামণি সেই রাত্রে সখীগণের সহিত বিল্বমঙ্গলকে শুশ্রূষা করিতে করিতে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাময় গীত সকল গান করিতে লাগিল। তখন সেই বিল্বমঙ্গলও তাহার বাক্যে নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া আত্মধিক্কার

করিতে করিতে কহিলেন, "আমিও কল্য সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই ভজন করিব" এই চিন্তায় উন্নিদ্র হইলেন এবং চিন্তামণির গীত শ্রবণ মাত্রে তাঁহার স্বীয় পূর্ব্বসিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, তখন তিনি শ্রীরাধাকান্তকে আপনার কোটি কোটি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম বলিয়া মান্য করত প্রাতঃকালে চিন্তামণিকে প্রণাম করিয়া যে পথে আসিয়া ছিলেন সেই পথে ঐ কৃষ্ণবেণ্বানদীতীরস্থ "সোমগিরি"নামক বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠের নিকট গিয়া আপনার বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি তাঁহাকে শ্রীমদ্গোপাল মন্ত্র-রাজ প্রদান করিলেন। বিল্বমঙ্গল মন্ত্রগ্রহণমাত্রে প্রোদ্বুদ্ধ অনুরাগ, কম্প, অশ্রু ও পুলকাদিতে ব্যাকুল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনবিষয়ে উৎকণ্ঠাসত্ত্বেও গুরু-সেবার নিমিত্ত কতিপয় দিবস সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন এবং সে স্থানে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাদি বর্ণনময় গ্রন্থ সকল রচনা করিতে লাগিলেন। বহুবিধগ্রন্থে পাণ্ডিত্য দেখিয়া গিরি মহাশয় বিল্বমঙ্গলকে"লীলাশুক"এই আখ্যা প্রদান করেন। তদনন্তর বিল্বমঙ্গল অতিশয় উৎকণ্ঠায় শ্রীগুরুদেবকে নিবে-দন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। গমন করিতে করিতে পথে পথে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিসমুচ্ছলিত প্রেমপ্রবাহ-জনিত উৎকণ্ঠাতরঙ্গে পতিত হইলেন, তাহাতে আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিয়া তত্তল্লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করত মথুরামণ্ডল হইতে আগত লীলা বিশেষের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে তদ্দ্বারা উচ্ছলিত অনুরাগসিন্ধু-জনিত উদ্গত লালসারূপ গর্ত্তে পতিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রার্থনা করত তথা হইতে মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎকার মানিয়া মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাক্যমনের অগোচররূপে তাঁহাকে বর্ণন করিতে করিতে যাহা যাহা প্রলাপ করিয়াছিলেন সেই সমুদায় তাঁহার সঙ্গতিক্রমে তখনি তাঁহার সঙ্গের বৈষ্ণবগণ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তদনন্তর কিছু দিন বৃন্দাবনে বাস করিলেন, পরে শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুককে আপনার লীলার মধ্যে প্রবেশ করান। গ্রন্থকর্ত্তার এই বিবরণ গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত এবং ইহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ। এই কৃষ্ণকর্ণামৃত খানীকে "কোষকাব্য" বলা যায়, কারণ ইহার শ্লোক গুলি প্রত্যেকই বিভিন্ন ভাবের, পূর্ব্বাপর অসম্বদ্ধ। "কোষঃ শ্লোকসমূহস্তু স্যাদন্যোন্যানপেক্ষকঃ। ব্রজ্যাক্রমেণ রচিতঃ স এবাতিমনোরমঃ" ॥ ইতি সাহিত্যদর্পণে ॥

"ভূমিকা" ॥

——০;*;০——

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

যদ্ভাবভাবিতধিয়ঃ প্রণয়োত্থবাচাং, মুদ্রাপি দুর্গমতমা মুনিপুঙ্গবানাং। রাসোৎসুকং মদনমোহনমচ্যুতং তং, রাধাসমেধিতরসোল্লসিতং নতোঽস্মি ॥১॥ কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি। নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ॥ ২ ॥ রমন্তী কৃষ্ণমাধুর্য্যকেলিসৌন্দর্য্যসম্পদং। কৈশ্চিন্ন ভাবজ্ঞা সম্যগ্‌জ্ঞেয়া লীলাশুকস্য গীঃ ॥৩॥ মন্দোঽপি কশ্চিচ্ছ্রীরূপপাদাম্ভোজমধুব্রদঃ। কৃষ্ণকর্ণামৃতব্যাখ্যাং বিবৃণোতি যথামতি ॥ ৪ ॥ স্পষ্টে বাহ্যদশোক্ত্যর্থে নির্ব্বন্ধং পরিমুঞ্চতা। নিগূঢ়োঽন্তর্দ্দশোক্ত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ সাগ্রহং ময়া ॥ ৫ ॥ মদাস্যনরুসঞ্চারখিন্নাং গাং গোকুলোন্মুখীং। সন্তঃ পুঞ্চন্তিমাং স্নিগ্ধাঃ কর্ণকাসারসন্নিধৌ ॥৬॥ সদ্ভক্তভাগ্যগন্ধর্ব্বগান্ধর্ব্বরসলম্পটৈঃ। সারঙ্গৈঃ শোধ্যতামেষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥ ৭ ॥

অথ দাক্ষিণাত্যঃ কৃষ্ণবেণ্বাপশ্চিমতীরনিবাসী পণ্ডিতঃ কবীন্দ্রঃ শ্রীবিল্বমঙ্গলনামা কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ কিলাসীৎ। স চ পূর্ব্বদুর্ব্বাসনাপ্রেরিতস্তৎপূর্ব্বতীরবাসিন্যাং সঙ্গীতবিদ্যাধিকৃতকিন্নরীনিকরায়াং কস্যাঞ্চিচ্চিন্তামণিনাম্ন্যাং বেশ্যায়ামতীবাসক্তো বভূব। স চ কদাচিৎ প্রাবৃট্‌তমিস্রায়াং জীমূতমন্দগর্জ্জিতজাতহৃচ্ছয়োঽন্ধ ইবাগণিতগমনপ্রত্যূহচয়ঃ স্বগৃহান্নির্গত্য তাং নদীং হস্তাভ্যাং শবালম্বনেনোত্তীর্য্য কীলিতকবাটং তদাবাসদ্বারমাসসাদ। তত্রাপি তত্রত্যৈরশ্রুতফূৎকারশত ইতস্ততো ভ্রমন্ ভিত্তিগর্ত্তেঽর্দ্ধপ্রবিষ্টকৃষ্ণভুজঙ্গপুচ্ছমালম্ব্য ভিত্তিমুল্লঙ্ঘ্য প্রণালিকামধ্যে নিপতন্ মূর্চ্ছিতো বভূব ততঃ সা সখীভিঃ সহ বিদ্যুদ্রোচিষা তং দৃষ্ট্বা হা কষ্টমিতি বদন্তী তমানীয়োপচারৈঃ সুস্থং চক্রে। ততস্তেন কথিতং স্বাগমনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা জাতবেপথুঃ সা সনির্ব্বেদং তমাহ। "অহো সকলশাস্ত্রবিশারদমপি ভবন্তং মূঢ়ং বিনা কোঽন্যঃ পরিণতিবিরসরসলেশার্থমাত্মানং ঘাতয়েৎ। হা ধিক্ ধিগস্তু মাং, যাহং পাপীয়সী কপটভাবৈঃ পুরুষান্ প্রতার্য্য তেষাং মনো-

ধনানি চাহরং। অহো এতাদৃশ্যাসক্তি র্যদি ভগবতি শ্রীকৃষ্ণে জায়তে তদা কিং ন স্যাৎ। স্বঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য শ্রীকৃষ্ণভজনমেব ময়া কার্য্যং” ইতি নিশ্চিত্য তাং রাত্রীং তং শুশ্রূষমাণা সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধয়া সহ রাসকুঞ্জাদি-লীলাময়গীতান্যগাসীৎ। স চাপি তদ্বাক্যমাকর্ণ্য জাতনির্ব্বেদ স্বং ভর্ৎসয়ন্ ময়াপি স্বঃ সর্ব্বং ত্যক্ত্বা ভগবদ্ভজনমেব কার্য্যমিতি চিন্তয়ন্নুন্নিদ্র এব তদ্গীতশ্রবণমাত্রেণ প্রোদ্বুদ্ধপূর্ব্বসিদ্ধপ্রেমাঙ্কুরস্তং শ্রীরাধাকান্তমেব প্রাণ-কোটিদয়িতং মন্যমানঃ প্রাতস্তাং নমস্কৃত্য তেনৈব পথা তং নদীতীরস্থং সোমগিরিনামানং বৈষ্ণবোত্তমমাসাদ্য নিবেদিতস্ববৃত্তান্তস্তস্মাৎ শ্রীমদ্গো-পালমন্ত্ররাজমগ্রহীৎ। গৃহীতমন্ত্র এব প্রোদ্বুদ্ধানুরাগঃ কম্পাশ্রুপুলকাদি-ব্যাকুলঃ শ্রীবৃন্দাবনগমনোৎকণ্ঠিতোঽপি গুরুসেবার্থং কতিচিদ্দিনানি তত্রৈ-বাবাৎসীৎ। তত্রাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাদিবর্ণনময়গ্রন্থাংশ্চকার। তদ্দৃষ্ট্বা সোমগিরি-গুরুণা লীলাশুক ইতি প্রখ্যাপিতোঽভূৎ। অত্র স্বীয়ৈরুপদ্রুতস্তত এব সন্ন্যাসং চক্রে ততঃ পরোৎকণ্ঠয়া শ্রীগুরুং বিজ্ঞাপ্য শ্রীবৃন্দাবনায় প্রতস্থে গচ্ছংশ্চ পথি পথি প্রথমং তৎস্ফূর্ত্তিসমুচ্ছলিতপ্রেমপ্রবাহজোৎকণ্ঠাকল্লোলপতিতঃ শূন্যমিবাত্মানং মত্বা তত্তল্লীলাবিশিষ্টস্য তস্য স্ফূর্ত্তিং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরা-মণ্ডলগতো লীলাবিশেষস্ফূর্ত্ত্যুচ্ছলিতানুরাগসিন্ধূদ্গত-লালসাবর্ত্ত-গ্রসিতস্তদ্দ-র্শনং প্রার্থয়ন্ ততো মথুরাগতস্তৎস্ফূর্ত্তৌ সাক্ষাৎকারং মন্বানস্ততো বৃন্দা-বনাগতস্তং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তং বর্ণয়ংশ্চ যদ্যৎ প্রললাপ তত্তৎ সর্ব্বং তৎসঙ্গিভি র্বৈষ্ণবৈস্তদা তদৈব লিখিত্বা স্থাপিতমাসীৎ। ততো বৃন্দাবনে কতিচিদ্দিনান্যবাৎসীৎ পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণেন স্বলীলাং প্রবেশিতঃ। ইতি হি গুরুপরম্পরাগতা সার্ব্বলৌকিকী প্রসিদ্ধিরিতি॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি, তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে॥

বন্দ গুরুপাদপদ্ম-নখাগ্র-অঞ্চলে। যাতে হৈতে বিঘ্ন-নাশ সর্ব্বাভীষ্ট মিলে॥ কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ অতি মনোহর। যাহা আস্বাদিলা প্রভু শচীর কুমার॥ রায় রামানন্দ সনে

শ্রীবিদ্যানগরে। আস্বাদিলা কর্ণামৃত অর্থ সুদুষ্করে॥ শ্রীলীলা-শুকের বাণী সমুদ্র-গম্ভীর। সমস্ত জানিতে নারে ভাবজা * সুধীর॥ আদ্য অন্তে কৃষ্ণকেলি মাধুর্য্যে রসময়। কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য রস অতি রসময়॥ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া। টীকা লিখিয়াছেন অতি সুন্দর করিয়া॥ অতি-ক্ষুদ্র আমি তার অর্থ কিবা জানি। তাহাই লিখিয়ে সাধুমুখে যাহা শুনি॥ ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে প্রণতি আমার। কলিযুগে উদ্ধারিলা বহু দুরাচার॥ তোমার চরণে যেন নহে অপরাধ। নিজগুণে এই মোরে করিবা প্রসাদ॥ ভাবমগ্ন লীলাশুক দুই রূপে স্থিতি। অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা হয় শ্লোক প্রতি॥ বাহ্যদশার অর্থ আমি না লিখিব হেথা। যথামতি লেখ মুঞি অন্তর্দ্দশার কথা॥ এই লীলা শুকের বাণী শুন সাব-ধানে। যাতে ভাব জানা যায় কৃষ্ণের ভজনে॥

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্বা নদী। যাহার পশ্চিম পারে তাহার বসতি॥ শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত॥ পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ। কন্দর্পচেষ্টাতে মগ্ন হৈল তার মন॥ সেই নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি। চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী॥ বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যা সনে। সদা সেই চেষ্টা বিনে আন নাহি জানে॥ এক দিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোর তর। মেঘ গর্জন বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর॥ তাতে কাম-চেষ্টা অতি হইল অন্তরে। সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে॥ নদীপারে যাইতে বিঘ্ন শঙ্কা নাহি গণে। নিজ

* ভাবজা বাণী, অর্থাৎ শ্রীলীলাশুকের অনির্ব্বচনীয় ভাবজনিত বাক্য॥

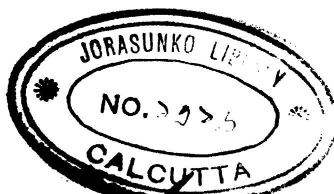
ঘর হৈতে যান সেই বেশ্যাস্থানে ॥ নৌকা নাহি নদী পার হইতে না পারে। মৃতকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে ॥ বেশ্যা দ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তায়। প্রবেশিতে নারে তাতে মহাচেষ্টা পায় ॥ প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়। মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥ সেই কালে দেখে ভিত্তিগর্ত্তের ভিতরে। কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে ॥ অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি। প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালী উপরি ॥ পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন। শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥ বিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া তখন। শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ ॥ হাহাকার করি বেশ্যা বহু চেষ্টা পাইল। শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির করিল ॥ তবে আগমন কথা বিবরি কহিলা। যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইলা ॥ বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে। অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥ "শাস্ত্র জানি মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে। বিরস রসের লাগি বধহ আপনে ॥ হাহা ধিক্ ধিক্ রহু জীবন আমার। মহাপাপীয়সী আমি জানিনু নির্দ্ধার ॥ নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া। মন ধন হরি লাউ তাকে প্রতারিয়া ॥ এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি। তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ অনুরাগী ॥ কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া। ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া ॥" এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া। তাহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ কহিয়া ॥ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা সনে রাস-কুঞ্জলীলা। গান করে সখী সনে হৈয়া এক মেলা ॥ তাঁর

বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়। মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎর্সয়॥ মনে কহে কালি প্রাতে এসব ছাড়িয়া। ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া॥ নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর। রাধাকৃষ্ণ লীলা গীত শুনয়ে বিস্তর॥ সে লীলা শ্রবণমাত্র মায়াবন্ধ গেল। পূর্ব্ব সিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল॥ সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ প্রাণ। তারে ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান॥ এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাতি। প্রাতে উঠি বেশ্যা পায়ে কৈল নুতি স্তুতি॥ সেই পথে চলি গেলা সেই নদী তীরে। বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে॥ আপন বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল। উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল মন্ত্রিবর॥ সে মন্ত্র লইতে-মাত্র কি কহিব আর। অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার॥ স্তম্ভ কম্প পুলকাশ্রু আদি ভাবগণ। ব্যাকুল হইলা অঙ্গ না যায় ধারণ॥ যদ্যপি হ বৃন্দাবন যাইতে উৎকণ্ঠিত। গুরুসেবা লাগি কত দিন কৈলা স্থিত॥ কৃষ্ণ-লীলা বর্ণনাদি গ্রন্থ বহু কৈলা। তাহা দেখি গুরু "লীলা-শুক"নাম থুইলা॥ কুটুম্বের উপদ্রব বারণ লাগিয়া। সন্ন্যাস করিলা সূত্র ত্যাগিত হইয়া॥ তবে অতি উৎকণ্ঠিত বাঢ়ি গেল মনে। বিনয় করিয়া আজ্ঞা নিল গুরুস্থানে॥ বৃন্দা-বন যাইতে যাত্রা প্রভাতে করিলা। পথে পথে যাইতে আগে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হৈলা॥ তাতে হৈতে উছলিল অতি প্রেমপূর। উৎকণ্ঠা কল্লোলে তেঞি পড়িলা প্রচুর॥ তাতে পড়ি শূন্য প্রায় আপনাকে মানে। বিশেষ লীলার স্ফূর্ত্তি করেন প্রার্থনে॥ এরূপে আইলা তেহোঁ মথুরা-

মণ্ডলে। বিশেষ কৃষ্ণের লীলা স্ফূর্ত্তি সেই স্থলে॥ অনুরাগ সিন্ধু তাতে হইতে উছলিলা। লালসা-আবর্ত্তে সর্ব্ব চিত্ত গ্রাস কৈলা॥ কৃষ্ণের দর্শন লাগি করয়ে প্রার্থনা। মথুরা-ভিতরে গেলা লৈয়া কত জনা॥ সাক্ষাৎ কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি মানিলেন তথা। তবে বৃন্দাবনে গেলা চিত্ত উৎকণ্ঠিতা॥ সাক্ষাতে দেখিল তথা ব্রজেন্দ্রনন্দন। মনো বাক্য অগোচরে করিয়া বর্ণন॥ প্রলাপ করিয়া যথা সে সব বর্ণিল। স্বসঙ্গী বৈষ্ণব তাহা লিখিয়া রাখিল॥ তবে কত দিন তেহোঁ রহে বৃন্দাবনে। পাছে কৃষ্ণ নিত্যলীলায় কৈল প্রবেশনে॥ গুরু পরম্পরায় এই লীলাশুক বাণী। প্রসিদ্ধ লোকের স্থানে এই কথা শুনি॥

এই ত কহিল লীলাশুকের চরিত। যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে ত্বরিত। লীলাশুক পায়ে মোর প্রণতি বিস্তর। সাক্ষাতে কৃষ্ণের সনে যার প্রত্যুত্তর॥

———



কৃষ্ণকর্ণামৃতম্।

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ॥

চিন্তামণি র্জয়তি সোমগিরি র্গুরুর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিঞ্ছমৌলিঃ।
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ॥ ১॥

অথ প্রেমোন্মত্তঃ স্বালয়াৎ লালসয়া শ্রীবৃন্দাবনায় প্রস্থানং কুর্ব্বন্নেব শ্রীলীলাশুকঃ স্বগুরোঃ স্বগুরুত্বেনৈব স্বেষ্টদেবস্য চ সংকীর্ত্তনরূপং মঙ্গলমাচরতি। ইদং মঙ্গলাচরণমন্যেষাং গ্রন্থকারাণামিব ঈপ্সিতপূর্ত্তিবিঘ্ননিরসনপ্রয়োজনং ন ভবতি প্রেমোন্মাদপ্রলাপেঽস্মিন্ গ্রন্থকরণপ্রস্তাবাভাবাৎ। তত্রাপি দাক্ষিণা-

গ্রন্থকার লীলাশুক প্রেমোন্মত্ত হওত নিজালয় হইতে লালসান্বিতচিত্তে বৃন্দাবন দর্শনে বহির্গত হইয়াই পথ-মধ্যে কৃষ্ণগুণকীর্ত্তনরূপ গ্রন্থারম্ভ করিয়া নিজাভীষ্টদেব শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগুরু চিন্তামণির নামকীর্ত্তনরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন॥

চিন্তামণি অর্থাৎ আশ্রয়মাত্রেই যিনি অভীষ্টপূরক সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই সব শ্লোকের অর্থ টীকাতে লিখিলা। সারঙ্গ রঙ্গদা নাম টীকা যে হইলা॥ তার অনুসারে লিখোঁ প্রাকৃত কথনে। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের বন্দিয়া চরণে॥

ত্যানাং সামান্যানামেব সংস্কৃতোক্তিরিত্যস্য তু কবীন্দ্রত্বাৎ পদ্যোক্তিঃ। কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবানাং স্বভাবোহয়ং যচ্ছয়ন-ভোজন-গমনাদিষু গুর্ব্বিষ্টদেবতাস্মরণং। তদ্যথা চিন্তামণিরিতি। সোমগিরি স্তন্নামা মে মম গুরুর্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কীদৃক্। চিন্তামণিঃ। আশ্রয়মাত্রেণাভীষ্টপূরকত্বাৎ চিন্তামণিত্বং সর্ব্বোৎকর্ষতাচাস্য। কিম্বা। জয়তি তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থঃ। তথাহি কাব্য-প্রকাশে। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে। অতস্তং প্রতি প্রণতোহস্মীত্যর্থ ইতি। তথা মে মমেষ্টদেবো ভগবাংশ্চ জয়তি কোহয়ং ভগবান্ ইত্যত আহ

সোমগিরিনামা আমার গুরুদেব জয়যুক্ত হউন, কিম্বা তাঁহার প্রতি আমি প্রণত হই এবং আমার অভীষ্টদেব যাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া বিদ্যমান তথা যিনি বৃন্দা-বনবিহারী সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও জয়যুক্ত হউন। কারণ, যাঁহার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ কল্পতরুরূপি চরণদ্বয়ের অঙ্গুলি সক-লের নখাগ্রে জয়শ্রী লীলাবশতঃ স্বয়ম্বর সুখ লাভ করেন অর্থাৎ বহু বহু জয়সম্পত্তি যাঁহার চরণদ্বয়ের নখাগ্রে পতিত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার জয় আর আমি কি বর্ণন করিব॥

পক্ষান্তরে। চিন্তামণিনাম্নী সেই বেশ্যা জয়যুক্ত হউন, যে হেতু-তাঁহার বাক্যমাত্রেই আমার মায়িককার্য্যে বিরাগ উৎ-পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনিও আমার গুরু, অতএব তাঁহার সর্ব্বপ্রকারে উৎকর্ষ হউক॥ ১॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃপাসুধা নদী যার বিশ্ব ভাসাইলা। সদা নীচ স্থানে পূর্ণ হইয়া রহিলা॥ সে প্রভু চৈতন্য পায়ে করোঁ পরণাম। তাঁর পায়ে রহু মন হৈয়া একতান॥ এবে কহি শুন লীলা শুকের চরিত। যাতে কৃষ্ণ ভাবোদ্গম অতি বিপরীত॥

প্রেম উন্মত্ত লীলা শুক মহাশয়। বৃন্দাবন যাত্রা কৈল হৈতে নিজালয়॥

মৌলিঃ। শিখিপিঞ্ছৈস্তাবোব বা মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য সঃ। ইতি শ্রীবৃন্দাবন-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ এব জয়তি ইতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ নিত্যলীলা সূচিতা। আচার্য্য-চৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তীতি। দদামি বুদ্ধিযোগং তমিত্যাদি। আচার্য্যং মাং বিজানীয়াদিত্যাদি দিশা। তথা। কর্ণাকর্ণি সখীজনেন বিজনে দূতীস্তুতিপ্রক্রিয়া, পত্যুর্ব্বঞ্চনচাতুরী গুণনিকা কুঞ্জপ্রয়াণে নিশি। বাধির্য্যং গুরুবাচি বেণুবিরুতা-বুৎকর্ণতেতি ব্রতান্, কৈশোরেণ তবাদ্য কৃষ্ণ গুরুণা গৌরীগণঃ পাঠ্যতে। ইত্যাদি দিশাচ। তস্য তত্তন্মাধুর্য্যাদ্যনুভবাদৌ সএব মে গুরুরিত্যাহ স-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রথমেত শ্রীগুরুচরণ স্মৃতি কৈলা। নিজ ইষ্টদেব নিজ গুরুকে মানিলা॥ দোঁহা সঙ্কীর্ত্তন রূপ মঙ্গলাচরণ। করিয়া করিলা যাত্রা শ্রীবৃন্দাবন॥ এই মঙ্গলাচরণ অন্য গ্রন্থ টীকা হেন। বিঘ্ননাশ লাগি নহে শুনহ কারণ॥ প্রেমে উন্মত্ত-চিত্ত সদা মহাশয়। গ্রন্থ করণের কথা তাতে নাহি হয়॥ তবে যদি বল কেনে শ্লোকবন্ধ বাণী। দাক্ষিণাত্য সবে কহে সংস্কৃত বাণী॥ তাতে লীলাশুক মহাকবীন্দ্র পণ্ডিত। ইহাঁর মুখে শ্লোক বাণী এ কোন বিস্মিত॥ কিন্তু শুদ্ধ বৈষ্ণবের ভাব এক হয়। শয়ন গমন আদ্যে গুরু কৃষ্ণ স্মরয়॥ তেঞি কহে সোমগিরি নাম গুরু মোর। জয়যুক্ত হউ সর্ব্ব সুমঙ্গল ওর॥ চিন্তামণি হেন যাঁর বৈভব বিস্তার। আশ্রয় মাত্রেই দেন সর্ব্বাভীষ্ট সার॥ প্রণাম করঙ সেই গুরুর চরণে। বিশ্ব-প্রকাশে জয়-শব্দে প্রণাম বাখানে॥

তৈছে মোর ইষ্টদেব জয় ভগবান্। ময়ূরের পিচ্ছ শিরে যাঁর অবিরাম॥ বৃন্দাবনবিহারি কৃষ্ণ পূর্ণ রসময়। জয়শব্দে নিত্যলীলা বৃন্দাবনে কয়॥ তেহোঁ মোর শিক্ষাগুরু বন্দো তাঁর পায়। যাঁহার শিক্ষায় প্রেমভাব উপজয়॥

কৃষ্ণের মাধুর্য্যগুণ অনুভাব হৈতে। শিক্ষাগুরু করি

কীদৃক্ মে শিক্ষাগুরুঃ। বক্ষ্যতে চৈতৎ প্রেমদক্ষেত্যাদৌ শিখিপিঞ্ছমৌলিরিতি তচ্ছ্রীবিগ্রহস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইত্যাদিনা। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিত্যাদিনা। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদিনা চ বর্ণিতং তত্তন্মাধুর্য্যমনুভূয় তদঙ্গোপমানযোগ্যপদার্থান্ মনসি বিচিন্ত্য তেষামতীবাযোগ্যতামালোচ্য তৎপদনখশোভয়ৈব তে নির্জ্জিতা ইতি স্ফূর্ত্ত্যা তথা শ্রীরাধায়াস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্টচিত্ততাস্ফূর্ত্ত্যা চ শব্দশ্লেষেণ সমাদধদাহ যৎপাদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং জয়শ্রী র্লভতে। তদেব বক্ষ্যতি। কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাং। বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশীত্যাদৌ বহুত্র। শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ।

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বোলে কৃষ্ণ এই রীতে॥ শিখিপিঞ্ছ মৌলি নামে বিগ্রহ স্ফুরিল। মদন মদনরাজ বেকত হইল॥ ভূষণভূষণ অঙ্গ ললিত ত্রিভঙ্গ। কৈশোর বয়স্ বেশ রসময় অঙ্গ॥ যাঁর ঊর্দ্ধ অন্য নাহি অখিলের মাঝে। ব্যাস শুক ভাগবতে যাঁরে বর্ণিয়াছে॥

এরূপ মাধুর্য্য কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হৈল যবে। অঙ্গের উপমা যোগ্য বিচারয়ে তবে॥ যতেক পদার্থ আছে সব বিচারিল। কেহ অঙ্গতুল্য নহে অতিতুচ্ছ হৈল॥ কৃষ্ণপদ-নখশোভা সবারে জিনিল। এত বিচারিতে মনে আর উপজিল॥ শ্রীরাধিকা-চিত্ত হরে পদনখ-শোভা। শব্দশ্লেষে সমাধান করে হৈয়া লোভা॥ যেই কৃষ্ণপাদ-কল্পতরু শোভা ধরে। কৌমল্য আরুণ্য সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ করে॥ তাহার পল্লব হয় অঙ্গুলীর গণ। তাহার শেখর নখরাগ্র মনোরম॥ যত শোভা যত লীলা যত রসগণ। পদ নখ স্বয়ম্বর হেন সুখগণ॥

আলিঙ্গন পাশাখেলা নর্ম্ম জলকেলি। সুরতাদিলীলা

কিম্বা। সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভিগৌর্য্যাদ্যরুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরিকাকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়যোগ্যাং জয়া সা চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎশ্রীশ্চ জয়শ্রীরাধৈব। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ নারায়ণোঽঙ্গমিত্যাদিৎ-দিশাচ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি দিশাচ কৃষ্ণস্য মূলনারায়ণত্বেন তৎপ্রেয়স্যাস্তস্যা অপি মূললক্ষ্মীত্বাৎ। কীদৃশী। সাপি স্বস্য লজ্জাশীলত্বাৎ সদৈবাধোমুখী স্থিত্বা প্রথমং তচ্ছ্রী-চরণনখদর্শনাৎ তচ্ছোভাব্ধিমগ্ননেত্রা মোহিতা সতী লীলয়া গাঢ়ানুরাগেণ যে ভাবোদ্গারবিশেষা স্তৈর্দ্ধর্মমর্য্যাদালজ্জাদিত্যাগপূর্ব্বকো যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং লভতে। তন্মাধুর্য্যাণাং স্বানুরাগস্য চ প্রতিক্ষণং নবনবত্বেনানুভবাৎ বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। কেষাঞ্চিন্মতে সোমগিরিরপি বিশেষণং। যৎপাদেত্যাদি। অত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যাঁর জয় শোভা মেলি॥ কিম্বা সৌন্দর্য্যাদি পাতিব্রত্য আদি গুণে। সৌভাগ্য বৈদগ্ধী আদি অতি মনোরমে॥ গৌরী অরুন্ধতী আদি হৈতে শ্রেষ্ঠা অতি। ব্রজকিশোরিকা হৈতে যেহোঁ কলাবতী॥ সর্ব্ব-জয়-যোগ্যা যেঁহো লক্ষ্মীরঅংশিনী। সর্ব্বত্র উৎকর্ষা হয় রাধা ঠাকুরাণী॥ কৃষ্ণ যেন মূল নারায়ণ অবতরী। রাধা তেন মূল লক্ষ্মী অংশিনীত্বে বলি॥

যদ্যপিহ রাধা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্বাধিকা। অতিলজ্জাশীলা সর্ব্বগুণেতে অধিকা॥ সেই লজ্জা হৈতে সদা অধোমুখে রহে। প্রথমেই কৃষ্ণপদ নখ নিরীখয়ে॥ কৃষ্ণপদ নখ দেখি শোভাসিন্ধু মাঝে। মগ্ন হৈয়া নেত্র হর্ষে মোহ হৈলা পাছে॥ লীলা গাঢ় অনুরাগে যে ভাববিশেষ। উদ্গার হইল তার কি কহিব শেষ॥ তাতে ধর্ম্ম সুমর্য্যাদা লজ্জাদি ছাড়িয়া। কৃষ্ণপদে স্বয়ম্বর রস লভে যাঞা॥ কৃষ্ণের মাধুর্য্য নিজ অনুরাগময়। প্রতিক্ষণে নব নব অনুভব হয়॥ নব নব বর্ত্তমান প্রয়োগেই রহে। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দুহুঁ কেহ ঊন নহে॥

কামাদ্যরিষড়্বর্গচক্ষুরাদীন্দ্রিয়পঞ্চক্লেশোত্থবিষমাদ্যন্তরায়াণাং জয়সম্পত্তি র্যং-পাদনখরাবলম্বিনীত্যর্থঃ। কিম্বা। বর্ত্মোদ্দেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুরিতি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এবে শুন গুরুপাদাশ্রয় বিশেষণ। যে গুরুর পাদপদ্ম কৈলে আশ্রয়ণ॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমান। চক্ষু আদি পঞ্চক্লেশ অতি বলবান্॥ * বাষট্টি প্রকার মতি-অন্তরায়গণ। † গুরুপদ-নখালম্বে জিনে সর্ব্বগণ॥ কিম্বা

* কাম ক্রোধাদি সমস্তই মনের ধর্ম্ম। চক্ষুরাদি দশ ইন্দ্রিয়ের ও মনের বৃত্তি-ভেদে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ। ইহারই অবান্তর ভেদ লইয়া বাষষ্টি প্রকার মনের অন্তরায় (বিঘ্ন) সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীতে ৪৮ কারিকার ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীবাচস্পতিমিশ্র নিরূপণ করিয়াছেন যথা——তমঃ।৮। মোহ।৮। মহামোহ।১০। তামিস্র।১৮। এই সমষ্টিতে ৬২ হয়। ক্রম যথা-। তম—অব্যক্ত (প্রকৃতি), মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-বিষয়ক।৩। এবং পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ তন্মাত্র বিষয়ক।৫। এই উভয়ে।৮। অষ্ট প্রকার মোহ যথা—অণিমাদি অর্থাৎ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই আট্ বিষয় ভেদে মোহ আট। মহামোহ দশ প্রকার যথা—দেবগণের ভোগ্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ এবং মনুষ্য ভোগ্য ঐ শব্দাদি পাঁচ এই উভয়ে দশ। দেব ও মনুষ্য উভয়কেই অণিমাদি আট ঐশ্বর্য্য তথা দিব্যাদিব্য ভেদে দশ প্রকার শব্দাদি নিজ গুণে অনুরক্ত করে, সুতরাং আট ঐশ্বর্য্য ও দশ শব্দাদিতে তামিস্র আঠার প্রকার। আঠারপ্রকার অন্ধ তামিস্র যথা—অন্ধ-তামিস্র শব্দে অভিনিবেশ অর্থাৎ ত্রাস (আমাদের ভোগ্য শব্দাদি দিব্য ও অদিব্য ভেদে দশ, ভোগ বিষয়ে ক্ষমতার কারণ বলিয়া অণিমাদি আট ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ এই অষ্টাদশ বিষয়কে অসুরাদিগণ নষ্ট না করুক) এইরূপে দেবগণেরও ত্রাসের কারণ বলিয়া অন্ধতামিস্র আঠার প্রকার হয়। সমষ্টিসংখ্যা যথা—তম।৮। মোহ।৮। মহামোহ।১০। তামিস্র।১৮। অন্ধতামিস্র।১৮। সাকল্যে ৬২ হইল॥

† অন্তরায় যথা—মতি অর্থাৎ মনকে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যাইতে না দিয়া

গুরুত্রয়েষ্টদেবস্মরণমিতি কেচিদাহুঃ। অত্র চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি। তদ্বাক্যমাত্রেণ স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতা ॥ ১ ॥

অথ পথি পথ্যাগচ্ছতোঽস্য বাহ্যদশায়াং সাধকরীত্যোৎকণ্ঠয়া ভক্তি-সিদ্ধান্তোদ্গারিণী তৎকালমেবান্তরাবেশাৎ সিদ্ধবল্লালসয়া কেবলরসোদ্গারিণ্যুক্তিঃ। অতস্তদ্দশাদ্বয়বাসিত্বাদেকৈব সার্থদ্বয়মুদ্গিরতি। তত্রান্তর্দশো-থার্থো বিবৃত্য বাহ্যদশোত্থার্থস্তু সংক্ষিপ্য ময়া দর্শিতব্যঃ। যদ্যুন্মাদপ্রলাপেঽত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বর্ত্মোদ্দেশ শ্রীল গুরু এক হয়। মন্ত্রগুরু শিক্ষাগুরু এই গুরুত্রয় ॥ হেথা লীলাশুকের গুরু বেশ্যা চিন্তামণি। বর্ত্মোদ্দেশী গুরু তেঁহো এই মতে জানি ॥ তাঁর বাক্য-মাত্রে হৈল কৃষ্ণে অনুরাগ। তাঁহার উৎকর্ষ তেঞি কহে মহাভাগ ॥ এই ত প্রথম শ্লোকের কহিলাম অর্থ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ টীকা প্রমাণার্থ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ। প্রথমে কহিয়ে শ্লোকের অর্থের আভাস ॥ পথে পথে চলি যায় বাহ্যদশায় স্থিতি। সাধকের হেন অতি উৎকণ্ঠিত মতি ॥ ভক্তিসিদ্ধা-ন্তের কথা কহিতে কহিতে। অতিশয় অন্তর আবেশ হৈল তাতে ॥ সিদ্ধ প্রায় লালসাতে ভরি গেল মন। রসো-দ্গার উক্তি হেন কেবলা-লক্ষণ ॥ অতএব ফলদ্বয়ে বাসিত হইয়া। এক শব্দে দুই অর্থ কহে বিবরিয়া ॥ অন্তর্দশার তার অর্থ বিবরিয়া। লিখি বুঝাইব মুই আপনার হিয়া ॥ বাহ্য-

---

পূর্ব্বোক্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মুগ্ধ করিয়া ফেলে, সুতরাং বাষট্টি প্রকার মনের বিষয়কে অন্তরায় (বিঘ্ন) বলা যায়। মনুষ্য ও দেবগণ ক্রমশঃ বিষয় ভোগ করত পুনঃ পুনঃ সংসারে ভ্রমণ করেন, সুতরাং এই সমষ্টির মূলী-ভূত অবিদ্যাদি পাঁচটী ক্লেশ অতীব বলবান্ শত্রু। ইহা কেবল আত্মপথ প্রদ-র্শক সদ্গুরুর কৃপাতেই নিবৃত্ত হয় ॥ ইতি ॥

তস্য তত্তদনুসন্ধানাদিকং নাস্তি তথাপি শুদ্ধপ্রেমৈব ভক্তিসিদ্ধান্তং রসশঙ্কাবিরুদ্ধমেব স্ফোরয়তি। শুদ্ধপ্রেম্ণঃ স্বভাবোঽয়ং যৎ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধং রসাভাসঞ্চ মোহোন্মাদাদাবপি ন স্পৃশতি। তত্র প্রথমং গচ্ছন্তং তমনুগচ্ছতাং বৈষ্ণবানাং, "স্বামিন্ কিমর্থং ত্বয়া গম্যতে কিম্বত্রাস্তি" ইতি প্রশ্নান্ প্রতি প্রাভববৈভবাংশাবতারশক্ত্যাবেশাবতারাদিস্ববিলাসবাল্যপৌগণ্ডাদিস্বপ্রকাশরূপস্বস্বরূপাণাং তথা চিচ্ছক্তেস্তদ্বিলাসানন্ত বৈকুণ্ঠানাং মায়াশক্তেস্তদ্বৈভবানন্তব্রহ্মাণ্ডানাং জীবশক্তেশ্চ পরমাশ্রয়ভূতানাং তং শ্রীভাগবতাদাবাশ্রয়ত্বেনোক্তং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দশার অর্থগণ সংক্ষেপ করিয়া। দিগ্ দেখাইব মাত্র বাহুল্য ছাড়িয়া॥ যদ্যপি উন্মাদময় প্রলাপ বচন। সিদ্ধান্ত-সন্ধান কিছু নাহি তাঁর মন॥ তথাপিহ শুদ্ধ প্রেম প্রায় যত যত। অবিরোধ রসভক্তি সিদ্ধান্ত কহে কত॥ বিশুদ্ধ প্রেমের এই স্বভাব আচার। সিদ্ধান্ত বিরোধ উন্মাদ মোহে নাহি তার॥ রসাভাস আদি কিছু নাহি তাঁর মুখে। শুদ্ধ প্রেম শুদ্ধ রস এই সরে মুখে॥ এই শ্লোকের বাহ্য অর্থ কহি কিছু হেথা। লীলাশুক সঙ্গে যান যে বৈষ্ণব তথা॥ তারা কহে মহাশয় যাবে কোন স্থানে। কি নিমিত্ত কিবা বস্তু আছে সেই স্থানে॥ সেই সব সঙ্গী প্রতি কহে মহাশয়। অন্তর-আবেশে কৃষ্ণ মহিমা কহয়॥ প্রাভব বৈভব অংশ অবতার গণ। শক্ত্যাবেশ অবতার লীলাবতার গণ॥ স্ববিলাস বাল্য আর পৌগণ্ডাদি যত। স্বপ্রকাশ রূপ নিজ স্বরূপাদি কত॥ চিৎশক্তি মহিমাগণ কহে বিবরিয়া। অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁর বিলাস গণিয়া॥ তবে বিবরিয়া মায়া শক্তির লক্ষণ। তাঁহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ জীবশক্তি আদি করি যত যত্ন গণ। পরম আশ্রয় যেঁহো পুরুষ উত্তম॥ শ্রীভাগ-

অস্তি স্বস্তরুণীকরাগ্রবিগলৎকল্পপ্রসূনাপ্লুতং
বস্তু প্রস্তুতবেণুনাদলহরীনির্ব্বাণনির্ব্যাকুলং।

সর্ব্বোত্তমং সর্ব্বভজনীয়ং পরতত্ত্বরূপং বস্তু নিরূপয়ন্ তৎকালমেবাস্বরাবেশাত্তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং পুরঃ স্ফুরন্তং বিলোক্য প্রলপন্নাহ অস্তীতি। অস্য বাহ্যার্থঃ। কিমপি বস্তু অস্তি সদা বিরাজতে। শ্রীবৃন্দাবন ইতি শেষঃ। বসন্ত্যস্মিন্ প্রাগুক্তানি তথা বসতি। কালত্রয়েঽপ্যেকরূপতয়া দীব্যতীত্যর্থদ্বয়োরপ্যৌণাদিতুন্-প্রত্যয়াদ্বস্তু। সামান্যনির্দ্দেশাৎ নপুংসকত্বং। নন্থ। কিং নিরাকারং ব্রহ্ম নেত্যাহ। কিশোরাকৃতি। কিশোরী প্রত্যহং নবযৌবনা আকৃতিঃ স্বরূপং যস্যেতি জীববদ্দেহদেহিভেদো নিরস্তঃ। তথাহি শ্রীভাগবতে। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্থিতি। বিনাচ্যুতাৎ বস্তুতরাং ন বাচ্যমিতি। নাতঃপরং পরমযদ্ভবতঃ স্বরূপমিতি চ। নন্থ। ভগবদ্রূপাণি সর্ব্বাণ্যেব কিশোরাকৃতীনীত্যত্র কতরদিদমিত্যত্রাহ প্রস্তুতবেণ্বিতি। রাসে ব্রজসুন্দরীণামাকর্ষণার্থং প্রস্তুতা যে বেণোর্নাদাস্তেষাং যা লহর্য্যঃ স্বরগ্রামাস্ত্রয়ঃ মূর্চ্ছনাস্ত্বেকবিংশতিরূপাস্তরঙ্গাস্তজ্জন্যং যন্নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তাসু মন আদীনাং লয়ো বা তেন নির্ব্যাকুলং। নিরিত্যব্যয়মভাবার্থঃ।

অতঃপর পথে যাইতে যাইতে উৎকণ্ঠাবশতঃ সাধকরীত্যনুসারে অন্তর্দ্দশাসমুদ্ভূত ইষ্ট বস্তুর উদ্দেশ পূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

বৃন্দাবনে এমন কোন এক বস্তু আছে, যাহা স্বর্গীয়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বতে যাঁর মহিমা বিস্তার। সর্ব্ব ভজনীয় সর্ব্বোত্তম সর্ব্বসার॥ পরতত্ত্ব বস্তুরূপ যেঁহো নিরূপণ। কহিতে আবেশ কৃষ্ণ হইলা স্ফুরণ॥ এইরূপে কৃষ্ণ যেন আগে দেখা পাইলা। দেখিয়া প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা॥ এই ত দ্বিতীয় শ্লোকের কহিল আভাস। বিচারিয়া অর্থ এবে করিয়ে প্রকাশ॥

স্রস্তস্রস্তনিরুদ্ধ-নীবি-বিলসদ্গোপীসহস্রাবৃতং
হস্তন্যস্তনতাপবর্গমখিলোদারং কিশোরাকৃতি ॥ ২ ॥

অব্যাকুলমিত্যর্থঃ। নির্মক্ষিকবৎ ব্যাকুলেভ্যো নির্গতমিতি চ। তত্র মগ্নচিত্তাদিত্বান্নিশ্চলমিত্যর্থঃ। নির্ব্বাণং সুখমোক্ষয়োরিতি বিশ্বাৎ। তথা সায়ং পুষ্পাণ্যবচিন্বত্যস্তন্নাদাকৃষ্টা যাঃ স্বস্তরুণ্যস্তাসাং তন্মাধুর্য্যদর্শনবিবশানাং কম্পমানকরাগ্রেভ্যো বিগলন্তি যানি কল্পপ্রসূনানি কল্পতরুপুষ্পাণি তৈরাপ্লুতং প্রেমবৈবশ্যাৎ কল্পতরুস্থানে কল্প ইত্যুক্তিঃ। কিম্বা। সাহচর্য্যবলাদেকদেশেনাপি পদার্থো বোধ্যতে। তথা স্রস্তস্রস্তা বেণুনাদশ্রবণাৎ গুরুভর্তৃপুর এব স্রস্তা লজ্জাভয়তঃ স্বস্থানে বদ্ধা অপি পুনঃ স্রস্তা অতঃ করেণ রুদ্ধাঃ। কাসাঞ্চিত্তদ্বন্ধনকালবিলম্বাসহিষ্ণুত্বাৎ করাভ্যাং নিরুদ্ধা নীব্যো যাসাং তাশ্চ বয়ঃসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যানুরাগাদ্যৈ বিলসন্ত্যশ্চ যা গোপ্যস্তাসাং সহস্রৈরাবৃতং পরিতোবেষ্টিতং। অতঃ শ্রীভাগবতোক্তরাসবিলাসারম্ভি শ্রীকৃষ্ণরূপং তদ্বস্তু নত্বাগমধ্যানোক্তং। অন্যেষামাবরণানামত্রাগ্রেহপ্যনুক্তত্বাৎ। তথা হস্তেন ন্যস্তো

তরুণীগণের হস্তাগ্র হইতে বিগলিত কল্পতরুর পুষ্পদ্বারা সমাবৃত তথা আরব্ধবেণুনাদ শ্রবণে আনন্দবশতঃ ব্যাকুলতাশূন্য, যাঁহার চতুঃপার্শ্বে সহস্র গোপাঙ্গনাগণ কটিদেশ হইতে বারম্বার বিগলিতনীবিকে অবরুদ্ধ করিতে ২ অতিশয় শোভা ধারণ করিতেছেন, অপবর্গ (মোক্ষ) যাহার করতলে বিন্যস্ত থাকিয়া অবনতভাবে বর্ত্তমান এবং যিনি নিখিল উদার হইতেও উদার এবং যাহার আকৃতি কিশোরী অর্থাৎ সমুদিত নবযৌবন সমন্বিত ॥ ২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বৃন্দাবনে আছে কোন বস্তু অতিশয়। কালত্রয়ে একরূপে সদাই রময় ॥ সামান্য নির্দ্দেশ নহে বস্তু নিরূপণ। নিরাকার ব্রহ্ম তার দেখায় লক্ষণ ॥ সেহো নহে কিশোর

নতানাং স্বভজনোন্মুখানামপবর্গঃ স্বপার্ষদরূপানন্দদেহদানেন লিঙ্গদেহভঙ্গো যেন। তদুক্তং। মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মেত্যাদৌ। যদ্বা। অপবর্গঃ প্রেম-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আকৃতি মনোহর। নবযুবা কৈশোর মিলন স্থিরতর॥ এই লাগি জীব প্রায় দেহ দেহি ভেদ। নিরস্ত হইল, গুণে নাহি পরিচ্ছেদ॥

ভগবানের রূপ হয় অগণ্য অনন্ত। কিশোর আকার সব হয় মূর্ত্তিমন্ত॥ তার মধ্যে বৃন্দাবনে কাঁহার বিলাস। এত চিন্তি পুনঃ কহে করিয়া প্রকাশ॥ রাসে ব্রজকিশোরিকা আকর্ষণ কাযে। প্রস্তুত বেণুর নাদ বৃন্দাবন মাঝে॥ সে নাদলহরী স্বর গ্রাম মূর্চ্ছাগণ। সে জন্য নির্ব্বাণ শব্দে আনন্দ পরম॥ মন আদি করি তাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ। অব্যা-কুল মগ্ন প্রায় নিশ্চল লক্ষণ॥ সায়ংকালে দেবনারী পুষ্প তোলে যথা। আচম্বিতে বেণুনাদ প্রবেশিল তথা॥ মাধুর্য্য দেখিয়া তারা বিবশ হইলা। ধৈরয না ধরে নেত্র ঝুরিতে লাগিলা॥ কল্পবৃক্ষ পুষ্প তার হাতেতে হইতে। গলিয়া পড়য়ে হস্ত কাঁপিতে কাঁপিতে॥ সেই সব পুষ্প পড়ে যে কৃষ্ণ উপরে। তাতে পরিপ্লুত রহে কামমোহ করে॥ বেণু-ধ্বনি শুনিতেই গোপনারীগণ। গুরু ভর্ত্তা আগে স্রস্তনীবি-বন্ধ হন॥ লজ্জা ভয়ে তারা নীবি পুনঃ বদ্ধ করে। পুনঃ স্রস্ত করে নীবি মহী খসি পড়ে॥ কেহ কেহ করে রুদ্ধ করি নীবিবন্ধ। সহিতে না পারে কেহ বন্ধন বিলম্ব॥ নবীনকিশোর অতি সুন্দরী সকল। বৈদগধী অনুরাগ পরম প্রবল॥ হেন ব্রজাঙ্গনাগণ-সহস্রে আবৃত। শ্রীভাগবতের

ভক্তিযোগো যেন । তথা পঞ্চমস্কন্ধে গদ্যং যথা । বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতীত্যত্র ভক্তিযোগলক্ষণ ইতি । তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ । তথা অখিলেভ্যঃ কল্পবৃক্ষাদিভ্য উদারং বাঞ্ছাতিরিক্তদাতৃত্বাৎ । তথাহি । স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিত্যাদি । কিম্বা । অখিলৈ র্নায়কসদ্গুণৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ । অন্তর্দশাপক্ষেবং । ইদং কিমপি বস্তু পুরো বিরাজতে । বসন্ত্যস্মিন্ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিসদ্গুণাদীনীতি বস্তু । যদ্বা বস্তে স্বমাধুর্য্যবেণুগীতাদিজনিতমোহমূর্চ্ছাদিভাবৈরাত্মারামাদিভ্যঃ প্রাণপর্য্যন্তানাং বিশেষতঃ স্ত্রীণাং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

রাসে যাঁহারে বেকত ॥ সেই বস্তু বৃন্দাবনে সদা বিরাজয় । আগমাদ্যে ধ্যান-উক্ত যেহো তেহো নয় ॥ অন্য আবরণ আদি আগে না কহিল । এই ত কারণে ইহা তারে না বলিল ॥ প্রণত জনেরে হস্তাবলম্বন দিয়া । নিজ পারিষদ করে আনন্দিত হৈয়া ॥ পরম আনন্দ দেহ দান দেয় তার । মায়াদেহ দূর করে কি বলিব আর ॥ তাহাতে প্রমাণ তার শ্রীমুখবচন । ভক্তস্থানে কৃপা করি কহিল কথন ॥ কিবা অপবর্গ শব্দে প্রেমভক্তি বলি । পঞ্চমস্কন্ধের পদ্য প্রমাণ তাহারি ॥

কিম্বা সেই কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় দাতা । কল্পবৃক্ষ আদ্যে জিনে অন্যে কিবা কথা ॥

কিম্বা সর্ব্বনায়ক হৈতে গুণেতে প্রবীণা । পরম উত্তম রূপ সর্ব্বরস-সীমা ॥ এই ত কহিল শ্লোকের বাহ্যদশা অর্থ । অন্তর্দ্দশার অর্থ শুন পরম সমর্থ ॥ এইরূপে কোন বস্তু আগে বিরাজয় । সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্ব বৈদগ্ধ্যাদি চয় ॥ আপনা মাধুর্য্য বেণুগীত আদি হৈতে । আত্মা প্রাণপর্য্যন্ত সে করয়ে মোহিতে ॥ বিশেষতঃ নারীগণের মোহয়ে

স্ততোঽপ্যতিতরাং ব্রজসুন্দরীণাং চিত্তমাচ্ছাদয়তি ইতি বস্তু। কীদৃশং। কিশোরাকৃতি। নমু গোপ্যঃ সাধ্ব্যঃ পরতন্ত্রাঃ কথমেষ্যন্তি কথম্বা রাসো ভবেদিতি ব্যাকুলোঽপি তথা বেণুনাদলহরীভির্যন্নির্ব্বাণং তদা কৃষ্ণবল্লবীনাং কাঞ্চীনূপুরাদিধ্বনি শ্রবণজানন্দস্তেন নির্ব্যাকুলং। তথাচ হস্তে ন্যস্ত ইচ্ছয়া বেণুনাদেনৈব সম্পাদিতঃ নতানাং স্বচরণাশ্রয়োন্মুখীনাং তাসাং গুর্ব্বাদিবারণধর্ম্মলজ্জাদিশৃঙ্খলাভ্যো ঽপবর্গো মোক্ষো যেন। তদুক্তং। যা মাতঙ্গন দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্যেত্যাদৌ। তথা। অখিলাসু বল্লীষু উদারং তত্তদভীষ্টবিলাসপূর্ত্ত্যা সর্ব্বমনোরথদাতৃ। তদুক্তং। শ্রীজয়দেববচনৈঃ। বিশ্বেষামনুরঞ্জনেনেত্যাদৌ। কিম্বা অখিলৈর্ভজনীয়সদা নৈরুদারং মহদত্যুত্তমমিত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং। আকৃষ্য রাধাং ব্রজসুভ্রুবাং গণাত্তস্যা তয়া গূঢ়বিলাসলাভতঃ। কুঞ্জে রসাস্বাদবিশেষলক্ষয়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্তরে। তাতে হৈতে ব্রজনারী সদা মোহ করে॥ কিশোর আকৃতি বস্তু গুণের সাগর। মদনমোহন বেশ শ্যাম কলেবর॥ মনে চিন্তে কৃষ্ণ গোপনারী পরতন্ত্র। সহজেই নারীগণ না হয় স্বতন্ত্র॥ কেমনে আসিবে হেথা স্বতন্ত্র হইয়া। ব্যাকুল হইলা মনে এ সব চিন্তিয়া॥ বেণুগান আরম্ভিলা শুনি গোপীগণ। পরম আনন্দবৃন্দে আকর্ষিল মন॥ নির্ব্বাণ শব্দেতে কহি আনন্দ বিশেষ। বিশ্বপ্রকাশে কহে এই অর্থ শেষ॥

হস্তে লৈয়া বেণুগান করিয়া গোবিন্দ। প্রণতগণের মনে বাড়ায় আনন্দ॥ গুরু লজ্জা ধর্ম্ম আদি শৃঙ্খলা হইতে। মুক্ত করি আনে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে॥

ব্রজনারী বেণু শুনি উন্মত্ত হইয়া। আইসে কৃষ্ণের স্থানে না চায় ফিরিয়া॥ নূপুর কিঙ্কিণী বাজে কঙ্কণ ঝঙ্কারে। সে ধ্বনি শুনিয়া কৃষ্ণ নির্ব্ব্যাকুল ধরে॥ বহু কল্পবৃক্ষ হৈতে উদয় গোবিন্দ। সর্ব্বগোপী অভীষ্ট পূরণ নিরুদ্বন্দ॥

প্রারম্ভি রাসো রসিকেন্দ্রমৌলিনা। পশ্চান্ময়া বাহ্যদশোত্থমর্থং সংগৃহ্য তাদাবপি বক্তুমহং। অন্তর্দশোত্থঃ সবিশেষমর্থঃ পূর্ব্বং নিজেষ্টঃ কিল কথ্যতেঽসৌ। তথাস্য তদ্ বেশ্যাবক্ত্রাৎ শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণেঽনুরাগাদিশ্রবণজাতলোভত্বাৎ রাগানুগামার্গেণৈব ভজনং। অত্র রাগানুগামার্গে অনুৎপন্নরতিসাধকভক্তৈরপি স্বেপ্সিতসিদ্ধদেহং মনসি পরিকল্প্য ভগবৎসেবাদিকং ক্রিয়তে। জাতরতীনান্তু স্বয়মেব তদ্দেহস্ফূর্ত্তেঃ। অস্যাতু উৎপন্না মধুরজাতীয়া রতিঃ ক্রমেণানুরাগদশাং প্রাপ্তাস্তিতস্তদেহস্ফূর্ত্তিঃ সদৈব। যথা রসামৃতসিন্ধৌ। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে। বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু। রাগাত্মিকামনুস্মৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে। রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রসিকেন্দ্র মৌলী কৃষ্ণ আরম্ভিলা রাস। বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে হাস পরিহাস॥ ভঙ্গি করি ব্রজাঙ্গনা মাঝে হৈতে রাধা। আকর্ষয়ে নিগূঢ় বিলাস লোভে সাধা॥ নিকুঞ্জে বিশেষ রস আস্বাদ লাগিয়া। আরম্ভিলা রাসলীলা আনন্দিত হৈয়া॥ দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ কহিল বিস্তার। তৃতীয় শ্লোকের এবে শুন অর্থ সার॥ পাছে বাহ্যদশার অর্থ সংক্ষেপে কহিব। অন্তর্দ্দশার অর্থ কিছু বিস্তারি বর্ণিব॥ নিজ ইষ্ট অন্তর্দ্দশার অর্থ সবিশেষ। সেই অর্থ বিস্তারিব জানিতে উদ্দেশ॥ অতঃপর লীলাশুক মহাভাগবত। বেশ্যামুখে রাধাকৃষ্ণ লীলা শুনে যত॥ রাধাকৃষ্ণ অনুরাগ প্রবন্ধ শুনিয়া। অতিলোভ উপজিল আপনার হিয়া॥ রাগানুগা মার্গে কৃষ্ণভজন করিতে। পরম লালসা তার বাঢ়ি গেল চিত্তে॥ এই রাগানুগা পথে অন্য ভক্তগণ। উৎপন্ন রতি কৃষ্ণে সাধক লক্ষণ॥ তাহারাহ বাঞ্ছিত দেহ মনেতে কল্পিয়া। কৃষ্ণসেবা আদি করে একান্ত হইয়া॥ জাতরতিগণে তাহা সদা স্ফূর্ত্তি হয়। নিজ সুখ

চাতুর্য্যৈকনিদান সীম চপলাপাঙ্গচ্ছটামন্থরং
লাবণ্যামৃতবীচিলোলিতদৃশং লক্ষ্মীকটাক্ষাদৃতং।

লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্ তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণমিতি। অথোজ্জ্বলনীলমণৌ। স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ং। স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি। বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। সা শর্করা সিতা সা স্যাৎ সা যথা স্যাৎ সিতোপলেতি। তত্রানুরাগলক্ষণং। সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যন্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ইতি। তথৈবাগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি॥ ২॥

ততঃ শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্যায়াঃ পূর্ব্বশ্রুতানুরাগসৌভাগ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে পূর্ব্বে যাঁহার অনুরাগ ও সৌভাগ্য শ্রুত হইয়াছে, সেই শ্রীরাধার পার্শ্বস্থা এবং উপাসনাকারিণী সখীগণের মধ্যে আপনাকে তাদৃশী একটী জানিয়া কোন এক সখী নিবেদন পূর্ব্বক কহিলেন॥

হে সখিগণ! যিনি চাতুর্য্যের একমাত্র নিদানের সীমা স্বরূপ অপাঙ্গ অর্থাৎ নেত্রপ্রান্তভাগের ছটায় মন্থর, লাবণ্যা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দুঃখে তাহা কভু না বাধয়॥ লীলাশুকে উপজিল মধুর জাতি রতি। ক্রম অনুরাগ দশা তাতে প্রাপ্ত অতি॥ সদা সেই দেহ স্ফূর্ত্তি হয় তার মনে। রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যে সব লক্ষণে॥ ২॥

এই সব কথা আগে সব ব্যক্ত হবে। তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কহি কিছু এবে॥ কৃষ্ণপার্শ্বে সর্ব্বমুখ্য রাধা গুণবতী। অনুরাগ সৌভাগ্যপূর্ণা পূর্ব্বে যার খ্যাতি॥ তার পার্শ্বে আছে সখী তার উপাসিকা। আপনাকে তার মাঝে জানে সেই একা॥

কালিন্দীপুলিনাঙ্গণপ্রণয়িনং কামাবতারাঙ্কুরং
বালং নীলমমী বয়ং মধুরিমস্বারাজ্যমারাধ্নুমঃ ॥ ৩ ॥

পার্শ্বস্থসখীনাং তদুপাসিকানাং মধ্যে আত্মানং তাদৃশীমেকাং জ্ঞাপয়ন্নাহ। অমী বয়ং তৎপরিবাররূপা বালং কিশোরং আরাধ্নুমঃ। চামরান্দোলন তাম্বূলদানাদিনা বয়ং সেবামহে। পূর্ব্বং কিশোরাকৃতিত্বেন নিরূপিতত্বাৎ। অগ্রেঽপি তল্লীলায়া এব বর্ণিতত্বাৎ। স্মৃত্যলঙ্কারাদিষু ত্রিবিধবয়োবিবেচনে বাল্যষোড়শাব্দান্তমিতি প্রসিদ্ধেশ্চ বালশব্দেনাত্র কিশোর এবোচ্যতে। অন্যথা ব্যাখ্যায়াং কামাবতারাঙ্কুরত্বাসম্ভবাৎ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। কীদৃশং। নীলং ইন্দ্রনীলমণিশ্যামং মূর্ত্তং শৃঙ্গাররসমিত্যর্থঃ। যদুক্তং। শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিতি।

মৃতের তরঙ্গে চঞ্চললোচন, লক্ষ্মীদেবীর কটাক্ষে সমাদৃত, যমুনার পুলিনাঙ্গনের প্রণয়ী কামরূপ অবতারের অঙ্কুর এবং নিখিল মাধুর্য্যের নিজায়ত্ত রাজ্য স্বরূপ, সেই নীলবর্ণ বালক অর্থাৎ কিশোরকে আমি আরাধনা করি ॥ ৩ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাধিকার পরিবার আমি সর্ব্বথায়। আরাধিব কিশোর শেখর শ্যামরায় ॥ চামর দোলাব আর যোগাব তাম্বূল। পাদসম্বাহন আদি সেবা অনুকূল ॥ বাল শব্দে কিশোর বয়স শাস্ত্রে কহে। স্মৃতি অলঙ্কার আদ্যে ইহা ব্যক্ত হয়ে ॥ ত্রিবিধ বয়স কৃষ্ণের বিবেচনা কাযে। ষোড়শাব্দ অন্তবাল্য তাতে কহিয়াছে ॥ এই লাগি বাল শব্দে কিশোর কহিয়ে। এই মত এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র বুঝিয়ে ॥ আর কহি বাল শব্দে কাম অবতার। প্রকট অঙ্কুর যেন বিনোদ আকার ॥ কিশোর আকার কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। ইন্দ্রনীলমণি শ্যামবর্ণ মনোরম ॥ কেবল শৃঙ্গার রসায়ন মূর্ত্তিমান্। শ্রীগীতগোবিন্দ যার লীলা-রস গান ॥

রাসরঙ্গকালিন্দীপুলিনমেব মাধবীচতুঃশালিকায়া অঙ্গনং তত্র প্রণয়িণং সদা তত্র বিলসন্তমিত্যর্থঃ। তথা প্রবললজ্জাবাম্যাভ্যাং পরমোৎকণ্ঠায়ামপ্যধোমুখস্থিতায়াঃ লক্ষ্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কটাক্ষে তৎপ্রাপ্তাবাদৃতং সাদরং তথা পরিতঃ স্থিতাস্বপ্যন্যাসু শ্রীরাধায়া এব লাবণ্যামৃতবীচিভি র্লোলিতে সতৃষ্ণীকৃতে দৃশৌ যস্য তং। অতোঽন্যাস্ত্যক্ত্বা তয়া সহ রহলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানপূর্ব্বকগন্যা লক্ষিতপ্রেরণয়া তস্মিক্রামণস্বনিক্রামণাদিষু তস্য তত্র চ চাতুরীস্ফূর্ত্তাহ। চাতুর্য্যেতি। চাতুর্য্যাণাং নেত্রান্তাদিদ্বারৈব তত্তজ্জ্ঞাপনরূপাণাং

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

মাধবীর চতুঃশালা কালিন্দীপুলিনে। রাসরঙ্গ লীলা করে তাহার অঙ্গনে॥ কালিন্দীপুলিন তার অতিপ্রিয় স্থান। প্রিয়া লৈয়া লীলা তাহা করে অবিরাম॥ অতি লজ্জা বাম্য আর অতি উৎকণ্ঠিতা। অধোমুখী সদা রহে সেই যে রাধিকা॥ তাহার কটাক্ষ যার আদর অপার। আদরে ভজিব আমি চরণ তাঁহার॥ রাসমধ্যে শতকোটি গোপী সঙ্গে লীলা। রাধার লাবণ্যে যেহ আকৃষ্ট হইলা॥ রাধার লাবণ্য সুধা তরঙ্গে ভরল। সদাই তৃষিত নেত্র যাহার প্রবল॥ সেই কৃষ্ণ ভজিব আমি এই মনে দৃঢ়। হৃদয়ে লালসা মোর বাঢ়ি গেল বড়॥ রাসমধ্যে অন্য গোপীগণ তেয়াগিয়া। রাধাসঙ্গে কুঞ্জলীলায় ভুলে যায় হিয়া॥ নেত্র অন্ত দ্বারে তাহা ব্যক্ত জানাইতে। চপল অপাঙ্গ ছটা সীমারূপ যাতে॥ এই যে নয়ন ভঙ্গী বুঝেন রাধিকা। অন্য কেহো নাহি বুঝে তাহাতে অধিকা॥ কিম্বা রাধা কটাক্ষেতে আদর যাহার। সঙ্কেত জানিয়া তেঁহ করে অঙ্গীকার॥ যাহাতে চঞ্চল যার অপাঙ্গের ছটা। তাহারে ভজিব আমি মনে হর্ষ ঘটা॥

লক্ষ্মীগণ কহিতে কহি ব্রজদেবীগণ। কটাক্ষেহ যদ্যপিহ আদর সঘন॥ চাতুর্য্যনিদান-মাত্র এক সেই সীমা।

যানি মুখ্যানি নিদানান্যাদিকারণানি তেষাং সীমা অবধিরূপশ্চ। পুনশ্চপলে যো হপাঙ্গ স্তস্য ছটয়া তাং মন্থরয়তি স্তব্ধাং করোতীতি। অতো লক্ষ্মান্তস্যাঃ কটাক্ষে আদৃতং সাদরং সঙ্কেতজ্ঞাপনমিদং জ্ঞাপয়ন্তিয়মিতি তদভিলসন্ত-মিত্যর্থঃ। যদ্বা। তথা শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ ইত্যাদি। লক্ষ্মীসহস্র শতসংভ্রমসেব্যমানমিত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদ্যনুসারেণ লক্ষ্মীণাং ব্রজদেবীনাং কটাক্ষৈরাদৃতমপি তাদৃক্‌চাতুর্য্যাণামবধিরূপশ্চপলায়াস্তল্লীলার্থং জাত-চাপল্যায়াঃ শ্রীরাধায়া যোহপাঙ্গস্তচ্ছটাভির্মন্থরং জাতস্তব্ধতয়া তত্তৎক্রিয়া-দিষপ্যশক্তং বা। তথা প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিত্যাদ্যনু-সারেণ কামস্য তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষস্য যোহবতারঃ। প্রাকট্যং তস্যাঙ্কুরঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই যে লীলায় যার লোভ অনুপমা। রাধার অপাঙ্গ ছটায় মন্থর হইয়া। স্তব্ধ হৈয়া রহে তাতে শক্তি তেয়াগিয়া॥

কাম শব্দ তাহার বিষয়ে প্রেম কহি। তার যেই অব-তার অঙ্কুর উদই॥ তাহারে ভজিব আমি হইয়া একান্ত। কহিতেই দেখ সর্ব্ব মাধুর্য্যের অন্ত॥ মাধুর্য্য স্বারাজ্যময় এই কৃষ্ণে হয়। সকল সুলভ এথা মাধুর্য্য-আলয়॥ রাধি-কার সখীভাব লীলাশুক মনে। প্রকট হইল গ্রন্থে তাহারি বচনে॥

বাহ্যদশা অর্থ এবে কহিয়ে ইহার। ভঙ্গী প্রতি লীলা-শুক যে কৈল প্রচার॥ পূর্ব্বে যে কহিলাঙ বস্তু নিয়ম তোমারে। কেবল সে বস্তু নহে আর আছে আরে॥ আমরা সভাই যার করি আরাধনে। ব্রহ্মা শুক আদি তারে করিলা স্তবনে॥

সেই যে কিশোর শ্যাম করি আরাধন। আশ্রণীয় তেঁহ সর্ব্ব নায়ক উত্তম॥ বিশেষে কালিন্দীকূলে সদাই

প্ররোহো যস্মাত্তং। সর্ব্বমাধুর্য্যমনুভূয়াহ মধ্বিতি। মধুরিম্নাং স্বারাজ্যং তং সর্ব্বৈত্রেব সুলভমিত্যর্থঃ। তত্রাস্য তস্যাঃ সখ্যেনানুরাগতঃ। রাধাপয়োধরেত্যাদৌ। যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখা ইত্যাদৌ চ সুব্যক্তৈব। বাহ্যদশার্থেস্ত্বেবং। স্বসঙ্গিনঃ প্রত্যেব ন কেবলং তাদৃশং বস্তুন্ত্যেব মাত্রং বয়মপি তদুপাস্মহ ইত্যাহ। অমী বয়ং। জানন্তু এব জানন্তু ইত্যাদিনা। নায়ং সুখাপো ভগবানিত্যাদিনা বিধিশুকাদিভিঃ স্তুতং বালং আরাধ্নুম ইতি। স্বরবৈকৃত্যেনাশ্চর্য্যদ্যোতনং। স্বস্য তদ্বহির্মুখপূর্ব্বদশাস্মৃত্যা অদসঃ প্রয়োগঃ। তান্ ক্রোড়ীকৃত্য বহুত্বপ্রয়োগশ্চ। তমেবাশ্রয়ণীয়নায়কং সদ্গুণৈর্বিশিনষ্টি। তত্র কালিন্দীতি সদা বিলাসিত্বমুক্তং। মধুরিমেতি রুচিরত্বং তাসামাকর্ষণে উপেক্ষাপ্রত্যায়কবাগ্‌ভঙ্গিপ্রার্থনাদিচাতুরীস্ফূর্ত্ত্যাহ চাতুর্য্যেতি। অনেন বৈদগ্ধ্যং। চপলেতি মোহনত্বং। চপলানাং তাসামপাঙ্গচ্ছটাভির্মন্থরং স্তব্ধমিতি প্রেমবৈবশ্যত্বং। তস্যা মুখেন্দুদর্শনাদুচ্ছলিতো যো লাবণ্যামৃতার্ণবস্তদমৃতবীচিভির্লোলিতাঃ সতৃষ্ণীকৃতা স্তস্যাঃ পশ্যতাক্ষ দৃশো যেনেতি সৌন্দর্য্যং। বেণুনাদাকৃষ্টয়া নভঃস্থিতয়া লক্ষ্ম্যাঃ কটাক্ষৈরাদৃতং সাদরং সলালস-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিলাসে। অতিশয় সুমাধুরী যাহাতে প্রকাশে॥ কহিতেই যেন রাসে গোপাঙ্গনা আনি। উপেক্ষা করয়ে হেন কহে ভঙ্গী বাণী॥ প্রার্থনা জানায় তাতে বচন কৌশলে। এই স্ফূর্ত্তে লীলাশুক কহয়ে সত্বরে॥ বৈদগ্ধ্য চাপল্য নিজ প্রকাশ করিলা। মোহনত্ব আপনার তাতে জানাইলা॥ তারা যে চপলাগণ অপাঙ্গ ছটাতে। মন্থর হইল এই প্রেমবশ্য রীতে॥ রাধিকাদি মুখচন্দ্র দর্শন হইতে। উছলিল লাবণ্য অমৃতসিন্ধু যাতে॥ তাহার তরঙ্গে তারে তৃষিত করিয়া। তা সবারে দেখে যেঁহো সুখাবিষ্ট হৈয়া॥ এই ত সৌন্দর্য্য পূর্ণ ইহাতে প্রকাশ। অন্যোন্য চঞ্চল নেত্র মুখে মৃদু হাস॥ বেণু ধ্বনি করি আকর্ষিলা লক্ষ্মীগণ। কটাক্ষে

মীক্ষ্যমাণমিতি। নারীগণমনোহারিত্বং কামাদীনাং চতুর্ব্যূহান্তর্গতপ্রদ্যু-ম্নাখ্যস্বস্বরূপাণাং শাখাস্থানীয়ানাং তদংশলেশাভাসরূপাণামনন্তব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত-প্রাকৃতকামানাং পত্রস্থানীয়ানামবতারস্য প্রাকট্যস্য অঙ্কুরং প্রথমোদ্ভিন্ন-কোমলস্কন্ধাংশং। প্রাকৃতাপ্রাকৃতকন্দর্পনিদানবৃন্দাবনাভিনবকন্দর্পমিত্যর্থঃ। আগমাদৌ কামগায়ত্র্যা কামবীজেন চ তস্য তদ্রূপেণোপাস্যত্বাৎ। কোটিমদন-বিমোহনাশেষচিত্তাকর্ষকসহজমধুরতরলাবণ্যামৃতাপারার্ণবেন মহানুভাবচয়ো-হনুভূয়মানতত্তন্মহাভাবনিবহেন শ্রীমদনগোপালরূপেণাধুনাপি বৃন্দাবনে বিরাজ-মানত্বাচ্চ। অনেন সর্ব্বাবতারবীজত্বসর্ব্বমাধুর্য্যে উক্তে। রাসলীলা জয়তোষা যয়া সংবুজ্যতেহনিশং। হরে বিদগ্ধতাভের্য্যা রাধাসৌভাগ্য-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পূজিলা তারা লোভি হৈয়া মন॥ নারীগণ মনোহারি লীলার প্রকাশ। না পাইলা সঙ্গী লক্ষ্মী গেলা দুঃখে বাস॥ চতুর্ব্যূহ অন্তরেতে যত কামগণ। প্রদ্যুম্নাখ্য আদি স্বস্বরূপ মনো-রম॥ শাখাস্থানীগণ আর আছে কত কত। তার অংশ লেশাভাস রূপ যত যত॥ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত কামগণ। পত্রস্থানী আছে তার না হয় গণন॥ তার অবতারী কৃষ্ণ প্রাকট্য অঙ্কুর। বৃন্দাবনে নব কামদেব সর্ব্বমূল॥ প্রাকৃতা-প্রাকৃত যত কন্দর্পের গণ। প্রথম কমলস্কন্ধ অংশ মনো-রম॥ আগমাদি শাস্ত্রে গায়ত্রী কামবীজে। তার উপাসনা করে সর্ব্বভাবে ভজে॥ কোটি মনোমথ এই রূপের প্রকাশ। সর্ব্ব চিত্ত আকর্ষক সহজ বিলাস॥ লাবণ্য মধুরোত্তম অমৃ-তের সিন্ধু। মহা অনুভাব চয়ে অনুভবে বিন্দু॥ সেই সেই মহা মহা প্রভাবের গণ। মহা মহাশয় সবে করে আস্বাদন॥ অদ্যাবধি মদনগোপাল রূপ ধরি। বৃন্দাবনে বিরাজয়ে সঙ্গে গোপনারী॥ সর্ব্ব অবতার বীজ মাধুর্য্য আলয়। বৈদগ্ধ

দুন্দুভিঃ ॥ ৩ ॥

অথাস্য বাহ্যে তিস্রো দশা দৃশ্যন্তে। প্রথমস্ফূর্ত্তৌ স্ফূর্ত্তিজ্ঞানং। ততঃ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়োর্ভ্রমঃ। ততঃ সাক্ষাৎকার ইতি। অত্রাস্য মধুরজাতীয়-ভাবাশ্রয়ত্বাৎ পূর্ব্বরাগবিপ্রলম্ভোৎপন্নলালসাদশোৎপন্নাস্তি তয়া অন্তঃস্ফূর্ত্তা-বপি বাহ্যদশোত্থদৈন্যবৈকল্যাদিবাসিতমনস্তয়া রাসবিলাসিনস্তস্য স্ফূর্ত্তি-প্রার্থনমেবাষ্টাদশভিঃ। তানি স্পর্শসুখাদীনি তেচ তরলা ইত্যাদৌ। সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং, তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহ-ব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে। ইতিবৎ ॥

তত্র একেন স্বনিশ্চয়কথনং। ততো গোপীনাং রাসান্তর্হিতকৃষ্ণদর্শ-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চাতুর্য্য সর্ব্ব রসের আশ্রয় ॥ এই কৃষ্ণ আরাধিমু মোর মনে লয়। যাতে লোভি হয় মন সেই সে মিলয় ॥ জয় জয় রাস-লীলা জয় রাসলীলা। অহর্নিশি এই লীলা যেহ ঘোষাইলা ॥ কৃষ্ণবিদগ্ধতা ভেরী সঘন বাজায়। রাধার সৌভাগ্যময় দুন্দুভি ঘোষয় ॥ ৩ ॥

চতুর্থ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে। আভাস লিখিয়ে তার টীকা অভিমতে। এই লীলাশুকের বাহ্য তিন দশা হয়। প্রথমে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তে স্ফূর্ত্তি জ্ঞান হয়॥ দ্বিতীয়েতে হয় স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম। তৃতীয়ে সাক্ষাৎকার এইত লক্ষণ ॥ মধুর জাতীয় ভাব আশ্রয় হইতে। পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভ উৎপন্ন তাহাতে। প্রথমে লালসা দশা উৎপন্ন হইলা। যদ্যপি চিত্তেতে তার লালসা স্ফুরিলা ॥ বাহ্যদশা উত্থাপিত দৈন্য বিকলতা। তাহাতে বাসিত মন হইল সর্ব্বথা ॥ শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তির লাগিয়া। অষ্টাদশ শ্লোক করে প্রার্থনা যাচিয়া॥

একশ্লোকে আপনার নিশ্চয় কহিলা। তবে রাসে কৃষ্ণ

নোৎকণ্ঠা প্রলাপস্ফূর্ত্যা তদ্দর্শনং প্রার্থনং ত্রয়স্ত্রিংশতা। ততঃ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎ-কারয়োর্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ পুনর্দর্শনোৎকণ্ঠা সপ্তভিঃ। ততঃ সাক্ষাত্তদ্দর্শনাদ্বাঙ্মনসাগোচরত্বেন তদ্বর্ণমষ্টাবিংশত্যা। ততস্তেন সহোক্তিঃ প্রত্যুক্তিঃ সপ্তদশভি-রিতিক্রমঃ। তত্রাদৌ তয়া সহ নিভৃতলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং। বাহু-প্রসারেত্যাদিবৎ। তথা তস্যাস্তাসাং তদুৎকণ্ঠাং বর্দ্ধয়িতুমুত্তম্ভয়ন্ রতিপতি-মিত্যাদিবচ্চ। তাভিঃ সহ বিলসতস্তস্য স্ফূর্ত্যা স্বসমানসখীঃ প্রত্যাহ। প্রথমং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্তর্দ্ধান স্ফূর্ত্তি হৈলা॥ তাতে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া। উৎকণ্ঠাতে ফিরে তারা প্রলাপ করিয়া॥ তাহা দেখিবারে স্ফূর্ত্তি প্রার্থনা করয়। তেত্রিশ শ্লোকেতে লীলাশুক নির্ব্বাচয়। তবে স্ফূর্ত্তি সাক্ষাৎকার ভ্রম অতিশয়। পঞ্চশ্লোকে বিশেষিয়া করিল নিশ্চয়॥ পুনর্ব্বার দরশন লাগি উৎকণ্ঠিত। সপ্তশ্লোকে সেই সব করিল নিশ্চিত॥ সাক্ষাৎ দর্শন তবে হইল তাহার। বাক্য মন অগোচর বর্ণনা প্রচার॥ অষ্ট বিং-শতি তার শ্লোক মনোহর। উক্তি প্রত্যুক্তি কৃষ্ণ সঙ্গে তার পর॥ সপ্তদশ শ্লোকে তাহা করিল বিস্তার। এইরূপে ক্রমে অর্থ করিয়ে প্রচার॥ তাহার প্রথম লীলা রাধিকার সনে। নিভৃতে করিতে সাধ বাঢ়ে কৃষ্ণ মনে॥ সর্ব্ব সমাধান লাগি সর্ব্ব গোপী সনে। বাহুপ্রসারাদি লীলা করে হর্ষমনে। রাধা আর গোপীগণের উৎকণ্ঠা বাঢ়াইতে। রাসে নান লীলা করে কৃষ্ণ নানামতে॥

রাধা আদি গোপাঙ্গনা সনে কৃষ্ণচন্দ্র। রাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ॥ সেই রাসলীলা স্ফূর্ত্তি হৈল লীলা-শুকে। নিজ সম সখী প্রতি কহে নিজমুখে॥

প্রথমতঃ কৃষ্ণের লাবণ্য ছটা সনে। ভূষণ অম্বর কান্তি

বর্হোত্তংসবিলাসকুন্তলভরং মাধুর্য্যমগ্নাননং

তল্লাবণ্যচ্ছটোচ্ছলিতং তদ্ভূষণাম্বরং গোপীলাবণ্যভূষাদিজ্যোতিঃপুঞ্জং নির্ব্বিশেষতয়ানুভূয়েব জাতাহ্লাদো লোভাৎ সসংভ্রমমাহ॥

ইদং জ্যোতিঃ স্বপরপ্রকাশকং মনোনেত্ররসায়নং বস্তু নশ্চেতসি চকাস্তু। ঈষদ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যাহ। কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডাধরস্মিতাদীনাং মাধুর্য্যে তৎপ্রবাহে মগ্নং কৃতমজ্জনমাননং যস্য তৎ। সমগ্রবিশেষস্ফূর্ত্ত্যাহ। প্রকর্ষেণ উন্মীলন্নবযৌবনং চরমকৈশোরং যস্য তৎ। তথা বর্হোত্তংসস্য যো বিলাসঃ নৃত্যগত্যা মন্দানিলেন

অনন্তর সখীগণ সহ বিলাসকারি শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি বোধ করত আপনার সমান সখীগণের প্রতি কহিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! যিনি ময়ূরপিচ্ছ চূড়ার সহিত সংযুক্ত কুন্তলে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ঘটা উছলনে॥ তৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা। তার বিভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা॥ নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল। সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল॥ নিজ পর প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ। মন নেত্র রসায়ন সর্ব্বজনরঞ্জ॥ আমার মনে ত সদা রহুক লাগিয়া। তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া॥ এতেক কহিতে অল্প বিশেষ স্ফুরিলা। তাহার কারণে কিছু কহিতে লগিলা॥ কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ড অধরমাধুরী। মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচনচাতুরী॥ মাধুর্য্যপ্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন। দেখ দেখ সুমাধুর্য্য করয়ে মজ্জন॥ কহিতেই সামগ্রী বিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা। বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা॥ নবীনযৌবন বয়ঃ উদয় হইল। চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিল॥ চাঁচর কেশরে চূড়া তাতে মনোহর। তাহাতে বর্হিয়া শোভে পরম সুন্দর॥ নটন গমনে

প্রোন্মীলন্নবযৌবনং প্রবিলসদ্বেণুপ্রণাদামৃতং।
আপীনস্তনকুট্মলাভিরভিতো গোপীভিরারাধিতং

চান্দোলনং তদ্বযুক্তকুন্তলভরস্তৎকলাপো যস্য। তথা স্বরালাপাদিভঙ্গিভি র্বিল-সন্তো যে বেণোঃ প্রকৃষ্টা নাদা স্তএবাতিমধুরত্বাৎ শুষ্কস্থাবরাদি জীবদত্বাচ্ছামৃতানি যস্মিন্।, তথা গোপীভিরভিতশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিভিরারাধিতং সেবিতং। আপীনানি স্তনকুট্মলানি যাসাং তাভিঃ। তথা জগতাং তৎস্পর্শতৃষ্ণয়াভিতঃ কুটিলং ভ্রমন্তীনাং তাসাং মধ্যে একস্যাং শ্রীরাধায়াং অভি সর্ব্বতোভাবেন যো রাসঃ রমণং তেন পশ্যতাং স্মরতাং চাদ্ভুতং চমৎকারকারকং। তয়া সহ মিথঃ স্কন্ধন্যস্তহস্ততয়া কৃতনৃত্যত্বাৎ। বাহ্যে তান্ প্রত্যেবাহ। অর্থঃ স এব

শোভিত, যাঁহার বদন মাধুর্য্যে নিমগ্ন, যিনি সমুদিত নবযৌবনশোভিত,বেণুনিনাদরূপ অমৃতযুক্ত,স্থূলতর স্তন কুট্মলশালিনী গোপাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে আরাধিত এবং যিনি জগতের মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধায় সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত এবং যিনি দর্শন ও স্মরণকারিদিগের সম্বন্ধে চমৎকারকারী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মন্দ বাতাসে দোলায়। তাহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায়॥ বিম্বাধরে বিলাস মুরলী মনোহর। স্বরভঙ্গি আলাপনে মাধুরী বিস্তর॥ কেবল অমৃত ধ্বনি সদা বরিষয়। শুষ্ক কাষ্ঠ আদিগণে জীবন রচয়॥ তাতে মুগ্ধ হৈয়া রহু গোপাঙ্গনাগণ। চুম্বনালিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন॥ তথা জগজ্জনে মনে স্পর্শ তৃষ্ণা হয়। হেন রূপ শোভা সখী বর্ণন না হয়॥ গোপকিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী। রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে অতি আর্ত্তি॥ দুহু স্কন্ধে দুঁহু বাহু আরোপণ করি। অন্যোন্যে নাচে সুখে সর্ব্ব মনোহারি॥ রাধাতেই কৃষ্ণ মন

জ্যোতিশ্চেতসি নশ্চকাস্তু জগতামেকাভিরামাদ্ভুতং ॥৪॥
মধুরতরস্মিতামৃতবিমুগ্ধমুখাম্বুরুহং

কিম্বা ত্রিজগতাং একং প্রধানমভিরামং চাদ্ভুতঞ্চ যত্তৎ ॥ ৪ ॥

পুনরতিমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি সলালসমাহ মধুরতরেতি। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম চেতসি চিরং চকাস্তু। নম্থু চিত্তসন্তাপকস্যাস্ত স্মৃতিলালসয়াহলমিত্যত্র চিত্তং তচ্চ দূষয়ন্নাহ। কীদৃশে। বিশেষেণ সিনোতি স্বমাধুর্য্যমধুনি মনোভৃঙ্গং বধ্নাতীতি বিষয়ং। তচ্চ বিষবদ্দাহকত্বাদ্বিষঞ্চ তথাপ্যমৃতবদামিষং লোভ্যং যদেতদ্ধাম তস্য যং গ্রসনং ঝটিত্যাত্মসাৎকরণং। তত্র গৃধ্নু লম্পটং যত্তস্মিন্। তদুক্তং। পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য

সেই জ্যোতি অর্থাৎ স্বপর প্রকাশক মনোনেত্র রসায়ন কোন অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমার চিত্ত মধ্যে প্রকাশ প্রাপ্ত হউন ॥৪॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অত্যন্ত স্ফূর্ত্তি পাওয়ায় সেই সমস্ত সখীগণের প্রতি লালসা সহকারে কহিতে লাগিলেন—

অহে সখীগণ! যাঁহার মধুরতর হাস্যামৃতে বদনপদ্ম

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নয়ন বিলাসে। দরশনে কার মনে সুখ যে না আইসে ॥

এই ত কহিল শ্লোকের অন্তর্দ্দশার অর্থ। বাহ্য অর্থ স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব্ব ॥ ত্রিজগতের প্রধান এক অভি- রাম রূপ। বৃন্দাবনে আছে সর্ব্ব মাধুর্য্যের ভূপ ॥ কহিতেই পুনঃ অতি মাধুর্য্য স্ফুরিল। সম সখী প্রতি কহে লালসা বাঢ়িল ॥ ৪ ॥

সখি হে এই কৃষ্ণের অঙ্গের মাধুরী। সদা স্ফূর্ত্তি হউ মোরে, জ্যোতিঃপুঞ্জ যেই ধরে, অভিরাম নয়ন চাতুরী ॥ ধ্রু ॥

যদি বল এই কৃষ্ণ, না পাইলে সদা তৃষ্ণ, মন হয়

মদশিখিপিঞ্ছলাঞ্ছিতমনোজ্ঞকচপ্রচয়ং।
বিষয়বিষামিষগ্রসনগৃধ্নুনি চেতসি মে

নির্ব্বাসনং নিস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ। প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ॥ ইত্যাদৌ। তত্র হেতুমাহ। মধুতরং যৎস্মিতামৃতং তেন বিমুগ্ধং মনোহরং মুখাম্বুরুহং যস্য। তথা। বিপুলে বিলোচনে যস্য। তথা অস্মং পিঞ্ছান্যেবায়ব তংসয়তীতি সৌভাগ্যমদযুক্তাস্তথা নবঘননিন্দি তৎকান্তিদর্শনোদ্গতানঙ্গমদযুক্তাশ্চ যে শিখিনস্তেষাং পিঞ্ছৈর্লাঞ্ছিতঃ স্বভাবমনোজ্ঞশ্চ কচপ্রচয়ো যস্য। মধ্যপদলোপী সমাসঃ। মদাতিশয়াৎ তএব মদরূপা ইতি বা। শিখিনাং মত্ততোক্ত্যা পিঞ্ছানাং স্ফীততোক্তা। বাহ্যে তু। বিষয়ো বনিতাদিঃ। অন্যৎসমং। অতঃ সএব কৃপয়াচেৎ স্ফুরতি তদৈব তৎস্ফুরণমন্যথা তদপি দুর্লভমিতি দৈন্যং। আমিষং পললে লোভ্যে ইতি মেদিনী। লোভ্যে বস্তুনীতি

অতিশয় মনোহর, যাঁহার কেশকলাপ মদমত্ত ময়ূরপিঞ্ছে লাঞ্ছিত হইয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছে এবং যিনি বিশাল লোচনযুক্ত, সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার বিষয় বিষরূপ আমিষগ্রাসে লুব্ধতর চিত্ত-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাপিত বিস্তর। ছাড়হ লালসা কায, সেহ নহে মূল লাজ, দোষি মোর হইল অন্তর॥ নিজাঙ্গমাধুরী দানে, মনোভৃঙ্গ বান্ধি টানে, গ্রাস কৈল তাতে মোর মন। দাহক বিষের সম, আবিষয়ামৃত যেন, পরম লম্পট অনুক্ষণ॥ মনোহর মুখপদ্ম, বিদগ্ধ আনন্দ সদ্ম, তাতে স্মিত মধুরিমামৃতে। বিপুল লোচনদ্বয়, শ্রবণ পরশে তায়, দেখি লোভ নহে কার চিত্তে॥ মনোজ্ঞ কুন্তল চূড়ে, মত্তশিখি-পিচ্ছ উড়ে, কিবা শিখিপিচ্ছের বান্ধন। কহিতেই কৃষ্ণমুখে, মন মুগ্ধ হৈল

বিপুলবিলোচনং কমপি ধাম চকাস্তু চিরং ॥ ৫ ॥ *
মুকুলায়মাননয়নাম্বুজং বিভো-

কোষঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীমন্মুখাম্বুজলগ্নমনস্তয়া সলালসমাহ। বিভোস্তন্মাধুর্য্যচাতুর্য্যসম্পৎ-পূর্ণস্য মুখপঙ্কজং মে মনঃসরসি বিজৃম্ভতাং। কীদৃশং। মুরলীনিনাদ এব মকরন্দস্তেন নির্ভরং পূর্ণং। তথা প্রোজ্জ্বলেন্দ্রনীলমণিমুকুর ইবাচরতীতি মুকুরায়মাণে মৃদুনী গণ্ডমণ্ডলে যস্মিন্। তথা স্মরমদেন ভাবোদ্গারেণ চ মুকুলায়মানে নয়নাম্বুজে যস্মিন্। স্ফুটপদ্মোপরি দরবিকসিতপদ্মযুগলং চেৎ স্যাৎ

মধ্যে চিরকাল শোভা প্রাপ্ত হউন ॥ ৫ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মে মন সংলগ্ন হওয়ায় লালসার সহিত স্বীয় সখীর প্রতি কহিতেছেন ॥

হে সখি! যাহাতে মুকুলসদৃশ নয়নপদ্ম বিরাজমান,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সুখে, পুনঃ শ্লোক কৈল উচ্চারণ ॥ ৫ ॥

সখি হে, কৃষ্ণ-মুখপদ্ম মনোহর। মাধুর্য্য চাতুর্য্য সীম, স্ফূর্ত্তি হউ রাত্রি দিন, মোর মন নদী মধ্যস্থল ॥ ধ্রু ॥

মুরলী নিনাদ যাতে, মকরন্দ পূর্ব্ব রীতে, মাতায় তরুণীগণ মন। ইন্দ্রনীলমণি যেন, মুকুর স্বচ্ছটা হেন, যাতে মৃদু গণ্ডের সোহন ॥ কামমদ ভাবোদয়, নয়ন অম্বুজদ্বয়, মুকুলায়মান তাতে সদা। স্ফুট পদ্মোপরি যেন, অল্প বিকসিত হেন, দুই পদ্ম রহয়ে বিষদা ॥ কিবা গণ্ড দর্পণেতে, সহ-

* অস্মিন্ শ্লোকে নর্দ্দটকং ছন্দঃ। যদি ভবতো নজৌ ভ জ জ লা গুরু "নর্দ্দটকং"। "জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং" ইতি ভাগবতীয়শ্রুত্যধ্যায়পদোক্তচ্ছন্দোবৎ ॥

মুরলীনিনাদমকরন্দনির্ভরং।
মুকুরায়মাণমৃদুগণ্ডমণ্ডলং
মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতাং ॥ ৬ ॥ *
কমনীয়-কিশোরমুগ্ধমূর্ত্তেঃ

তদা তৎসমমিতদ্ভুতোপমেয়ং। কিম্বা শ্রীগণ্ডমুকুরসংক্রমিতানি তেন মুখপঙ্কজেন সহ সখ্যং কর্ত্তুমিবাগতানি তাসাং ভাবোদ্গার--মুকুলায়মান--নয়নাম্বুজানি শ্রীরাধায়াস্তাদৃশ নয়নাম্বুজে খঞ্জনস্থানীয়ে বা যস্মিন্। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট ইব। প্রথমে প্রকাশতাং দ্বিতীয়ে চিরং তৃতীয়ে বিশেষেণেতি শ্লোকত্রয়ে ক্রমেণোৎকণ্ঠাধিক্যং। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং ॥ ৬ ॥

অথ তন্মাধুর্য্যাব্ধিস্ফূর্ত্ত্যাদিরসেঽপ্যোতদ্বর্ণনে কৃষ্ণাদর্শনবিক্লবাং প্রিয়সখীং প্রীণয়ামীতি তদভ্যস্যন্ তদানন্তাস্ফূর্ত্ত্যা স্তম্ভিতঃ সন্নাহ। মুরারেঃ

যাহা মুরলীর নিনাদরূপ মকরন্দে সুশোভিত, তথা যাহাতে মৃদু গণ্ডমণ্ডল দর্পণতুল্য, বিভুর সেই মুখপদ্ম আমার মনোরূপ সরোবর মধ্যে শোভিত হউক ॥ ৬ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য সমুদ্র স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে বিক্লবা শ্রীরাধাকে "প্রীত করিব" এই অভিপ্রায়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যোগী মুখাম্বুজ তাতে, আসে সখ্য করিবার আশে। রাধার নয়নাম্বুজ, আইল যাতে ভাবপুঞ্জ, সে যেন খঞ্জনদ্বয় বৈসে ॥ মাধুর্য্যসমুদ্র সার, কহিতেই স্ফূর্ত্তি আর, শ্লোক এক পড়ে অদ্ভুত। কৃষ্ণের মাধুর্য্য লীলা, বর্ণিতে বর্ণিতে হইলা, লীলাশুক অত্যন্ত স্তম্ভিত ॥ ৬ ॥

সখি হে, সুন্দর মুরারি-মধুরিমা। আমার বচনে আসি,

---

* অত্র মঞ্জুভাষিণী ছন্দঃ। স জ সা জগৌ চ যদি "মঞ্জুভাষিণী" ॥

কলবেণুক্বণিতাদৃতাননেন্দোঃ।
মম বাচি বিজৃম্ভতাং মুরারে-
র্মধুরিম্নঃ কণিকাপি কাপি কাপি ॥ ৭ ॥ †

মুরা কুৎসা তদরেস্তদ্রহিতস্য পরমসুন্দরস্য মধুরিম্নঃ কণিকাপি মম বাচি বিজৃম্ভতাং অল্পকণঃ কণী। পশ্চাদত্যল্পার্থে কণ্ কণিকা সা। অতিসূক্ষ্মেত্যর্থঃ। তত্রাপি কাপি কাপি কৈশোরসৌষ্ঠবসবেণুমুখসম্বন্ধিনীত্যর্থঃ। তাং তামেব প্রকাশয়তি। কীদৃশঃ। কমনীয়া কিশোরী মুগ্ধা মনোহরা চ মূর্ত্তি র্যস্য। তথা কলবেণুক্বণিতৈরাদৃতঃ সেবিতস্তৈর্বেণুভিঃ প্রশস্তো বা মুখেন্দু র্যস্য। বাহ্যে দৈন্যোদয়াচ্চিত্তে স্ফূর্ত্তিস্তাবদাস্তাং বাচ্যপি তত্রাপ্যতিদৈন্যাৎ। ননু সমধুরিমা-করঃ সএব কিন্তু তন্মধুরিমা। তত্রাপ্যতিতরাং দৈন্যোদয়াৎ নতু মধুরিমসিন্ধুঃ কিন্তু তৎকণিকাপি যয়াখিলব্রহ্মাণ্ডমেবাপ্লাবিতং স্যাৎ। ততোঽপ্যতিতমাং

তাঁহার নিকটে গমন করত তদীয় আনন্ত্য-স্ফূর্ত্তিতে স্তম্ভিত হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন॥

যিনি কমনীয় অথচ কিশোরী ও মনোহারিণী মূর্ত্তিশালী এবং মধুরাস্ফুট বেণুধ্বনিতে যাঁহার বদনচন্দ্র সুশোভিত, সেই মুরারির মাধুর্য্যের কোন এক কণিকামাত্রও আমার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সদা করউঁ বিলাসি, অত্যল্প কণার এক কণা ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর সৌষ্ঠব যাতে, বেণুমুখ বিলাসিতে, কোন কোন লীলার সময়। তার তার কণাগণ, স্ফুরু মোর বচন, প্রকাশ করিয়া অতিশয়॥ এত কহি মনে মনে, করে মাধুর্য্য বর্ণনে, রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র। কুঞ্জমাঝে লীলাকাযে,

† ইদং উপবৃত্তং ছন্দঃ। "উপবৃত্ত"মিদং তদা পরশ্চেদ্গুরুবর্ণঃ খলু সুন্দরী-পদান্তে। সুন্দরী চেয়ং। অযুজো র্যদি সৌ জগৌ যুজোঃ সভরা ল্গৌ যদি"সুন্দরী" তদা॥

মদশিখণ্ডিশিখণ্ডবিভূষণং
মদনমন্থরমুগ্ধমুখাম্বুজং।

দৈন্যোদয়াৎ কাপি কাপি যা কাপীত্যুক্তিঃ ॥ ৭ ॥

অথ মনসি তন্মাধুর্য্যং বর্ণয়ন্। তস্য তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠাস্ফূর্ত্ত্যা তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া সহর্ষমাহ। তদ্বর্ণনবাসিতমনস্তয়া বাগ্বাচায়োরেকতাস্ফূর্ত্ত্যা ইদং মম বাঙ্ময়ঞ্জীবিতং রহস্তল্লীলার্থং গচ্ছন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা। মম বাঙ্ময়ঞ্চ তস্য জীবিতং জীবনহেতুঃ তৎ বিজয়তাং কা মম চিন্তেত্যর্থঃ। আয়ুর্ঘৃতমিতি-বৎ। কীদৃশং মদেতি পূর্ব্ববৎ। স্বহ্যাচ্ছলিতমদনেন মন্থরং মানসং তত্তৎক্রিয়াসু মুগ্ধঞ্চ মুখাম্বুজং যস্য। মদনমপি মন্থরয়তি স্তম্ভয়তি মুগ্ধং মুখাম্বুজং যস্যেতি বা। মিথো ব্রজবধূনাং চুম্বনেনাঞ্জনৈরঞ্জিতং। নয়নযুগকপোলং দন্তবাসো মুখান্ত-

বাক্যমধ্যে শোভা প্রাপ্ত হউক ॥ ৭ ॥

অনন্তর মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত নির্জন লীলা স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অদর্শনোৎকণ্ঠায় সহর্ষে লীলাশুক কহিতেছেন ॥

মদমত্ত ময়ূরগণের পিঞ্ছই যাঁহার ভূষণ, যাঁহার মুখপদ্ম মদনমন্থর ও মনোহর, যাহা ব্রজবধূগণের নয়নাঞ্জনে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দর্শন উৎকণ্ঠা সাজে, হর্ষে পড়ে শ্লোক প্রবন্ধ ॥ ৭ ॥

মোর বাণী প্রাণধন, ব্রজরাজ নন্দন, জয়যুক্ত হউ সর্ব্বক্ষণ। রাই সঙ্গে কুঞ্জমাঝে, যত রাসলীলা কাযে, সদা চিন্তা করে যার মন ॥ ধ্রু ॥

যার মুখপদ্ম সদা, মন্থর-মদন-মদা, কামক্রিয়া অলস মোহন। কিবা কাম স্তম্ভ করে, মুখাম্বুজ মনোহরে, কোটি কাম জিনিয়া সোহন ॥ মদমত্ত শিখিপুচ্ছ, চূড়ায়ে কুসুম

ব্রজবধূনয়নাঞ্জনরঞ্জিতং
বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতং ॥ ৮ ॥ *
পল্লবারুণপাণিপঙ্কজসঙ্গিবেণুরবাকুলং

স্তনযুগললাটং চুম্বনস্থানমাহুরিতি। বাহ্যে তদ্দোর্লভ্যং কথয়তঃ স্বান্ প্রতি। স্ফূর্ত্তিহিতো ভাবো দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি ন্যায়াৎ। তন্মাধুর্য্যময়-স্ববাচাং তৎস্বরূপত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা সহর্ষমাহ। ইদং বিজয়তাং। কা মম চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অথ রাসবিলাসিনস্তস্য তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রেমবৈবশ্যাদপূর্ব্বমিব তং মত্বা-

---

রঞ্জিত সেই আমার বাঙ্ময় অর্থাৎ বাক্যের জীবনস্বরূপ কোন এক অনির্ব্বচনীয় বস্তু জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

অনন্তর রাসবিলাসি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্তি বশতঃ প্রেম বৈবশ্য হওয়ায় তাঁহাকে যেন অভূতপূর্ব্ব জানিয়া বাহ্য-দশার স্ফূর্ত্তিহেতু পুনর্ব্বার লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

পল্লবতুল্য অরুণবর্ণ পাণিপঙ্কজে সঙ্গতবেণু ধ্বনিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গুচ্ছ, তরুণীনয়ন যাতে বান্ধা। রাসমধ্যে ব্রজনারী, চুম্বনে হরয হরি, অধরে অঞ্জন তাতে রঞ্জা ॥ এইরূপে রাসরসে, নানা লীলা পরকাশে, সে মাধুর্য্য সব তারে স্ফুরে। প্রেমের বৈবশ্য হৈতে, অপূর্ব্ব মানয়ে চিতে, বাহ্য-গন্ধ সঙ্গে পুনঃ বলে ॥ ৮ ॥

সখি! হে, এই কৃষ্ণাশ্রয় সাধ মোরে। রাসমধ্যে এক অঙ্গে, বহু ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে, বিলসিয়া সর্ব্ব বাঞ্ছা পূরে ॥ ধ্রু ॥

---

* অত্র দ্রুতবিলম্বিতং ছন্দঃ। "দ্রুতবিলম্বিত" মাহ নভৌ ভরৌ ॥

ফুল্লপাটলপাটলীপরিবাদিপাদসরোরুহং।

বাল্যদশাবাসিতমনস্তয়া স্ফূর্ত্তিপ্রার্থনবৎ সলালসমাহ দ্বাভ্যাং। প্রভুমেকেন বপুষৈবানন্তকোটিগোপীবাঞ্ছাপূর্ত্তিসমর্থমহমাশ্রয়ে। কীদৃশং পল্লবাদপ্যরুণয়োঃ পাণিপঙ্কজয়োঃ সঙ্গী যো বেণুস্তস্য রবৈস্তাঃ স্মরোল্লাসৈরাকুলয়তীতি তং। তদুক্তমনঙ্গবর্দ্ধনমিতি। নৃত্যে তাভিরনঙ্গদৃপ্তকুচেষু ন্যস্তত্বাদপূর্ব্বকান্তি-শ্রীচরণ-স্ফূর্ত্ত্যাহ। তদুরোজস্পর্শাৎ ফুল্লঞ্চ সহজারুণমপি স্তনচরণপ্রস্বেদপঙ্কিলং তৎ কর্পূরমিশ্রিতচন্দনারুণারুষিতত্বাৎ পাটলঞ্চ তৎ। শ্বেতরক্তস্তু পাটল-ইত্যুক্তেঃ। তচ্চ অতঃ পাটলীং পরিবাদিতুং শীলং যস্য তাদৃশং পদসরোরুহং যস্য তং। ফুল্লানি পাটলানি যস্যাং তাং পাটলীমিতি বা। পাটলপাটল্যো-রীষদ্ভেদো বা জ্ঞেয়ঃ। তথা তন্নেত্রচুম্বনলগ্নাঞ্জনেন স্মিতকান্ত্যা চোল্লসন্তী সুধা-সারাদপি মধুরা চ যাধরস্য শিতশ্যামারুণা দ্যুতিমঞ্জরী তয়া সরসমাননং যস্য।

আকুল এবং যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল পাটলপুষ্পকে নিন্দা করিতেছে, উল্লসিত ও মাধুর্য্যময় অধরের কান্তিমঞ্জরী-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নবীন পল্লব হৈতে, অরুণিমাপুঞ্জ যাতে, হেন দুই করাম্বুজ যার। তার সঙ্গী যেবা বেণু, তার ধ্বনি সুধা জনু, চিত্ত আউলায় গোপিকার॥

কহিতেই দেখ যেন, রাসে কৃষ্ণ নাচে হেন, চরণ ছোয়ায় গোপীস্তনে। উরোজ পরশ পায়, প্রফুল্ল চন্দন তায়, শ্বেতরক্ত বর্ণ দুচরণে॥

প্রফুল্ল পাটলী পুঞ্জ, অতিশোভা মনোরঞ্জ, চরণপঙ্কজ হেন যার। দেখিতে চরণ শোভা, মন হৈল অতি লোভা, ঊর্দ্ধনেত্র দেন আরবার॥

সুধাসার হৈতে অতি, মধুর অধরদ্যুতি, গোপীনেত্র

ত্বুল্লসন্মধুরাধরদ্যুতিমঞ্জরীসরসাননং
বল্লবীকুচকুম্ভকুঙ্কুমপঙ্কিলং প্রভুমাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥ *
অপাঙ্গরেখাভিরভঙ্গুরাভিরনঙ্গরেখারসরঞ্জিতাভিঃ।

তথা বল্লবীনাং কুচকুম্ভকুঙ্কুমৈঃ পঙ্কিলং চর্চ্চিতাঙ্গং। বেণুনাদৈস্তা ব্যাকুলী-কৃত্য তাভিশ্চুম্বনালিঙ্গনাদিকং কৃতবানিতি ভাবঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৯ ॥
পুনস্তাভিঃ সলালসমীক্ষ্যমাণস্য স্ফূর্ত্ত্যা পূর্ব্ববদেবাহ। পূর্ব্ববদ্বিভুং আশ্র-

(দীপ্তিশ্রেণী) দ্বারা যাঁহার মুখপদ্ম সরস, এবং যাঁহার অঙ্গ বল্লবীগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কুমপঙ্কে পঙ্কিল অর্থাৎ পঙ্কযুক্ত, সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯ ॥

পুনর্ব্বার গোপীগণ লালসার সহিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন এই স্ফূর্ত্তিতে লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

গোপাঙ্গনাগণ অনঙ্গরেখার রসরঞ্জিত, ভঙ্গুর অপাঙ্গরেখা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অঞ্জন তাহাতে। শ্যাম অরুণিমা-দ্যুতি, মঞ্জরী কি সুমূরতি, যার মুখ সরস ইহাতে ॥

এত কহি প্রতি অঙ্গে, দেখি বাঢ়ে বহু রঙ্গে, ব্রজাঙ্গনা কুচকুম্ভ পঙ্কে। চর্চ্চিত হইল গাত্রে, বেণুনাদে মোহে তাতে, আলিঙ্গন চুম্বনের বন্ধে ॥

এতেক কহিতে পুন, দেখে গোপাঙ্গনাগণ, রাসলীলায় বড়ই লালসা। সেই স্ফূর্ত্তে পুনর্ব্বার, পঢ়ে শ্লোক মনোহর, লীলাশুক তার আপ্ত্যে আশা ॥ ৯ ॥

সখি! হে, সর্ব্ব ত্যজি ভজিব ইহাঁরে। রাসমধ্যে ব্রজ-

* অত্র হরনর্ত্তনং ছন্দঃ। সৌ জজৌ ভরসংযুতৌ করিবাণঋি "হর-নর্ত্তনং" ইতি বৃত্তরত্নাকরপরিশিষ্টে। এতচ্ছন্দসা গ্রথিতং পদ্যং যথা স্তবমালায়াং

অনুক্ষণং বল্লবসুন্দরীভিরভ্যস্যমানং বিভুমাশ্রয়ামঃ ॥ ১০॥

য়ামঃ। কীদৃশং বল্লবসুন্দরীভিরনুক্ষণং নিরন্তরং অপাঙ্গরেখাভিরবিচ্ছিন্ননেত্রান্ত-দৃষ্টিধারাভিরভ্যস্যমানং তৃষিতনেত্রান্ত--নল--নালিকাভি র্গম্ভীরামৃতাব্ধিমিব। কিয়দ্দূরাদাসাদ্যমানং। কিম্বা। বিয়োগভীত্যা দিবসেঽপি নেত্রাগ্রে তৎস্ফূর্ত্তয়ে অভ্যস্যমানং। অভঙ্গুরাভিরবক্রাভিঃ। নেত্রভ্রুবোরবক্রতা দৃষ্টিধারা ঋজ্বীত্যর্থঃ। অপ্রতিহতাভিরিতি বা। তথা অনঙ্গরেখায়াস্তৎপরম্পরায়া যো রসস্তেন রঞ্জিতাভি র্ভাবিতাভিঃ। কোটিকন্দর্পরসোদ্গারিকাভিরিত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা বাণশ্রেণীভি র্লক্ষমিব কটাক্ষধারাভিরভ্যস্যমানং কামরসহিঙ্গুলাদিরঞ্জি-

দ্বারা নিরন্তর যাহাকে অভ্যাস করিতেছে, সেই প্রভুকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নারী, অপাঙ্গরেখার সারি, নিরন্তর অভ্যাসয়ে যাঁরে ॥ ধ্রু ॥

নয়নের অন্ত যত, অনঙ্গনালিকামত, কিছু দূরে রহি সুধাসিন্ধু। পান করে অবিরত, তৃষিত অঙ্গনা কত, যেন নাহি পায় একবিন্দু ॥

কিম্বা বিচ্ছেদের ভয়ে, নদী যেন নেত্রে বহে, কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্য মধুরিমা। তাহার অভ্যাস কাজে, অঙ্গনা নেত্রান্ত সাজে, নিমিষ পড়িতে নাহি ক্ষমা ॥

অভঙ্গুর অবক্রতা, নেত্রধারা মনোরতা, কথনে বক্রতা নাহি যায়। তথা অনঙ্গের রেখা,সে রসে রঞ্জিত দেখা, যারে রঞ্জে এই নেত্রধারা ॥

নেত্রান্তের ভঙ্গিবাণ, মোহে যাতে কোটি কাম, শ্বেতারুণ অঞ্জনরেখায়। রস হিঙ্গুলাদি যেন, বাণ সাজে সুগো-

মুকুন্দমুক্তাবল্যাং। পর্ব্ববর্ত্তুলশর্ব্বরীপতিগর্ব্বরীতিহরাননং ॥

হৃদয়ে মম হৃদ্যবিভ্রমাণাং

তাভিঃ। যদ্বা। কীদৃশীভিস্তাভিঃ অপাঙ্গান্তরকৃণা রেখা যাসাং বাহেত্বঞ্জনরেখা যাসাং তাভিঃ। অভঙ্গুরাভিঃ পরাজয়মপ্রাপ্তাভিরিত্যর্থঃ। কামশ্রেণীরসভাবিতাভিশ্চ বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ১০ ॥

অথ রসিকশেখরত্বাৎ বৈদগ্ধ্যাত্তাসামুৎকণ্ঠাং সম্বর্দ্ধ্য তা হিত্বা তয়া সহ রহোলীলোৎকণ্ঠয়া সর্ব্বসমাধানার্থং শ্লিষ্যতি কামপীত্যাদিবৎ। তাভিঃ সহ বিল-

---

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণ নিজের রসিকশেখরত্ব ও নিখিলকলার গুণে গোপীদিগের উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন করত, "তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া শ্রীরাধার সঙ্গে নির্জনে বিলাস করিবেন" এই আশায় ভাবি দোষ সমাধান জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবে কহিতে লাগিলেন ॥

যিনি মনোজ্ঞ বিভ্রমশালিনী ব্রজসুন্দরীদিগের হর্ষবিলাস

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হন, তেন বাণ পড়ে যার গায় ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে অতি বিলক্ষণ, গোবিন্দের রসিকতা হৈতে। গোপাঙ্গনার বিদগ্ধতা, বাড়ে অতিশয় তথা, বাড়াইয়া উৎকণ্ঠিতা তাতে ॥

তা সবা ছাড়িয়া রাসে, কুঞ্জলীলায় মন বাসে, রাই সঙ্গে বিলাসের কাজে। সর্ব্ব সমাধান করে, চুম্বনে আশ্লেষ ধরে, এইরূপে কৃষ্ণের অঙ্গ সাজে ॥

সে রূপ কৃষ্ণের দেখি, লীলাশুক হৈল সুখী, রাই সঙ্গে বিলাস দেখিতে। উৎসুক বাড়িয়া গেল, শ্লোকবন্ধে প্রকাশিল, কেবা পারে সে শ্লোক বর্ণিতে ॥ ১০ ॥

সখি! হে, এই কান্তিপুঞ্জ মনোরম। আমার হৃদয় মাঝে,

হৃদয়ং হর্ষবিশাললোলনেত্রং।
তরুণং ব্রজবালসুন্দরীণাং

সন্তং তমালোক্য তদ্দিদৃক্ষয়া সোৎসুক্যমাহ। পূর্ব্বরীত্যা ইদং কিঞ্চন জ্যোতিঃ-পুঞ্জমপি চংক্রমতীত্যনির্ব্বচনীয়ং ধাম মম হৃদয়ে। মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি ন্যায়াৎ হৃৎস্থিতলীলাবিশেষে সন্নিধত্তাং। তদর্থমেতা হিত্বা অনয়া সহ শীঘ্রং তত্র গচ্ছতীত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যান্তরীয়ে শ্রীরাধাযূথ এবেতি বা। কীদৃশং। তরুণং নবকিশোরং তথা ব্রজবালসুন্দরীণাং নবকীশোরীণাং হৃৎ অয়তি জানাতি হৃদয়ং। গত্যর্থানাং জ্ঞানার্থত্বাৎ। যদ্বা। তাসাং হৃদঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ সৌভাগ্যমিত্যর্থঃ। কীদৃশাং। হৃদি বিভ্রমা যাসাং। তথা তরলং নৃত্যগত্যা সর্ব্বসমাধানার্থং চঞ্চলং। তাসামেব তরলং হৃন্নায়ক-নীলমণিবৎ তন্নিকটস্থিতত্বা।

দর্শনে লোলনেত্র ও তরল অথচ তরুণ সেই কোন অনি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চিত্তস্থিত লীলাসাজে, স্ফূর্ত্তিরূপে দিছে দরশন॥ ধ্রু॥

রাসে গোপাঙ্গনা ছাড়ি, যাঞা কুঞ্জ-লীলাবাড়ি, সঙ্গে লৈয়া রাই সখীবৃন্দ। করু তথা রসকেলি, আনন্দমোহন মেলি, তবে মোর নেত্র হয় ধন্য॥

নবকিশোর নট শ্যাম, নবকিশোরীর কাম, জানে সব মনের বিচার। কিম্বা তা সবার হিয়ে, সদাই সৌভাগ্য-ময়ে, নানা সুখ করেন প্রচার॥

চঞ্চল নৃত্যের গতি, সর্ব্ব সমাধান মতি, সর্ব্বনারী জানে মোর কাছে। ব্রজাঙ্গনা হৃদি হার, মাঝে যে নায়কসার, নীলমণি প্রায় শোভিয়াছে॥

তথা অতিহর্ষভরে, ফুল্লনেত্রাম্বুজবরে, যার শোভা অতি অদভুত। গোপাঙ্গনা হৃদি ভাব, জানি ভ্রম অনুভাব,

তরলং কিঞ্চন ধাম সন্নিধত্তাং ॥ ১১ ॥ *
নিখিলভুবনলক্ষ্মীনিত্যলীলাস্পদাভ্যাং

তথা হর্ষেণ বিশালে প্রোৎফুল্লে লোলে নেত্রে চ যস্য। তাসাং হৃদ্যা হৃদিভবা যে বিভ্রমা স্তেষাং হৃদয়ং তত্ত্বহস্যস্তমিতি বা। যাহেতু প্রকাশতামস্তুং সমং ॥ ১১ ॥

অথান্যা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাদিতিবৎ। কয়াপি হৃদি ন্যস্তং তৎপাদকমলং দৃষ্ট্বা সহর্ষলালসমাহ চেতঃ শ্রীরাধায়া ইতি শেষঃ। মদীয়হৃদয়ে অরুণপাদসরোরুহাভ্যাগাক্রীড়তামিত্যগ্রেত্যুক্তেঃ। শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং কিমপি

র্ব্বচনীয় ধাম (তেজঃ) আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন ॥ ১১ ॥

অনন্তর "অন্য কোন গোপী শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে স্থাপন করিয়াছেন" দেখিয়া লীলাশুক ইষ্ট হইয়া এই ভাবে লালসার সহিত কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা নিখিল ভুবনলক্ষ্মীর নিত্য লীলার আস্পদ (স্থান), যাহা কমলকাননের বীথী (শ্রেণী) স্থিত গর্ব্বকে অপহরণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

জানাইতে যার নেত্র দূত ॥

এত বিচারিতে মনে, স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণে, রাস মধ্যে কৃষ্ণের চরণ। যেন অন্য গোপাঙ্গনা, লৈয়া কৈল সুযোজনা, তাহে বাঢ়ে লালসার গণ ॥ ১১ ॥

অরুণ সরোজ জিনি, পদদ্বন্দ্ব সুলাবণি, সদা স্ফুরু আমার হৃদয়ে। নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, রাধা সঙ্গে লীলাকাজে, অতিশীঘ্র করাহ উদয়ে ॥ ধ্রু ॥

প্রফুল্ল কমলবন,শ্রেণী অতি বিলক্ষণ, গন্ধ শৈত্য মৃদু মধু

* অত্রাপি উপবৃত্তং ছন্দঃ।

কমলবিপিনবীথীগর্ব্বসর্ব্বঙ্কষাভ্যাং।
প্রণমদভয়দানপ্রৌঢ়িগাঢ়াদৃতাভ্যাং

তৎস্পর্শজং সুখং কুঞ্জে বহতু। কীদৃগ্‌ভ্যাং কমলবিপিনবীথীনাং তচ্ছ্রেণীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদকানাং শৈত্য-সৌগন্ধ্য-কৌমল্য-সৌন্দর্য্য মকরন্দালিধ্বনি-মত্ত্বাদিগুণৈ র্যো গর্ব্বস্তস্য সর্ব্বঙ্কষে ছেদকে যে তাভ্যাং। তথা নিখিলভুবনে যা লক্ষ্মাঃ শোভা সম্পত্তয় স্তাসাং নিত্যলীলাস্পদে কেলিগ্রহরূপে যে তাভ্যাং। তথা প্রকর্ষেণ নমন্তীনাং হৃদি তদর্পণার্থমুপবিশন্তীনাং তাসাং কন্দর্পতাপা-দিভ্যো যদভয়দানং তত্র যা প্রৌঢ়িস্তয়া গাঢ়াদৃতে যে তাভ্যাং। গোঢ়োদ্ধ-তাভ্যামিতি পাঠে। তদর্পনে গাঢ়োদ্ধতে যে তাভ্যাং। কিম্বা তয়া সহ রহো-লীলান্তে তৎসম্বাহনং কুর্ব্বত্যা মম চেত ইতি। বাহেতু। তাভ্যাং তাভ্যাং কিমপি তৎপ্রাপ্তিসুখং বহতু। বৈকুণ্ঠাদীনামখিলভুবনানাং যা লক্ষ্মাঃ সম্পত্তয়-স্তাসাং তাদৃগ্‌ভ্যাং। কিম্বা নারায়ণাদিতদংশানাং তৎপ্রেয়স্যো যা লক্ষ্ম্যস্তাসাং তৎপ্রপ্ত্যুৎকণ্ঠয়াধ্যেয়ত্বেন মনস আশ্রয়াভ্যাং। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ

করেন এবং যাহা প্রণত-জন-গণের প্রতি অভয়দান-বিষয়ে প্রগাঢ় প্রৌঢ়ি (সামর্থ্য) শালী ও আদৃত সেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শোভা। ইহার যতেক গর্ব্ব, পদশোভা নাশে সর্ব্ব, পঞ্চে-ন্দ্রিয় করে অতিলোভা॥

বৈকুণ্ঠাদি লক্ষ্মী যাতে, বাঞ্ছে ব্রজলীলামৃতে, না পাইয়া ব্যাকুল সদায়। অনন্ত ভুবনে যত, শোভা আছে কত কত, কৃষ্ণপদ তাহার আলয়॥ তথা ব্রজকিশোরিকা, অনঙ্গতাপিতাধিকা, উন্নত উরজে সদা ধরে। সে তাপ নাশিতে অতি,যার হয় প্রৌঢ়মতি,সেই পাদ সম্বাহিব করে॥

এত কহি দেখে পুনঃ, গোবিন্দের নেত্র যেন, রাই

কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যাং ॥ ১২ ॥
প্রণয়পরিণতাভ্যাং শ্রীভরালম্বনাভ্যাং

ইত্যুক্তেঃ ভক্তানামভয়দানে যা প্রৌঢ়িঃ সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ইত্যাদিকাস্তত্রোদ্ধতাভ্যামন্যৎ সমং ॥ ১২ ॥

অথান্যালক্ষিতদৃগ্‌ভঙ্গ্যা নিকুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তমালোক্য সাশ্চর্য্যহর্ষোৎকণ্ঠমাহ। অয়ং প্রাণনাথঃ কিশোরঃ নঃ সর্ব্বাসাং সখীনাং হৃদয়ে প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং শ্রীরাধিকাবিষকপ্রণয়রসপ্রবাহরূপেণ প্রবহতু সর্ব্বা আপ্লাবয়ত্বিত্যর্থঃ। হৃদয়ে তত্তুল্যায়াং শ্রীরাধায়ামিতি বা। লোচনাভ্যাং

যুগল দ্বারা শ্রীরাধার চিত্ত কোন এক অনির্ব্বচনীয় স্পর্শসুখ লাভ করুক ॥ ১২ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণ অন্য' গোপীর অলক্ষ্যভাবে নেত্রকটাক্ষে শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরণ করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময় ও হর্ষ সহকারে কহিতে লাগিলেন ॥

যাহা শ্রীরাধার প্রণয়পরিব্যাপ্ত ও শোভাসমূহের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেলিকুঞ্জে যাইবারে। সঘন প্রেরণ করে, অন্য তাহা নাহি হেরে, প্রফুল্ল হইয়া শ্লোক পড়ে ॥ ১২ ॥

সখি হে, প্রাণনাথ কিশোর আকার। প্রফুল্ল লোচনদ্বয়, রাধা প্রতি প্রেমময়, প্লাবি রহু হৃদয়ে আমার ॥ ধ্রু ॥

প্রণয়-প্রবাহময়, রাধার বিষয়ে হয়, সে প্রবাহ রহুক হৃদয়ে। তোমা সবার চিত্তে রহু, রাধার হৃদয়ে বহু, গোবিন্দের নেত্র সরসময়ে ॥

প্রতিপদললিতাভ্যাং প্রত্যহং নূতনাভ্যাং।
প্রতিমুহুরধিকাভ্যাং প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যাং

স্ফুরন্নিতি বা। অত্র স্বানুস্বারোচ্চারণং। কীদৃগ্‌ভ্যাং। শ্রীরাধাবিষয়কপ্রণয়ৈরেব পরিণতাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং। শ্রীঃ শোভা তত্তরস্যালম্বনাভ্যাং আশ্রয়াভ্যাং। পুনঃ সবিচারমাহ। প্রত্যহং নূতনাভ্যাং। যে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিসুন্দরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সবিমর্ষমাহ। প্রতিমুহুঃ ক্ষণে ক্ষণেঽধিকাভ্যাং প্রণয়শোভাদিভিরুচ্ছলিতাভ্যাং। অদ্যৈব তদানীং যে দৃষ্টে ততো ঽপ্যতিমধুরে ইত্যর্থঃ। পুনঃ সশঙ্কং। প্রতিপদং পদে পদে নিমিষে নিমিষে ললিতাভ্যাং। ইদানীং নিমিষান্তরে যে দৃষ্টে ততোঽপ্যতিমনোহরে ইত্যর্থঃ। অনুরাগস্বভাবোঽয়ং যৎ সবিষয়ং নবং নবমিত্যনুভাবয়তি। তথাহি। অনুসবাভি-

আশ্রয় স্বরূপ, তথা প্রত্যেক পদবিন্যাসেই যাহা ললিত এবং প্রত্যহই নূতন নূতন, অপিচ যাহা প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক অধিক, সেই প্রফুল্লিত লোচনযুগল দ্বারা এই প্রাণনাথ কিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) আমাদের (সমস্ত সখীগণের)

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ বিচারয়ে মনে, কৈছে সেহ দুনয়নে, প্রত্যহ নূতন হেন লয়। পূর্ব্ব দিনে যে দেখিল, তাহা হৈতে এ লখিল, কভু নাহি দেখি তেঁহ লয়॥

কহিতে সশঙ্ক হৈলা, নিরখিয়া বিচারিলা, সুললিত নিমিষে নিমিষে। এখনি দেখিল যাহা, নিমিষ অন্তরে তাহা, অতিশয় মাধুরী বরিষে॥

অতিশয় অনুরাগে, সদা নব নব লাগে, গোবিন্দের প্রতি অঙ্গগণ। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, ভাগ্যবান্ করে আস্বাদন॥

প্লবহতু হৃদয়ে নঃ প্রাণনাথঃ কিশোরঃ ॥ ১৩ ॥
মাধুর্য্যবারিধি-মদাম্বু-তরঙ্গভঙ্গী-

নবমিতি। তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগলং নবং নবমিতি বা। বাহে তু। শ্রীঃ সর্ব্ব-সম্পত্তিঃ তৎকটাক্ষেণৈব তৎপ্রাপ্তেরন্যৎ সমং ॥ ১৩ ॥

তথা সস্মিতমুখোদ্গতভাবাদিনা তাং প্রেরয়ন্তং তং তদানন্দোচ্ছলিতং বীক্ষ্য সহর্ষমাহ। ইদমানন্দসংপ্লবং সর্ব্বাপ্লাবকোচ্ছলিতানন্দপ্রবাহং মে মনঃ অনুপ্লবতাং উন্মজ্জন নিমজ্জনাদিভিরত্রৈবাক্রীড়তাং। কীদৃশং। আমন্দোঽতিমন্দস্তয়ৈব গম্যো যো হাসস্তেন ললিতমাননচন্দ্রবিম্বং যস্য। তথা চন্দ্রাংশূ-

প্রণয় রস প্রবাহে বহমান হইতে থাকুন ॥ ১৩ ॥

অপিচ, "শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখ হইতে নির্গত মধুর হাস্যময় ভাবহারাদি দ্বারা ও শ্রীরাধাকে নিকুঞ্জে প্রেরিত করিতেছেন" লীলাশুক তাহা দেখিয়া হর্ষভরে কহিতে লাগিলেন ॥

যাঁহাতে মাধুর্য্যাম্বুধির আনন্দরূপ তরঙ্গমালা বিদ্যমান,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ দেখে কৃষ্ণমুখ, মন্দ হাসি রসকূপ, অন্তরে আনন্দ অন্য ভাবে। সে হাসিতে রাধিকারে, কহে কুঞ্জে যাই বারে, দেখি হৃদে সুখ অনুভাবে ॥ ১৩ ॥

সখি হে, এই যে আনন্দসিন্ধু মাঝে। মোর মন নিমজ্জন, উন্মজ্জন অনুক্ষণ, বিহরহু রসলীলা কাজে ॥ ধ্রু ॥

রসকেলি রসমাঝে, শ্যাম নটবর সাজে, চন্দ্রবিম্ব বদন-সুষমা। তাতে অতি মন্দ স্মিত, রাইর অগম্য রীত, যার সেই হাস্য মধুরিমা ॥

সেই মুখচন্দ্র ছটা, বহু চন্দ্রকান্তি-ঘটা, উছলে মাধুর্য্য-সিন্ধু তায়। তাহাতে উদ্যত কত, কন্দর্পের মদ যত,

শৃঙ্গারশঙ্কুলিতশীতকিশোরবেশং।
আনন্দহাসললিতাননচন্দ্রবিম্ব-

ছলিতো যো মাধুর্য্যবারিধিস্তস্ত্রোদ্গতা যে কন্দর্পমদাস্ত এবাম্বুতরঙ্গা যস্মিন্। তাদৃশশ্চ ভঙ্গ্যা যঃ শৃঙ্গারো বেশরচনং তেন সংকুলিতো যুক্তশ্চ শীতঃ সর্ব্বতাপহরশ্চ কিশোরবেশ স্তদ্বপুর্যস্য। বেশো বপুষি চেতি কোষাৎ। তত্তরঙ্গ-

শৃঙ্গাররসে সঙ্কুলিত ও শীতল, অথচ কিশোর বেশ যাঁহাতে বর্ত্তমান এবং ঈষৎ হাস্যে যাঁহার বদনচন্দ্র মনোহর, সেই আনন্দসংপ্লব অর্থাৎ মহানন্দরূপ জলযান আমার মনোরূপ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সমুদ্রেতে জল সেই হয়॥

নানা ভঙ্গীগণ তাতে, সেই তরঙ্গের মাতে, মদন অনঙ্গ তার নাম। তাহাতে রচনা বেশ, যাহাতে ভুলায় দেশ, সেই মুক্তা অতি অনুপাম॥

কিশোর বয়স বেশ, সর্ব্ব তাপহরাশেষ, অতি সুশীতল কৃষ্ণঅঙ্গ। শৃঙ্গারতরঙ্গভঙ্গী, তরঙ্গশৃঙ্গার-সঙ্গী, সংগলিত মাধুর্য্য-তরঙ্গ॥

এতেক কহিতে পুনঃ, আর দেখে মনোরম, সঙ্কেত মধুর বেণুধ্বনি। রাইর অগম্য যাহা, প্রকাশে গোবিন্দ তাহা, রাসমধ্যে শুনে সর্ব্ব জনি॥

যমুনা--নির্ম্মল জলে, প্রফুল্ল কমল ভরে, তাহার নিকট তীরোপরে। প্রফুল্ল অশোক কুঞ্জে, ঝঙ্কারে ভ্রমরা পুঞ্জে, তথা যাইতে কহেন রাইরে॥

দেখিয়া গোবিন্দ রীত, লীলাশুক হরষিত, কহে নিজ সব সখীগণে। অতিশয় শ্লাঘ্য মানি, কহে কৃষ্ণ মর্ম্ম বাণী,

মানন্দসংপ্লবমনু প্লবতাং মনো মে ॥ ১৪ ॥
অব্যাজমঞ্জুলমুখাম্বুজমুগ্ধভাবৈ-

ভঙ্গ্যৈব শৃঙ্গারো বা। তত্তরঙ্গভঙ্গী শৃঙ্গারাভ্যাং সংকুলিত ইতি বা। বাহে সম- এবার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথ তৈরগম্যৈঃ সঙ্কেতবেণুনাদাদ্যৈ নীরজ-রাজি-রাজিত-যমুনানীর-নিকট-তীর-বানীর-কুঞ্জায় তাং প্রেরয়ন্তং তং বিলোক্য সশ্লাঘমাহ। পূর্ব্বরীত্যা ইদমোজঃ মদীয়ানাং সখীজনানাং হৃদয়ে তত্তুল্যে রাধায়াং তদ্গণ এব বা অরুণ-পাদসরোরুহাভ্যাং আ সম্যক্ ক্রীড়তাং। কীদৃশে। আর্দ্রে তৎপ্রেমস্নিগ্ধে। তাভ্যা-মার্দ্রে বা। বিচ্ছেদপ্রতপ্তহৃদস্তৎস্পর্শেনৈব স্নিগ্ধতোৎপত্তেঃ। তদুক্তং। তে পদা-

সরোবরে ভাসমান হউন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণ অন্যের অবোধ্য বেণুনাদ-প্রভৃতি সঙ্কেত দ্বারা পদ্মশোভিত যমুনাজলের নিকটস্থ তীরভূমিতে অশোক কুঞ্জে শ্রীরাধাকে প্রেরণ করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণদর্শন প্রাপ্ত হইয়া কহিতেছেন—

স্বভাবসুন্দর মুখপদ্মদ্বারা যিনি নিজ বেণুনাদ আস্বাদন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এক শ্লোক করি উচ্চারণে ॥ ১৪ ॥

সখি হে, গোবিন্দের জ্যোতি মনোরম। আমা সবাকার মনে, রাধিকার সখী মনে, সর্ব্বভাবে করউ ক্রীড়ন ॥ ধ্রু ॥

পদদ্বন্দ্ব মনোরম, অরুণ অম্বুজ সম, অতিস্নিগ্ধ অতি-সুকোমল। বিরহে প্রতপ্ত কত, গোপাঙ্গনা কুচোন্নত, ধরি তাপ নাশে যার তল ॥

বেণুনাদে যা সবারে, বিদ্ধ করে মৃদুস্বরে, তা সবা উরোজ তাপ নাশে। ভুবন আর্দ্রতা তায়, এই হেতু মনে

রাস্বাদ্যমান নিজবেণুবিনোদনাদং।
আক্রীড়তামরুণপাদসরোরুহাভ্যা-

মুজং কৃপণু কুচেষু নঃ কৃদ্ধি হৃচ্ছয়মিতি। তত্র হেতুঃ। ভুবনেতি। ভুবনমেবার্দ্রং যস্মাৎ। বেণুনাদাদ্যৈস্তদার্দ্রয়তীতি বা তথা অব্যাজমঞ্জুলং যৎ কৃষ্ণমুখাম্বুজং তস্য সঙ্কেতরূপ ভ্রূনেত্রান্তচালননিরক্ষরকথনাদিরূপৈ মুগ্ধভাবৈঃ সহ শ্রীরাধয়ৈব আস্বাদ্যমানো নিজঃ স্বপ্রেরণনিমিত্তকঃ বেণোর্বিনোদনাদঃ কাঞ্চনবল্লীসঙ্গিনীত্বমজ্জবনীং বিহায় তা ভ্রমরীঃ মধুপীঃ মধুসূদনস্বাং রময়িতুমেষ্যত্যসৌ নিভৃতমিত্যাদিনিগূঢ়প্রেরণরূপো নাদো যস্য। কিম্বা। তস্যাস্তৎপ্রেরণা জ্ঞানজ্ঞাপকতাদৃশমুখাম্বুজভাবৈঃ সহাস্বাদ্যমানো নিজবেণোস্তাদৃশনাদো যেন। বাহেতু মম

করেন এবং অরুণবর্ণ পাদপদ্ম যুগলদ্বারা উদ্যানশোভা প্রাপ্ত হয়েন, সেই ভুবনার্দ্রকারী কোন এক অনির্ব্বচনীয় তেজঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভয়, ব্যাজ ত্যজি হৃদি করু বাসে॥

অব্যাজ মঞ্জুল সার, গোবিন্দ মুখাব্জ তার, ভুরু আর নেত্রান্ত চালনে। নিরক্ষর কথা রূপ, সঙ্কেত-কথন-ভূপ, রাই যাহা করে আস্বাদনে॥

তাহাতে বেণুর গান, রাধিকা প্রেরণ সান *, রাই বাহিনীর সে সন্ধান। তাতে মুগ্ধ হৈয়া ধনী, সুখী হয় যাহা শুনি, কিবা বেণু গানের বন্ধান॥

বেণু কহে শুন ভৃঙ্গী, কাঞ্চন লতার সঙ্গী, শীঘ্র তুমি করহ গমন। অজবন ত্যাগ করি, গুপ্তলীলা মনে ধরি, মধুসূদন গেলা সেই স্থান॥

ইত্যাদি নিগূঢ় কথা, কহ যে সঙ্কেত মতা, আকর্ষণ রূপ যার ধ্বনি। কিবা সেই ভাব সনে, রাই-মুখ-আস্বাদনে,

* সান = সানযন্ত্র, যাহাতে ক্ষুরাদি অস্ত্র ধারাল করান হয়।

গার্দ্রে মদীয়হৃদয়ে ভুবনার্দ্রমোজঃ॥ ১৫॥
মণিনূপুরবাচালং বন্দে তচ্চরণং বিভোঃ।

হৃদয়ে প্রকাশতাং হৃদয়স্য প্রাকৃতত্বমাশঙ্ক্য সমাদধাতি। তৎপদাজাভ্যামার্দ্রে তৎপ্রকাশযোগ্যতাং নীতে। অন্যৎ সমং॥ ১৫॥

অথ তজ্জ্ঞাত্বা কুঞ্জগতাং তামন্যালক্ষিতমনুগচ্ছন্তং তং পশ্চাদ্দূরতো৽নুগচ্ছত ইব স্বস্য তন্নূপুরধ্বনিশ্রবণস্ফূর্ত্ত্যা সহর্ষমাহ। বিভোস্তাদৃশালক্ষিত-

আমার হৃদয়ে শোভিত হউন॥ ১৫॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কেতাদি জানিতে পারিয়া শ্রীরাধা কুঞ্জমধ্যে আসিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যেন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন," লীলাশুক যেন ঐ গমনে নূপুরের শব্দ শুনিতে পাইয়াই সহর্ষে কহিতেছেন—

যাঁহার লালিত্য বৃন্দাবনের পথে পথে প্রসৃত হইতেছে,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাদৃশ মুরলী সুমোহনী॥

জানি সে সঙ্কেত গণে, না দেখিতে অন্য জনে, রাই গেলা সেই কুঞ্জ-মাঝে। তাহা দেখি অলক্ষিতে, কৃষ্ণ যান সে পশ্চাতে, লীলাশুক চলে পাছে পাছে॥

কৃষ্ণের মঞ্জীর ধ্বনি, শ্রবণেও স্ফূর্ত্তি মানি, হর্ষে শ্লোক কৈল উচ্চারণ। সেই শ্লোক অর্থ যাহা, পদবন্ধে লিখি তাহা, যাতে সুখী ভক্তগণ-মন॥ ১৫॥

সেইরূপ অলক্ষিত, গতির যে প্রভুমত, রাধিকার পাছে পাছে যাইতে। বন্দি সে চরণদ্বন্দ্ব, সকল-আনন্দ-কন্দ, মাধুর্য্য সকল বৈসে যাতে॥

যাহাতে বাচাল মণি, মঞ্জীরের রণরণি, শ্রবণে আনন্দময়

ললিতানি যদীয়ানি লক্ষ্মাণি ব্রজবীথিষু ॥ ১৬ ॥
মম চেতসি স্ফুরতু বল্লবীবিভো-

গতিসমর্থস্য তত্তাদৃশং তামনুগচ্ছচ্চরণং বন্দে। কীদৃশং। মণিনূপুরাভ্যাং বাচালং। মার্গে তচ্চিহ্নানি দৃষ্ট্বাহ। হৃদি যানি লক্ষ্মাণি ন কেবলমত্রৈব সর্ব্বাসু ব্রজবীথিষ্বপি বিরাজন্ত ইতি শেষঃ। কীদৃশানি। ধ্বজবজ্রাদিভির্ললিতানি। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ১৬ ॥

অথ পদ্মষণ্ডমণ্ডিতযমুনা-নীর-তীর-বানীর-কুঞ্জে তয়া সহ রমমাণস্য তস্য

সেই মণিময় নূপুর দ্বারা যেন বাচাল প্রায়, সুতরাং শোভিত শ্রীকৃষ্ণের পাদযুগলকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

অনন্তর "পদ্মরাজি-বিরাজিত যমুনার তীরস্থ অশোক-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রসে। এতেক কহিতে পথে, পদচিহ্ন শোভা চিত্তে, দেখিয়া বিচারে সহরিষে ॥

এই পদচিহ্নগণ, এই পথে নাহি হন, কিন্তু সর্ব্বব্রজ পথ ময়। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ মীন, স্বস্তিক গোষ্পদ চিহ্ন, অর্দ্ধচন্দ্রাম্বুজ যাতে হয় ॥ ১৬ ॥

যমুনার তীরকুঞ্জে, কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে, আসি করে নানান বিলাস। দোঁহার নূপুর ধ্বনি, কুঞ্জ-মাঝে তাহা শুনি, লীলাশুক লালসা প্রকাশ ॥

নিজসম-সখী-সনে, রহি কুঞ্জ-বাহ্য স্থানে, সেই স্ফূর্ত্তি মানিয়া অন্তরে। ভাবাবেশে নিজ সুখে, শ্লোকবন্ধে পরকাশে, যাহার শ্রবণে মন হরে ॥

এই গোপাঙ্গনাশ্রেণী, তাহার যে শিরোমণি, রাধা

র্মণিনূপুরপ্রণয়িমঞ্জু শিঞ্জিতং।
কমলাবনেচরকলিন্দকন্যকা-

নূপুরধ্বনিং সখীভিঃ সহাগত্য বহিঃ স্থিত্বা শৃণ্বন্নিব সলালসমাহ। বল্লবী তচ্ছ্রেষ্ঠা রাধা তস্যা বিভোরমণস্য শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনি র্মম চেতসি স্ফুরতু। কস্য ভূষণস্যেত্যাহ। মণিনূপুরপ্রণয়কেলিবিশেষেণোর্দ্ধস্থিতশ্রীচরণয়োর্নূপুরোদ্ভবমিত্যর্থঃ। অতো মঞ্জু মনোহরং। কিম্বা তস্যাঃ প্রণয়স্তৎচ্যত্বেন বিদ্যতে যস্যাস্তৎপ্রণয়ি তচ্চ মঞ্জু মনোজ্ঞঞ্চ তৎ তাদৃশং মণিনূপুরয়ো র্যং শিঞ্জিতং তৎ। তথা কমলা লক্ষ্মীস্তস্যাবনেচরা যে পদ্মবনেচরাঃ কলিন্দকন্যকায়াঃ কলহংসাস্তৈঃ কলকণ্ঠকূজিতৈরাদৃতং তৎসাম্যশিক্ষার্থমাদরেণাভ্যাসিতং।

কুঞ্জে শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিলাস করিতেছেন,” লীলাশুক যেন বাহিরে থাকিয়া সখীদিগের সহিত ঐ বিলাসের নূপুরধ্বনি শুনিয়াই লালসান্বিত চিত্তে কহিতেছেন—

যাহা কমলবনে কলিন্দকন্যা যমুনার কলহংসের কণ্ঠকূজনে সম্যক্ প্রকারে আদৃত, সেই বল্লবীপতি শ্রীকৃষ্ণের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সুধামুখী অতিধন্যা। তার প্রভু শ্যামচন্দ্র, সর্ব্বানন্দ রসিকেন্দ্র, সদা মোর চিত্তে স্ফুরু রম্যা॥

যে মঞ্জু মঞ্জীরমণি, রাধিকাপ্রণয় ভণি, যার ধ্বনি শ্রুতিমনোহর। রাইর মঞ্জীরধ্বনি, শুনে যেই প্রণয়িনী, সে স্ফুরুক আমার অন্তর॥

কালিন্দী কমলবন, চরে যেই হংসগণ, তার কণ্ঠধ্বনি জিনি ধ্বনি। তাহার আদর করে, যে মঞ্জীর ধ্বনি বরে, সে ধ্বনি শিক্ষার্থ অভ্যাসিনী॥

কিম্বা সেই হংসগণ, স্বকণ্ঠ-কুজিতগণ, শ্লাঘা করে যেই

কলহংসকণ্ঠকলকূজিতাদৃতং ॥ ১৭ ॥ *
তরুণারুণ-করুণাময়-বিপুলায়ত-নয়নং

তেষাং কলকণ্ঠকূজিতৈঃ শ্লাঘিতং বা। বাহ্যে তৎস্ফূর্ত্ত্যোক্তিরর্থঃ সএব ॥ ১৭ ॥

অথ সুরতান্তং জ্ঞাত্বা সখীভিঃ সহ কুঞ্জরন্ধ্রে মুখং দত্বা তং পুষ্পতল্পোপর্য্যু-পবিশ্য তস্যাঃ শ্রমাপনোদনং পুনর্মদনোদ্দীপনঞ্চ কুর্ব্বন্তং পশ্যন্নিবানন্দো-

---

মণিময় নূপুর শিঞ্জিত অর্থাৎ নূপুরধ্বনি আমার চিত্তমধ্যে শোভিত হউক ॥ ১৭ ॥

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের সুরত-বিহার শেষ হইয়াছে" জানিয়া লীলাশুক সখীদিগের সহিত কুঞ্জদ্বারের ছিদ্রে মুখ দিয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সর্ব্বক্ষণে। সেই কৃষ্ণ-নূপুর ধ্বনি, মোর হিয়ে অনুক্ষণি, স্ফূর্ত্তি হব স্বভাব লক্ষণে ॥ ১৭ ॥

অতঃপর লীলাশুক, অন্তরে বাঢ়িল সুখ, জানি ক্রীড়া অবসান কাজ। সখীগণ সঙ্গে করি, কুঞ্জরন্ধ্রে মুখ ধরি, দেখে দোঁহা রতিশ্রম সাজ ॥

মৃদু-পুষ্পশয্যা-মাঝে, রাইরে বসাঞা কাছে, করে কৃষ্ণ শ্রম-নিবারণ। রতিশ্রম জলবিন্দু, ভাসিয়াছে মুখ-ইন্দু, করুণায়ে করেন বীজন ॥

মদনোদ্দীপনা পুনঃ, করে কৃষ্ণচন্দ্র যেন, এই মত আনন্দ মানিয়া। সুধাময় সুবিলাস, মানি মত্ত শুকোল্লাস, প্রকাশয়ে শ্লোক পঢ়িয়া ॥

সখি হে, এই লীলা অমৃতের সার। মোর সখী রাধি-কার, সৌভাগ্য আনন্দ সার, মোদে খেলু অন্তরে আমার ॥ধ্রু

---

* অত্রাপি "মঞ্জুভাষিণী" বৃত্তং।

কমলাকুচকলশীভরবিপুলীকৃতপুলকং।

স্মত্তত্তমমৃতং মন্বাহ। ইদমমৃতং মম স্বসখীসৌভাগ্যানন্দমদযুক্তে চেতসি খেলতু ঈদৃগেব বিলসতু। অমৃতস্বাদাদপি মধুরসরসঃ স্বাদুঃ প্রিয়ো মনোহরশ্চাধরো যস্য। মধুরং রসবৎস্বাদু প্রিয়েষ্বপি মনোহরে ইতি বিশ্বাৎ। তথা তরুণে মদনমদোদ্গারিণী স্বতো মধুপানেন চারুণেচ বীজনাদিনা তচ্ছ্রমাপনোদনার্থং স্বহাদ্গতা যা করুণা তন্ময়ে তদুদ্গারিণীচ স্বতো বিপুলে আয়তেচ নয়নে যস্য। অঙ্কনিষণ্ণায়াঃ কমলায়াঃ পূর্ব্বরীত্যা শ্রীরাধায়াঃ কুচকলস্যো র্ভরেণ স্পর্শাতি-

"পুষ্পশয্যার উপরি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শ্রমাপনোদন এবং মদন উদ্দীপন করিতেছেন"- ইহা দর্শন করিয়াই যেন আনন্দামৃত অনুভব করত কহিতেছেন—

যাহা অরুণের ন্যায় অরুণ (রক্ত) বর্ণ ও করুণাময় তথা আয়ত (বিশাল) লোচন শোভিত এবং কমলা (রমা) দেবীর কুচকলসের ভারে যাহার পুলক বিপুল হইয়াছে এবং

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অমৃত হৈতে সুমধুর, কৃষ্ণের অধরপর, অতি রস সুমাধুর্য্যময়। রাধার অধর পানে, প্রফুল্ল যে অনুক্ষণে, চিত্তে স্ফুরু সেই রসময়॥

তথা সে নয়ন যোগ, তারুণ্য মদন মোদ, উদ্গারিণী সহজে অরুণে। তাতে হেন মধুপান, দ্বিগুণ অরুণ ঠাম, এই শোভা খেল মোর মনে॥

তাতে রাই-শ্রম দেখি, করুণাতে ভরে আঁখি, সে করুণায় বীজন করিলা। সহজে করুণাময়, নেত্র অতি দীর্ঘ হয়, তাতে রাই-মাধুর্য্য দেখিলা॥

দ্বিগুণ প্রফুল্ল দৃষ্ট, অখিল নয়ন ইষ্ট, এইরূপ স্ফুরু

মুরলীরব-তরলীকৃত-মুনিমানসনলিনঃ

শয়েন বিপুলীকৃতঃ পুলকো যস্ত। তথা তচ্ছ্রমাপনোদনং কৃত্বা পুনঃ কেলিলালসোৎপাদনায় মুরলীং মৃদু বাদয়ন্তং তং বীক্ষ্য কৈমুত্যেনাহ। মুরলীরবেণ তরলীকৃতানি মুনীনাং পাদপতিতেঽপি তস্মিন্ মৌনশীলানাং গ্রহিলমানিনীজনানাং মানসনলিনানি যেন কিমুত তাদৃশ্যা স্তস্যা ইত্যর্থঃ বাহেতু মুনীনাং জ্ঞানিনাং মেরুবৎস্থিরকঠিনান্যপি মানসানি নলিনবৎকোমলানি চঞ্চলানি কৃতানি

যে মুরলীর রবে মুনিগণের মানসপদ্মকেও চঞ্চল করিতেছে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর চিত্তে। আর এক অপূর্ব্ব দেখি, কহে অতি হৈয়া সুখী, দেখি কৃষ্ণ চাপল্য চরিত্তে ॥

রাইকে লইয়া ক্রোড়ে,কুচ কলসের ভরে, বিপুল পুলক কৈল যার। রতিশ্রম করি দূরে, পুনঃ কেলি করিবারে কেলি লোভ বাড়ায় প্রিয়ার ॥

করেন মুরলী গান, অতি সুমাধুর্য্য তান, তাহা দেখি কহে পুনঃ আর। যেই মৌনশীলা নারী, কৃষ্ণ তার পায়ে ধরি, নারে মান দূর করিবার ॥

সে সব মানিনী-মন, স্নিগ্ধ করে বংশীস্বন, কি তাহে রাধিকা এ সময়ে। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অতি সুললিত গাথা, শুন ভাব যাতে প্রকাশয়ে ॥

সে গানে রাধিকা মন, পুনঃ হৈল দ্রবমাণ, পুনঃ তার কেলি লোভ হৈল। তাহা হেরি শ্যামরায়, বামপার্শ্বে রাধা তায়, দেখি অতি আনন্দ বাড়িল ॥

কেলিলোভ বাড়ে যাতে, কৃষ্ণচন্দ্র সেই রীতে, নেত্র অন্তে নিরিখে রাধিকা। তার শোভা দেখি লীলা—,শুক

মম খেলতু মদচেতসি মধুরাধরমমৃতং ॥ ১৮ ॥ †

আমুগ্ধমর্দ্ধনয়নাম্বুজচুম্ব্যমান-

যেনেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং ॥ ১৮ ॥

অথ পুনর্জাতকেলিলালসাং তামুত্থায় বামপার্শ্বে নিষণ্ণাং তদর্দ্ধকনেত্রান্তেন পশ্যন্তং তং বীক্ষ্যাহ। অস্য কেহপ্যনির্ব্বাচ্যা ইমে ভাবা মম চেতসি আবির্ভবন্তু। কীদৃশঃ। পূর্ব্বতোহতিমধুরম্বেনারব্ধবেণুরবং যথাস্যাত্তথা আত্তা গৃহীতা

সেই মুরারির মধুর অধরামৃত আমার মদমত্ত মনোমধ্যে খেলা করুক ॥ ১৮ ॥

অতঃপর "কেলি শেষ হইলেও পুনশ্চ শ্রীরাধার চিত্তে কেলি বাঞ্ছা উপস্থিত হইয়াছে" শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিয়া এবং তাঁহাকে উঠাইয়া বাম পার্শ্বে স্থাপন করত অর্দ্ধমুদ্রিত লোচনদ্বারা চুম্বন করিতেছেন" লীলাশুক এই ভাবেই যেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়া কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈল চঞ্চলা, শ্লোক পড়ে যাতে রসাধিকা ॥ ১৮ ॥

সখি হে, এই ভাবে মোর চিত্ত মাঝে। আবির্ভাব করু সদা, নির্ব্বাচ্য না হয় কথা, কোন রসময় মনোরাজে ॥ ধ্রু ॥

পূর্ব্ব হইতে অতিশয়, বেণুগান সুধাময়, যাহা প্রকটিলা শ্যামরায় ॥ মন্মথ-মন্মথ কোটি, রূপে গুণে নাহি ত্রুটি, কিশোরশেখর ব্যক্তি যায় ॥

মঞ্জু অর্দ্ধ নেত্রাম্বুজে, বধূশ্রেষ্ঠা যেহো ব্রজে, তার নাম রাধা সুধামুখী। তার মুখচন্দ্র চুম্বে, পরমলালসা-রূপে, সে

† অষ্টাদশাক্ষরো গীতিবিশেষঃ। স্তবমালায়াং মুকুন্দমুক্তাবল্যাং এতদ্বিধং ছন্দোহস্তি। সংস্কৃতসঙ্গীতোপযোগি, নতু কাব্যাদ্যুপযোগি ॥

হর্ষাকুল-ব্রজবধূ-মধুরাননেন্দোঃ।
আরব্ধবেণুরবমাত্তকিশোরমূর্ত্তে-
রাবির্ভবন্তু মম চেতসি কেঽপি ভাবাঃ॥ ১৯॥

কোটিমন্মথত্বেন প্রকাশিতা কিশোরমূর্ত্তি র্যেন। তথা আ সম্যক্ মুগ্ধং যথা-স্যাত্তথার্দ্ধনয়নাম্বুজেন চুম্ব্যমানো হর্ষাকুলায়া ব্রজবধ্বাস্তচ্ছ্রেষ্ঠায়াস্তস্যা মধুরাননেন্দুর্যেন। বাহ্যে স্পষ্ট এবার্থঃ॥ ১৯॥

যিনি কোটি ২ মন্মথ মোহন ও অর্দ্ধ মুকুলিত লোচন-প্রান্ত দ্বারা হর্ষাকুলা ব্রজবধূ অর্থাৎ শ্রীরাধার সুমধুর মুখ-চন্দ্রকে চুম্বন করিতেছেন এবং আরব্ধ বেণুরবে যাঁহার কিশোর-মূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণের কতিপয় অনির্ব্বচনীয় ভাব সমূহ আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হউক॥ ১৯॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভাব স্ফুরুক চিত্তে থাকি॥

এ রূপে রাইর মনে, বাঢ়ে কেলিলোভগণে, তাহা দেখি ব্রজযুবরাজ। রসিকশেখর গুণে, পুনঃ রাধিকার মনে, বাঢ়াইছে সে লোভ অব্যাজ॥

রাস স্থানে গন্তু মনে, উঠে কৃষ্ণ সেইক্ষণে, কোন ছদ্ম করিয়া গোবিন্দ। রাইর উৎকণ্ঠা চেষ্টা, দেখিতে মনের ইষ্টা তাহা লাগি এই পরবন্ধ॥

গোবিন্দ রোধন রাই, দেখি অতি সুখ পাই, লীলাশুক কহে সখীগণে। কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, লীলাশুক কহে যেই, শুন সবে করি এক মনে॥ ১৯॥

কলক্বণিতকঙ্কণং করনিরুদ্ধপীতাম্বরং
ক্লমপ্রসৃতকুন্তলং গলিতবর্হভূষং বিভোঃ।

অথ তস্যাঃ কেলিলালসাং বীক্ষ্য রসিকশেখরত্বাৎ পুনস্তামত্যুদ্দীপয়িতুং তদুৎকণ্ঠাচেষ্টিতং তং দ্রষ্টুঞ্চ রাসস্থানগমনচ্ছদ্মনা তদুত্থানং তয়া তন্নিরোধনঞ্চ দৃষ্ট্বাহ। বিভোস্তত্তৎকেলিসমর্থস্য মদনকেলিশয্যোত্থিতমুত্থানং মম মানসে স্ফুরতু। ভাবে ক্তঃ। কীদৃশং পূর্ব্বকৃতলীলাবিশেষবেশপরিবর্ত্তনেন তয়া পরিহিতপীতাম্বরস্য তেনাকর্ষণাত্তয়া রোধনাচ্চ দ্বয়োঃ করৈ নিরুদ্ধং পীতাম্বরং যস্মিন্। অতঃ কলং কণিতানি দ্বয়োঃ কঙ্কণানি যস্মিন্। পূর্ব্বং সৃতাপি ক্রমেন প্রকর্ষেণ সৃতা বিলুলিতা স্তস্যাশ্চূড়াত্বেন তস্য বেণীত্বেন বদ্ধাঃ

অনন্তর "রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার কেলিলালসা দেখিয়া তাহার উদ্দীপনার্থ উৎকণ্ঠিত এবং রাসস্থানে যাইবার ছলে শ্রীরাধাকে উঠাইতেছেন, কিন্তু শ্রীরাধা তাহাতে বারম্বার যাইতে নিষেধ করিতেছেন" লীলাশুক এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন পাইয়াই যেন কহিতেছেন॥

যাহাতে কঙ্কণ মধুর কণ শব্দ করিতেছে, পীত বসন করে অবরুদ্ধ হইতেছে, ক্লান্তিজন্য কুন্তল ইতস্ততঃ প্রসৃত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মদনকেলি শয্যোত্থান, মোর চিত্তে অবিরাম, স্ফূর্ত্তি হউ অতি দীপ্তি রূপে। সেই সেই লীলার প্রভু, শ্যামচন্দ্র অঙ্গ বিভু, মন রহু এই সুধাকূপে॥

কিশোর কিশোরী রসে, নিমগন নিশি দিশে, কোন রসে বেশ ফিরাইয়া। নীলবাস পরে শ্যাম, পীতবাস হেম ধাম, রাই কেলি কৈল তাহা লৈয়া॥

সেই পীতবাস লৈতে, কৃষ্ণ অতি হর্ষ চিত্তে, করে ধরি

পুনঃ প্রকৃতিচাপলং প্রণয়িনীভুজাযন্ত্রিতং
মম স্ফুরতু মানসে মদনকেলিশয্যোত্থিতং ॥ ২০ ॥ *

কুন্তলাঃ যস্মিন্। অতো গলিতে স্রংসিতে তয়ো র্বর্হভূষে যত্র তত্র তস্যাশ্চূড়ায়াঃ বর্হং তস্য বেণীমূলে বতংসং রত্নসকলং জ্ঞেয়ং। তথা প্রকৃত্যা স্বভাবেন দ্বয়োশ্চাপলং যস্মিন্। অতঃ পুনঃ প্রণয়িনীভুজাভ্যাং কান্তকণ্ঠস্য যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যস্মিন্। তস্যা বস্ত্রং ত্যক্ত্বা ভুজাভ্যাং কণ্ঠে গৃহীত্বা তল্পে উপবেশিতঃ স ইত্যর্থঃ। যদ্বা। প্রকৃষ্টাকৃতিঃ স্তনাধরাদিগ্রহণং তত্র চাপলং কৃষ্ণস্য যত্র। অতঃ প্রোদ্যৎকুট্টমিতাখ্যানুভাবেন প্রণয়িনীভুজাভ্যাং অবিরোধিবাঞ্ছং যথা তথা কৃষ্ণকরয়োর্যন্ত্রিতং যন্ত্রণং যত্র। তল্লক্ষণং। স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃ ক্রোধব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈরিতি।

হইতেছে, পুনঃ পুনঃ স্বভাববশে চপল এবং যাহা প্রণয়িনীর ভুজদ্বয়ে আবদ্ধ,সেই প্রাতঃকালীন মদনাবেশ বশতঃ শয্যোত্থান-লীলা আমার মানসে নিয়ত স্ফূর্ত্তি হউক ॥ ২০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করে আকর্ষণ। ধ্বনি তাহা নাহি ছাড়ে,পীত বাস দুঁহু করে, আকর্ষিতে ঝঙ্কারে কঙ্কণ ॥

কেলিক্রমে গলিয়াছে, দুঁহার দুকুল পাছে, গোবিন্দের বেণী রাই চূড়ে। চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, বেণীতে রত্নের গুচ্ছ, খসিয়াছে নেত্র মন জুড়ে ॥

প্রকৃতি চঞ্চল দুঁহু, মুখে হাস্য লহু লহু †, পুনঃ রাধিকার ভুজ লৈয়া। নিজ কণ্ঠে ধরে শ্যাম, শোভা হৈল অনুপাম, তেহোঁ কণ্ঠ ধরে বস্ত্র থু'য়া ॥

* অত্র পৃথ্বী ছন্দঃ। "জসৌ জসজলা বসুগ্রহযতিশ্চ "পৃথ্বী" গুরুঃ"। যথা—অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ ॥

† লহু লহু—লঘু লঘু ॥

স্তোকস্তোকনিরুদ্ধ্যমানমৃদুলপ্রস্যন্দিমন্দস্মিতং

মহঃ স্ফুরতু ইতি পাঠে কেলিশয্যোত্থিতং মহঃ স্ফুরতু ইতি। বাহ্যে তু স্ফূর্ত্যা তথৈবোক্তং। নিশান্তে কৃষ্ণস্য শয্যোত্থানমিতি কেচিৎ॥ ২০॥

পুনর্বিলাসারম্ভং দৃষ্ট্বা সখীভিঃ সহ দূরং গত্বা লীলাবসানং জ্ঞাত্বা পুনঃ কুঞ্জমাগত্য বহিঃ সখীনাং নূপুরাদিধ্বনিং শ্রুত্বা তাভিঃ সহ তস্যা নর্ম্মশুশ্রূষয়া

অনন্তর "শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার সহিত পুনশ্চ বিলাসারম্ভ হইয়াছে" জানিয়া লীলাশুক সখীদের সহিত দূরে গিয়া এবং লীলার শেষ জানিয়া পুনশ্চ কুঞ্জে আসিয়া বাহির হইতেই গোপীদের নূপুরাদির শব্দ শ্রবণ করত দেখিলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত শ্রীরাধার পরিহাস শুনিতে কপট ভাবে সুপ্ত আছেন" লীলাশুক যেন এই ভাবে দর্শন পাইয়াই বর্ণন করিতেছেন॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণের শ্রবণ-মধুর পরস্পর বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া কপট নিদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সেই সমস্ত কথা শ্রবণে কিছু ২ হাস্য প্রকাশ পাইলেও তাহাকে অল্পে অল্পে নিরুদ্ধ করি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বসিলেন পুষ্পশেযে, শোভাতে ভুবন মজে, কান্ত্যের প্রবাহ বহি যায়। এই কেলি শয্যোত্থান, শোভা স্ফুরু হৃদি স্থান, এ যদুনন্দন দাস গায়॥ ২০॥ 10.3.54

এই মতে দুই জন রতিকেলিরসে। আরম্ভিলা দেখি লীলাশুক মনোল্লাসে॥ সখী সনে অন্য স্থানে গেলা শীঘ্র-গতি। পূর্ব্ব রঙ্গ দুই সঙ্গ আলপয়ে অতি॥ কেলিকাম অব-সান জানি পুনর্ব্বারে। শীঘ্রগতি হর্ষমতি আইলা কুঞ্জদ্বারে॥

প্রেমোদ্ভেদনিরর্গলপ্রসৃমরপ্রব্যক্তরোমোদ্গমং।

কপটসুপ্তং কৃষ্ণমালোক্য সবিতর্কমাহ। ভগবতঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যাদিশ্রীযুক্তস্যাস্য ব্রজবধূনাং লীলয়া মিথোজল্পিতং তৎ শ্রোতুং মিথ্যাস্বাপং কপটশয়ানং উপাস্মহে পশ্যামঃ। কীদৃশং জল্পিতং। তস্য শ্রোত্রং মনশ্চ হরতি তৎ। অয়ি কিমস্মান্ হিত্বা পুন্নাগসুমনোহরণায় একাকিনী বনে প্রবিষ্টাসি দিষ্ট্যা বনে বকান্তেন পরাভবো ন জাতঃ। অয়ি শ্রুতং সুদ্যুম্নশিখণ্ডিভ্যামত্রাগতং তয়ো-

তেছেন এবং কখনও বা প্রেমবশতঃ অঙ্গের লোমাঞ্চসকল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাই অতি সূক্ষ্মমতি নূপুর শুনিয়া। কুঞ্জবাহে সখী সহ মিলিলা আসিয়া॥ সখীসনে নর্ম্ম ভণে রাই তা শুনিতে। নিদ্রাছলে কুঞ্জতলে কৃষ্ণচন্দ্র শতে॥ তাহা দেখি হৈয়া সুখী লীলাশুক রঙ্গে। তর্ক করি হর্ষ ভরি কহে সেই রঙ্গে॥

নবব্রজবধূগণে, মৃদুবাক্য অনুপমে, কহে লীলা পরিহাস কথা। শুনিতে কপট করি, যে রহে শয়ন করি, সেই কৃষ্ণ দেখিব সর্ব্বথা॥ সেই ব্রজবধূবাণী, কর্ণ-মন-রসায়নী, যাতে কর্ণ মন হরি লয়। এমতি মধুরবাণী, কৃষ্ণ যাহে সুখ মানি, শুনিতে কপটে শ্রুতি রয়॥

রাই প্রতি কহে সখী, শুন অহে সুধামুখি!, কেনে তুমি আমা সবা ছাড়ি। একা বনে প্রবেশিতে, পুন্নাগ সুমনো নীতে *, শীঘ্র গেলা সেই পুষ্পবাড়ী॥

ভাগ্যে বনরক্ষি-হাতে, না ঠেকিলা বনপথে, 'পরাভব না হইল তায়। শুনিল সুদ্যুম্না আর, শিখণ্ডির সমাচার, এথা তার আগমন হয়॥

কিশোর কিশোরী দুই, এথা সদা বিহরই, সুদ্যুম্না

* পুন্নাগ সুমনো নীতে অর্থাৎ পুন্নাগ পুষ্প চয়ন করিতে।

শ্রোতুং শ্রোত্রমনোহরং ব্রজবধূলীলামিথোজল্পিতং

বিদ্যা চ ভবত্যাং শিক্ষিতেতি কিং সত্যং। ইত্যাদি সখীনাং নর্ম্ম শ্রুত্বা স্তোক-স্তোকমল্লাল্পং তেন রুধ্যমানং মৃদুলং প্রস্ফুন্দি প্রকর্ষেণ বিকসচ্চ মন্দস্মিতং যস্মিন্। আ ভোঃ শিখণ্ডিশিক্ষিতবিদ্যাচার্য্যাঃ সত্যং আত্মবৎ কলঙ্কিনীং কর্ত্তুং দৃগ্‌ভঙ্গিনাস্য হস্তেন মাং বিক্রীয় প্রচ্ছন্নাসু ভবতীষু মদ্ধর্ম্মরক্ষিণ্যা প্রিয়সখ্যা নিদ্রয়ালিঙ্গিতেহস্মিন্ যুষ্মন্নাগরে একাকিনা শিখণ্ডিনাগত্যোক্তং। হ্যঃ স কৃষ্ণ-স্তৎসখীগণাধিষ্ঠিতং কুঞ্জে সখ্যা সুদ্যুম্নেন সহাহমাগমং ততস্তাভিঃ প্রার্থ্য

আবৃত করিলেও অবাধে প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছে,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শিখণ্ডি সঙ্গ পাঞা। দোহা স্থানে বিদ্যা শিখি, হইয়া পরম-সুখী, বিদ্যাভ্যাস কৈল কুঞ্জে যাঞা॥

করিলা বিহার দোঁহে, আপনি দেখিলে অহে, তা সবার স্থান যত্ন করি। এই মত পরিহাস, শুনি কৃষ্ণ মন্দহাস, অল্পে অল্পে রোধে সুখ ভরি॥ তা সবার বাণী শুনি, রাধিকা কহেন পুনি, শুন অহে চঞ্চলার গণ। তোমরা শিখিলা বিদ্যা, শিখণ্ডী সুদ্যুম্ন পদ্মা, তাতে গুরু হৈলা সর্ব্ব জন॥

করিতে কলঙ্কি মোরে, নয়নের ভঙ্গীদ্বারে, তুমি সবে কৃষ্ণ ধৃষ্ট করে। আমাকে বিক্রয় করি, লুকাইলে অন্যস্থলি, ছদ্মবাক্য কহ পুনঃ মোরে॥

সদ্ধর্ম্ম রক্ষিণী মোর, প্রিয়সখী নিদ্রাঘোর, কৃষ্ণচন্দ্রে আসি কৈল কোলে। তবে-মাত্র একাকিনী, এথা আইলা শিখণ্ডিনী, পূর্ব্বাহ্ণিক কহিল আমারে॥

কালি কৃষ্ণ তুয়া সখী, গণসঙ্গে হৈয়া সুখী, সর্ব্ব বিদ্যা শিখে দুঁহু স্থানে। আজি মোরে যত্ন করি, পাঠাইলা সহ-

মিথ্যা স্বাপমুপাস্মহে ভগবতঃ ক্রীড়ানিমীলদ্দৃশঃ ॥ ২১ ॥

মত্তো মদ্বিদ্যা গৃহীতা তেন তেন চ মৎসখ্যঃ সংপ্রতি তদ্বিদ্যানৈপুণ্য-পরীক্ষার্থমাগতোঽহং। তাভিস্তদ্দীক্ষার্থং প্রার্থ্য প্রেষিতোঽস্মি তথা কুর্ব্বিতি শ্রুত্বা যুষ্মাসু সরুষা ময়াভৎর্সিতোঽসৌ গুরুর্গতস্তন্মদনপেক্ষকাভি র্দুর্মুখীভি-র্যুস্মাভিঃ সহ সংলাপোঽপি ময়া ন কার্য্য ইতি। তন্নর্ম্ম শ্রুত্বা প্রেমোদ্ভেদেন নিরর্গলাঃ যত্নৈরপি নিরোদ্ধুমশক্যাঃ প্রস্থমরাস্তস্যা রোমোদ্গমা যস্মিন্।

এতাদৃশ মুরারির মিথ্যা স্বপ্ন অর্থাৎ কপট নিদ্রাকে আমি নিয়তকাল সানন্দচিত্তে স্মরণ করি ॥ ২১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চরী বিদ্যার নৈপুণ্য সঙ্গোপনে ॥

তেঞি আমি আইনু তথা, তুয়া সখীগণ যথা, তারা মোরে বহু যত্ন করি। পাঠাইলা তুয়া স্থানে, বিদ্যা শিখিবার ভানে, দেহ বিদ্যা উপদেশ বলি ॥

এই বাক্য শুনি তার, রোষচিত্ত যে আমার, অনেক ভৎর্সনা কৈল তারে। বহু দুঃখী হৈয়া পাছে, গেলা আপনার বাসে, তোমরা বলহ গুরু যারে ॥

তস্মাৎ † অপেক্ষা মোর, না করিব সঙ্গ তোর, দুর্ম্মুখী তোমরা সব সখী। সত্য তোমাদিক সঙ্গে, আলাপন পরবন্ধে, আমাকে ত জানিহ বিমুখী ॥

এই পরিহাস বাণী, শুনিতেই ব্রজমণি, প্রেমোদ্ভেদ হৈল নিরগলা। যত্নেহ রাখিতে নারে, প্রকট বাহিরে ধরে প্রতি অঙ্গে ফুল্ল রোমমালা * ॥

† তস্মাৎ—সেই জন্য। প্রাচীনকালে বাঙ্গালাপদ্যে অবিকল সংস্কৃত পদ কোন কোন স্থলে ব্যবহৃত হইত ॥ * ফুল্ল রোমমালা—লোমাঞ্চসমূহ ॥

বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিবালা-

বাহে তু তস্য শ্রোত্রস্য মনো হরতি। তথাহি অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তি-মন্তীত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়াং। অন্যৎ সমং॥ ২১॥

অথ রাসে ত্যক্তগোপীনাং তত্রাগমনশঙ্কয়া তাঃ কুত্রেতি জ্ঞাত্বা তত্রৈব চম্প·

অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় অন্য গোপীগণকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলেন, সম্প্রতি "তাহারা কি আসিয়াছে" এই আশঙ্কায় "তাহারা কোথায়?" এই রূপ করিয়া চম্পক পুষ্প আঘ্রাণ করত "তাহারা শীঘ্র আসুক" সখীদিগের প্রতি এই আদেশ করিলে, বহির্ভাগে থাকিয়া লীলাশুকের সখীভাবে ঐ নিজাভীষ্ট সেবারূপ আনয়নাদি কার্য্য করিতে

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাসে ত্যক্ত নারীগণ, শঙ্কা হৈল আগমন, তার লাগি সব সখীগণ। লীলাশুকে কহে বাণী, শীঘ্র যাহ বাহে তুমি, তারা কোথা জান বিবরণ॥

যাঞা পথে চম্পকাদি, পুষ্প লৈয়া কার্য্য সাধি, শীঘ্র এথা কর আগমন। এই মত সখীবাণী, লীলাশুক কর্ণে শুনি, আনন্দিত হৈল নিজ মন॥

সখীর বচন ধরি, বাহ্য মস্তু মনে করি, দুই তিন সখী লইয়া সঙ্গে। কুঞ্জের বাহিরে আসি, সেই সখী-সঙ্গে বসি, কহে কিছু নর্ম্মের তরঙ্গে॥

সে কালে অভীষ্ট সেবা, না পাইয়া দেখ যেবা, কহে সব সখীগণ মাঝে। সখী স্নেহামৃতপাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, উচ্চারিয়া এক শ্লোকরাজে॥ ২১॥

বিচিত্রা বলিত যুত, শোভা অতি অদভুত, রাধিকার

স্তনান্তরং যাম বনান্তরং বা।

কাদিপুষ্পাণ্যাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি সখীনাং প্রেরণয়া দ্বিত্রিসখীভিঃ সহ বহিরাগত্য স্বাভীষ্টতৎকালীনস্বসখীসেবানবাপ্ত্যা স্বস্য সখীস্নেহাধিক-সখীত্বাৎ সবিচারমাহ। তেনৈব কুঞ্জে ভূষিতত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিনৌ যৌ বালায়াঃ কিশোর্য্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেবান্তরে হৃদি যস্য তং। তয়া সহ রমমাণং কৃষ্ণং বা যাম তন্নিকটে তিষ্ঠাম। পুষ্পাদ্যর্থং বনান্তরং বা যাম। বৃন্দাবন-

অধিক প্রেম হইয়াছে” গ্রন্থকার যেন এই ভাবেই কহিতে-ছেন॥

সুন্দর স্তনশালিনী গোপাঙ্গনাদিগের স্তনব্যবহিত ও বিচিত্র পত্র এবং অঙ্কুরাদি পরিশোভিত বনান্তরে (বৃন্দাবনে)ই গমন করি, কারণ, বৃন্দাবনের ভূমিপ্রদেশে গোপা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কুচমধ্যস্থলে। রমে যেই কৃষ্ণচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাব কি তাহার রম্য স্থানে॥

কিম্বা যাব বৃন্দাবনে, পুষ্প আদি আহরণে, উপাসনা করিব রাধার। বৃন্দাবন মাঝে যার, পদচিহ্ন নৃত্যসার, তাহা বিনু না দেখিব আর॥

অন্য উপাসকগণে, না দেখিব এই মনে, উপাসনা কি করিব তার। এতেক কহিতে মনে, আর অর্থ প্রকাশনে, কহে অর্থ অতিশয় সার॥

বন যাই লীলাশুক, দেখি সব সখীমুখ, কহে নিষ্ঠা জানিবার তরে। হে সখি! দুঃখিতাগণ,রাসে ত্যাগী যতজন, সুখী করি সঁপি কৃষ্ণ করে॥

এই মত কহি বাণী, লীলাশুক মনে গণি, পুনঃ কহে

অপাস্য বৃন্দাবনপাদলাস্য-

রূপং কৃষ্ণং আদত্তে বশীকরোতি তদ্বৃন্দাবনং। পাদং দায়াদবৎ তাদৃশং লাস্যং যস্য তং শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীরূপং স্বস্য উপাস্যং অপাস্য অন্যং উপাস্যং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপাস্মহ ইত্যর্থঃ। যদ্বা। প্রথমমাগতত্বাৎ। তন্নিষ্ঠাজ্ঞানায় হে সখি দুঃখিতা এতাঃ গোপীঃ কৃষ্ণেন সহ সঙ্গময্য সুখয়াম। ইত্যন্যসখীনাং বচঃ শ্রুত্বা সমস্নেহসখীগুণমাশ্রিত্য সনিশ্চয়মাহ। কৃষ্ণেন সহাপ্রাপ্তরহঃ-কেলিত্বাদ্বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালিন্যো যা এতা ব্রজবালা আসাং বিয়োগ-নীরস-পাণ্ডু-চ্ছবীনাং স্তনমেব শুনশরদভ্রস্তনিতমিব বিলপনধ্বনিস্তং বা যাম তন্মধ্যে বা পতাম। কিম্বা। পুষ্পাণ্যাহর্তুং বনান্তরং বা যাম। তন্নবীনযুবদ্বন্দ্বমিতি বক্তু-মুদ্যতঃ। পথি তয়োঃ পাদচিহ্নান্যালোক্যাহ। বৃন্দাবনে পাদলাস্যং যয়োস্তং যুবদ্বন্দ্বরত্নং অপাস্য ত্যক্ত্বা অন্যমুপাস্যং সেব্যং ন বিলোকয়াম। কিমুতোপা-স্মহে। তয়োর্লক্ষণং। কৃষ্ণাদল্পগাধিক্যং যাসাং তাসাং সখীনাং স্নেহঃ তাঃ সখী-স্নেহাধিকা ইতি। কৃষ্ণে সখ্যাঞ্চ সমস্নেহাৎ সমস্নেহা ইতি। বাহ্যে তু। মূর্চ্ছিতং পথি পতিতং দৃষ্ট্বা অয়ে স তে দয়িতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বান্তর্যামিতয়া সর্ব্বত্রাস্তে তথা বিঠ্ঠলশ্রীরঙ্গাদিরূপশ্চ ত্বয়া দৃষ্টএব তমেব স্মর পশ্য বা। ইত্যাশ্বাসন-পরান্ স্বান্ প্রতি স্বনিশ্চয়মাহ। তাদৃশবালাস্তন্মধ্যং বা যামঃ। মহাবিষয়মগ্না-ভবাম ইত্যর্থঃ। বনান্তরং বৃন্দাবনমধ্যং। কিম্বা। স্বস্য বৃন্দাবনাযোগ্যত্বাদ্বনান্তরং

ঙ্গনাদিগের নৃত্যকালীন পদচিহ্ন পরিত্যাগ করত অন্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সমস্নেহ মত। রাসে কৃষ্ণত্যক্ত নারী, চিত্রপত্রাঙ্কুর শালী, বিলাপ বৈবর্ণ্যগণ যত॥

তার মধ্যে যাব কিম্বা, পুষ্প আহরিব কিবা, বনমধ্যে করিব প্রবেশে। যুবদ্বন্দ্বরত্ন বিনা, অন্য নাহি উপাসনা, এই নিষ্ঠা মোর হৃদি দেশে॥

এতেক কহিতে পথে, দেখে পদচিহ্ন তাতে, রাধাকৃষ্ণ একত্র ঘটনা। এই পাদলাস্য যার, পথে দেখি মনোহর,

মুপাস্যমন্যং ন বিলোকয়াম ॥ ২২ ॥
সার্দ্ধং সমৃদ্ধৈরমৃতায়মানৈ-

বা যাম। তাদৃশং তমপাস্যেত্তি পূর্ব্ববৎ। অত্র বিচিত্রপত্রাঙ্কুরশালীতি স্তনবনয়োর্বিশেষণং। বৃন্দাবনেতি বিশেষ এব তাৎপর্য্যাদিবিশেষোক্তিঃ ॥ ২২ ॥
অথ পুষ্পাণ্যাদায় তাভিঃ সহ পুনস্তৎকুঞ্জমাগচ্ছন্তমাত্মানং জানন্ পথি

কোন উপাস্য বস্তুত আমার নয়নগোচর হয় না ॥ ২২ ॥

অতঃপর "পুষ্পাদি আহরণপূর্ব্বক পুনশ্চ কুঞ্জে আসিতেছি এবং পথমধ্যে স্বাধীন ভর্ত্তৃকার ন্যায় গর্ব্ব, মান, ঈর্ষা প্রভৃতির উদয়হেতু, রসোৎকণ্ঠা আচ্ছন্ন হইল, এবং পরস্পর দুর্লভ বোধ করিয়া কৃষ্ণই লুকায়িত হইলেন," তৎকালে শ্রীরাধা কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া যে বিলাপ করিয়াছেন, এই ভাব আত্মাতে আরোপ করত লীলাশুক যেন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াই কহিতেছেন ॥

যাঁহার মুরলীনিনাদ ব্রহ্মাণ্ডভেদ পূর্ব্বক ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা ছাড়ি নাহি উপাসনা ॥

এত কহি আর এক শ্লোক কৈল পাঠ। শ্রীলীলাশুকের বাণী সুধাময় ঠাট ॥ ২২ ॥

ত্রিবিধ ইহার অর্থ অন্তর্দ্দশা এক। দ্বিতীয়ে স্বান্তর্দ্দশা বাহে তিন রেখ ॥ এইরূপে লীলাশুক সখীগণ-সঙ্গে। দিব্য পুষ্প মাল্য আদি গাঁথিলেন রঙ্গে ॥ তাহা লৈয়া সখী-সঙ্গে ফিরি কুঞ্জে আইসে। এই মত জানে তেহোঁ মনের বিলাষে ॥ এথা রাই কৃষ্ণ-সনে কৈলা নানা লীলা। স্বাধীনভর্ত্তৃকা আদি বহু সুখ পাইলা ॥ তাহা হৈতে গর্ব্ব আর মান উপ-

রাতায়মানৈর্ম্মুরলীনিনাদৈঃ।

অত্যন্তস্বাধীনভর্ত্তৃকতয়া সৌভাগ্যগর্ব্বমানাভ্যাং রসাস্বাদকোৎকণ্ঠারহিতাং রসপোষকান্যোন্যদৌর্ল্লভ্যরাহিত্যেন পর্য্যুষিতরসামিব তাং স্বস্ক দৃষ্ট্বা কিঞ্চিদ্ব্যবধানেন তদ্বর্দ্ধনায় তদুৎকণ্ঠপ্রলাপশুশ্রূষয়া চ কুঞ্জান্তিরোহিতে রসিকশেখরে তমন্বেষ্টুং বহির্নির্গতয়া সসখীবৃন্দয়া বিকলয়া শ্রীরাধয়া মিলিত্বা তমন্বিষ্য ভ্রমন্তীনাং তাসাং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা প্রলপিতশ্রবণোদ্গতায়াঃ স্বস্য বাহ্যান্তর্দশাদ্বয়েঽপি তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া তাসাং প্রলাপমেবানুবদন্নাহ ত্রয়স্ত্রিংশতা শ্লোকৈঃ। অত্রার্থোঽয়মনুসন্ধেয়ঃ। উক্তঞ্চ। সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধো মতঃ। তত্র চ। ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে। বিপ্রলম্ভোঽপি চতুর্দ্ধা। পূর্ব্বরাগো

হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্ষণে ক্ষণে শ্রবণ কালে যাহা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

জিল। রসের উৎকণ্ঠা-গণ রহিত হইল॥ অন্যোন্য দুর্ল্লভ বিনে রস পুষ্ট নহে। পর্য্যুষিত রস হৈল কৃষ্ণ মনে লয়ে॥ অন্য গোপীগণ পায় বিচ্ছেদ-যাতনা। তাহা জানি লুকাইতে হইল বাসনা॥ রাধিকার অতিশয় উৎকণ্ঠা বাঢ়াঞা। উৎকণ্ঠা প্রলাপ শুনি ইহা হৈল হিয়া॥ তেঞি লাগি কুঞ্জান্তরে কৃষ্ণ লুকাইলা। তারে না দেখিয়া রাই ব্যাকুল হইলা॥ কৃষ্ণ অন্বেষিতে রাই সখীগণ লৈয়া। গমন করেন কুঞ্জ বাহির হইয়া॥ সেই সঙ্গে লীলাশুক নিজ সখী লৈয়া। রাই সঙ্গে ভ্রমে সবে কৃষ্ণ অন্বেষিয়া॥ কৃষ্ণদরশন লাগি প্রলাপয়ে রাই। তাহা শুনি লীলাশুক দুঃখ বহু পাই॥ বাহ্য আর অন্তর্দ্দশায় মন বসাইয়া। প্রলাপানুসারে তাহা প্রলাপয়ে ইহা॥ তেত্রিশ শ্লোকের অর্থ এমতে জানিবে। রাধিকা প্রলাপ কথা কৃষ্ণোদ্দেশে সবে॥ এই

মূর্দ্ধাভিষিক্তং মধুরাকৃতীনাং

মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যং প্রবাসশ্চেতি। প্রবাসশ্চ বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্বভেদেন দ্বিধা। বুদ্ধিপূর্ব্বোঽপি কিঞ্চিদ্দূরসুদূরগমনাদ্দ্বিধা। তত্র কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসাখ্যবিপ্রলম্ভেঽস্মিন্ তাসাং বিরহোৎপন্না দশ দশাঃ স্যুঃ। চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যু-র্দশা দশেতি। এতাস্তত্তৎশ্লোকেষু ব্যাখ্যাস্যন্তে। তত্র। সার্দ্ধমিত্যাদিভি-শ্চিন্তা। অধীরমিত্যাদিভিঃ প্রলাপঃ। স্বচ্ছশবমিত্যাদিভিরুদ্বেগঃ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মোহো ব্যাধিশ্চ। যাবন্ন মে ইত্যত্র মৃতিঃ। হে দেবেত্যাদিভি-শ্চোন্মাদঃ। আভ্যামিত্যাদিভির্গ্লানিলক্ষণং তানবমিতি। তত্র প্রথমং নিজা-

অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। আর যিনি নিখিল অমৃত-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রূপে শৃঙ্গার এক সম্ভোগ প্রকার। বিপ্রলম্ভ মত আর খ্যাত পরকার॥ বিপ্রলম্ভে চারি মত পূর্ব্বরাগ মান। প্রেম-বৈচিত্ত্য আর প্রবাস আখ্যান॥ সে প্রবাস দুই মত উজ্জ্বল প্রচার। বুদ্ধিপূর্ব্বাবুদ্ধিপূর্ব্ব আখ্যান যাহার॥ বুদ্ধিপূর্ব্ব দুই রূপ খ্যাত শাস্ত্রমত। কিঞ্চিদ্দূর সুদূর গমন খ্যাত যত॥ এইত প্রবাস হয় কিঞ্চিদ্দূর নাম। এই বিপ্রলম্ভ হয় বিরহ বিধান॥ তাহাতে রাধিকা আদি সব সখীগণে। দশদশা উপস্থিত হৈল সেই ক্ষণে॥ চিন্তা জাগরণ আর উদ্বেগ-তানব। মলিন প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদাদি সব॥ মোহ মৃত্যু আদি করি এই দশ দশা। রাধিকাতে উপজিল কহি সেই ভাষা॥ তাহার প্রথম দশা চিন্তা উপজিলা। কৃষ্ণ দরশন কাযে চিত্তোৎকণ্ঠা হৈলা॥ আস পাশ সব সখী ললিতাদি করি। তাহা প্রতি কহে রাই এই শ্লোকোচ্চারি॥ সেই ভাবে মগ্ন হৈয়া লীলাশুক এথা। সেই সব ভাব মত কহে

বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে॥ ২৩॥

স্বাসনপরসখীঃ প্রতি তাসাং তদ্দর্শনচিন্তোৎকণ্ঠয়া প্রলপিতমনুবদন্নাহ তন্নাদ-মুরলীনিনাদৈরিতি সার্দ্ধং। তং বালং কদা নাম বিলোকয়িষ্যে। তন্নাদমুদ্গিরন্তং তমিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ। সমৃদ্ধৈঃ। তানবমূর্চ্ছনাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্টৈঃ। অমৃতবদাচরন্তিতী তথা তৈঃ। আতায়মানৈঃ স্বমাধুর্য্যেণ ব্রহ্মাণ্ডং নির্ভিদ্য বৈকুণ্ঠপর্য্যন্ত-প্রসরণশীলৈঃ। লক্ষ্ম্যা অপ্যাকর্ষণাৎ। তদুক্তং। কৃষ্ণস্তন্মুভৃত ইত্যাদৌ, ভিন্দন্নণ্ডকটাহভিত্তিগভিতো বভ্রাম বংশীধ্বনিরিতি। কীদৃশং তং। মধুরা-

ময়ী আকৃতির মূর্দ্ধাভিষিক্ত অর্থাৎ মহারাজ স্বরূপ সেই মাধুর্য্যরাজ বালক অর্থাৎ কিশোরকে কবে আমি অবলোকন করিব? ॥ ২৩॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই কথা॥ এইত শ্লোকের এই কহিল আভাস। এবে কহি শুন ইহার অর্থ পরকাশ॥ মুরলীর নাদ সঙ্গে কিশোর শেখর। কবে নিরখিব আমি শ্যামল সুন্দর॥ তান মূর্চ্ছা আদি গান সমৃদ্ধ সহিতে। মাধুর্য্য পুষ্টতা যার অমৃত চরিতে॥ অতি দীর্ঘ ধ্বনি যাতে ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়। যে ধ্বনি বৈকুণ্ঠ যা'ঞা লক্ষ্মী আকর্ষয়॥ মধুর আকার যত আছে ত্রিভুবনে। তার শিরোধার্য্য রূপ সর্ব্ব মনোরমে॥ অন্তর্দ্দশার এই অর্থ কৈল প্রকটনে। স্বান্তর্দ্দশার অর্থ এবে শুন করি মনে॥ সখীভাবে লীলাশুক কহে সখীগণে। কবে সে দেখিব শ্যামকিশোর মোহনে॥ মুরলীর নাদ যাতে মাধুর্য্যের সীমা। রাই আকর্ষণ করে অতি মনোরমা॥ সে শব্দ সঙ্কেত বাণী কহেন রাইরে। কবে তাহা শুনি সুখী হইব অন্তরে॥ স্বান্তর্দ্দশার এই অর্থ বাহ্য দশা আর॥

শিশিরীকুরুতে কদা নু নঃ

কৃতীনাং মূৰ্দ্ধাভিষিক্তং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্বান্তর্দ্দশায়াং তৎপ্রেরকসঙ্কেতমুরলী-নিনাদমুদ্গিরন্তং তমিতি। অন্যৎ সমং। বাহ্যে তু। আশ্বাসনপরান্ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। স এব॥ ২৩॥

অথ পুনর্মুহ্যন্তীনাং করুণার্দ্রোঽসাবধুনৈব দর্শনং দাস্যতি, মা খেদং গচ্ছ-তেতি। সখিভিরাশ্বাসিতানাং তদ্দর্শনবহ্নিজ্বালাবলীঢ়নেত্রাণাং তাঃ প্রতি তথোক্তিমনুবদন্নাহ। নু ভো সখ্যঃ স শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণো নোঽস্মাকং দৃশো-র্যুগলং মুখেন্দুনা কদা শিশিরীকুরুতে তথা করিষ্যতি। কীদৃক্। শিখিপিঞ্ছৈরা-

অতঃপর "সকল সখীই কৃষ্ণদর্শনাভাবে মূর্চ্ছিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই দর্শন দিবেন, খেদ করিওনা" এইরূপ সখীর আশ্বাসবাক্যে অন্য সখীগণ তাহার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণের বহুবল্লভত্ব বোধ করিয়া ক্রোধযুক্ত নেত্রে আশ্বাসকারিণী সখীদিগকে কহিতেছেন" লীলাশুক ঐ ভাব আত্মায় আরোপ পূর্ব্বক কহিতেছেন॥

হে সখি! ময়ূরপিচ্ছধারী বালক অর্থাৎ কিশোর শ্রীকৃষ্ণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সঙ্গী প্রতি কহে সেই ভক্তি অর্থ সার॥ কবে সে কিশোর কৃষ্ণ দেখিব নয়নে। শিরোধার্য্য হয় যেহ মাধুর্য্যের গণে॥ অমৃত মুরলী ধ্বনি সম্বন্ধের মনে। কবে সে দেখিব শ্যাম মদনমোহনে॥ এই তিন মত অর্থ কৈল প্রকটন। এই মত জানিহ তেত্রিশ শ্লোকে ক্রম॥ অন্তর্দ্দশার অর্থ এথা কহিব বিবরি। সংক্ষেপে জানিহ দুই অর্থের চাতুরী॥ ২৩॥

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, গোবিন্দের বিরহ বেদনে। তাহা দেখি সখীগণ, কহে কৃষ্ণ এই ক্ষণ, তোমাকে তোষিবে দরশনে॥ খেদ না বাঢ়াহ সখি!,

শিখিপিঞ্ছাভরণঃ শিশুর্দৃশোঃ।
যুগলং বিগলন্মধুদ্রব-

ভরণং মৌলির্যস্য। কীদৃশেন তেন বিগলন্তো মধুদ্রবা যস্মিন্ তাদৃশং যৎ স্মিতং তস্য মুদ্রয়া ভঙ্গ্যা মৃদুনা। স্বান্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণহর্ষজতাদৃশ স্মিতস্যান্যতো

কবে আমার লোচন যুগলকে বিগলিত মধুধারা সম্বলিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখি তোমা সবে দুঃখি, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর মনে। এই আশ্বাসয়ে তারা, অন্তরে বিরহজ্বালা, নেত্রজ্বালা কৃষ্ণ অদর্শনে॥

তা সবাকে ধনী কহে, বিরহবেদনাচয়ে, সেই কথা লীলাশুক কহে। কহিল আভাস এই, এবে শুন শ্লোক যেই, অর্থগণ সুধা সব হয়ে॥

সখি হে! শ্যামধাম কিশোর শেখর। দেখাইয়া মুখচন্দ্র, দিবে মোরে সুখানন্দ, নেত্র কবে করিবে শীতল॥ ধ্রু॥

শিখিপিচ্ছ ভূষা যার, স্মেরমুদ্রা মনোহর, যাতে গলে মধুদ্রবধার। স্মিতভঙ্গী মৃদু অতি, মাতায় যুবতিমতি, হেন মুখচন্দ্রশোভা যার॥

এই অন্তর্দ্দশা অর্থ, শুন স্বান্তর্দ্দশা অর্থ, লীলাশুক মনে যাহা লয়। রাধিকা প্রেরণ সার, এই স্মিত মনোহর, কবে সে জুড়াবে নেত্রদ্বয়॥

বাহ্যে সঙ্গী প্রতি কহে, কৃষ্ণ মুখচন্দ্রময়ে, তাতে মৃদুস্মিত মধুদ্রবে। শিখিপিচ্ছভূষাকেশ, মোর নেত্রযুগ দেশ, সুশীতল করিবেন কবে॥

ওথা অতি উৎকণ্ঠাতে, পৃথক্ পৃথক্ রীতে, গোবিন্দ প্রার্থনা করে সবে। তাহাতে রাইর মন, হৈল অতি উচাটন,

স্মিতমুদ্রামৃদুনা মুখেন্দুনা ॥ ২৪ ॥
কারুণ্যকর্ব্বুরকটাক্ষনিরীক্ষণেন,
তারুণ্যসম্বলিতশৈশববৈভবেন।

বন্মুদ্রণং গোপনং তেন মৃদুনা অন্যৎ সমং। বাহেতু পূর্ব্ববৎ ॥ ২৪ ॥

অথাত্যুৎকণ্ঠয়া শ্রীকৃষ্ণমেব পৃথক্ পৃথক্ প্রার্থয়মানানাং বচোঽনুবদন্নাহ। হে কৃষ্ণচন্দ্র কারুণ্যেন কর্ব্বুরং চিত্রং যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন মে লোচনং শিশিরীকুরু করুণরসস্য চিত্রবর্ণত্বাৎ কর্ব্বুরত্বং। কীদৃশেন তারুণ্যসম্বলিতং শৈশবকৈশোরং তস্য বৈভবেন সম্পদ্রূপেণ তথা ভুবনমপ্যাপুষ্টতা সম্যক্ স্থলী কুর্ব্বতা। তথা অদ্ভুতবিভ্রমো বিলাসো যস্য তেন। শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্ররূপকত্বেন

স্বীয় মুখচন্দ্র দ্বারা শীতল করিবেন ॥ ২৪ ॥

অতঃপর "অতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকেই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছেন" এই বাক্যের অনুবাদ করিয়াই যেন গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ॥

হে কৃষ্ণচন্দ্র! আপুনি কারুণ্যপূর্ণ কটাক্ষ দৃষ্টি ও ভুবন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই বাক্যে পড়ে শ্লোক লোভে ॥ ২৪ ॥

সখি হে! কৃষ্ণের করুণাময় আঁখি। বিচিত্র কটাক্ষ তার, যাতে নানা ভাবোদ্গার, নিরখিয়া নেত্র করু সুখী ॥ ধ্রু ॥

কৈশোর বিলাস যাতে, বিভ্রম বিলাস তাতে, অদ্ভুত বৈভব মধুরিমা। অখিল ভুবনজন, সুখ পুষ্টি অনুক্ষণ, করে যার কটাক্ষের কণা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র রূপরাশি, মাধুর্য্য তরঙ্গ হাসি, তাহে আর তারুণ্যের ঘটা। বিলাস বিভ্রম তাতে, অপাঙ্গ মাধুরী যাতে, স্নিগ্ধ করু মোর নেত্র ছটা ॥

আপুষ্ণতা ভুবনমদ্ভুতবিভ্রমেণ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিশিরীকুরু লোচনং মে ॥ ২৫ ॥
কদা বা কালিন্দীকুবলয়দলশ্যামলতরাঃ

স্বলোচনয়ো র্বিরহার্কপ্রতপ্তকুমুদত্বং ধ্বনিতং। যদ্বা নিরীক্ষণেন বৈভবেন বিভ্রমেণ চ মে লোচনং তথা কুরু। আপুষ্ণতেতি ত্রয়াণাং বিশেষণং। চন্দ্রোঽপি তথা করোতি ইতি রূপকং। স্বান্তর্দ্দশায়াং তু প্রেয়সীপ্রেরণরূপং তন্নিরীক্ষণং অন্যৎ সমং। বাহ্যে তু স্পষ্টং ॥ ২৫ ॥

পুনর্মূর্হন্তীনাং মা খেদং গচ্ছতাধুনৈব মুরলীং বাদয়ন্ শ্রীকৃষ্ণঃ কটাক্ষাব-

পোষণকারী তথা আশ্চর্য্য শোভাশালী তারুণ্যযুক্ত শৈশব বৈভব দ্বারা আমার লোচন দ্বয়কে শীতল করুন ॥ ২৫ ॥

অতঃপর "সখীগণ মূর্চ্ছিত প্রায় হইলে, "খিন্ন হইওনা" এই বলিয়া আশ্বাসকারিণী সখীদের বাক্যই অনুবাদ করিয়া যেন গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন ॥

হে সখীগণ! কালিন্দীর কুবলয়দলতুল্য শ্যামবর্ণ করুণা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এতেক কহিতে রাই, পুনঃ রহে মোহ পাই, তাহা দেখি সব সখীগণ। আশ্বাস করিয়া কহে, ধৈর্য্যধর সখী ওহে, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন ॥

মুরলীবাদন করি, কটাক্ষে তোমারে হেরি, অতিসুখী করিবে তোমারে। এ রূপ আশ্বাস শুনি, চেতন পাইলা ধনি, প্রলাপ করিয়া পুছে তারে ॥ ২৫ ॥

সখি হে! সত্য মোরে কহ সুনিশ্চয়। কৃষ্ণের কটাক্ষ ধারা, সুধারস সত্য পারা, কবে জুড়াইবে নেত্রদ্বয় ॥

কবে বা আসিবে হরি, সে কটাক্ষ ভঙ্গী করি, আজি

কটাক্ষা লক্ষ্যন্তে কিমপি করুণাবীচিনিচিতাঃ।

লোকনেন বঃ প্রণয়িষ্যতীত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠপ্রশ্ন প্রলাপানমুবদন্নাহ। তে কটাক্ষাঃ কদা বা লক্ষ্যন্তে লক্ষিষ্যন্তে তৎ কথয়েতি শেষঃ। ইত্যুৎকণ্ঠোক্তিঃ। কিম্বা। নালীকিনীং নিশি ঘনোৎকলিকামশঙ্কং ক্ষিপ্ত্বা বৃতীরতনুরন্যগজঃ ক্ষুণত্তি। অত্রানুরাগিণী চিরাদুদিতেঽপি ভানৌ হা হন্ত কিং সখী মুখং ভবিতা বরাক্যা ইতিবৎ। ইদানীং ম্রিয়ামহে কদা বা তে লক্ষিষ্যন্তে তে, বা কদা তোষং ধাস্যন্তীতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃশাঃ কালিন্দীকুবলয়নাং দল-

পূর্ণ কটাক্ষবিক্ষেপ এবং কোন এক অনির্ব্বচনীয় করুণা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর প্রাণ অন্ত হয়া কবে বা দেখিব তারে, শুন প্রিয়া সখি আরে, না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়॥

কালিন্দীর কুবলয়, দল করে পরাজয়, অতি শ্যাম তরল কটাক্ষ। করুণাতরঙ্গ তাতে, সংযোগ উত্তম রীতে, তা দেখিতে কোথা মোর ভাগ্য॥

কৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, ত্রিভুবনবিমোহিনী, অতিসুশীতল সুকোমলা। কামবৈরি রুদ্রজটা, চন্দ্র হৈতে শৈত্য ঘটা, কবে সে শুনিব গানকলা॥

জটাস্থিতা জাহ্নবীর, সদা স্থিতি শৈত্য তার, তাতে ঢাকা যেই চন্দ্র আছে। তাহার শৈত্যতা জিনি, মুরুলীর কল ধ্বনি, তা শুনিতে ভাগ্য কোথা আছে॥

এতেক কহিতে রাই, দিব্যোন্মাদ দশা পাই, মোহিতা হইলা সেই ক্ষণে। ললিতাদি সখীগণ, করাইলা সচেতন, কৃষ্ণকণ্ঠমাল্যগন্ধার্পণে॥

চেতন করাঞা কহে, শুনহ সরলা ওহে, শঠ কৃষ্ণ অতি

*কদা বা কন্দর্পপ্রতিভটজটাচন্দ্রশিশিরাঃ

তোঽপি শ্যামলতরা অতিশ্যামলাঃ। শ্যামতরলা ইতি পাঠে ততোঽপি শ্যামাস্তরলাশ্চ যে অত্র কুবলয়শব্দেন শ্যামলশব্দসাহচর্য্যাৎ নীলোৎপলমেবোচ্যতে। কিমপ্যনির্ব্বনীয়ায়াঃ করুণাবীচয়ঃ তাভির্নিচিতাঃ খচিতাঃ তথা ভাগ্যং নাস্তি চেত্তদা দূরতোঽপি তে মুরল্যাঃ কেলিনিনদাঃ কমপ্যন্তস্তোষং কদা বা দধতি ধাস্যন্তি তেষাং বিয়োগজকামাগ্নিদাহনাশকাতিশৈত্যমাহ। কন্দর্পপ্রতিভটস্য রুদ্রস্য জটাস্থিতচন্দ্রতোঽপ্যতি শিশিরাঃ। জটারণ্যচ্ছায়া শীতলগঙ্গাজলপ্লাবিতত্বাৎ চন্দ্রস্যাতিশৈত্যমুক্তং। তথা কন্দর্পপ্রতিভটজটাশব্দেন কামাপযানং চ

তরঙ্গ নিচিত ও কন্দর্প প্রতিদ্বন্দ্বি রুদ্রজটাস্থ চন্দ্র অপেক্ষা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দুঃখদায়ী। তার চিন্তা ত্যাগ করি, সুখী হও চিত্ত ভরি, কেনে দুঃখি চিন্তা করি স্থায়ী॥

এমত সখীর বাণী, শুনি রাই সুনয়নী, যত্ন করে চিন্তা ছাড়িবারে। এই কালে রাসে ত্যক্ত, বিরহিণীগণ যত, কৃষ্ণ গুণ গান উচ্চৈঃস্বরে॥

তাহা শুনি সুধামুখী, ব্যাকুল হইয়া দুঃখী, সখী প্রতি কহেন বচন। ইহা সবাকারে সখি, সান্ত্ব কর এবে দেখি, কহিতে হৈল দিব্যোন্মাদগণ॥

তাহাতে সাক্ষাৎ হেন, কৃষ্ণচন্দ্র দেখে যেন, অন্য নারী ভোগ করি আইলা। নিজ-কুচ-কুঙ্কুমেত, মানে অন্য নারী ভুক্ত, এইরূপ কৃষ্ণকে দেখিলা॥

যেন কৃষ্ণ আসি কহে, শুন প্রাণপ্রিয়া ওহে, আইলাঙ্ আমি শুনি তুয়া গান। সুপ্রসন্না হও মোরে, যেরূপ বিনয় করে রাইর সাক্ষাৎ হেন জ্ঞান॥

কমপ্যন্তস্তোষং দধতি মুরলীকেলিনিনদাঃ॥ ২৬ ॥
অধীরমালোকিতমার্দ্রজল্পিতং

সূচিতং। স্বাস্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণকটাক্ষবেণুনাদা জ্ঞেয়াঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ২৬ ॥

ইতঃ পরং শ্রীরাধায়া উন্মাদাবস্থোত্থ প্রলাপানুবদনং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্র প্রথমং তস্যাশ্চিত্রজল্পাখ্যপ্রলপিতমনুবদন্নাহ পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। অথান্যা ব্রজদেব্যো জয়তি তেঽধিকং জন্মনেত্যাদিবৎ তদ্গুণগানাবলম্বনা বভূবুঃ। শ্রীরাধাতু মূর্চ্ছন্তী সখীভিঃ সহ শ্রীকৃষ্ণকণ্ঠমালাং নাসায়াং ন্যস্য প্রবোধিতা। তথা অয়ি শরলে, শঠস্য তস্যাতিদুঃখদাং চিন্তাং বিহায় ক্ষণং সুখিনী ভবেতি সখীবচনাৎ তথা প্রযত্নং কুর্ব্বন্তী তাভি র্বর্ণিততদ্গুণশ্রবণবিকলা এতা বারয়তেতি সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যেব দিব্যোন্মাদোন্মত্তা পুরস্থিতং স্বকুচঘুসৃণাঙ্কিতমপ্যন্যাসংভুক্তং প্রিয়ে তব সদ্গুণগানশ্রবণাদাগতোঽস্মি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব তং মত্বা সের্ষ্যোদাসীন্যং স্বাভিজ্ঞত্বপ্রকাশং যৎ প্রললাপ তদনুবদন্নাহ। হে নাথেত্যৌদাসীন্যেন গোপিকা এব নিন্দার্থে ক প্রত্যয়ঃ। এতা অবিদগ্ধা এব তে অধীরং

অতীব সুশীতল মুরলীর কেলিনিনাদ কবে আমার অন্তকরণে সন্তোষ বিধান করিবে॥ ২৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভাবে শ্রীরাধার উন্মাদ ও প্রলাপাদি অনুবাদ করত গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন॥

হে নাথ! গোপিকাগণ তোমার চঞ্চল দৃষ্টি, প্রজল্প,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ঈর্ষা করি কহে কথা, যেন উদাসীন মতা, প্রলাপে স্বাভিজ্ঞ প্রকাশয়। লীলাশুক তাহা শুনি, কহেন রাইর বাণী, এক শ্লোক অতি অর্থময়॥ ২৬॥

দিব্যোন্মাদ উপজিল, রাই সর্ব্ব পাসরিল, কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ মানিয়া। ঈর্ষা করি কহে বাণী, নাথ প্রতি উদা-

গতঞ্চ গম্ভীরবিলাসমন্থরং।

সর্ব্বত্যাগেণাশ্রিতায়ামপি কস্যাঞ্চিৎ স্থৈর্য্যরহিতং। আ ঈষৎ লোকিতমধীরং মদীয়নর্ত্তনমিব মনোজ্ঞং শরদুদাশয় ইত্যাদিনা বদন্তী গায়ন্তী। বিদন্তীতি পাঠে জানন্তি। তথা ধূর্ত্তস্য তে জল্পিতং আ ঈষদার্দ্রং ব্যাধানামিব মুখএবার্দ্রং যজ্জল্পিতং গম্ভীরবিলাসেন পুতনাবধবাসনৈধিতস্ত্রীবধেচ্ছাস্বরূপেণ। মন্থরং স্থগিতমপি স্নিগ্ধগম্ভীরনর্ম্মসূচক-শব্দার্থধ্বনিরূপবিলাসেন মন্থরং বদন্তি-মধুরয়া গিরেত্যাদিনা গায়ন্তি। উক্তঞ্চ। মুখং পদ্মদলাকারং বাচঃ পীযূষ-শীতলাঃ। হৃদয়ং কর্ত্তরীতুল্যং ত্রিবিধং ধূর্ত্তলক্ষণমিতি। তথাগতং গমনং রাসাৎ কুঞ্জতশ্চালক্ষিতান্তর্দ্ধানাৎ জ্ঞাতুমশক্যো যো বিলাসস্তেন মন্থরমপি মত্তগজস্যেব গম্ভীরবিলাসমন্থরং। বর্ম্ম ধূর্য্যগতিরিত্যাদিনা গায়ন্তি। তথা-লিঙ্গিতং। অমন্দং ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং গাঢ়ং

গম্ভীর-বিলাস-শোভিত-মন্থর গমন, প্রগাঢ় রূপে আলিঙ্গন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লীনী, নিন্দা অর্থ প্রকট করিয়া ॥

শুন নাথ কহি যে নিশ্চয়। অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, না জানে তোমার মন, দোষ গুণে গুণ বিস্তারয় ॥ ধ্রু ॥

সর্ব্বত্যাগী যেই জন, করে তারা আশ্রয়ণ, তাতে তুয়া ধৈর্য্য আলোকন। অজ্ঞ গোপাঙ্গনাগণ, কহে নৃত্য খঞ্জন, হেন তোমার কমললোচন ॥

বচন কোমল তেন, ওহে আর্দ্রগুণ হেন, মুখে মাত্র কোমল বচন। বধিয়া পুতনা নারী, বধিতে বাসনা ভারি, নারীবধ ইচ্ছা প্রপূরণ ॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা কহে, তোমার বচন ওহে, স্নিগ্ধ সুগ-ম্ভীর নর্ম্মময়। শব্দ অর্থ ধ্বনি রূপ, বিলাসের স্বরূপ, প্রত্য-ক্ষরে মাধুরী স্রবয় ॥

অমন্দমালিঙ্গিতমাকুলোন্মদ-

পীনস্তনীগণসুখদং বদন্তি। আলিঙ্গনস্থগিতমিত্যাদিনা গায়ন্তি তথা প্রেক্ষ-কানাকুলয়ন্তীত্যাকুলং তচ্চ তানেবোন্মদয়তি প্রপয়তীত্যুন্মদঞ্চ তাদৃশং যৎ স্মিতং কীদৃশং অমন্দং ন বিদ্যতে মন্দং পরদাহকং যস্মাৎ তাদৃশমপি অমন্দং সর্ব্বসুখদং নিজজনস্ময়ধ্বংসন স্মিতেত্যাদিনা গায়ন্তি। মদিধাতো গ্লেপ-নার্থে ঘটাদিত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ। কিম্বা সোল্লুণ্ঠমাহ। এতা এব তবালোকিত্বা-দিকমধীরমধৈর্য্যং বদন্তি অহন্তু মনোজ্ঞং বদামীতি বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যেয়ং। তত্র দিব্যোন্মাদলক্ষণং। যথোজ্জ্বলনীলমণৌ। পূর্ব্বোক্তো যঃ প্রেম্নঃ পরাবস্থারূপো-ভাবঃ স দ্বিবিধঃ। রূঢ়োঽধিরূঢ়শ্চ। অধিরূঢ়োঽপি দ্বিধা মোদনো মাদনশ্চ।

এবং আকুল ও উন্মত্ত ভাবে ঈষৎ হাস্য কীর্ত্তন করি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গমন তেমনি তোমা, রাস হৈতে কুঞ্জভূমা, কুঞ্জ হৈতে পুনঃ অন্য স্থানে। জানিতে বিষম যার, বিলাসের সুবিস্তার, তেমন মন্থর গতি মানে॥

অজ্ঞ গোপাঙ্গনা বোলে, মদমত্ত গজবরে, জিনিয়া মন্থর গতি অতি। আলিঙ্গন হয় তেন, এই লয় মোর মন, পর-পোড়াইতে মন্দ অতি॥

অজ্ঞ কহে শ্যামধাম, আলিঙ্গন অনুপাম, পীনস্তনীগণ সুখদায়ী। তেমনি তোমার স্মিত, উন্মাদয়ে নিরীক্ষিত, জনে সদা ব্যাকুল করয়ী॥

পরের দাহক যেই, মন্দ নহে স্মিত সেই, অজ্ঞ নারী কহে সুখদায়ী। অমৃত মাধুরী ঘটা, কহে মন্দ স্মিত চ্ছটা, যাতে করে ধ্যানের বিষয়ী॥

এইমত অর্থ এক, শ্লোক দেখি পরতেক, আর মত অর্থ

স্মিতঞ্চ তে নাথ বদন্তি গোপিকাঃ ॥ ২৭ ॥

মোদন এব বিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবতি। এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। উদঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতা ইতি। তত্র চিত্রজল্পঃ। প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষবিজৃম্ভিতঃ। ভূরিভাবময়ো জল্পশ্চিত্রজল্প উদাহৃতঃ। সুহৃদালোক- ইতি তস্য তদীয়ানাং চোপলক্ষণং। স চ দশাঙ্গঃ। প্রজল্পপরিজল্পবিজল্পোজ্জল্পসংজল্পাভিজল্পাজল্পপ্রতিজল্পসুজল্পাঃ। এষ শ্রীদশমে ভ্রমরগীতায়াং ব্যক্তএব। তত্র শ্লোক এবায়ং প্রজল্পঃ। তল্লক্ষণং। অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া। প্রিয়স্যাকৌশলোদগারঃ স প্রজল্প ইতীর্য্যতে। যথা মধুপেত্যাদি গোপিকা এব বদন্তি। তথার্দ্রজল্পিতমিত্যাদি জল্পোঽপি তল্লক্ষণং। ভঙ্গ্যান্যসুখদং প্রোক্তং জৈহ্ম্যোক্তিরাজল্পঃ। যথা বয়মৃতমিবেত্যাদি। এতা এব নার্হমিতি স্ববৈচক্ষণ্য-

তেছেন ॥ ২৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন সার। কহেন গোল্লুণ্ঠ বাণী, কৃষ্ণ প্রতি সুনয়নী, যাতে অতি মাধুর্য্যপ্রচার ॥

অধীর আলোক মধু, বাণী তেন স্নিগ্ধ সীধু, ধৈর্য্য গতি গম্ভীর বিলাস। আলিঙ্গন নহে মন্দ, স্মিত তেন সদানন্দ, গোপী কহে নারী-দুঃখ-ফাঁস ॥

দিব্যোন্মাদ লক্ষণ, করায় কৃষ্ণস্ফুরণ, উজ্জ্বলে আছয়ে ব্যক্ত তাহা। পূর্ব্বোক্ত প্রেম যেই, পরাবস্থা ভাব সেই, দুই রূপে সদা স্থিতি ইহা ॥

রূঢ় অধিরূঢ় নাম, ব্যক্ত হয় আখ্যান, অধিরূঢ় দুই মত হয়। মোহন মাদন নাম, বিচ্ছেদ দশার স্থান, মাদন মোহন উপজয় ॥

এই যে মোহন নাম, কোন গতি অনুষ্ঠান, ভ্রম আভা

ব্যক্ত্যাগতশ্চেতিচ পরিজল্পঃ। তল্লক্ষণং। তন্নির্দ্দয়তা শাঠ্যাদ্যুক্ত্যা স্ববিচক্ষণতা-ছ্যক্তিঃ পরিজল্পঃ। যথা সুমনস ইবেত্যাদি। অধীরমিতি সংজল্পঃ। লক্ষণং। সোল্লুণ্ঠরাক্ষেপমুদ্রয়া তদকৃতজ্ঞতোদগারঃ সংজল্পঃ। যথা। স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টে-ত্যাদি। অমন্দমালিঙ্গিতমিত্যবজল্পঃ। লক্ষণং। সভয়ের্ষা তৎকাঠিন্য-কামিতোদগারোঽবজল্পঃ। যথা স্ত্রিয়মকৃতবিরূপামিত্যাদি। আকুলোন্মদ-স্মিতমিত্যুজ্জল্পঃ। তল্লক্ষণং। সগর্ব্বের্ষয়া তৎকুহকতাখ্যানেন তদাক্ষেপ-উজ্জল্পঃ। যথা কপটরুচিরহাসেত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াং। শ্রীরাধাত্যাগজরোষা-ত্তথোক্তিঃ। বাহ্যে গোপিকা এব মধুরত্বেন বর্ণয়িতুং জানন্তি॥ ২৭॥

অথ ক্ষণান্তং তত্রাপশ্যন্তী অবধীরণয়াগতমিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপা সোৎ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বৈচিত্রিপ্রকাশে। দিব্যোন্মাদ কহি তারে, উদঘূর্ণাদি যাতে ধরে, চিত্রজল্প আদি ভেদ ভাষে॥

চিত্রজল্প দশ অঙ্গ, ভ্রমরগীতা প্রসঙ্গ, ব্যক্ত আছে প্রতি স্থানে স্থানে। দশমে প্রকট তাহা, উদ্ধব দেখিয়া যাহা, কহিলেন ব্রজদেবীগণে॥

গোবিন্দের প্রিয় দেখি, ভূরিভাব অঙ্গে রাখি, যেই জল্প সেই চিত্রজল্প। অসূয়ের্ষা মদ গর্ব্ব, কুহকতা কহে সর্ব্ব, সোল্লুণ্ঠন কহেন অনল্প॥

এই দিব্যোন্মাদে রাই, ক্ষণেকে দেখয়ে তাই, কৃষ্ণ যেন অবজ্ঞা বচনে। অন্যত্র চলিয়া গেলা, এই মনে উপজিলা, তাপোৎকণ্ঠা হৃদি প্রকাশনে॥

চতুঃশ্লোকে কহে কথা, সদৈন্য গাম্ভীর্য্য-মতা, সচাপল্য উৎকণ্ঠা সহিতে। সেই ভাবে লীলাশুক, শ্লোক পড়ে অদ-ভুত, ভক্তসুখ যাহাকে শুনিতে॥ ২৭॥

* অস্তোকস্মিতভরমায়তায়তাক্ষং

কণ্ঠং চতুঃশ্লোকীমাহ সৈব সুজল্পঃ। তল্লক্ষণং। তত্রার্জ্জবাৎ সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সহচাপলং। সোৎকণ্ঠঞ্চ হরিঃ পৃষ্টঃ স সুজল্প ইতি স্মৃতঃ। যথা অপি বতে-ত্যাদি। তত্র যথা চতুর্ষু পাদেষু গাম্ভীর্য্যাদ্যাশ্চত্বারো ভাবা ব্যক্তা স্তথাত্র চতুর্ষু শ্লোকেষু। তত্র প্রথমং তদ্দর্শনোৎকণ্ঠয়া অপি বতেতি প্রথমপাদবৎ সগাম্ভীর্য্যং তৎপ্রলপনমনুবদন্নাহ। তে তব মহঃ কান্তিপুরমপ্যহং দৃশ্যাসং। যথা তত্র মথুরাস্থিত্যা কদাচিদাগমনমপি সম্ভবেত্তথাত্রাপি তৎকান্তিদর্শনে জাতে তদ্দর্শন-

অতঃপর ক্ষণকালে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক যেন আসিয়াছেন, এই জানিয়া অনুতপ্তা হইয়া শ্রীরাধা কহিতে লাগিলেন, এই বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! তোমার অনল্পহাস্যভরে আয়ত অক্ষিযুগল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রাণনাথ শুন মোর এই নিবেদন। কুঞ্জেতে প্রেরণ রূপ, যে কটাক্ষ অপরূপ, পুনঃ আসি দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥

রাসমণ্ডলীর মাঝে, শঙ্কেত বংশীর নাদে, সঙ্গে যেই কটাক্ষে প্রেরণ। অতি সুমাধুরী তার, আহ্লাদয়ে নেত্র আর, চিত্তে হয় আনন্দ পরম ॥

যদি বল অন্য নারী, জানিবেন এ চাতুরী, তারা মোরে করিবেন রোষ। নিজগণ সখী সঙ্গে, রহ অন্য পর সঙ্গে, কটাক্ষ প্রার্থনা অতিদোষ ॥

তবে শুন কহি আমি, মন দিয়া শুন তুমি, তুমি যদি

* অত্র প্রহর্ষিণী বৃত্তং। তদুক্তং ছন্দোমঞ্জর্য্যাং। ত্র্যাশাভির্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ং ॥

নিঃশেষস্তনমুদিতং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।
নিঃসীমস্তবকিতনীলকান্তিধারং
দৃশ্যাসং ত্রিভুবনসুন্দরং মহস্তে॥ ২৮॥

মপি সম্ভবেদিতি গাম্ভীর্য্যং। কীদৃশং নিঃসীম সৌন্দর্য্যাদিনাবধিশূন্যং মাং ত্যক্ত্বান্যত্র গমনান্নির্ম্মর্য্যাদমপি। অতোঽন্যাসঙ্গলগ্নচন্দনকুঙ্কুম যাবকাদিনা স্তবকিতা নীলকান্তিধারৈব লতা যস্মিন্। অন্যা সঙ্গগোপনেন মৎপ্রতারণয়া স্তোকোঽল্পঃ স্মিতভরো যস্মিন্ তথা তেনৈব হেতুনা আয়তায়তে অত্যায়তে অক্ষিণী যত্র। নম্বন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং মামবধীর্য্য পুনঃ কিমিতি দিদৃক্ষসে ইতি মনস্যাভুক্ত্যা সদৈন্যমাহ নিঃশেষৈঃ স্তনৈঃ সর্ব্বাভির্ব্রজাঙ্গনাভিরপি কিমুক্তৈকয়া মুদ্রিতং তদপি মম সুখদমিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ ত্রিধিতি ত্রিভুবনমেব সুন্দরং যস্মাৎ। স্বান্তর্দ্দশায়াং প্রেয়সীপ্রেরণায় স্মিতায়তাক্ষ্যাদিবিশিষ্টং তদিত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্ট এব॥ ২৮॥

ব্রজাঙ্গনাদিগের অশেষরূপে স্তনমর্দ্দনকারি, অসীম রূপে প্রকাশিত লীলার আধার স্বরূপ ও ত্রিভুবন সুন্দর তেজঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রসন্ন হইয়া। সেইরূপ বেশ ধর, সে রূপ কটাক্ষ কর, এই মোর নিকটে আসিয়া॥

অপর গোপিকা অন্য, সহস্র যে আছে ধন্য, কিবা কার্য্য তাতে আছে মোর। কি করিবে রোষ করি, তোমা না দেখিলে মরি, তুমি মাত্র চাহ নেত্র ওর॥

তুমি অপ্রসন্ন যবে, দর্শন না দিবা তবে, অন্য গোপী নিজ সখীগণ। তাহাতে বা কিবা কাজ, দুঃখদায়ী সব সাজ, অতএব দেহ দরশন॥

এতেক কহিতে রাই, চিত্তে মহোৎকণ্ঠা পাই, গোবিন্দের দর্শন লাগিয়া। সগাম্ভীর্য্য প্রলাপন, পঢ়ে শ্লোক

ময়ি প্রসাদং মধুরৈঃ কটাক্ষৈ
র্বংশীনিনাদানুচরৈর্বিধেহি।

অথ পূর্ব্বকৃতকুঞ্জপ্রেরণস্মৃত্যা জাতাভিলাষসম্ভাৎ ক্রমমপ্যলজ্ঘ্য ভুজ-মণ্ডলমুগন্ধমিতিবৎ সোৎকণ্ঠং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ হে প্রাণনাথ কুঞ্জ-প্রেরণরূপৈঃ কটাক্ষৈঃ ময়ি প্রসাদং বিধেহি। আগত্য তথা তৈঃ পুনঃ প্রেরয়েত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ। শঙ্কেতরূপং বংশীনিনাদমনুচরন্তীতি তথা তৈঃ। তথা মধুরৈরাহ্লাদকৈঃ। নমু। পুনঃ সর্ব্বাসাং মধ্যে তথা কৃতে তস্যা অমুনি নঃ ভোক্ষমিত্যাদিবৎ। কামিন্যাঃ কামিনেত্যাদিবচ্চ তাম্বাং মাঞ্চ প্রতিক্রুধ্যোমুস্তং-সখীভিরেবাত্মানং সুখয়ালম্বনয়া প্রার্থয়েত্যাশঙ্ক্য সগর্ব্বসদৈন্যমাহ। ত্বয়ীতি।

আমি কবে সন্দর্শন করিব ॥ ২৮ ॥

অতঃপরঃ পূর্ব্বের কুঞ্জপ্রেরণ স্মরণ করত, অত্যন্তাভি-লাষে ক্রমোল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক উৎকণ্ঠায় শ্রীরাধা প্রলাপ করিতে লাগিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা এই বিষয় বর্ণন করিতেছেন।

হে নাথ! আপনি বংশীনিনাদের অনুগামী মধুর কটাক্ষ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মনোরম, লীলাশুক তাতে মগ্ন হৈয়া ॥ ২৭ ॥

প্রাণনাথে এই তোমার সৌন্দর্য্যবৈভবে। দর্শন করিব আমি, মধুপুরী হৈতে তুমি, কভু যদি আপনে আসিবে ॥ধ্রু ॥

মোরে ছাড়ি অন্য নারী, ভোগে যাহ অন্য বাড়ী, এই কার্য্য অমর্য্যাদা অতি। অন্যা অঙ্গ সঙ্গ লগ্ন, চন্দন কুঙ্কুম মগ্ন, নীলকান্তি বাধা যাতে অতি ॥

করিতে মোরে প্রতারণ, অন্য সঙ্গ সঙ্গোপন, তাতে অল্প নহে যেই স্মিত। তাতে যে বদন শোভা, কামিনীর মনো-লোভা, দর্শন করিব সেই রীত ॥

ত্বয়ি প্রসন্নে কিমিহাপরৈর্ন-

ত্বয়ি প্রসন্নে তথা কৃতে নিকটাগতে বা ইহ দেশে কালে বা অপরৈরন্যৈ-র্গোপীসহস্রৈরপি কিমস্মাকং ন কিমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বয্যপ্রসন্নে ইহ এতদ্দশায়াং দর্শনমপ্যদত্তবতি। অপরৈ নির্জ্জনৈরপি সখীকুলৈঃ কান্তাপি অতিদুঃখদা ইত্যর্থঃ। তদুক্তং জয়দেবৈঃ। রিপুরিব সখীসম্বাসোঽয়মিতি প্রিয়সখীগালাপি জালায়ত ইতি চ। স্বান্তর্দশায়াং আগত্য পুনস্তং প্রেরণমেব মে প্রসাদঃ। নবন্তা ত্বয্যেতৎ প্রার্থনয়া ক্রুধ্যেয়ু স্তত্রাহ ত্বয়ি প্রসন্নে অন্যৈঃ কিং ত্বয়ি অপ্রসন্নে এতন্নিকটমপ্যনাগতে নির্জৈরপি প্রিয়সখীপ্রভৃতিভিঃ কিং। তেঽপি দুঃখদা এব সমস্নেহসখীনাং স্বভাবোঽয়ং যৎ কৃষ্ণরহিতসখীদর্শনে দুঃখং স্যাৎ। যথো-জ্জলনীলমণৌ। বিনা কৃষ্ণং রাধা ব্যথয়তি সমস্তান্মম মনো বিনা রাধাং কৃষ্ণোঽপ্যহহ সখি মাং বিক্লবয়তি। জনিঃ সা মে মা ভূৎ ক্ষণমপি ন যত্র ক্ষণ-

দ্বারা প্রসাদ (অনুগ্রহ) করুন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়েন,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সেই প্রতারণা হৈতে, চাপল্য যে নেত্ররীতে, অতিদীর্ঘ শোভা মনোরম। সে শোভা দেখিব আমি, যখন আসিবে তুমি, জুড়াইব এ দুই নয়ন॥

তবে যদি বল তুমি, অন্য নারী ভুক্ত আমি, গেলো যবে নিকটে তোমার। অবজ্ঞা করিলা মোরে, এবে কেন দেখি-বারে, চাহ তুমি সেইরূপ আর॥

মনে উট্টঙ্কিতে ইহা, দৈন্য বাড়ি গেল হিয়া, অতিদৈন্যে কহেন বচন। সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনাগণ, স্তনে অঙ্গ সুমার্জ্জন, একা হৈতে না হয় মার্জ্জন॥

ত্রিভুবন বিমোহন, অঙ্গ অতি মনোরম, ত্রিভুবন মোহে স্মের মুখে। ত্রিভুবনের সৌন্দর্য্য, নেত্রস্থচাপল্য বর্য্য, দর্শন করিব আমি সুখে॥

স্ত্বয্যপ্রসন্নে কিমিহাপরৈর্নঃ॥ ২৯॥
নিবদ্ধমূর্দ্ধাঞ্জলিরেষ যাচে
নিরন্ধ্রদৈন্যোন্নতিমুক্তকণ্ঠং।

দ্বহো যুগে নাঙ্কোলিহ্বাঃ যুগপদনয়োর্বক্ত্রশশিনাবিতি। বাহেতু স্পষ্ট-এবার্থঃ॥ ২৯॥

অথ প্রগাঢ়লালসয়াতিদন্যোদয়াৎ স্মরতি স পিতৃগেহানিত্যাদিবৎ দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে ইত্যাদিবচ্চ সদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে দেব বহ্বীভিঃ ক্রীড়ারসিক এষোঽহং নিবদ্ধো মূর্দ্ধাঞ্জলির্যেন। তাদৃশস্তব দাসী-

তাহা হইলে আর অন্যান্য কার্য্যে প্রয়োজন কি?॥ ২৯॥

অতঃপর প্রগাঢ় লালসায় অতীব দীনভাবে প্রলাপ কারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন॥

হে দেব! আমি মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া নিরতি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এইকালে পূর্ব্বকৃত, কুঞ্জলীলা সুখ যত, তাতে লোভ বাড়ি গেল মন। অতিশয় দৈন্য করি, কহেন প্রলাপ ভারি, এক শ্লোক করিয়া পঠন॥ ২৯॥

ওহে গোপীক্রীড়ারসরাজে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, নিবন্ধ দৈন্যের রীতে, তোর দাসী ভিক্ষা তোরে যাচে॥ ধ্রু॥

মুক্তকণ্ঠ হৈয়া বলি, শুন মোর পদ্যাবলী, ওহে প্রাণনাথ দয়ানিধি। কটাক্ষ অর্পিতে মোরে, রসে বিঘ্ন যদি করে, রহু তবে সে কটাক্ষ বিধি॥

কটাক্ষের যে দাক্ষিণ্য, ঔদার্য্যের প্রাবীণ্য, তার লেশ অতি অল্পকণা। তাহা দিয়া সিঞ্চ মোরে, দুঃখাগ্নি নির্ব্বাণ ক'রে, শুন বন্ধু অকিঞ্চন জনা॥

দয়ানিধে দেব ভবৎকটাক্ষং
দাক্ষিণ্যলেশেন সকৃন্নিষিঞ্চ ॥ ৩০ ॥

অনঃ নীরন্ধ্রং নিশ্ছিদ্রং যদ্বেণুং তস্য যা উন্নতিঃ তয়া মুক্তকণ্ঠং যথাস্যাত্তথা যাচে। কিং তদ্যাচমে। যদি তে রাসক্রীড়াবিয়ঃ স্যাত্তর্হি তাদৃশকটাক্ষপ্রেরণাদিকং দূরেঽস্তু ভবৎকটাক্ষস্য যদ্দাক্ষিণ্যমৌদার্য্যং তস্য লেশেনাপি সকৃদপি নিষিঞ্চ তল্লেশেনাপি দুঃখাগ্নিনির্ব্বাপকো নিতরাং সেকঃ স্যাদিত্যর্থঃ। আগত্য সর্ব্বাভিঃ সহ বাসং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যয়ং জনোঽপরাধী তথাপি তবৈব তদযোগ্যমিত্যাহ হে দয়ানিধে ইতি। বাস্তর্দশায়াং। ইমাং মৎসখীং নিষিঞ্চ অস্তু সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩০ ॥

শয় দৈন্যসহকারে মুক্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিতেছি যে, হে দয়ানিধে! হে দেব! কিঞ্চিন্মাত্র দাক্ষিণ্যলেশে আপনার কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করুন ॥ ৩০ ॥

তুমি সুধীরা মানিনীগণের অগ্রগণ্যা তোমার আর আমাকে অবজ্ঞা করায় কি হইবে? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণবাক্যে, উত্তরকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ আইস রাস মাঝে, নটবরবেশ সাজে, ক্রীড়া কর গোপাঙ্গনা সনে। যদি অপরাধী আমি, তবু দয়ানিধি তুমি, সেইরূপে দেহ দরশনে ॥

তবে যদি বল তুমি, মানিনীর শিরোমণি, এখনি অবজ্ঞা কৈলে মোরে। এবে কেন দৈন্য কর, লজ্জা কিবা নাহি ধর, অন্যাঙ্গনা উপহাস করে ॥

এই কৃষ্ণের নর্ম্মভঙ্গী, চিত্তে উট্টঙ্কিয়া ব্যঙ্গী, নেত্রের চাপল্য সঙ্কাবিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, প্রলপিয়া সেই ঠাঁই, অদভুত শ্লোক উচ্চারিয়া ॥ ২৯ ॥ ৩০॥ ৩/৬

• পিঞ্ছাবতংসরচনোচিতকেশপাশে
পীনস্তনী-নয়নপঙ্কজ-পূজনীয়ে।

নন্থ ধীরাণাং মানিনীনাং মূর্দ্ধন্যাসি ইদানীং মামবধার্য্য কিমিতি দৈন্যং কুরুষে অন্যাস্ত্বামুপহসিষ্যন্তীতি তন্মর্ম্মনস্যুক্ত্যা কচিদপি স কথাং ন ইতিবৎ। স্ব-চাপলং নেত্রে সংক্রময্য সচাপলং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নোঽস্মাকং সর্ব্বা-সামেব নয়নং তব শৈশবে কৈশোরে তৎসম্বন্ধিবেশলীলাদৌ চাপল্যমেতি চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবৎ। তদ্দ্রষ্টুমিত্যর্থঃ। অস্মাভিঃ কিং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। অথবা বরাকাণাং নেত্রাণাং কো বা দোষঃ। যৎ এতাদৃশমেতৎ। কীদৃশোঽপি পিঞ্ছাবতংসেন তন্মুকুটেন যা রচনা তস্যামুচিতঃ কেশপাশো যস্মিন্ তথা চন্দ্রার-

হে নাথ! আপনার শৈশবকালে পিঞ্ছ, কর্ণভূষণ, বসন, তৎশোভিত কেশশালিনী পীনস্তনী গোপাঙ্গনাগণের

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন ওহে ব্রজরাজ সুত, তোমার কৈশোরবেশ লীলায়ে মোহয়ে দেশ, মোর নেত্র চাপল্যের দূত॥ ধ্রু॥

চঞ্চল আমার দিঠি, পাইয়া কৈশোর মিঠি, সদাই দেখিতে করে আশ। তথাপি কি দোষ তার, যাহাতে কৈশোর সার, জাতি কুল শীল ধর্ম্ম নাশ॥

ভৃঙ্গকান্তি পুঞ্জ জিনি, কেশপাশ সুমোহিনী, তাতে অব-তংস শিখিপাখা। পিঞ্ছের মুকুটশোভা, কামিনীনয়ন লোভা, উড়িবারে চাহে হৈয়া পাখা॥

মদন-মাধুর্য্য তায়, চন্দ্রপদ্ম জিনি যায়, হেন দর্প তাহার সুষমা। এই লাগি পীনস্তনী, নয়নপঙ্কজগণি, পূজনীয় যোগ্য মনোরমা॥

এই লাগি কহি আমি, মোরে দেখা দেহ তুমি, ওহে

চন্দ্রারবিন্দবিজয়োদ্যতবক্তৃবিম্বে
চাপল্যমেতি নয়নং তব শৈশবেন ॥ ৩১ ॥

বিন্দয়োর্বিজয়েনোদ্যতমুদ্গ্রং বক্তৃবিম্বং যস্মিন্ অতঃ পীনস্তনীনাং যুবতীনাং তাভির্ব্বা নয়নপঙ্কজৈঃ পূজনীয়ে তদ্যোগ্যে। অন্যোঽপি বিজয়ী বদ্ধমুকুটঃ সম্রাট্ নগরযুবতিভির্নেত্রাব্জৈঃ পুষ্পবৃষ্ট্যাচ পূজ্যো ভবতি অতো দর্শনং দেহীতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াং শৈশবে শ্রীরাধয়া সহ বিলাসোচ্ছলিতকৈশোরে। পীনস্তনী রাধা তয়েত্রপঙ্কজাভ্যাং পূজার্হে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টএব ॥ ৩১ ॥

নয়নপদ্ম দ্বারা পূজনীয় এবং চন্দ্র ও অরবিন্দগণের বিজয়ার্থ উদ্যত মুখবিম্বে আমাদিগের নয়ন সাতিশয় চঞ্চল হইতেছে ॥ ৩১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্যামসুন্দর শেখর। এতেক কহিতে রাই, সমুদ্ঘূর্ণাদশা পাই, ভ্রমে কৃষ্ণ দেখে নেত্রওর ॥

তার যে উদ্বেগ দশা, চারি শ্লোক পরকাশা, মনে মনে চিন্তে এই রাই,। কৃষ্ণ যেন আসি কহে, কেন বা চাপল্য ওহে, হেন আর কভু দেখি নাই ॥

তুমি সাধ্বী সুপ্রবরা, ধৈর্য্য হয় সুগম্ভীরা, শুন এই আমার বচন। দেখ তোমার সখীগণ, প্রবোধয়ে ক্ষণে ক্ষণ তবে কেন ব্যস্ত কর মন ॥

কৃষ্ণের এ নর্ম্ম বাণী, শুনি ধনি শিরোমণি, নিজ মনে নর্ম্ম উট্টঙ্কিয়া। কহিতে লাগিলা রাই, চিত্তেতে উদ্বেগ পাই, অতিশয় প্রলাপ করিয়া ॥ ৩১ ॥

• স্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি

অথ উদঘূর্ণাদশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্রৈবোদ্বেগদশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমং। নন্থ ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কার্পণ্যৈতাদৃক্ বিকলান্ দৃশ্যতে। ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদস্তীরাভাব সখোত্থপোবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি তস্যা নর্ম্মোপালম্ভং মনস্যুট্টকস্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। •স্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভির্মাদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে

অতঃপর শ্রীরাধা উদঘূর্ণা দশায় শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্ত্তা চতুঃশ্লোকে তাহাই উল্লেখ করিতেছেন।

হে নাথ! তোমার শৈশব (কৈশোর) মাধুর্য্যাদি অর্থাৎ মাদকত্ব ও আকর্ষকত্বাদি দ্বারা ত্রিভুবনে অদ্ভুত রূপে

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

নাগরেন্দ্র শুন মোর সত্য এই বাণী। তোমার কৈশোর সার, মাধুর্য্য মদেক তার, মোর চিত্ত সদা আকর্ষণী॥ ধ্রু॥

এ তিন ভুবনে যে, অদ্ভুত না জানে কে, সেই তুমি জান নিজ মনে। তোমাতে আমার মন, অদ্ভুত চাপল্যগণ, ইহা তুমি করহ স্মরণে॥

কিশোর মাধুর্য্য তোর, মনের চাপল্য মোর, এই দুই তুমি আমি জানি। অন্যের বেদনা মনে, অন্য তাহা নাহি জানে, সখীহ না জানে এই বাণী॥

যাতে ধৈর্য্য করিবারে, কহে মোরে নিরন্তরে, তেঞি না জানয়ে মনব্যথা। কহিতেই অতিশয়, বাঢ়িল উদ্বেগময়, সদৈন্য কহয়ে ধনী কথা॥

তোমা মুখাম্বুজ লাগি, মোর নেত্র অনুরাগী, দেখিবারে

মচ্চাপলঞ্চ মম বা তব বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি

অদ্ভুতমবেহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপল্যঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি। এতদ্দ্বয়ং তব বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বা। যদ্বা। মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যং। অন্যোবেদ নচান্য দুঃখমখিলমিত্যাদিনায়াৎ। সখ্যোঽপি সম্যগু জানন্তি যত এবং বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ। তদিতি তত্তস্মাত্ত্বন্মুখাম্বুজমীক্ষণাভ্যাং উচ্চৈরীক্ষিতুং কিং করোমি। যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাৎ ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। নন্বু ন দৃষ্টং তত্তেন কিং তত্রাহ মুগ্ধং মনোহরং তদ্দর্শনাৎ তদ্বিফলত্বাপত্তেঃ অক্ষণ্বতামিত্যাদি। তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং।

অবগত হউন, আমার চাপল্যও ত্রিভুবনের অদ্ভুত রূপে আমার এবং আপনার উভয়ের পরিজ্ঞেয়। কিন্তু লোচন-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করে বহু আশ। আমি কি করিব তাতে, দেখিতে পাইয়ে যাতে, তুমি তার বল উপদেশ॥

যদি বল না দেখিলা, তবে তাতে কিবা হৈলা, তবে তার শুন বিবরণ। না দেখি সে চাঁদমুখ, না মিটয়ে যার দুঃখ, বিফলতা হয় সে নয়ন॥

তোমার মধুরবাণী, শ্রুতি-মর্ম্ম-রসায়নী, না শুনিল সে কানে কি কাজ। মনোহর মুখচ্ছটা, চাঁদের লহরী ঘটা, না দেখিলে আঁখি মুণ্ডে বাজ॥

তবে যদি বল এবে, না দেখিলে কিবা হবে, বিলম্বে করিহ দরশন। তবে তার কথা শুন, না কহিয় হেন পুন, মোরা অতি কুলবধূজন॥

বিরল নহিলে তোমা, দরশনে নাহি ক্ষমা, ব্রজমাঝে

মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥ ৩২ ॥

ভবতু মাধবজল্পমশৃণ্বতোঃ শ্রবণয়োরলমশ্রবণির্ম্ম তমবিলোকয়তোর-বিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োস্ত কিলানয়োরিত্যাদেঃ। নম্বু নেদানীং দৃষ্টং তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ। বিরলং কুলবধূনাং নস্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা দুল্লর্ভদর্শনং। অতোঽধুনা লব্ধে ঽবসরেঽপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা নম্বু তৎসমং কিমপি পশ্য তত্রাহ। বিরলং সাম্যরহিতং। তত্র হেতুঃ। মুরলীবিলাসি। স্বান্তদর্শায়াং পূর্ব্ববং তৎসঙ্গোচ্ছলিতং কৈশোরং জ্ঞেয়ং। তদ্দৃষ্টং মচ্চাপলং। চান্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩২ ॥

দ্বয় দ্বারা আপনার বিরল ও মুরলীনাদ ভূষিত সুন্দর মুখাম্বুজ দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব ॥ ৩২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সুলভ না হয়। এইত বিরল স্থান, দরশন দেহ শ্যাম, নহে অতি নিষ্ঠুরতা হয় ॥

পুনঃ যদি বল আন, দেখ মুখ তুল্য ঠাম, মুখ তুল্য আর কিছু নাই। মুরলীর বিলাস যাতে, আর কেবা সাম্য তাতে, তুল্য দিতে না দেখিয়ে ঠাঁই ॥

এতেক কহিতে মনে, পূর্ব্ব যাহা কৃষ্ণ সনে, হইয়াছে চাতুর্য্য আলাপন। নিজ সখীগণ সনে, পুষ্প আদি আহ-রণে, দানঘাটিপথের বর্জ্জন ॥

সনর্ম্ম কলহ তাতে, স্ফূর্ত্তি হৈল নিজচিত্তে, সেই ভাব হইল মনেতে। বাঢ়িল উদ্বেগ অতি, হইল বিষাদ মতি, নানা ভাব উপজিল তাতে ॥

তাহাতে বিষাদ করি, কহে যাহা সুনাগরী, সেই ভাবে মগ্ন লীলাশুক। তেমতি বিষাদ করি, কহে এক শ্লোক পঢ়ি, শুনিতে শ্রবণে লাগে সুখ ॥ ৩২ ॥

পর্য্যাচিতামৃতরসানি পদার্থভঙ্গী-

অথ মনসি তস্য তত্তৎপ্রতিবচনোট্টঙ্কণাৎ। পুষ্পাদ্যাহরণে দানবর্জ্যাদৌ চ মুখেন স্বসখীভিশ্চ সহ কৃষ্ণস্য নর্ম্মকলহস্ফূর্ত্ত্যা অত্যাবেগেন তৎস্মরণেহপ্যসমর্থায়া তব কথামৃতমিত্যাদিবৎ সবিষাদং প্রলপন্ত্যা বচোহনুবদন্নাহ। মদবল্লভভাবিনীভিঃ সহ তব জল্পিতানি মিথো বাকাবাকরূপাণি সূক্তাং

তৎপরে শ্রীরাধা মনোমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুত্তর সম্ভাবন করত পুষ্পাহরণাদিকার্য্যে সখীর সহিত শ্রীকৃষ্ণবিলাসাদি বর্ণন করিলে গ্রন্থকর্ত্তা তাহার উল্লেখপূর্ব্বক কহিতেছেন॥

হে নাথ! যাহার পদার্থভঙ্গী অর্থাৎ বচনকৌশল পরি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রাণনাথ তুয়া সঙ্গে পরিহাস বাণী। পদ অর্থ ভঙ্গীগণ, সুধা করি নির্ম্মঞ্ছন, সঙ্গে মদবল্লভভাবিনী॥ ধ্রু॥

দুঁহু দুহুঁা বাকাবাক্, অতি মনোহর ভাক্, ভাবাক্রান্ত মনে সদা স্ফুরে। তারা পুণ্যবতীগণ, উদ্বিগ্ন আমার মন, সে কথা স্মরণ ভেল দূরে॥

গর্ব্ব করি বলে তারা, পরের রমণী মোরা, পথরুদ্ধ কর কেন তুমি। প্রণয় সরোষ কহে, সহাস্য রোদন ময়ে, অসূয়া সভয় ক্রোধ বাণী॥

তুমি বল আজি আমি, জানিলাম নিতি তুমি, পুষ্প তুল পল্লব ভাঙ্গিয়া। চৌরী হেমগৌরী, আজি লাগ পাইল তোরি প্রবেশাব কুঞ্জগৃহে যাঞা॥

তারা কহে সদা মোরা, এই বনে পুষ্প তুলা, সুরদেব ভজন লাগিয়া। কাহার নিষেধ বাণী, কভু ইহা নাহি শুনি, কেনে বল প্রগল্ভ বলিয়া॥

ন্ম্রূনি বল্লিতবিশালবিলোচনানি।

ভাবে ভাবাক্রান্তচিত্তে লুঠন্তি স্ফুরন্তি মম পুনরুদ্বিগ্নে চেতসি তদপি দুর্লভ-মিতি ভাবঃ। কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। তথা প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমিত্যত্র ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলমিতিবৎ মদেতি ভামিনীভি শ্চেত্যনেন বয়ং পরকীয়া রমণ্যঃ স্বচ্ছন্দং বনে বিহরামঃ কথময়মস্মান্নিরু-ণদ্ধীতি গর্ব্বোদৃক্ত প্রণয়রোষযুক্তায়া স্তাভিরিতি। তাসাং কিলকিঞ্চিত-ভাবোদ্গমঃ কথিতঃ। তল্লক্ষণং। গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করী-করণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতমিতি। কীদৃশানি পাদানামর্থানাঞ্চ ভঙ্গীভি-র্ব্বল্গনি মনোজ্ঞানি। পাদানাং যথা বিলাসমঞ্জর্য্যাং। বিজ্ঞাতমদ্য প্রসূনানি মে

ব্যাপ্ত অমৃতরস দ্বারা মনোহর, যাহাতে বিশাল লোচন বক্রী-কৃত হইয়াছে ও বাল্যোচিত বাক্য হইতেও সমধিক তোমার

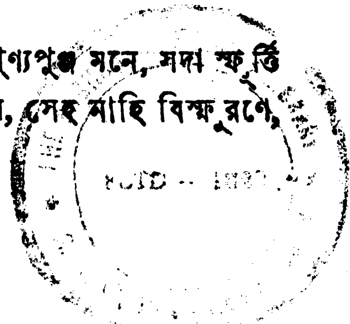
যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তুমি বল তারে বাণী, কৃষ্ণকুণ্ড লীন আমি, শুন চণ্ডী না ভরাহ মোরে। ফুৎকৃতি ক্রীড়ায়ে যার, মোহ হয় সবাকার, হিতকথা কহিলাম তোরে॥

সে কহেন কুলনারী, ধরিবারে গর্ব্ব ভারি, ভুজঙ্গে সক্ষম কি আছয়। দশনে দংশন তার, দূরে মাত্র গর্ব্ব ভার, অতি সুমঙ্গল প্রকাশয়॥

এই মত মনোহর, নর্ম্মবাণী রসধর, প্রফুল্ল বিশাল বিলোচনে। কৈশোর বয়স দুহু, চাপল্য স্বভাব মুহু, অন্যে অন্য জিনিবার মনে॥

ইত্যাদি বিলাসগণে, কৃতপুণ্যপুঞ্জ মনে, সদা স্ফূর্ত্তি হয় মনোহর। আমার উদ্বেগী মনে, সেহ নাহি বিস্ফুরণে, এই মোর অভাগ্য প্রবল॥



বাল্যাধিকানি মদবল্লভভাবিনীভি-
র্ভাবে লুঠন্তি সুকৃতাং তব জল্পিতানি ॥ ৩৩ ॥

তাং লুনীষে ত্বমেব প্রবালৈঃ সমেতাং। ধৃতা সৌময়া কাঞ্চনশ্রেণিগৌরি প্রবিষ্টাসি গেহং কথং পুষ্পচৌরিঃ। সদাত্র চিন্ময়ঃ প্রসূনমজনে বয়ং হি নিরতাঃ সুরাভি-ভজনে। ন কোঽপি কুরুতে নিষেধবচনং কিমদ্য তনুষে প্রগল্ভবচনং। অর্থানাং যথা দানকেলিকৌমুদ্যাং। কৃষ্ণকুণ্ডলিনশ্চণ্ডী কৃতং ঘট্টনয়ানয়া। কৃৎ-কৃতিক্রীড়য়া যস্য ভবিতাসি বিমোহিতা। ধর্ষণেন কুলস্ত্রীণাং ভুজঙ্গেশঃ ক্ষমঃ কথং। যদেতা দশনৈরেষ দশন্নাপ্নোতি শোভনমিতি।অতঃ পরি সর্ব্বতঃ আচিতানি অমৃতানি রসা শৃঙ্গারাদয়শ্চ যৈঃ তথা বল্লিতানি তস্য তাসাঞ্চ বিশাল-বিলোচনানি যৈ র্যেষু বা। তথা বাল্যেন কৈশোরস্বভাবচাঞ্চল্যেনাধিকানি মিথো জিগীষয়ানবচ্ছিন্নানি স্বান্তর্দশায়াং কর্ণদ্বারা তাদৃশচিত্তে প্রবিশ্য তদা-নন্দয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৩ ॥

জল্পিত (বাক্য) মদমত্ত ভামিনীগণের সহিত পুণ্যবান্‌-দিগের হৃদয়ে বিলুণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৩৩ ॥

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াই যেন সঞ্জাত মনঃ-পীড়ায় পীড়িত শ্রীরাধাকে সখীগণ আশ্বাস করিলে ঐ বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন।

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতে কহিতে রাই, গোবিন্দ দর্শন নাই, মনে হৈল উদ্বেগে পীড়িত। সন্তাপ করিতে নারে, উদ্বেগ আসিয়া ধরে, তাতে ধনী হইলা মূর্চ্ছিত ॥

তাহা দেখি সখীগণ, কহে ধৈর্য্য কর মন, কৃষ্ণচন্দ্র আসিবে এখন। শুনিয়া তাহার বাণী, সখীগণে পুছে ধনী, লীলাশুক কহে সে বচন ॥ ৩৩ ॥

পুনঃ প্রসন্নেন্দুমুখেন তেজসা
পুরোঽবতীর্ণস্য কৃপামহাম্বুধেঃ।
তদেব লীলামুরলীরবামৃতং

অথ তদ্দর্শনোদ্ভূতমনঃপীড়োদ্বিগ্নায়া মূর্চ্ছন্ত্যাঃ আশ্বাসনপরাঃ সখীঃ প্রতি স লালসং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। পুনঃ পুরোঽবতীর্ণস্য তস্য যেন মাং কুঞ্জে প্রেষিতবান্। তথা লীলাসূচকমুরলীরবামৃতং প্রসন্নেন্দুমুখেন তদ্রূপেণ তেজসা কান্তিপূরেণ সহ মম সমাধেঃ সম্যঙ্মনঃপীড়ায়া বিশ্লায় নাশায় কদা

হে নাথ! আমি যৎকালে সমাধি ধারণ করিয়া থাকিব, সেই সময় মহাকৃপাসমুদ্রস্বরূপ আপনি আমার অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া প্রসন্ন-মুখচন্দ্রে মুরলী-ধারণপূর্ব্বক বাদ্য করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে কবে মোর হবে শুভ দিনে। মোর আগে কৃষ্ণ আসি, দরশন দিবে হাসি, পুনঃ কি দেখিব এই চিহ্নে॥

প্রসন্ন বদন চন্দ্র, বেণু গানামৃত মন্দ, যাতে মোরে কুঞ্জে পাঠাইলা। সেই কান্তিপুঞ্জ সঙ্গে, সে মুখ দেখিব রঙ্গে, কবে হবে সেই শুভ বেলা॥

উদ্বেগে আমার মন, পীড়া পায় অনুক্ষণ, তাহা নাশ কবে হবে মোর। পুনঃ তার দরশন, অতিশয় দুর্ঘটন, কৈছে হবে না পাইয়ে ওর॥

এত কহি বিমর্ষণ, ক্ষণ এক রহে মৌন, কহে পুনঃ বিচার বচন। অথবা হইতে পারে, মহাকৃপা সিন্ধুবরে, অঘটন হয় সুঘটন॥

শুনি সখীগণ কহে, শুন সুনাগরী ওহে, যদ্যপি কৃপালু

সমাধিবিঘ্নায় কদানু মে ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
বালেন মুগ্ধচপলেন বিলোকিতেন

ভবেৎ অহো দুর্ঘটমেতদিতি ক্ষণং বিচিন্ত্য অথবা সম্ভাব্যেত ইত্যাহ কৃপেতি। স্বান্তদর্শায়াং তদেব তৎপ্রেরণরূপং মুরলীরসামৃতমন্যৎসমং। বাহ্যসমাধের্ধ্যানস্যেবান্যৎ স্পষ্টং ॥ ৩৪ ॥

অয়ে সখি স চেৎ কৃপালুস্তদা স্বয়মায়াস্যতি কিমিতি চপলাসীতি বদন্তীঃ

থাকিলে, ঐ লীলাময় মুরলীর নাদামৃত কবে আমার সমাধির বিঘ্ন সম্পাদন করিবে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীরাধার দুঃখ দেখিয়া কোন সখী বলিলেন, হে সখী কেন দুঃখিতা হইতেছ, তিনি যদি কৃপালু হয়েন, অবশ্যই স্বয়ং আসিবেন, সখীর এই কথায় শ্রীরাধা তিরস্কার করিতেছেন। গ্রন্থকর্ত্তা এই বাক্য অনুবাদ করত বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! আপনার বাল্যোচিত অর্থাৎ কৈশোরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হয় হরি। আপনি আসিবে হেথা, তুমি কেন পাও ব্যথা, অতিশয় চাপল্য আচরি ॥

রাই কহে শুন সখী, তুমি ত না জান দেখি, তারি অতি দোষ ইথে হয়। চাপল্য করায় তেঁহ, ইহা নাহি বুঝে কেহ, শুন তাহা কহি যে নিশ্চয় ॥

এতেক কহিয়া রাই, মনের স্বয়াস্ত নাই, কহিতে লাগিলা বিবরিয়া। লীলাশুক সেই ভাবে, কহে এক শ্লোক তবে, শুন সবে এক মন হৈয়া ॥ ৩৪ ॥

সখী হে দর্শনেও ভাগ্যহীন আমি। মোর আকর্ষণ

মন্মানসে কিমপি চাপলমুদ্বহন্তং।

সখীঃ প্রতি তদ্দোষমেব বদন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ লীলা মৎপ্রেরণলীলা তদযুক্তং কিশোরং তং সাক্ষাত্তদ্ভাগ্যরাহিত্যাদীক্ষণেনাপ্যুপগ্রহীতুমুৎসুকাঃ স্ম ন কেবলমেকৈবাহং ভবত্যোপীতি বহুত্বং। কীদৃশেন লোচনেন তং দ্রষ্টুমতি-চঞ্চলেন লুব্ধেন চ। তত্র হেতুঃ। কীদৃশং। রোচনং রসায়নং তৎসম্বর্পকং। নম্

•উপযুক্ত মনোহর চাপল্যযুক্ত দৃষ্টিপাত ও চঞ্চললোচন সম্ব-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লীলা, যুক্ত যে কৈশোর কলা, আলিঙ্গনে কিবা স্পৃহ জানি॥ ধ্রু॥

একা মোরে আকর্ষয়, শুন সখী সেহ নয়, তুয়া সবাকেও আকর্ষয়ে। লোচনের রসায়ন, রূপ অতি মনোরম, দেখি-বারে আঁখি লোল হয়ে॥

লোভের কারণ এই, আর শুন কহি যেই, নয়নের তৃপ্তি করে সদা। সখী কহে ভাল বল, দ্বিগুণ চাপল্য হৈল, অনু-ষ্ঠানে জানিল সর্ব্বথা॥

ইহা শুনি রাই কহে, যাহাতে নির্দ্দেশ হয়ে, শুন সখী মোর দোষ নাই। আমার মনে সে আসি, বিলোকয়ে মন্দ হাসি, প্রেরয়ে নয়ন প্রান্তে চাই॥

তাহে যে নেত্রের ভঙ্গী, দেখি চিত্ত হয় রঙ্গী, বর্ণন না হয় রূপ শোভা। চাপল্য জন্মায় তাতে, নির্ব্বাচ্য না হয় যাতে, অদর্শনে মনে দৃষ্টলোভা॥

অতএব তারি দোষ, মোরে কেন কর রোষ, সখীগণ দেখ বিচারিয়া। অন্য নারীগণ ভয়ে, আমি জানি হেন হয়ে, অল্প দেখে মানসে পশিয়া॥

লোলেন লোচনরসায়নমীক্ষণেন
লীলাকিশোরমুপগূহিতুমুৎসুকাঃ স্ম ॥ ৩৫ ॥
অধীরবিম্বাধরবিভ্রমেণ

সাধ্বনুষ্ঠিতং নো বচঃ দ্বিগুণীকৃতং চাপলমুদ্বহন্তমুৎপাদয়ন্তং। সাক্ষাদ্দর্শনমদত্ত্বা মনস্যাবির্ভূয় কুর্ব্বন্তমিতি তস্যৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। কীদৃশেন বালেন কোমলেন কিম্বা। অন্যাভ্যঃ সঙ্কোচেন দরবালোকনাৎ সূক্ষ্মেণ ময়ৈব জ্ঞেয়েনেত্যর্থঃ। তথা মুগ্ধঞ্চ তচ্চপলঞ্চ তেন। হৃদি স্ফুরিতেন মাং চঞ্চলয়ন্তং তং সাক্ষাৎ দ্রষ্টুমুৎসুকাঃ স্ম। অন্যৎসমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ পূর্ব্বস্বপ্রেরণাস্মৃত্যোন্মাদদশারূঢ়ায়াঃ কথং ময়া তে মনশ্চপলং কৃতমিতি

লিত, তথা মদীয় অন্তঃকরণে অত্যন্ত চঞ্চল তোমার কিশোর মূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করিতে কবে আমি উৎসুক চিত্ত হইব? ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর পূর্ব্বের প্রেরণ স্মরণ করত উন্মত্ত ভাবাপন্ন শ্রীরাধার মন অতি চঞ্চল করিয়াছি, ইত্যাদি উত্তর বাক্যের অনুবাদপূর্ব্বক গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন।

হা কষ্ট! হা কষ্ট! এই অগ্রবর্ত্তী চঞ্চল বিম্বাধরের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতেই পূর্ব্বে যেন, কৃষ্ণ কৈল সুপ্রেরণ, স্মৃতি হৈতে উন্মাদ বাঢ়িল। গোবিন্দ কহেন যেন, আমি তুয়া মনে কেন, সুচাপল্যগণ বাঢ়াইল ॥

এইরূপে কৃষ্ণচন্দ্র, দর্শনাদর্শন মন্দ, বৈকল্য উদ্বেগ বাঢ়ি গেলা। গোবিন্দের উপলম্বে, কথা কহে মহারম্ভে, পুনঃ এক শ্লোক পাঠ কৈলা ॥ ৩৫ ॥

হা হা ধূর্ত্ত এই তোমার কেমন চরিত। নিরক্ষর শঙ্কেতে

•হর্ষার্দ্রবেণুস্বর-সম্পদা চ।
অনেন কেনাপি মনোহরেণ

বদতস্তস্য পুরোদর্শনাদর্শনোত্থবৈক্লব্যোদ্বিগ্নায়াস্তমুপালভমানায়াঃ প্রালপমনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণং। অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কথ্যতে ইতি। নিরক্ষরসঙ্কেতব্যথনেনাধীরো যো বিম্বাধরস্তস্য বিভ্রমেণ .মনো হৃনোষিত্বংখয়সি হে ধূর্ত্ত ইতি শেষঃ। হা খেদে হন্ত বিষাদে তয়োরতিশয়ে বীপ্সা। নম্নু ভ্রান্তাসি তত্রাহ। অনেন দৃশ্যমানেন। নন্বেবং চেৎ তদা কুঞ্জং গচ্ছ তত্রাহ। কেনাপি প্রতীয়মানস্যাপ্যসত্যত্বাৎ নির্ব্বক্তুমশক্যেন। অতো মনোহরেণ মনোমাত্রং হরতি কার্য্যং ন সিদ্ধয়তি ইন্দ্রজালবদযত্তেন তথা

শোভা এবং আনন্দ সহিত আর্দ্রীভূত বেণুর নাদ সমূহ যুক্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যে, বিম্বাধর অধীর সে, তাহার বিভ্রম জানে চিত্ত॥ ধ্রু॥

দেখ সবিষাদ মেলা, উন্মাদ বাঢ়িয়া গেলা, পুনঃ পুনঃ কহে সেই বাণী। যদি বল ভ্রান্তা তুমি, মন দিয়া শুন বাণী, সাক্ষাতে দেখিবা মন মানি॥

যদি এ লালস থাকে, তবে যাহ কুঞ্জ মাঝে, সেই খানে পাবে দরশন। কেবা তোমার এই বাণী, প্রতীত করয়ে জানি, সব তুয়া অসত্য বচন॥

বলিবার শক্য নহে, হেন তুয়া বাণী হয়ে, এই লাগি মনোহর বলি। মন মাত্র হরি লও, কার্য্যসিদ্ধি না করাও ইন্দ্রজাল প্রায় এ সকলি॥

শঙ্কেতে বেণুর ধ্বনি, তার যে সম্পদ গণি, হর্ষে মাত্র আর্দ্র করে চিত্ত। সকল কুহক হেন, সদা লাগে মোর মন, নারীবধ রঙ্গলাগে ভীত॥

হা হন্ত হা হন্ত মনো দুনোষি ॥ ৩৬ ॥
যাবন্ন মে নিখিলমর্ম্মদৃঢ়াভিঘাতং,
নিষ্যন্দিবন্ধনমুপৈতি ন কোঽপি তাপঃ।

তাদৃশ্যা হর্ষার্দ্রয়ন্তীতি হর্ষাৎ তাদৃশো যঃ সঙ্কেতবেণুস্বরস্তৎসম্পদা চ। তথা করোষি। অতঃ স্ত্রীবধরঙ্গিনস্তব তত্র কাভীতিরিতি ভাবঃ। স্বান্তদর্শায়াসম্ভবেঽপি মিথ্যা ত্বন্মনো দুনোষিমাত্রং অন্যৎ সমং। বাহ্যস্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিরর্থ স্পষ্টএব ॥ ৩৬ ॥

অথ তদ্বিচ্ছেদার্কতাপাবলীঢ়ায়া মোহং গচ্ছন্ত্যাঃ প্রগাঢ়মোহোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। তল্লক্ষণং। মোহো বিচিত্ততা প্রোক্ত ইতি। হে বিভো সর্ব্বতাপহরণসমর্থ যাবৎ কোঽপ্যনির্ব্বচনীয়স্তাপঃ। আয়ুর্য্যতমিতিবৎ

কোন এক মনোহর মূর্ত্তি আমার মনকে সমধিক সন্তপ্ত করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদরবির প্রচণ্ড তাপে উত্তপ্তা এবং মূর্চ্ছিতা শ্রীরাধা প্রগাঢ় মূর্চ্ছার পূর্ব্বেই যে প্রলাপ করিয়াছেন ও সেই গ্রন্থকর্ত্তা তাহাবর্ণন করিতেছেন।

হে নাথ! যতক্ষণ কোন (সাংসারিক) সন্তাপ হৃদ-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতে কহিতে রাই, চিত্তের সোয়াস্থ নাই, বিচ্ছেদার্ক তাপ বাড়ি গেল। সে তাপে ডুবিল মন, মোহ হৈল উপশম, পূর্ব্ব প্রায় প্রলাপি বলিল ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বতাপ নাশিবার তুমি প্রভু রূপ! মোর বোল শুন মোর করুণার ভূপ ॥ অনির্ব্বাচ্য কোন তাপ হইয়া উদয়। যাবৎ সে চিত্ত দুঃখে ঘাত নাহি দেয় ॥ সে প্রগাঢ় অতি বাঢ় নিঃসন্ধি বন্ধন। যাবৎ না উপজয় তাবৎ এইক্ষণ ॥

তাবদ্বিভো ভবতু তাবকবক্ত্রচন্দ্র-
চন্দ্রাতপদ্বিগুণিতা মম চিত্তধারা ॥ ৩৭ ॥
রন্ধ্রাদুপৈতি তিমিরীকৃতসর্ব্বভাবাঃ।

মোহহেতুত্বাত্তাপ এব মোহঃ। মম নিখিলমর্ম্মাণাং চিত্তেন্দ্রিয়াণাং দৃঢ়াভিঘাতং যথাস্যাত্তথা নিঃসন্ধিবন্ধনং অতিগাঢ়তামিত্যর্থঃ। ন উপৈতি তাবৎ মম চিত্ত-ধারা তাবকবক্ত্রচন্দ্রচন্দ্রাতপোবিতানং তেন দ্বিগুণিতাচ্ছাদিতা ভবতু। মুখচন্দ্রং দর্শয়িত্বা তাপং বারয়েত্যর্থঃ। চিত্তস্য বৃত্তির্ব্বাহুল্যাদ্ধারাত্বং। অনেন ব্যাধিরপ্যুক্তঃ। স্বান্তর্দশায়াং তৎপ্রেরণভাব মধুরবক্ত্রচন্দ্র ইত্যর্থঃ। অন্যৎ সমং। বাহ্যে পথি ভূয়োঃপ্রাহপতিত অর্থঃ স্পষ্ট এব ॥ ৩৭ ॥

অথ মোহিনাবৃতচিত্তেন্দ্রিয়ায়া উপস্থিতাং মৃতিমাশঙ্ক্য সদৈন্যং তমু-

য়ের নিখিল মর্ম্ম স্থানকে সুদৃঢ় রূপে ভেদ করিয়া উপস্থিত না হয়, আমার চিত্তধারা ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার মুখচন্দ্ররূপ চন্দ্রাতপে দ্বিগুণিত হইয়া অবস্থিত হউক অর্থাৎ কোন বস্তু যদি সন্তপ্ত হইবার পূর্ব্বেই চন্দ্রকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে আর তাহাকে তাপ আসিয়া অভিভূত করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরাধা মোহ বশতঃ আবৃতেন্দ্রিয় বৃত্তি হইয়া মৃত্যু যেন উপস্থিত, এই আশঙ্কা করত দীনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মোর চিত্ত ধারা নিত্য তব মুখচন্দ্র। চন্দ্রাতপ হৈয়া তাপ বাড়য়ে অমন্দ ॥ আচ্ছাদন দুই গুণ করি রাখ চিত্ত। ভাব এই দেখা দেই মোর মনোবৃত্ত ॥ কহিতেই মোহ হই মনে-ন্দ্রিয় ঝাপ। মৃত্যু ভয়ে দৈন্য কহে অতিশয় কাঁপ ॥ ৩৭ ॥

প্রাণনাথ নিবেদন এই অবগাও। যাবৎ দশমীদশা, না

যাবন্ন মে নবদশা দশমী কুতোঽপি,
লাবণ্যকেলিসদনং তব তাবদেব

দ্দিশ্য প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মৃতেরমঙ্গল্যাজ্জাতপ্রায়াং তাং বর্ণয়ন্তি তজ্জ্ঞাঃ অত্র স্বীয়তদ্বর্ণনে স্মৃতরাং পূর্ব্বদশৈব যোগ্যা। যাবন্ন মে দশমী নবদশা- মৃতিঃ কুতোঽপি রন্ধ্রাৎ ছিদ্রাৎ ন উদেতি ভবেদেব তব মুখেন্দুবিম্বং লক্ষ্যা সংদৃশ্যা সমেত্যাশ্বানমাশাস্তে। কিমিত্যুৎকণ্ঠসে স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি তত্রাহ। তিমিরী- কৃতসর্ব্বভাবা দেহেন্দ্রিয়াদিনাশিনী। নমু মৃতিশ্চেত্তন্ন দৃষ্টং তত্তেন কিং। তত্র

করিয়া যে বিলাপ করিতেছেন তাহাই গ্রন্থকর্ত্তা বর্ণন করিতেছেন।

হে নাথ! যে পর্য্যন্ত আমার নবমীদশা মূর্চ্ছার পর দশমীদশা মৃত্যু কোন ছিদ্র (দোষ) পাইয়া সমস্ত জগৎ অন্ধকার করত আসিয়া উপস্থিত না হয়, সেই কাল মধ্যে আমি তোমার নিখিল লাবণ্যের বিলাসভবন স্বরূপ, লক্ষ্মী-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উঠয়ে প্রাণনাশা, মুখেন্দু তাবৎ দরশাও ॥ ধ্রু ॥

তবে যদি তুমি বল, উৎকণ্ঠাতে কেন ভুল, থাকিয়া করহ দরশন। তবে তার কথা শুন, অন্য জানি বল পুনঃ অতিতাপ বাঢ়ি যাবে মন ॥

তিমির করিবে ভাব, দেহেন্দ্রিয় নাশে সব, তাতে কৈছে হবে দরশন। তবে যদি বল হেন, মৃত্যু যদি হবে জান, না দেখিলা তাতে কি দূষণ ॥

মনে এই উট্টঙ্কিতে, চিত্ত হৈল উৎকণ্ঠিতে, কহিতে লাগিলা উৎকণ্ঠায়। লাবণ্যের কেলি যে, তোমার বদন সে, মুরলীমধুরধ্বনি তায় ॥

লক্ষ্ম্যা সমুৎক্বণিতবেণুমুখেন্দুবিম্বং ॥ ৩৮ ॥
আলোললোচনবিলোকিতকেলিধারা-

সোৎকণ্ঠমাহ। কীদৃশং তৎ। লাবণ্যানাং কেলিসদনং। তথা উৎক্বণিতো-বেণু র্যস্মিন্। তন্মধুরমুখদর্শনাভাবান্মরণমপ্যধন্যমিতি ভাবঃ। তাদৃশ-প্রেমাক্রান্তচেতসাং স্বভাবোহয়ং। যদত্যন্তবিচ্ছেদভিয়া মরণমপি নেচ্ছন্তি। তথাহি ন শক্নুমস্তচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়মিত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াং তৎ-প্রেরণভাবমধুরমুখেন্দুবিম্বমন্যৎ সমং বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি বদন্ত্যেব মূর্চ্ছিতাসীৎ। ততঃ সখীভিঃ কৃষ্ণতাম্বূলোদ্গারং তন্মুখে-

দেবীরও উৎকণ্ঠাজনক এবং বেণুনাদশোভিত মুখচন্দ্র একবার দেখিতে ইচ্ছা করি ॥ ৩৮ ॥

তৎপরে মূর্চ্ছাপন্ন বোধ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণ এই আসিয়া-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে বদন সুমাধুরী, না দেখিয়া যদি মরি, মরণ অধন্য করি মানি। প্রেমাক্রান্তা চিত্ত যার, মৃত্যু ইচ্ছা নহি তার, জীবনে দর্শন হয় জানি ॥

এতেক কহিতে রাই, মূর্চ্ছা উপস্থিত তাই, ললিতা বিশাখা শীঘ্র যাঞা। কৃষ্ণমুখোদ্গীর্ণ পান, তার মুখে কৈল দান, কহে কৃষ্ণ আইলা দেখসিয়া ॥

শুনিয়া চেতন পাঞা, দুঃখভরে আউলাইয়া, যত্নে নেত্র মেলিবারে নারে। নয়ন মুদিয়া কহে, সত্য কহ সখী ওহে, আইলা নাকি কৃষ্ণ মোর পুরে ॥ ৩৮ ॥

সখি! হে, সত্য যদি আইলা নেত্রানন্দ। সে মণিনূপুর-

নীরাজিতাগ্রচরণৈঃ করুণাম্বুরাশেঃ।

ন্যস্য আগতোঽয়ং তে প্রিয়ঃ পশ্যেতি প্রবোধিতায়া গ্লানিভাবান্মেত্রেঽমুক্ষী-ল্যেব সত্যং কথয়তেতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নৃত্যন্নিবাগচ্ছতস্তস্য মণিনূপুরশিঞ্জিতানি আকর্ণয়ামি তৎ সত্যমাগতোঽয়ং। আকর্ণয়ানীতি পাঠে। আগতাশ্চেত্তদা আকর্ণয়ানি তদৈব মে প্রতীতিরিত্যর্থঃ। আগমনহেতুমাহ। করুণাম্বুরাশেঃ কীদৃশানি বেণুনিনাদৈরার্দ্রাণি। কীদৃশৈস্তৈঃ পাদতলবলয়-

ছেন দর্শন কর, এই বলিয়া সখীগণ প্রবোধ দিতেছেন” নিজের এইরূপ দশা উৎপ্রেক্ষা করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা কহিতে-ছেন।

সখি! এই দেখ করুণাসমুদ্র শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ধ্বনি, নৃত্য প্রায় যদি শুনি, তবে হয় প্রতীতের বন্ধ ॥ ধ্রু ॥

আগমন হেতু এই, করুণাসমুদ্র সেই, তাহাতেই প্রতীত জনমে। তথাপি হ কি জানিয়ে, মোর ভাগ্য কি করিয়ে, করুণা বা না হয় উদ্যমে ॥

নৃত্য গতি পদ ভান, বেণু ধ্বনি মৃদু তান, বলয় কিঙ্কিণী-নাদ সঙ্গে। প্রতিনাদপূর যবে, শ্রবণে শুনিয়ে তবে, প্রতীত জনমে তবে রঙ্গে ॥

বংশী গানামৃত তাল, রাখিবার লাগি ভাল, চরণাগ্র দর্শন হইতে। আলোল লোচনদ্বয়, কেলিধারা বিলোকয়, চরণাগ্র নির্ঞ্জয়ে তাতে ॥

অন্য তাহা নাহি জানে, জানে ব্রজ নারীগণে, অদ্ভুত বিলাস মনোরম। আমি কি দেখিব তাহা, শুনিব কি কহ হা হা, বল সখী করিয়া নিয়ম ॥

আর্দ্রাণি বেণুনিনাদৈঃ প্রতিনাদপূরৈ-

কিঙ্কিণীনাং প্রতিনাদপূরো যেষু তে তৈর্মিশ্রিতৈরিত্যর্থঃ। তথা আলোল-লোচনয়ো র্বিলোকিতকেলিধারাভি র্নিরাজিতৌ তস্যোবাগ্রচরণৌ যৈঃ সঃ বংশীবাদননৃত্যো তালোন্নয়নায় চরণাগ্রদর্শনাৎ। কিম্বা। ব্রজদেবীনাং নেত্রাণি

উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁর চঞ্চল লোচন যুগল হইতে মধু-ময় দৃষ্টিরূপ কেলিধারা বর্ষণ করত চরণাগ্রভাগকে শোভিত করিতেছেন। প্রতিধ্বনিপূর্ণ বেণুনিনাদে অত্যন্ত আর্দ্রীভূত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এত কহি উঠে রাই, মনের সোয়াস্থ নাই, চতুর্দ্দিকে করি নিরীক্ষণ। কাঁহা নূপুরের ধ্বনি, সবে মাত্র কানে শুনি, হেথা না আইসে কি কারণ॥

অতিশঠ ধূর্ত্তরাজ, হেন বুঝি কুঞ্জমাঝ, কারো সঙ্গে করয়ে রমণ। সুখে বিলাসয়ে তথা, এ লাগি না আইসে এথা, মোরে কৈছে দিবে দরশন॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, উন্মাদ বাঢ়িল মন, আইলা কৃষ্ণ মনে হেন দেখে। অন্যাঙ্গনা ভোগচিহ্ন, প্রতি অঙ্গে পর-বিণ, আঘূর্ণ নয়ন হাস্য মুখে॥

দেখিতেই তার গতি, সেহ কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি, অতিশয় ক্রোধ উপজিল। তাহা দেখি কৃষ্ণ যেন, তারে ছাড়ি গেলা পুনঃ, পাছে তাপে ঔৎসুক্য হইল॥

এই দুই ভাবে মেলি, ভাবসন্ধি করি বলি, অমর্ষ বিক্ষেপ অপমান। ঔৎসুক্য দর্শন ইচ্ছা, অন্যোন্য না করে ইচ্ছা, শাবল্যের এইত লক্ষণ॥

অমর্ষা অনুাগাত্রয়া, অসূয়োগ্রাবহিত্থয়া ঔৎসুক্যে

রাকর্ণয়ামি মণিনূপুরসিঞ্জিতানি ॥ ৩৯ ॥
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো

জ্ঞেয়ানি। স্বান্তর্দর্শায়াং শৃণোমি কিমিত্যর্থঃ। বাহ্যে কদা কিম্বেত্য-ধ্যাহার্য্যং ॥ ৩৯ ॥

অথোথায় দিশোঽবলোক্য অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে স ন দৃশ্যতে। তদত্র কুঞ্জে কয়াপি রমমাণঃ শঠোঽয়ং তিষ্ঠতীতি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যস্ত্রী সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যা স্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ পুনর্গতমিব মত্বা-

মণিময় নূপুরের মনোহর ধ্বনি আমি শ্রবণ করিতেছি ॥৩৯॥
তৎপরে উত্থিত হইয়া "অহে সখীগণ! নূপুরের শব্দ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অনুগা আর তিন। অতিদৈন্য সচাপল, মোহোন্মাদ মহা-বল, সন্ধিশাবল্যের এই চিহ্ন ॥ ৩৯ ॥

শুন দেব এথা কেনে তুমি। গোপাঙ্গনা ক্রীড়াবৎ, সেই তোমার অভিমত, তথা যাঞা বিলস আপনি ॥ ধ্রু ॥

এইমত বক্রকথা, বাষ্পনেত্রে বক্রগতা, শুনি যেন অবজ্ঞা বচন। পুনঃ যেন কৃষ্ণ গেলা, তাতে তাপ উপ-জিলা, দরশনে ঔৎসুক্যাগমন ॥

প্রাণের দয়িত তুমি, অদর্শনে মরি আমি, পুনর্ব্বার দেহ দরশন। ইহা শুনি কৃষ্ণ যেন, পুন দিলা দরশন, অনুনয় করে অনুমান ॥

দেখিয়া অমর্ষানুগা, অসূয়ানদার রাগা, সোল্লুণ্ঠ কহয়ে বক্রবাণী। ধীরমধ্যা সমাশ্রয়, তার মতে কথা কয়, ওহে ভুবনের বন্ধু তুমি ॥

হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।

জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়ঃ। ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি। স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যুতিঃ। অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাদমর্ষাসহিষ্ণুতেতি। কালাক্ষমত্বমৌৎসুক্যমিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভিরিতি। তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণং। শবলত্বন্তু ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পরমিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌগ্র্যাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজনিজধীরাধীরমধ্যাত্ব-

শুনিতেছি কৈ তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না” এই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেবল আমার নও, সর্ব্ব সমাধান চাও, যাঞা কর সর্ব্ব সমাধান। ভুবনের নারীগণ, আর যত গোপীজন, বেণু গানে কর আকর্ষণ॥

পুনঃ যেন গেল কৃষ্ণ, মন হৈল সতৃষ্ণ, ঔৎসুক্য অনুগামৃত্যুদয়। সেই মত ভাবাবেশে, কহে ধনী সবিশেষে, তাতে এই সম্বোধন ত্রয়॥

ওহে কৃষ্ণ শ্যামরায়, চিত্ত আকর্ষহ যায়, তাতে মোর মান কিবা কায। তৎকাল আসিয়া যবে, অল্প দেখা দেহ তবে, তাপ নষ্ট হয় ত অব্যাজ॥

পুন যেন কৃষ্ণচন্দ্র, হাসি কহে মৃদুমন্দ, প্রিয়ে! আমি ছিলাম এথাই। আমারে প্রসন্ন হও, হাসি এক বাণী কও, তবে আমি মনে সুখ পাই॥

মনে ইহা বিচারিতে, তারে করি আচ্ছাদিতে, ঔগ্র্য ভাব হইল উদয়। অধীরমধ্যা গুণ লৈয়া, কহে অতি ক্রোধী

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম

মাশ্রিত্য সবাস্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি। হে দেব অন্যাভিঃ সহ দীব্যসীতি দেবস্তমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। ধীরাধীরাতু বক্রোক্ত্যা সবাস্পং বদিতি প্রিয়মিতি। তদৈবাবধীরণাদ্গতমিব তং মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাৎ তদ্দর্শনোৎসুক্যেনাহ। হে দয়িত ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোঽসি কথং ত্যক্ষ্যসে তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ॥

পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বামর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য-বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ। হে ভুবনৈকবন্ধো তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি। কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি তৎ সর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। ধীরাতু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়মিতি। পুনর্গতমিব মত্বোৎসুক্যানুগম-ত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ। হে কৃষ্ণ হে শ্যামসুন্দর চিত্তাকর্ষক চিত্তং ত্বয়া হৃতং

বলিয়া পুনশ্চ উন্মাদের ন্যায় কহিতেছেন।

হে দেব! হে দয়িত! (প্রিয়!) হে ভুবনের একমাত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈয়া, তার বশে এই সম্বোধয়॥

শুনহ চপল রাজ, বল্লবীভুজঙ্গসাজ, পরনারী চোর ধূর্ত্তরাজ। যাও যাও এথা হৈতে, চিনিলাম সঙরিতে, বুঝি-লাম যত তুয়া কাজ॥

অবজ্ঞা জানিয়া যেন, কৃষ্ণ পুন গেলা হেন, মনে মনে করেন বিচার। কহিতেই সেই কাল, উপজিল দৈন্য জাল, তাতে কহে সম্বোধন সার॥

ওহে করুণার সিন্ধু, দুঃখিত জনার বন্ধু, যদ্যপি হ অপ-রাধী আমি। নিজ করুণার বল, সদা তুমি সুকোমল, কৃপা করি দেখা দেহ তুমি॥

হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥ ৪০ ॥

কিং মে মানেন তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং ন কুত্রাপি গতং প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বোগ্রোদয়াদধীরমধ্যা-গুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ। হে চপল বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ পরস্ত্রীচৌর গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং। অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈ নিরস্যেদ্বল্লভং রুষেতি। পুনর্গতমিব মত্বা হন্তাবধীরণাদ্গতোঽয়ং পুনর্নৈষ্যতি দৈন্যোদয়াৎ সকাকু প্রাহ। হে করুণৈক-সিন্ধো যদ্যপ্যহমপরাধিনী তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীতি। তৎ-পুনরাগত্য প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদেত্যনুনয়ন্তমিব মত্বা মর্ষানুগাবহিত্থোদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসীন্যমাহ। হে নাথ ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সম্ভাষতে।

বন্ধু! হে চপল্য! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু! হে নাথ!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনঃ যেন কৃষ্ণ আসি, দেখা দিয়া কহে হাসি, প্রিয়ে! কেনে মিছা মান করি। কদর্থ আমারে অতি, কঠিন তোমার মতি, সুপ্রসন্ন হও মান ছাড়ি॥

এই অনুনয় শুনি, অমর্ষা অনুগ ভণি, অবহিত্থা উপজিল আসি। ধীরপ্রগল্ভা গুণাশ্রয়ী, তাতে উদাসীনী ময়ী, মৌন করি ঠারে কহে হাসি॥

ওহে নাথ ব্রজবাসী, আমরা তোমার দাসী, কত বা বিপদে না. রাখিলা। কেবা হত বাক্য হেন, না সম্ভাষি তুয়া মৌন, কিন্তু জানি ব্রাহ্মণী কহিলা॥

তা সবার বাণী মানি, মৌনব্রতে আছি আমি, এই লাগি কথা না হইল। এই অপরাধ তুমি, না লবে কহিল আমি, ঠারে ঠোরে ইহা জানাইল॥

কিন্তু ব্রাহ্মণীভি ব্র্তার্থং গ্রাহিতাস্মি তৎ ক্ষন্তব্যোহয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণং। উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরেতি। পুনর্গতমিব মত্বা মুহুর্নিরস্তোহসৌ নায়াস্যতে বেতি চাপল্যোদয়াদ্যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামীতি সদৈন্যমাহ। হে রমণ সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমীদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পুরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগন্তু-কামর্ষভাবেন প্রবলসহজোৎসুক্যেনাস্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ। হে নয়নাভিরাম নয়নানন্দ কদা নু

হে রমণ! হে নয়নের আনন্দদায়ক! হা কষ্ট! হা কষ্ট!

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুনর্ব্বার ব্রজমণি, গেলা হেন মানি ধনী, মনে মনে করয়ে বিচার। বারে বারে আইলা হরি, এবে গেলা ক্রোধ করি, বুঝি এথা না আসিবা আর॥

এতেক চিন্তিতে মনে, চাপল্য উদয় ক্ষণে, তাতে কহে যদি পুনর্ব্বার। কৃপা করি আইসে হরি, তবে সব মান ছাড়ি, যাঞা কণ্ঠ ধরিব তাহার॥

এত কহি দৈন্য সঙ্গে, কহে চাপল্যের রঙ্গে, হে রমণ এই কুঞ্জে আসি। রমহ আমার সঙ্গে, তুমি কৃপানিধি রঙ্গে, পূর্ব্বে যৈছে বিহরিলা হাসি॥

পুনর্ব্বার আইলা হরি, মনে মনে সুনাগরী, আগন্তুকা-মর্ষে তিরস্করি। সহজ ঔৎসুক্য ভাব, মহাবলী পরতাপ, তাতে চিত্ত আকর্ষয়ে ধরি॥

দুই বাহু পসারিয়া, আলিঙ্গনে যায় ধাঞা, যবে কৃষ্ণ লাগ না পাইলা। বাহ্য স্ফূর্ত্তি পাঞা রাই, কহেন বিক্লব পাই, এই ক্ষণে তুমি কোথা গেলা॥

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি

যে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হা হা ইত্যতিখেদে। স্বান্তর্দশায়াং তু শ্রীরাধাসঙ্গমার্থমাত্মানমমুনয়ন্তমিব তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ। গতমিব মত্বা তয়া সঙ্গমনায়োৎসুক্যমন্যদ্যথাযোগ্যং জ্ঞেয়ং। আরূঢানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেঽপি তত্তদ্ভাবোদয়াং। বাহ্যে যথাযথং সম্বোধনেষু দৈন্যোৎসুক্যাদিভাবো জ্ঞেয়ঃ॥ ৪০॥

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণান্মত্বা সবৈক্লব্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে হরে অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি

কবে তুমি আমার লোচনদ্বয়ের গোচর হইবে?॥ ৪০॥

পুনশ্চ শ্রীরাধা বিরহাগ্নি জ্বালায় উদ্বিগ্না হইয়া ক্ষণকা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ওহে নয়নাভিরাম, নয়ন আনন্দ ধাম, কবে হবে নয়নগোচরে। হাহা কৃষ্ণ দীনবন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ কৃপাভরে॥

কহিতে কহিতে পুনঃ, বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালা হেন, হইতে উদ্বেগ উছলিলা। যাতে সব ক্ষণগণ, মানে যুগশত সম, বৈকল্য প্রলাপ উপজিলা॥

তাহাতে যে কহে রাই, চিত্তে আসোয়াস্থ নাই, সেই ভাব লীলাশুক কহে। কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, এ যদুনন্দনদাস কহে॥ ৪০॥

ওহে কৃষ্ণ তোমা না দেখিয়া। এই রাত্রি দিবা মাঝেণ যতক্ষণ সন্ধি আছে, কৈছে আমি রহিব কাটিয়া॥ ধ্রু॥

কোটিকল্প তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমা বিনা নারি গোঙাইতে। হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি

হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো

মধ্যগতানি ক্ষণবৃন্দানীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যাত্বেনাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা। হা খেদে। হন্ত বিষাদে। তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়াম্যতিবাহয়ামি তত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তদ্বেতোরেবাধন্যানি। নমু যদ্যনঙ্গতপ্তাসি তদা পতয়শ্চ কো বিচিন্বন্তি তমেব গচ্ছেত্যুক্ত্যা পতিমুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদন্ত্যাহ। হে অনাথবন্ধো অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নত্বমেব বন্ধুরসি। তেতু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নমু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতমিতিবদন্ত্যাহ। হে হরে

লকেও বহু দিন বোধে অতীব দুঃখভাবে যে প্রলাপ করিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই বর্ণনপূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

হে অনাথের বন্ধু! হে করুণার একমাত্র সিন্ধু!,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ক্ষণগণ, তুমি বল গোঞাই সে রীতে ॥

অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায়। কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিয়া কহ সে উপায় ॥

যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ নিজপতি ঠাঁই। সেহ অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা, পতিসঙ্গে বিলাসহ যাই ॥

তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাথাগণ মোরা। তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥

হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ৪১ ॥

চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্ সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। ননু কামিন্যোযুয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যজ্য স্তত্র তন্ন প্রসীদেত্তিবং সদৈন্যমাহ। হে করুণৈকসিন্ধো কৃপাসিন্ধুত্বাৎ ধর্ম্মমপ্যাল্লজ্ব্য দীনামোঽহমনুগৃহাণেত্যর্থঃ। স্বান্ত-স্ব'শায়ামনয়া তথা ক্রীড়ন্তস্তব দর্শনং বিনা নান্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥৪১ ॥

হা কষ্ট! হা কষ্ট!; হে হরে! এ অবস্থায় কি করি? কাহাকেই বা বলি, কারণ সখীগণও আমার ন্যায় দুঃখিনী। তোমার দর্শন ব্যতিরেকে অধন্য এই দিনসকল আমি কি রূপে যাপন করিব? অথবা আর আশায় প্রয়োজন নাই, আশায় যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিয়াছে ॥ ৪১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যদি বল পতিসেবা, ধর্ম্ম কেনে উপেক্ষিবা, যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে। তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর, মনেন্দ্রিয় হরিয়াছ যাতে ॥

তবে যদি বল হেন, আসিয়া তোমার কেন, ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি। চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ঘোরা, ধর্ম্ম ছাড়ি ফিরে মোহে হেরি ॥

তবে শুন তার বাণী, ধর্ম্মত্যাগী যদি আমি, তবে উদ্ধারিবে কেবা আর। করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম্ম-ছাড়া আমি, কৃপা করি করহ উদ্ধার ॥

উদ্বেগেতে প্রাবল্য, হৈল ভাবশাবল্য, তাতে ধনী করয়ে প্রলাপ। সেই ভাব বিভাবিত, লীলাশুক কহে রীত, এ যদুনন্দন হিয়ে তাপ ॥ ৪১ ॥

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া

অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমমাবেগোদয়াদাহ। হে সখ্যঃ। ইহ বৈশসে তৎ কিং কৃণুমঃ। যেন তদ্দর্শনং স্যাৎ ততস্তা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ কস্য ব্রূমঃ। যূয়মপি তুল্যাবস্থা এব তদন্যঃ কঃ যেন ভাবং স্যাত্তৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদেব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াৎ আশা হি পরমং দুঃখমিত্যাদিবদাহ। আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতমেবানান্ন কর্ত্তব্যং। কিম্বা। তয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতং বর্থ্যং তৎ তাং

অনন্তর উদ্বেগ দ্বারা পুনর্ব্বার ভাবশাবল্যের উদয় হেতু প্রলাপ কারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ করত কহিতে লাগিলেন। প্রথমত আবেগের উদয় হেতু কহিতেছেন॥

হে নাথ! আমি কোথায় কাহাকে স্তব করিব? কাহা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রথমে আবেশ ভাব, মনে ভেল আবির্ভাব, সেই ভাবে কহে সখী প্রতি। কহ সখী এ বিপদে, কি করি উপায় যাতে, কৃষ্ণ দরশন পাই সতি॥

কহিতেছি সখীগণে, ব্যগ্র দেখি মনে গুণে, তারে ঝাঁপি চিন্তা ভাব হৈলা। কহয়ে পুছিব কারে, তুমি সব সখী আরে, মোর প্রায় দুঃখিনী ভৈগেলা॥

মোর কেবা আছে আর, কারে বা পুছিব সার, কে কহিবে মঙ্গল উপায়। এতেক চিন্তিতে মনে, চিন্তা করি আচ্ছাদনে, মতিভাব জন্মিল হিয়ায়॥

তাতে কহে কৃষ্ণ আশা, সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণ-নাশা, যে কৈল সে কৈল আর না। কিম্বা যত আশা কৈল, বৃথামাত্র দুঃখ পাইল, আশা ছাড়ি রাখহ আপনা॥

কথয়তঃ কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ।
মধুর-মধুর-স্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে

ত্যজতেত্যর্থঃ। তদৈবামর্ষোদয়াদাহ। অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বান্যাং কামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়ত্বিতি পাঠে একাং সখীং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীত্যর্থাত্তদেব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্ব্বিদ্ধ্যৎ কামং মত্বা তমাচ্ছাদ্য ত্রাসোদয়াৎ সবৈক্লব্যমাহ। অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তি কিং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। ততস্তামাসাদ্য সহজোৎসুক্যোদয়াত্তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে

কেই বা বলিব? অথবা আর আমার প্রয়োজন নাই, অথবা কোন ধন্য কথা বল? কারণ তুমি আমার হৃদয়-নাথ। অপিচ মধুর অপেক্ষাও মধুর হাস্যযুক্ত, তথা মন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতে সে ভাব ঝাঁপি, অমর্ষা জন্মিলা কাঁপি, তাহে কহে শুন সখীগণ। অকৃতজ্ঞ কৃষ্ণকথা, ছাড়িয়া অধন্য গাথা, কহ ধন্য অন্য সুকথন ॥

এই কালে হৃদি মাঝে, স্ফূর্ত্তি রূপে কৃষ্ণসাজে, কামশর বিদ্ধ হৈতে মনে। সে ভাবাচ্ছাদন করি, ত্রাস হৈল হিয়া-ভরি, বিক্লব পাইয়া পুনঃ ভণে ॥

অহো কষ্ট কি করিল, কাম বৈরী উপজিল, সদাই সুতিয়া আছে হিয়ে। সদা হিয়ে বিন্ধে সেই, তিলেক না ছাড়ে যেই, হইতে উপায় কি করিয়ে ॥

কিবা হিয়ে কৃষ্ণস্ফুরে, তাহাতে আশ্চর্য্য বোলে, বিষাদ করিয়া কহে বাণী। যারে চাহি তেয়াগিতে, সেই সুপিয়াছে চিতে, কোন রূপে না যায় ছাড়নি ॥

তবে তাহা আচ্ছাদিয়া, সহজ ঔৎসুক্য হিয়া, উদয় হইল শীঘ্র আসি। বিষাদ করিয়া কহে, খেদ হৈল অতি-

কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥ ৪২ ॥

ইত্যাদিবৎ সবিষাদমাহ মধুরেতি। বত ইতি খেদে অস্তু তাবত্ত্যাগঃ প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরং তৃষ্ণা লম্বতে প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী। কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে। মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিরুৎফুল্লশ্চাকার আকৃতি র্যস্য তস্মিন্। অতো মনোনয়নয়োরুৎসবো যস্মাত্তস্মিন্। স্বান্তদর্শায়াস্তু পূর্ব্ববদর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ॥ ৪২ ॥

ও নয়নের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণে আমার কৃপণা (দীনা) দৃষ্টি চিরদিনের জন্য সতৃষ্ণ হইয়া আশ্রিত হউক ॥ ৪২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শয়ে, কৃষ্ণ আছে জানে মনে বসি ॥

ছাড়িবার মন হৈলে, অতিতৃষ্ণা হিয়া বলে, প্রতিক্ষণ বাঢ়ি তৃষ্ণাগণ। দুঃখভোরা দুঃখী হেন, বাঢ়ে তৃষ্ণা অনুক্ষণ, বাঢ়িবার আছয়ে কারণ ॥

মধুর হৈতে সুমধুর, স্মের যাতে সুখপূর, কামমদে প্রফুল্ল আকারে। মন নয়নের সেই, উৎসব নিবন্ধ যেই, কেবা পারে তারে ছাড়িবারে ॥

এই কালে ব্যাধিভাব, আসি হৈল আবির্ভাব, তাতে অতিকৃশ হৈল অঙ্গ। তাতে গ্লানি উপজিল, ধনী চেষ্টা প্রকটিল, তিন শ্লোক করিয়া প্রবন্ধ ॥

হেমঅঙ্গ ভূমে পড়ে, বিষাদ সুদৈন্য করে, ধনী নিজ নয়ন মুদিয়া। আশ্বাসয়ে সখীগণ, ধৈর্য্য কর নিজ মন, কৃষ্ণ এবে আলিঙ্গিবে গিয়া ॥

সেই সখীগণে রাই, কহে মনোদুঃখ পাই, আশা ত্যজি প্রলাপবচন। সেই শ্লোক পড়ি এথা, লীলাশুক কহে কথা, কহে তাহা এ যদুনন্দন ॥ ৪২ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামম্বুরুহবিলোচনং বালং *।

অথ অত্যাধিভরোৎপন্ন-তানবাতিশয়াদ্ গ্লানিরুৎপন্না তচ্চেষ্টা ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্য তদ্দর্শনোৎপন্নবিষাদদৈন্যাভ্যাং অধুনৈবাগতং তং পরিরপ্স্যসে ধৈর্য্যং কুর্ব্বিত্যাশ্বাসয়ন্তীং সখীং প্রতি নৈরাশ্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽমুবদন্নাহ। আগতেঽপ্যস্মিন্নশক্ত্যা ভুজাচালনাদ্যসামর্থ্যাত্তদা-লিঙ্গনং দূরে তাবদাস্তাং বিলোচনাভ্যামপি তং বালং কিশোরশেখরং মম দৈবসামগ্রীভাগ্যরূপসাদনং দূরে সা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। হন্ত বিষাদে। বিষাদে

শ্রীরাধা অতিশয় মানসিক ব্যথা জন্য নূতন দশা প্রাপ্ত হইয়া যে চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই তিন শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন ॥

হে দেব! আমার অন্যান্য সামগ্রী ত বহু দূরে, সুতরাং সম্প্রতি এই বিস্ফারিত লোচনযুগলের সহিত আপনার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখী কৃষ্ণের যদি এথা, আগমন হয় সর্ব্বথা, আইলে না যাবে মোর দুঃখ। বাহু নারি তুলিবারে, আলিঙ্গন রহু দূরে, নয়নের নাহি হবে সুখ ॥

কিশোর শেখররাজ, আঁখি আলিঙ্গন কাজ, ভাগ্যরূপ দর্শন সাধন। সেহ মোর দূর হৈল, যাতে গ্লানি উপজিল, মেলিবারে না পারি নয়ন ॥

বিষাদ হইল মনে, কহে শুন সখীগণে, বামনেত্র-অন্তে দরশন। ভাবোদ্গারী বিলোকন, দূরে রহু সে দর্শন, প্রায় না দেখিয়ে ইতর জন ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি

* অত্র আর্য্যা জাতিঃ ॥

দ্বাভ্যামপি পরিরব্ধুং দূরে মম হন্ত দৈবসামগ্রী ॥ ৪৩ ॥

* অশ্রান্তস্মিতমরুণারুণাধরৌষ্ঠং

হেতুঃ। অন্বিতি। তত্রাপি ভাবোদ্গারিবামনেত্রপ্রান্তেন দর্শনমাস্তাং দ্বাভ্যামপি তব জনবদ্দর্শনভাগ্যং নাস্তীত্যাহ দ্বাভ্যামপি। নন্বধুনৈব দ্রক্ষ্যসি কিমিতি খিদ্যসে ইত্যত্র নেত্রোন্মীলনে প্রযতন্তী তদশক্ত্যাহ আভ্যাং। স চেদাগচ্ছেদাগচ্ছতু নাম মম পুনরাভ্যাং তদ্দর্শনং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াং তয়া সহ বিলসন্তং তং। অন্যৎ সমং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৩ ॥

পুনঃ স্বপ্রেরকতচ্ছ্রীমুখস্ফূর্ত্ত্যা বিষাদৌৎসুক্যাভ্যাং জল্পামস্থন্ ব্রতকৃশা শত-

অভিনব পদ্মতুল্য লোচনদ্বয় আলিঙ্গিত হউক, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা ॥ ৪৩ ॥

পুনশ্চ নিজের প্রেরক শ্রীমুখ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় শ্রীরাধা যে, বিলাপ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

হে নাথ! আপনার যে বদনকমল মধুর হাস্যযুক্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখিবা শ্যামরায়। তাহা শুনি সুনয়নী, যতন করিয়া পুনি, নিজনেত্র মেলিবারে চায় ॥

মেলিতে না পারি আঁখি, তাতে কহে হয়ে দুঃখী, যবে আইসে তবে আইস হরি। যে দেখিবে সে দেখউ, আমার কি করে জিউ, আঁখি আমি মেলিবারে নারি ॥

মনে কৃষ্ণমুখস্ফূর্ত্তি, হৈতে বাঢ়ি গেল আর্ত্তি, বিষাদ ঔৎসুক্য ভাবে দোলে, প্রলাপ করিয়া রাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে তাই, এথা লীলাশুক শ্লোক বলে ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র শুন আমি কহি যে নিবন্ধ। তোমার মুখাব্জ-

* অত্র প্রহর্ষিণীবৃত্তং। ত্র্যাশাভি র্মনজরগাঃ প্রহর্ষিণীয়ং ॥

হর্ষার্দ্রদ্বিগুণমনোজ্ঞবেণুগীতং।
বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনার্দ্ধমুগ্ধং

জন্মভিঃ স্যাদিতিবৎ,ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ইতিবচ্চ তং প্রতি-প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ নু ভো শ্রীকৃষ্ণ তব বদনাম্বুজমত্র জন্মনি ন দৃষ্টমেব কদাপি জন্মান্তরেঽপি বীক্ষিষ্যে। কীদৃশং। অশ্রান্তং সন্ততং স্মিতং যস্মিন্। ঈষৎ স্মিতং বা অরুণারুণৌ অত্যারুণৌ অরুণাদপ্যারুণৌ গ্লানিতমোঘ্নাধরোষ্ঠৌ

অত্যন্ত অরুণ বর্ণ অধরোষ্ঠ শোভিত এবং আনন্দভরে দ্বিগুণিত মনোজ্ঞ বেণুগীত শোভিত, তথা যাহা বিভ্রমশালি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শোভা, মোর নেত্রভৃঙ্গ লোভা, এ জন্মে দেখিতে ভেল অন্ধ॥ ধ্রু॥

জন্মান্তরে তপ করি, আপনার ইচ্ছা ভরি, মুখাব্জ করিব দরশন। সদা যাতে মন্দ হাসি, উগরে অমিয়া রাশি, সদা ঝরে চন্দ্রজ্যোৎস্নাগণ॥

অরুণ হইতে যাতে, ওষ্ঠাধর অরুণিতে, গ্লানি অন্ধকার-গণ নাশে। এমন সুন্দর মুখ, অখিল-নয়ন সুখ, তবে আমি দেখিব হরিষে॥

আমার প্রেরণ হর্ষে, মৃদু গান যেই বর্ষে, সেই ত মুরলী তাহে শোহে। তাহাতে দ্বিগুণ শোভা, কামিনী-অন্তর-লোভা, বচন বর্ণন তাহে নহে॥

পুনঃ পুনঃ প্রেরণার্থ, বিভ্রম লোচন আর্ত্ত, অতি দীর্ঘ অতি শোভাময়। তাহার অর্দ্ধেক ভঙ্গি, কামিনী মোহন রঙ্গি, জন্মান্তরে দেখি ভাগ্য হয়॥

শুনি কহে সখীগণ, খেদ কর কি কারণ, কৃষ্ণ আসি

বীক্ষিষ্যে তব বদনাম্বুজং কদা নু ॥ ৪৪ ॥
লীলায়িতাভ্যাং রসশীতলাভ্যাং

যস্মিন্। মৎপ্রেরণাহর্ষেণার্দ্রং অতো দ্বিগুণমনোজ্ঞং বেণুগীতং যস্মিন্ যৎ-প্রেরণার্থং বিভ্রাম্যদ্বিপুলবিলোচনয়োর্যৎ অর্দ্ধং তেন মুগ্ধঞ্চ যৎ। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যে স্পষ্টোঽর্থঃ॥ ৪৪ ॥

অতঃ সীদন্ত্যা অয়ি সএবাগত্য ত্বাং দ্রক্ষ্যতি তদা তবাপি শক্তির্ভবিষ্যতীতি সখীবাক্যান্তঃসোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। স কিশোরঃ নয়নাম্বুজাভ্যাং

লোচনার্দ্ধ দ্বারা মুগ্ধ সেই ভবদীয় বদনাম্বুজ কবে দর্শন করিব ? ॥ ৪৪ ।

অতঃপর শ্রীরাধাকে অবসন্নপ্রায় দেখিয়া সখীগণ বলি-লেন "তুমি অবসন্না হইও না, যার জন্য দুঃখ, তিনি নিজেই আসিয়া দর্শন দিবেন" এই কথা গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

করুণাশালী কিশোর শ্রীকৃষ্ণ, লীলায়িত রসশীতল নীল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখিবে তোমায়। তাতে তুয়া শক্তি হবে, তাহাকে দেখিতে পাবে, সুখী হবে তুয়া নেত্র তায় ॥

এইরূপ সখীবাণী, শুনিতেই সুনয়নী, তারে পুছে উৎ-কণ্ঠিত হৈয়া। লীলাশুক সেই ভাবে, কহিতে লাগিলা তবে, এক শ্লোক অপূর্ব্ব করিয়া ॥ ৪৪ ॥

সখি হে সেই নব কিশোর শেখর। নয়নকমলবরে, কবে নিরীক্ষিবে মোরে, এই দশা দেখিবে সকল ॥ ধ্রু।

এখনি মরিয়ে আমি, কিবা বল সখী তুমি, কবে বা আসিবে সে দেখিতে। এরূপ নৈরাশ্য বাণী, কহি খেদ করে ধনী, যেবা খেদ কে পারে শুনিতে ॥

নীলারুণাভ্যাং নয়নাম্বুজাভ্যাং।
আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যাং

কদা কালে আলোকয়েৎ মামিতি শেষঃ। ইচ্ছাপ্রকাশনে লিঙ্। কিম্বা। ইদানীং ম্রিয়ে কদা বা লোকয়েদিতি নৈরাশ্যোক্তিঃ। কীদৃগ্ভ্যাং। প্রেমরস-শৃঙ্গাররসয়োঃ প্রবাহেন শীতলাভ্যাং। তথা তারয়োর্নীলিম্না প্রান্তয়োররুণিম্না চ যুক্তাভ্যাং। মদিরয়োরিবাদ্ভুতো বিভ্রমো যয়ো স্তাভ্যাং। অতো লীলা-প্রাচুর্য্যাল্লীলেবং চরতঃ লীলায়তে যে তাভ্যাং। অপরাধিনী মাং পশ্যতি চেত্তদা হিত্বা কথং গত ইতি বিমৃশ্য সদৈন্যমাহ। কারুণিকঃ কৃপয়া সম্ভবেদপি

ও অরুণবর্ণ প্রভৃতিআশ্চর্য্য শোভাযুক্ত নয়নাম্বুজ দ্বারা কবে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শৃঙ্গার রসের যেই, প্রবাহ বহয়ে সেই, শীতল নয়নপদ্ম-শোভা। তাহাতে নীলিমা যার, অন্তে অরুণিমা আর, পদ্মে নট খঞ্জনের লোভা॥

লীলাতে আয়ত আঁখি, তাহাতে চাপল্য সখি!, কবে তাহে হেরিব আমারে। মুঞি অপরাধী জনে, দেখিতে থাকিত মনে, তবে ছাড়ি কেনে গেলা দূরে॥

এত কহি বিমর্ষিয়া,কহে যে আছয়ে হিয়া, দেখিতেহ পারে আসি মোরে। সহজে করুণাময়, কৃপাতে বা দেখা হয়, মোর ভাগ্যে না জানি কি করে॥

কহিতেই মূর্চ্ছা হৈলা, সখীরা সম্ভ্রম পাইলা, কহে সখী দেখ আগে তারে। আইলা কিশোর রায়, গজগতি সুলীলায়, আঁখি মেল কেনে আর ভোরে॥

সখীর আশ্বাস শুনি, সম্ভ্রমে পাইলা ধনী, যত্নে নেত্র মেলিয়া উঠিলা। সর্ব্ব দিশা দেখি পুনি, নাহি দেখে ব্রজ-

কালে কদা কারুণিকঃ কিশোরঃ॥ ৪৫ ॥
বহলচিকুভারং বদ্ধপিঞ্ছাবতংসং
চপলচপলনেত্রং চারুবিম্বাধরোষ্ঠং।

ইতি। স্বান্তর্দর্শায়ামেনাং কদা লোকয়েদিতি। বাহ্যে কদা কৃপাবলোকনং করিষ্যতীতি ॥ ৪৫ ॥

অথ পুন র্মূর্চ্ছন্ত্যাঃ সখি উত্তিষ্ঠ পশ্যায়মাগতঃ কৃষ্ণ ইতি সখীনামাশ্বাসনৈঃ সসম্ভ্রমং নেত্রে উন্মীল্যোত্থায় দিশোঽবলোকয়ন্ত্যাস্তমপ্যেতাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ মুরা কুৎসা তদরেঃ পরমসুন্দরস্যেত্যর্থঃ। মুগ্ধং বেশং মে নয়নং মৃগয়তি শীঘ্রং দর্শয়েতি ভাবঃ। কীদৃশং। বহলস্নিগ্ধনিবিড়শ্চিকুরভারো যস্মিন্ তত্রৈব বদ্ধঃ পিঞ্ছাবতংসো যস্য। চপলান্মীনা-

---

আমাকে অবলোকন করিবেন ? ॥ ৪৫ ॥

অতঃপর শ্রীরাধাকে মূর্চ্ছাপন্ন দেখিয়া সখী বলিলেন হে "সখি শয্যা হইতে উঠ, এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন," এই রূপ সখীদিগের শ্রীরাধার প্রতি আশ্বাসবাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

আমার নয়ন মুরারির মুগ্ধবেশে মুগ্ধ হইয়া কেবল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহাই অন্বেষণ করিতেছে (বেশের কথা অধিক আর কি বলিব) যাহাতে কেশকলাপ সংযত ও তদুপরি ময়ূরমণি, সখীগণে কহিতে লাগিলা ॥ ৪৫ ॥

সখি ! হে, মুরারির মনোহর বেশ। দর্শন লাগিয়া মোর, অন্বেষয়ে দিঠি ঘোর, তৎকাল দেখাও নাগরেশ ॥ ধ্রু ॥

ঘনস্নিগ্ধকেশ তার, পিঞ্ছ অবতংস আর, নবাম্বুদে যেন ইন্দুধনু। চঞ্চলনয়নঘোর, অতিদীর্ঘ শ্রুতিকোর, সফরি মীনের গতি জনু ॥

মধুরমৃদুলহাসং মন্দরোদারনীলং
মৃগয়তি নয়নং মে মুগ্ধবেশং মুরারেঃ ॥ ৪৬ ॥

দপি চপলে নেত্রে যস্মিন্। চপলঃ পারদে মীনে ইতি বিশ্বাৎ। চারুবিম্বাধরোষ্ঠৌ যত্র মধুরো মৃদুলশ্চ হাসো যত্র। বেশস্য গাম্ভীর্য্যং ক্ষোভকত্বঞ্চাহ। মন্দরার্দ্রেরিবোদারা মহতী লীলা যস্য তেন যথা দুগ্ধাব্ধিং সংক্ষোভ্য রত্নাদিকঞ্চ আহৃতং তথা নৈবাস্মাকং ধৈর্য্যাদিকিমতো মহাক্ষোভকমিতি ভাবঃ। স্বান্তর্দশায়াং তৎসঙ্গমমধুরবেশং। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৬ ॥

পিচ্ছের কর্ণভূষণ আবদ্ধ, নেত্রদ্বয় অত্যন্ত চপল, মনোজ্ঞ বিম্বফল তুল্য অধরোষ্ঠ তথা হাস্য মধুর অথচ মৃদুল এবং যাহা মন্দরের ন্যায় নীলবর্ণ ॥ ৪৬ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাতে ওষ্ঠ বিম্বাধর, মৃদুহাস্য মধু চোর, গাম্ভীর্য্যক্ষোভক লীলাগণে। মন্দর পর্ব্বত যেন, স্নিগ্ধ সিন্ধু সুমন্থন, করিয়া হরিলা রত্নধনে ॥

হৃদয় গম্ভীর তেন, মথয়ে আমারে যেন, কৃষ্ণলীলা বেশ সুমন্দর। ধৈর্য্যরত্ন হরি লয়ে, শুন শুন সখি! অয়ে, দরশাও দেখি সে সুন্দর ॥

সখী কহে আইলা হরি, তোহে পরিহাস করি, কোন কুঞ্জে লুকাইয়া রহে। চল তাহে অন্বেষিয়া, সেইখানে বিলোকিয়া, শুনি ধনী সখী-সনে যায়ে ॥

তুলসী মালতী জাতি, মাধবী মল্লিকা যূথী, লতা তরু পশু পক্ষী স্থানে। কৃষ্ণকথা প্রশ্ন করে, তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তরে, প্রলাপিয়া করে নির্দ্ধারণে ॥ ৪৬ ॥

বহলজলদচ্ছায়াচৌরং বিলাসভরালসং

নম্বাগতোঽয়ং ত্বাং পরিহসন্ ক্বাপি কুঞ্জে নিলীনস্তিষ্ঠতি তদা গচ্ছত তম ন্বিষ্য পশ্যাম ইতি সখীনাং গিরা তাভি স্তমন্বিষ্য ভ্রমন্ত্যাঃ কচ্চিত্তুলসি অপ্যেন-পত্নীত্যাদিবৎ স্থিরচরান্ প্রচ্ছন্ত্যা স্তেষাং প্রশ্নমুট্টঙ্ক্য তান্ প্রতি প্রত্যুত্তর-য়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। নম্ন কিমর্থমুন্মত্তা ইব রাত্রৌ ভ্রমথ তত্রাবহিত্থামাহ। যস্য নামাপি চৌরত্বাদগ্রাহ্যং তং কমপি বয়ং মৃগয়ামহে। স জ্ঞায়ত এব বো। দৃষ্টশ্চেৎ কথ্যতাং। আং শঠোঽয়ং ক্বাপি কয়াপি গোপ্যা রমমাণস্তিষ্ঠতি তদন্বেষণং তু লাঘবায়ৈব তন্নিবর্ত্তধ্বং তত্র সগর্ব্বসাবহেলমাহ কমলেতি। লক্ষ্যাপাঙ্গস্য য উদগ্রঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং তদ্বসমিতি। কিমুতাস্মদোপ্যা-

অতঃপর সখীগণ বলিলেন "এই দেখ শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন এবং তোমাকে উপহাস করত কুঞ্জমধ্যে কোথাও লুক্কায়িত রহিয়াছেন" ইত্যাদি সখীদিগের বাক্য, গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন॥

আমি এমন কোন এক অনির্ব্বচনীয় ব্যক্তিকে অন্বেষণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তরুলতা কহে যেন, তোমার উন্মাদ হেন, রাত্রে কেন ভ্রমিয়া বেড়াও। আকার গোপন করি, তারে কহে সুনা-গরী, শুন সবে এক মন হও॥

নাম লৈতে নারি তার, নাম চৌর প্রায় যার, তারে সবে করি অন্বেষণ। তোমরাও জান তারে, দেখি থাক কহ আরে, তাতে কিছু আছে প্রয়োজন॥

তারা যেন কহে তারে, তেঁহ মহাশঠবরে, কোন্ কুঞ্জে কোন গোপী লৈয়া। রমণ করয়ে সুখে, অন্বেষ লাঘব তাকে, থাক মনে নিবৃত্তি হইয়া॥

মন্দশিখিশিখানীলোত্তংসং মনোজ্ঞমুখাম্বুজং।

রমমাণ স্ততোঽস্মন্মনোরত্নং হৃত্বা গতোঽয়ং তদেব প্রার্থ্যং কিং নষ্টেনেতি ভাবঃ। নম্বু শীলে কথং চৌরাপবাদং দদথ। তত্র সহাসশিরোধুনানমাহ। বহলেতি। বজ্রেন্দ্রধনুরাদিযুক্তানাং নিবিড়জলদানামপি ছায়া কান্তি স্তচ্চৌরং কিমুতাবলানাং নো মনোরত্নমিতি ভাবঃ। তথা মধ্বিতি। মধুরিম্নাং পরিপাকো যেষু তে মধুরিমপরিপাকাঃ স্মরেন্দুপদ্মহংসমৃগমীন পল্লবাদ্যা স্তেষাং উদ্রেকঃ শঙ্কয়াস্মাৎ তং তেষামপি মাধুর্য্যাণাং চৌরিমিত্যর্থঃ। মধুরং সরবৎ স্বাদু প্রিয়েষু ইতি বিশ্বঃ। রেকোবিবেক শঙ্কায়াং রেকঃ স্যাদধমেঽপি বেতি বিশ্বঃ। নম্বেবং চেদ্দ রে স্থাস্যতি কথং দ্রক্ষথ তত্রাহ মন্দেতি। পিঞ্ছমুকুটান্দ্র র-

করিতেছি যে, যাঁহার কান্তি নিখিল জলদকান্তিকে অপ-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এত উট্টঙ্কিতে * মনে, কহে গর্ব্ব ভাব সনে, লক্ষ্যাপাঙ্গ-নামে তেঁহ জড়। সে লক্ষ্মীর সেব্য হয়ে, মোর গোপী সঙ্গে রহে, রমণ করিবে সে চপল॥

তার সঙ্গে মো সবার, কিবা কাজ আছে আর, মনরত্ন যে চুরি করিলা। তাহা লব তাহা স্থানে, এ লাগিয়া অন্বেষণে, ফিরি সবে হৈয়া সখী মেলা॥

তবে যদি বল হেন, স্বধর্ম্ম শীলেরে কেন, চৌর্য্য অপবাদ দেও সবে। তার কথা শুন কহি, সত্য জান বাক্য এহি, মো সবার চিত্ত অনুভাবে॥

বজ্র ইন্দ্রধনু আদি, যাতে আছে নিরবধি, হেন যে নিবিড় জলধর। তার কান্তি চুরি কৈলা, তাহাতে অবলা মোরা, মনোরত্ন হরিতে কি ডর॥

* উট্টঙ্কিতে-উত্থাপন করি নে।

কমপি কমলাপাঙ্গোদগ্রপ্রসঙ্গজড়ং জগ-

তোঽপি দৃশ্যো ভবেদিতি ভাবঃ। নন্থ ততোঽপি ধাবিত্বাপসরেতি তত্রাহ। বিলাসেতি তদতিশয়জালসে ন শীঘ্রং গন্তুমপ্যশক্তমিত্যর্থঃ। নন্থ ঘনতমসি কুঞ্জে নিলীয় স্থাস্যতি তত্রাহ। মনোজ্ঞেতি। কোটিচন্দ্রবন্মনোজ্ঞং মুখাম্বুজং যস্য তৎকান্তিপূরেণৈব দৃশ্যো ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্বা। নন্থ প্রাতর্ব্রজ এব তং লপ্স্যাধ্বে তদৈবাত্মানং গ্রাহয়ং সবলোঽহসৌরাত্রৌ কদাচিদ্দেহমপি বঃ চারয়ন্তঃ নিবর্ত্তধ্বং। তত্র আত্মানমনুক্ত্বা ভঙ্গ্যাহ। কমলানাং বরস্ত্রীণামাসামপঙ্গস্যাদগ্রো যঃ প্রসঙ্গস্তেন জড়ং কিমপি কর্ত্তুমশক্তমিত্যর্থঃ। কমলা শ্রীবরস্ত্রিয়োরিতি বিশ্বঃ। স্বান্তর্দশায়াং স্বসমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। হে সখ্যঃ আগচ্ছ যেনোন্মাদিতেয়ং তম-

হরণ করিতেছে, যিনি বিলাসভরে অলস, মদমত্ত ময়ূরগণের পিচ্ছসহ যাঁহার কেশবদ্ধ, মুখম্বুজ মনোজ্ঞ, কমলার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আর শুন মধুরিমা, পরিপাক মনোরমা, চন্দ্র পদ্ম হংস-মৃগ কাম। পল্লবাদ্য শঙ্কা করে, এ সবার মাধুরী হরে, তেঁই চৌর-চক্রবর্ত্তী নাম ॥

বৃক্ষলতা কহে যেন, যদি তেঁহু চৌর হেন, তবে তেঁহু আছে দূর স্থানে। লাগ পাবো কোথা তার, কিবা অন্বেষ হ আর, ধৈর্য্য ধরি থাক নিজ মনে ॥

পুন কহে সুনাগরী, তেঁহ শিখিপিচ্ছধারী, দূরে হৈতে দেখা পাব তার। লতাগণ কহে তবে, ধাঞা পালাইব যবে, তবে কৈছে লাগ পাব তার ॥

রাই কহে অতিশয়, বিলাসে অলস গায়, চলিতেই শক্তি নাহি ধরে। লতা কহে ঘনকুঞ্জে, রহিব তিমির পুঞ্জে, নিজ-তনু গোপন আকা রে॥

স্মধুরিমপরিপাকোদ্রেকং বয়ং মৃগয়ামহে ॥ ৪৭ ॥

ন্বেষয়ামঃ। ননু কথং রাত্রৌ লপ্স্যামহে তত্রাহ পঞ্চভি র্বিশেষণৈঃ। ননু প্রাপ্তে কথমায়াস্যতি তত্রাহ। কমলা শ্রীরাধা অস্যাপাঙ্গে তৎপ্রস্তাবেনাপি জড়ং তদ্বৎ সচিত্তং নৈবেষ্যতীত্যর্থঃ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৪৭ ॥

নেত্রান্তের প্রসঙ্গে যিনি জড়বৎ, অপিচ যিনি অনিয়ত শোভা পারিপাকের উদ্রেক স্বরূপ ॥ ৪৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

রাই কহে মনোজ্ঞ অতি, কোটিচন্দ্র জিনি কান্তি, হেন মুখপদ্ম শোভা যার। সেই কান্তিগণ তারে, দেখাইবে অন্ধকারে, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর ॥

কিম্বা যেন লতা বোলে, কালি প্রাতে ব্রজস্থলে, লাগ পাবে লৈও নিজ ধন। রাত্রিকালে তেঁহু ফিরি, দেহ পাছে করে চুরি, তেঞি কহি হও নিবর্ত্তন ॥

রাই কহে বরনারী, অপাঙ্গে প্রসঙ্গ ডারি, জড় প্রায় তনু মন হয়। তেঞি আমা সবাকারে, না করিতে পারে আরে, নিজ রত্ন লইব হেলায় ॥

উন্মাদ দশায় ধনী, ভ্রমে কহে কত বাণী, এইকালে কুঞ্জের সমীপে। স্ফূর্ত্তে দেখে আইলা হরি, পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যে নাহি হেরি, তাতে ধনী বৈকল্যে বিলাপে ॥

সখীগণ কহে কেনে, খেদ পাও নিজ মনে, এখনি না দেখিলা তাহারে। সখীর আশ্বাস শুনি, তা সবাকে কহে ধনী, প্রলাপ বচন সুকাতরে ॥ ৪৭ ॥

পরামৃশ্যং দূরে পথি পথি মুনীনাং ব্রজবধূ-
দৃশাদৃশ্যং শশ্বত্রিভুবনমনোহারিবদনং।

অথ কচিৎ কুঞ্জাভ্যর্ণে স্ফূর্ত্ত্যা তং দৃষ্ট্বা পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যা বিক্লবায়া দৃষ্টোঽসৌ কিমপি খিদ্যসে ইত্যাশ্বাসয়ন্তীঃ সখীঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ তদেব ক্রীড়াপরং কৃষ্ণং তদা দরীদৃশ্যে ভৃশং বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যা পশ্যামি। তত্র হেতুঃ। দরদলিতেতি ত্রিভুবনেতি চ। অতো মুনিসমুদয়ানাং ব্যাসাদীনাং বাচাপ্যনামৃশ্যমস্পৃশ্যমেতাদৃক্ সৌন্দর্য্যবিশিষ্টতয়া বক্তুমপ্যশক্যমিত্যর্থঃ। অনিশমুদয়ানামিতি পাঠে। অনিশমুদয়ানাং নিত্যোদয়ানাং বাচাং শ্রুতীনামপ্যনামৃশ্যং। কিম্বা। নন্বু তবৈবায়ং কদাপি দ্রক্ষ্যতি। তত্র, অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃগিতিবৎ তদ্দোর্লভ্যমাহ। মুনীনাং বচোঽপ্যনাদৃশ্যং। নম্বেবং চেৎ ত্বং কথং

অতঃপর কোন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হওয়ায়, পুনশ্চ বিক্লবা শ্রীরাধা খেদ করিলে সখীগণ আশ্বাস বাক্য কহিতেছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করত কহিলেন॥

মুনিগণ ধ্যানপথেও যাঁহাকে বহুদূরে অবলোকন করেন কি না এবং যিনি ব্রজবধূগণের নেত্রকটাক্ষে নিরন্তর

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে ক্রীড়াবান্ কিশোর শেখর। বাঞ্ছা ভরি নেহারিনু, পুনঃ পুনঃ সুখ পাইনু, মুখ ত্রিভুবন মনোহর॥ ধ্রু॥

নীলোৎপল দলকান্তি, ঈষৎ বিকাস ভাঁতি, তাহা নিজ কান্তি মনোহর। ব্যাস আদি মুনিগণ, যতেক কবীন্দ্র হন, বচনের দূর রূপধর॥

সখীগণ কহে হরি, সদা বশ হয় তোরি, এখনি দেখিবে চিন্তা নাই। দুর্ল্লভ মানিয়া রাই, কহে সখী বুঝ নাই, মুনি বাক্য অগোচর সেই॥

অনামৃশ্যং বাচা মুনিসমুদয়ানামপি কদা

দিদৃক্ষ্যসে তত্রাহ ব্রজেতি। ব্রজবধূনাং যুষ্মাকং দৃশাদৃশ্যং তত্রাপি শশ্বন্নির-ন্তরমত ইয়ং লালসেত্যর্থঃ। কিম্বা। নমু। কালে দ্রক্ষ্যসি ইদানীং ক নভ্যো-হসাবত্র তদুদ্দেশং কথয়ন্ত্যাহ মুনীতি। মুনয়োবিহগা বনে অস্মিন্ হরিমুপা-সততে ধৃতমৌনা ইত্যাদিদিশা মুনীনাং দর্শনেন জাতস্তম্ভমোহাদিতয়া ধৃতমৌনানাং যুষ্মাকং তত্রাপি পক্ষিমৃগাণাং পথি পথি পরামৃশ্যং তত্রাপি দূরে দূরে দূরাদেবাত্রৈবাস্ত ইত্যুন্নেয়ং। স্বান্তদর্শায়াং সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। দেব-মনয়া সহ তথা ক্রীড়য়ন্তং তং কদা দরীদৃশ্যে পুনঃ পুনঃ সাক্ষাৎ পশ্যামি অন্যৎ সমং। বাহ্যে ভাবশাবল্যোদয়াদাহ। তং কদা দরীদৃশ্যে তত্র হেতুঃ দয়েতি। পুনঃ সনৈরাশ্যমাহ অনেনেতি। মুনীনাং বাগগোচরমহং দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যতো-

দৃশ্য, যাঁহার বদন ত্রিভুবনের মনোহর, যাহা নিখিল মুনি-গণেরও বাক্যপথের অগোচর, সুতরাং সেই নীলোৎপল কান্তি প্রভুকে কি আমি কোন কালেও পুনঃ পুনঃ দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল ঐছে, তুমি তা দেখিবে কৈছে, দেখিতে লালসা কেনে কর। তবে শুন ব্রজনারী, নেত্রদৃশ্য সদা হরি, তা লাগি দেখিতে আশা বড় ॥

তবে যদি বল থাকি, দেখিও তাহারে সখী, একে তার দেখা পাবে কোথা। তবে শুন পক্ষগণ, মৌন দেখ অনু-ক্ষণ, দূরে পরামৃশি কহে যথা ॥

অনুমান করি এই, এথাই আছয়ে সেই, পথে পথে তারা যুক্তি করে। তাহার দর্শন পাঞা, স্তম্ভ মোহ উপ-জিয়া, তাতে তারা সবে মৌন ধরে ॥

কহিতেই পূর্ব্বে যেন, অন্যে অন্যে দরশন, সে সময়ে

দরিদৃশ্যে দেবং দরদলিতনীলোৎপলরুচিং ॥ ৪৮ ॥
লীলাননাম্বুজমধীরমুদীক্ষমাণং

মূর্খোহস্মি। পুনঃ সোৎকণ্ঠমাহ ত্রিভুবনেতি। তথা মুনীনাং দূরেহমুমেয়ং বাগগোচরঞ্চ ব্রজবধূ দৃশাদৃশ্যং নীলোৎপলতয়েত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৪৮ ॥

অথ পূর্ব্বপ্রেরণকালোহন্যোন্যদর্শনস্মৃত্যোৎকণ্ঠং তাঃ স্পৃশন্ত্যা বচোহমু-বদন্নাহ। নু ভোঃ সখ্যস্তং ময়ৈব দয়িতং দেবং ক্রীড়য়ন্তং কদা ব্যতিলোকয়িষ্যে। স মাং কুঞ্জে প্রেরণার্থং দ্রক্ষ্যত্যহমপি তং তদঙ্গীকারজ্ঞাপনার্থং

করিতে সমর্থ হইতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

অতঃপর পূর্ব্বকার প্রেরণকালীয় পরস্পর সন্দর্শন স্মরণ করত শ্রীরাধা উৎকণ্ঠিতা হইলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহাই বর্ণন করিতেছেন ॥

যাঁহার বদনকমল নীলবর্ণ ও চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

স্মৃতি হৈয়া গেল। তার দরশন লাগি, চিত্ত হৈল অনুরাগি, উৎকণ্ঠাতে পুছিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

সখি হে আমার দয়িত শ্যামরায়। সেই ক্রীড়াযুক্ত কবে, অন্যে অন্যে দেখা হবে, হেন দিন হবে কি আমার ॥ ধ্রু ॥

মোরে কুঞ্জে পাঠাবারে, কৃষ্ণ নিরক্ষিবে মোরে, আমি তাহা অঙ্গীকার কাজ। জানাবার তরে তারে, হেরিব কি সখী আরে, কবে রাসমণ্ডলীর মাঝ ॥

নানারস উদগারি, মুখপদ্ম মনোহারি, নিরক্ষর সঙ্কেত ভঙ্গি যাতে। অধৈর্য্য লোচন তথা, ঊর্দ্ধ চালনে যে কথা, কহয়ে সঙ্কেত কুঞ্জে যাইতে ॥

নর্ম্মাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং।
দোলায়মাননয়নং নয়নাভিরামং
দেবং কদা নু দয়িতং ব্যতিলোকয়িষ্যে ॥ ৪৯ ॥

কদা দ্রক্ষ্যামি। কীদৃশং। লীলা নানাভাবোদ্গারযুক্তং নিরক্ষরসঙ্কেতকথনভঙ্গী তদযুক্তমাননাম্বুজং যস্য। অধীরং যথা তথোদীক্ষমাণং উর্দ্ধনেত্রচালনয়া মাং কুঞ্জে প্রেরয়ন্তং। অতোঽন্যজ্জ্ঞানভিয়া দোলায়মানে নয়নে যস্য তথা নর্ম্মাণি মৎপ্রেরণশঙ্কেতরূপাণি বেণুবিবরেষু নিবেশয়ন্তং। অতো নয়নাভিরামং স্বান্তর্দশায়াং তাং কুঞ্জায় নেতুং মাং সংদ্রক্ষ্যত্যহমপি তজ্জ্ঞাপনার্থং তং অন্যৎ সমং। বাহ্যে কৃপাবলোকনং তস্য মমাপি বিস্ময়াবলোকনং ॥ ৪৯ ॥

নিরীক্ষণ শীল, যিনি বেণুবিবরে নিখিল নর্ম্ম (পরিহাস) কে বিনষ্ট করিতেছেন, যাঁহার নয়নযুগল দোলায়মান এবং যিনি নয়নের অভিরাম, সেই প্রিয়তম দেবকে আমি কবে সমধিক রূপে দর্শন করিব? ॥ ৪৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অন্য গোপাঙ্গনা ভয়, যেন সে কৌতুক ময়, তাহাতে দোলায় মান আঁখি। তথা নর্ম্ম বেণু বিন্ধে, শঙ্কেত রূপের বন্ধে, শঙ্কেতে পাঠায় নর্ম্ম তাখি ॥

নয়নের অভিরাম, সেই মোর ধনপ্রাণ, সেই লীলা সর্ব্ব রসময়। কবে অন্যো অন্যো দেখা, হবে সেই প্রেম লেখা, কবে হবে মঙ্গল সময় ॥

এতেক কহিতে রাই, মাধুর্য্যসমুদ্রে যাই, সর্ব্বেন্দ্রিয় মন ডুবি রহে। পুনঃ মোহ উপজিলা, দেখি সব সখী গেলা, কহে সখী পাসরহ তাহে ॥

ক্ষণেক বিস্মৃত হৈয়া, সুখী কর নিজ হিয়া, কেনে দুঃখ

লগ্নং মুহুর্মনসি লম্পটসংপ্রদায়-
লেখাবলেহি নিরসজ্ঞ-মনোজ্ঞবেশং ।

অথ তন্মাধুর্য্যার্ণবে সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোনয়নেন পুনর্মোহং গচ্ছন্ত্যা অয়ি সখি ক্ষণং বিস্মৃত্য সুখিনী ভবেতি সখীনামাশ্বাসাত্তচ্ছক্তিং কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য মুকুন্দস্য বাল্যং কৈশোরং চাপল্যং বা মম মনসি বস্ত্রে, মঞ্জিষ্ঠারাগ ইব লগ্নং কিং করোমীত্যর্থঃ। নন্বু ততো নিবৃত্যান্যত্র নিবেশয়েত্যত্র তদপি মদ্বশেনেত্যাহ। কীদৃশে। লম্পটসম্প্রদায়স্য লেখামবলেঢ়ুং শীলং

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যার্ণবে শ্রীরাধার সমস্ত ইন্দ্রিয় মগ্ন হওয়ায় প্রলাপ করিতে থাকিলে সখীগণ যে আশ্বাস করিয়াছেন গ্রন্থকর্ত্তা তাহারই বর্ণন করত কহিলেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার মনোমধ্যে নিয়তই সংলগ্ন রহিয়াছে, যে বাল্যভাব লম্পট বালক বৃন্দের সহিত কানন-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য ।

পাও স্মৃতি করি। তাহা শুনি কহে রাই, পাসরিতে শক্তি নাই, এত কহি কহে তা বিবরি ॥ ৪৯ ॥

সখি হে পাসরিতে নারি যে গোবিন্দ। মোর চিত্ত বস্ত্র যেন, মঞ্জিষ্ঠা রাগের হেন, লাগিয়াছে কি করি প্রবন্ধ ॥ ধ্রু ॥

পুনিম চান্দে ও মুখ, সেবিতে নয়নসুখ, তাতে হাস্য চন্দ্রের সমান। প্রফুল্ল অধর তাতে, রাগযুক্ত মনোনীতে, স্মিত অংশ অরুণ বন্ধন ॥

কৈশোর বয়স তাতে, নানান চাপল্য যাতে, সখী তাহা পাসরিতে নারি। তবে কহে সখীগণ, অন্য কাজে রাখ মন, কোন স্থানে অবলম্ব করি ॥

রাই কহে কি করিব, মনে কত ক্ষমা দিব, সেহ মন মোর

রজ্যন্মৃদুস্মিতমৃদূল্লসিতাধরাংশু-

রাকেন্দু-লালিত-মুখেন্দু-মুকুন্দ-বাল্যং ॥ ৫০ ॥

যস্য মহালম্পট ইত্যর্থঃ। অথবাস্য বরাকস্য কো দোষঃ যত এতাদৃশং তদিত্যাহ। রসজ্ঞানাং মনোজ্ঞো বেশো যস্মিন্। তথা রাগযুক্তশ্চ মৃদুস্মিতেন মৃদূল্লসিতশ্চ যোঽধর স্তস্যাংশু র্যস্মিন্। পৃথক্পদং বা। তথা রাকেন্দুভির্লালিতঃ সেবিতঃ মুখেন্দু র্যত্র। স্বান্তদর্শায়াং সমানসখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাল্যং তয়া সহ

মধ্যে নিরসজ্ঞ (অন্যান্য-সাধারণ) মনোহর বেশে পরিশোভিত এবং সুরঞ্জিত মৃদুহাস্য দ্বারা মৃদুভাবে সমুন্নত অধরকান্তিরূপ রাকাপতি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র দ্বারা বাল্যভাবে যে মুখচন্দ্র লালিত তাদৃশ মুকুন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাব আমার মনোমধ্যে লগ্ন রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বশ নয়। লম্পট সম্প্রদারাজ, তার বিপরীত কাজ, পরধন গ্রাসশীল হয় ॥

অথবা বরাক মন, ইহারি কি দোষ গুণ, কৃষ্ণরূপ সর্ব্ব আকর্ষয়ে। কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যগণে, কেবা ক্ষমা দিবে মনে, এই লাগি পাসরিল নহে ॥

সেই যে মাধুর্য্যে মন, ডুবি হৈল অচেতন, পুন মৃত্যু শঙ্কা হৈল মনে। সখী প্রতি কহে ধনী, বিষাদ প্রলাপ বাণী, এই দেখা তোমা সবাসনে ॥

এত কহি মনে হৈল, কৃষ্ণ সঙ্গে যাহা কৈল, সখীগণ নিকট থাকিতে। স্তনাধর আদি যত, আকর্ষয়ে কৃষ্ণ কত, নর্ম্ম ভঙ্গি মনোহর রীতে ॥

তাতে রতি ফল হয়ে, মাধুর্য্য সমুদ্রাশয়ে, তাহা স্ফূর্ত্তি

* অহিমকরকরনিকরমৃদুমৃদিতলক্ষ্মী-
সরসতরসরসিরুহসদৃশদৃশি দেবে।

কুঞ্জে কৈশোরচাপলং। বাহে স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ॥ ৫০॥

অথ তস্য তন্মাধুর্য্য-মন আদীনাং লয়েন মুহ্যন্ত্যাঃ পুন র্মৃতিমাশঙ্ক্য সখীঃ প্রতি এতাবানেব ভবতীভিঃ সহ সঙ্গম ইতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। অথ প্রথমং কুট্টমিতাদি ভাববিবশেনামুনা স্বসখীভিঃ সহ তস্য কঞ্চুকাকর্ষণহঠালিঙ্গনর্ম্মাদিভঙ্গীরতিকলহমাধুর্য্যাদি স্ফূর্ত্ত্যা তত্র মন আদিলয়েন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অহং দেবে মনোজ্ঞক্রীড়াবিজিগীষাপরে শ্রীকৃষ্ণবিশেষণে তাৎপর্য্যাৎ তন্মাধুর্য্যার্ণবে ইত্যর্থঃ। লীয়ে লীনা-

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে মন আদি ইন্দ্রিয়গণ মগ্ন হইলে শ্রীরাধা মুগ্ধা হওত মরণাশঙ্কায় সখীর প্রতি প্রলাপ করিলে তাহাদের আশ্বাস-বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণের লোচন অহিমকিরণ অর্থাৎ সূর্য্যদেবের কিরণ দ্বারা যাহার শোভা মৃদিত, তাদৃশ অতীব সরস পদ্ম-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈয়া গেল মনে। তাতে মনেন্দ্রিয়গণ, ডুবিয়া রহিল যেন, তিনি শ্লোক কহে প্রকাশনে॥ ৫০॥

সখি হে কৃষ্ণলীলা মাধুর্য্যসিন্ধুতে। ডুবিয়া রহিব আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি, এই দেখা তো সবা সহিতে॥ ধ্রু॥

ব্রজযুবতির সঙ্গে, যে রতি কলহ রঙ্গে, তাহাতে বিজয়ী লীলা কাজে। তাতে যেই মদোদয়, সঙ্গে মুখশশি হয়, লীন হব সে মাধুর্য্য মাঝে॥

তথা সূর্য্যকান্তি চয়ে, অল্প বিকসিত হয়ে, প্রভাতাব্জ

* অত্র ৫৩ পদ্য পর্য্যন্তং অন্ত্যৈক গুরুবর্ণাধিক্যেঽপি অচলধৃতি শ্ছন্দো-বিশেষঃ। তদুক্তং ছন্দোমঞ্জর্য্যাং। দ্বিগুণিতবসু লঘুরচলধৃতিরিহ॥

ব্রজ-যুবতি-রতিকলহ-বিজয়ি-নিজলীলা-
মদমুদিত-বদনশশি-মধুরিমণি-লীয়ে ॥ ৫১ ॥

ভবামি। কীদৃশে। ব্রজযুবতিভিঃ সহ যো রতিকলহ স্তত্র বিজয়িনী যা নিজ-লীলা সনর্ম্মকঞ্চুকাকর্ষণস্তনাধরাদিগ্রহণকেলি স্তয়া যো মদো গর্ব্বস্তেন মুদিতো যো বদনশশী তস্য মধুরিমা যস্মিন্। তথা সূর্য্যকরনিকরেণ প্রথমোদ্গতেন মৃদুমুদিতমীষদ্বিকসিতঞ্চ লক্ষ্ম্যা শোভয়া শৈত্যাদিগুণসম্পত্ত্যা সরসতরঞ্চ যৎ সরসীরুহং তৎ সদৃশৌ দৃশৌ যস্য। কুট্টমিতলক্ষণং। স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ। বহিঃক্রোধোব্যথিতবং প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ। স্বান্তর্দশায়াং তয়া সহ তাদৃশক্রীড়াপরে। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫১ ॥

দলের ন্যায় এবং যিনি আনন্দে বিস্ফারিত-বদন, বিস্ফারিত নিখিল মাধুর্য্যের নিবাসস্বরূপ, সুতরাং এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজযুবতিগণের রতিকলহের বিজয়িনী নিজ লীলা শোভা পাইতেছে ॥ ৫১ ॥

অতঃপর, সস্মিত বংশীধ্বনিদ্বারা সম্পাদিত পূর্ব্বতন প্রেরণ স্মরণ করত প্রেমস্ফূর্ত্তিতে "শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যে যেন আমি মগ্না হইয়াছি" এই রূপ বোধে শ্রীরাধা প্রলাপ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যেই মনোহর। তার শোভা জিনি যেই, গোবিন্দের পদ দুই, সে মাধুর্য্যে ডুবিব সত্বর ॥

কহিতেই পুনঃ কৃষ্ণ, হৈয়া অতি সতৃষ্ণ, স্মেরমুখে বংশী-ধ্বনি করি। আপনার আকর্ষণ, স্ফূর্ত্তি হৈল সেই ক্ষণ, যাতে লয় প্রাণচিত্ত হরি ॥

সেই কথা সখী প্রতি, কহে হৈয়া আর্ত্ত অতি, তাহা শুনি সেই সব কথা। সে ভাবে গমন হৈয়া, লীলাশুক বিবরিয়া, কহে এক শ্লোক মনোরতা ॥ ৫১ ॥

করকমল-দল-কলিত-ললিততর-বংশী-
কলনিনদ-গলদমৃত-ঘনসরসি দেবে।
সহজ-রসভর-ভরিতদরহসিত-বীথী

অথ সস্মিতবংশীধ্বনিকৃতপূর্ব্বস্বপ্রেরণস্ফূর্ত্ত্যা তন্মাধুর্য্যে প্রলীনমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। দেবে এতল্লীলাপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে। করকমলদলে কলিতা ললিততরা চ যা বংশী তস্যাঃ কলনিনদ এব গলদমৃতানি তেষাং ঘনসরসি সান্দ্রসরোবরে। ঘনঃ সান্দ্রে দৃঢ়ে দার্ঢ্যে বিস্তারে লৌহমুদগরে ইতি বিশ্বঃ। তথা সহজরসভরৈর্ভরিতং পূর্ণং যদ্দরহসিতং তস্য যা বীথী ধারা সরণির্ব্বা তস্যাং তয়া বা সততং

করিতে থাকিলে গ্রন্থকার তাহার বর্ণন করত কহিতেছেন॥

করকমলে অবলম্বিত বংশীর কলনিনাদ রূপ বিগলিত অমৃত অর্থাৎ জলের বা সুধার যিনি নিবিড় সরোবর এবং যাঁহা হইতে নৈসর্গিক রসপূরিত ঈষৎহাস্যশ্রেণী দ্বারা অনবচ্ছিন্নভাবে বহমান তাদৃশ মুখরূপ মণির নিখিল মাধু-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লীলাপর গোবিন্দের মাধুর্য্য সাগরে। পূর্ব্ব প্রায় লীন আমি হব মনে ধরে॥ হস্তপদ্ম তলে শোভে যে ললিত বাঁশী। তাহার মধুর নাদ গলে সুধারাশি॥ সেই সান্দ্র সরোবরে লীন হব আমি। কহিল না পাসরিহ সব সখি তুমি॥ সহজ রসের ভাব ভাবিয়া যাহাতে। মৃদু মন্দ হাসিধারা নদী মাধুরীতে॥ পদ্মরাগমণি-শোভা অরুণ-অধরে। তাহার কিরণ সুখ সদাই উপরে॥ কহিতে এ সম্ভোগান্তকালীন যে লীলা। গোবিন্দ মাধুরী চিত্তে স্ফূর্ত্তি হৈয়া গেলা॥ তাতে লীনা প্রায় ধনী আপনাকে মানে।

সতত-বহদধরমণি-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫২ ॥
কুসুমশর-শর-সমর-কুপিত-মদগোপী-
কুচকলস-ঘুসৃণরস-লসদুরসি দেবে।

বহন্ প্রসরন্নধরপদ্মরাগমণে র্মধুরিমা যস্য। স্বান্তদশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫২ ॥

অথ সম্ভোগান্তঃকালীনতন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তত্র লীয়মানমিবাত্মানং মত্বা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। দেবে এতৎক্রীড়াপরে শ্রীকৃষ্ণে পূর্ব্ববদহং লীয়ে। কীদৃশে কুসুমশরস্য শরেণ তদাঘাতেন সমরে রতিযুদ্ধে কুপিতা-স্মরমদেন মধুপানজমদেন বা যুক্তা যা গোপী তস্যাঃ স্বয়ংগ্রহাশ্লেষেণ লগ্নো যঃ কুচকলসঘুসৃণরসস্তেন লসৎ উরো যস্য। তত্রাত্মস্থানে গোপীতি

র্য্যের যিনি নিলয় অর্থাৎ বাসস্থান স্বরূপ ॥ ৫২ ॥

অতঃপর, সম্ভোগকালের ভাব স্মরণ করত "সেই ভাবে যেন আমি মগ্ন হইয়াছি" এই বোধে বিলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কুসুমশর কামদেবের শরসংগ্রামে কোপান্বিতা গোপা-ঙ্গনাগণের কুচকুম্ভের কুঙ্কুমরসে যাঁহার বক্ষঃস্থল উল্লসিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রলাপ করিয়া সেই কহেন বচনে ॥ ৫২ ॥

সখি হে এই ক্রীড়াপর শ্যামরূপে। ডুবিয়া রহিব আমি কহিল স্বরূপে ॥ মদনের শরাঘাত রতিযুদ্ধ মাঝে। তাহাতে কোপিতা যত কামমদ সাজে ॥ তাতে মধুপানে সদা গোপাঙ্গনাগণ। তার কুচকলসেতে কুঙ্কুম লেপন ॥ আপনে আগ্রহে তারে আলিঙ্গন দিতে। লাগিলা কুঙ্কুম কুচকলস সহিতে ॥ তার রস বিলসয়ে বক্ষঃস্থল যার।

মদমুদিত-মৃদুহসিত-মুষিত-শশি-শোভা
মহুরধিক-মুখকমল-মধুরিমণি লীয়ে ॥ ৫৩ ॥

সামান্যোক্তিঃ। বৈদগ্ধ্যা তথা মদেন মুদিতং তদ্ধার্ষ্ট্যদর্শনাৎ। যন্মৃদুহসিতং তেন মুষিতঃ শশী যেন তাদৃশশ্চ শোভয়া ক্ষণে ক্ষণে অধিকশ্চ মুখকমলস্য মধুরিমা যস্য। যদ্বা। তাদৃশহসিতেন মুষিতঃ শশী যয়া তয়া শোভয়া মুহুরধিকং তন্মুখকমলং তস্য মধুরিমা যস্মিন্। স্বান্তর্দশায়াং পূর্ব্ববৎ। বাহ্যার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ৫৩ ॥

এবং মদমুদিত (আনন্দ বিস্ফারিত) মৃদুহাস্যে যিনি শশধরের শোভাকে অপহৃত করিতেছেন, আর যিনি পুনঃ পুনঃ সমধিক ভাবে বর্দ্ধমান মুখকমলের মাধুর্য্যের নিলয় স্বরূপ ॥ ৫৩ ॥

অতঃপর মূর্চ্ছাপন্না শ্রীরাধার প্রতি সখীগণ প্রবোধ দিলেও ঔৎসুক্যাদি ভাবমগ্না ও প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আমি লীন হব সেই মাধুর্য্যে তাহার ॥ সামান্য গোপিকা নাম কহিলা যে রাই। বৈদগ্ধী হইতে বস্তু আপনা জানাই ॥ তথা আর কামমদে উদয় ধৃষ্টতা। সেই গোপাঙ্গনাগণের দেখিয়া সর্ব্বথা। তাতে তার মৃদু হাসি তার শোভা হৈতে। পূর্ণিমা শশির শোভা হেন শোভা যাতে ॥ ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে মুখকমলমাধুরী। তাহাতে ডুবিব আমি কি আর চাতুরী ॥ এতেক কহিতে রাই মূর্চ্ছিত হইয়া। সখীগণ প্রতি কহে প্রলাপ করিয়া ॥ ৫৩ ॥

আনম্রামসিতভ্রুবোরুপচিতামক্ষীণপক্ষ্মাঙ্কুরে-
ষ্বালোলামনুরাগিণো র্নয়নয়োরার্দ্রাং মৃদৌ জল্পিতে।
আতাম্রামধরামৃতে মদকলামম্লানবংশীস্বনে-

অথ মূর্চ্ছন্ত্যাঃ সখীভিঃ প্রবোধিতায়া অত্যোৎসুক্যাৎ তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা ভূমৌ নিপত্য নেত্রে নিমীল্যৈব তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অহো এতাদৃশদশায়ামপি মম লোচনং ব্রজশিশোঃ কিশোরস্য মূর্ত্তিং আশাস্তে দ্রষ্টুং আকাঙ্ক্ষতি। অথ বাস্য কো দোষঃ। যতো জগন্মোহিনীং। তত্র হেতুমাহ শ্যামভ্রুবোরানম্রাং কুটিলাং। অক্ষীণেষু পক্ষ্মাঙ্কুরেষু উপচিতাং সমৃদ্ধিমিতীং প্রোদ্ভটসঘনপক্ষ্মাঙ্কুরামিত্যর্থঃ। মদ্বিষয়ানুরাগযুক্তয়ো-

সেই ব্রজশিশু শ্রীকৃষ্ণের জগন্মোহিনী মূর্ত্তিকে আমার লোচন নিয়তই আশা করিতেছে, যে মূর্ত্তি ঈষৎ নম্র, কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগলে উপচিত, স্থূলতম, পক্ষ্মাঙ্কুরে ঈষৎ চঞ্চল, অনুরাগশালী যুবক যুবতির মৃদু মৃদু পরিহাস বাক্যে আর্দ্রী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে আশ্চর্য্য দেখিল সব আমি। এতাদৃশী দশা তেঁহ তাঁরে ভাবে প্রাণী॥ ব্রজকিশোরের মূর্ত্তি দেখিবার তরে। আমার লোচন দুই কাহা আশা করে॥ অথবা লোচন দ্বয়ে দোষ নাহি দিয়ে। জগতমোহিনী রূপ যাতে তার হয়ে॥ শ্যামভুরু আনম্র কুটিল অতিশয়। ঘনপক্ষ্মাঙ্কুরপুঞ্জ অখিল যাহায়॥ তাহাতে চঞ্চল দুই নয়নসুন্দর। মো বিষয়ে অনুরাগ যুক্ত মনোহর॥ প্রসারিত পাখা দুই উড়িবার তরে। পঞ্জরস্থ খঞ্জরীট যেন সুচঞ্চলে॥ অরুণ অধরামৃত নেত্র মনোহর। মৃদু মৃদু কথা তাহে অতি সুকোমল॥ অম্লান মুরলী গান মধুর মধুর। কামমদ উদ্গারে গহিন

স্বাশাস্তে মম লোচনং ব্রজশিশোর্মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীং ॥৫৪
তৎকৈশোরং তচ্চ বক্ত্রারবিন্দং

নয়নয়োরালোলাং প্রসারিতপক্ষ্মপক্ষাভ্যামুড্ডিডীষু বদ্ধখঞ্জনযুগপৎচঞ্চলাং। মৃদৌ জল্পিতে আর্দ্রাং অধরামৃতে আতাম্রামত্যরুণাং অম্লানবংশীস্বনেষু মন্দকলাং স্মরমদোদ্গারেণ গম্ভীরামিত্যর্থঃ। স্মরমদং বর্দ্ধয়তীতি বা। দশাদ্বয়ে স্বগমোহর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

অহিমকরাদি-শ্লোকত্রয়যুক্ত-তত্তন্মাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা তদপ্রাপ্তিবৈক্লব্যাদ্বিলপন্ত্যা বচোঽমুবদন্নাহ। তৎ কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ দৈবতেঽপি স্বর্গাদি-বৈকুণ্ঠপর্য্যন্তস্থ-দেবসমূহেঽপি দুর্লভমিতি সত্যং সত্যং। তথা তৎ কারুণ্যং তে

ভুত, যাহার অধরযুগল ঈষৎ তাম্র (রক্ত) বর্ণ এবং সুদীর্ঘ বংশীধ্বনি বিষয়ে জগদুন্মাদকারি কলধ্বনি বিশিষ্ট ॥ ৫৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যস্ফূর্ত্তিতে তাঁহার অপ্রাপ্তিবশতঃ প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণের সেই সমস্ত কৈশোর, সেই মুখপদ্ম, সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্রচুর ॥ কামমদ সদাই বাড়ায় তেঁহো তাতে। ইহাতে সে লোচন চাহে কি দেখিতে ॥ কহিতে কহিতে রাই চেষ্টা বাড়ি গেলা। তিন শ্লোকে পূর্ব্বে যৈছে মাধুর্য্য বর্ণিলা ॥ সে মাধুর্য্য না দেখিয়া বৈকুল্য হইলা। তাতে হৈতে বিলাপিয়া কহিতে লাগিলা ॥ ৫৪ ॥

কৈশোর শ্রীগোবিন্দের সে মুখ কমল। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ কেবল ॥ এই সত্য সত্য আমি কহিলাউ সব। সে কারুণ্য সে লীলার কটাক্ষ দুর্ল্লভ ॥ সে সৌন্দর্য্য সেই সান্দ্র স্মিত শোভাগণ। বৈকুণ্ঠস্থ দেবগণে দুর্ল্লভ দর্শন ॥

তৎ কারুণ্যং তেচ লীলাকটাক্ষাঃ।
তৎ সৌন্দর্য্যং সাচ মন্দস্মিতশ্রীঃ

লীলাদিকটাক্ষশ্চ দুর্ল্লভাঃ। তথা তৎ সৌন্দর্য্যং সা সান্দ্রস্মিতশ্রীশ্চ দুর্ল্লভা। যদ্বা। মম পুনস্তদ্দর্শনং তাদৃশরহোলীলাদিকঞ্চ দুর্ল্লভমেবেতি ভাবয়ন্ত্যা স্তৎকালং বামোরু-নেত্র-কুচাদি-স্পন্দনমনুভূয় তস্তাগ্যমপ্যতিনৈরাশ্যেনো-পালভমানায়া বচোঽনুবদন্নাহ। হে দেব তদ্দর্শনসূচকভাগ্যং তে তবাপি তৎ-কৈশোরং তদ্বক্ত্রারবিন্দঞ্চ তদ্দর্শনমিত্যর্থঃ। পুন দুর্ল্লভমেব। ননু ভাগ্যস্য দুর্ল্লভমেব ন বাচ্যং। তত্রাহ সত্যং সত্যং দুর্ল্লভমেবেত্যর্থঃ। তবাপি-চেদ্দুর্ল্লভং তদ্যুক্তানাং বরাকাণাং কিমুত ইত্যর্থঃ। তদ্দর্শনমপি দুর্ল্লভং। চেত্তদা সর্ব্বাংস্ত্যক্ত্বা যেন ময়ৈব রেমে তৎ কারুণ্যং যৈ র্মাং রহঃ প্রেরিত

কারুণ্য, (দয়া) সেই সমস্ত লীলাময় কটাক্ষ, সেই সেই সৌন্দর্য্য এবং সেই সেই নিবিড়তর হাস্যশোভা, আমি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যথা সেই কৈশোরাদি কুঞ্জ আদি লীলা। পুন মোরে সে দর্শন দুর্ল্লভ হইলা॥ এই মতে বিলাপ রাই করিতে করিতে। বাম উরু কুচ নেত্র স্পন্দে আচম্বিতে॥ তাহা দেখি অতিশয় নৈরাশ হইয়া। কহিতে লাগিলা দেবে উপালম্ভ দিয়া॥ অহো দেব গোবিন্দের মাধুরি দর্শনে। মঙ্গলসূচক ভাগ্য দেখাহ সঘনে॥ তোমারি দুর্ল্লভ সেই কৈশোরাদি লীলা। আমারে বা দেখাইতে কি শুভ সূচিলা॥ কোন বা বরাক ভাগ্য সদা তুমি হীন। তুমি কি দেখাও মোরে শুভ দশা চিহ্ন॥ গোবিন্দ দর্শন তোরে সদাই দুর্ল্লভ। আরে হত দেব তুমি কি দেখাও সব॥ সর্ব্বত্যাগ মোর সঙ্গে যে রহিলা হরি। করুণা কটাক্ষ তোরে সুদুর্ল্লভ বলি॥

সত্যং সত্যং দুর্ল্লভং দৈবতেঽপি ॥ ৫৫ ॥

বান্তে লীলাকটাক্ষাশ্চ সুদুর্ল্লভা এব। এবঞ্চেত্তর্হি সুরতান্তে যৎ তৎ সৌন্দর্য্যং কেলিবিশেষে সুবেশাং মাং দৃষ্ট্বা যা সান্দ্রস্মিতশ্রীঃ সাচাতি দুর্ল্লভৈব। স্বান্তর্দশায়াং তয়া সহ বিলসত স্তস্য তৎ সর্ব্বমিতি। বাস্থে তদ্বৈক্ল-ব্যাৎ বিঠ্ঠল-রঙ্গনাথাদি-দর্শনোপদেশিনঃ স্বান্ প্রত্যুক্তিঃ। দীব্যন্তীতি দেবাঃ শ্রীনারায়ণাদয়ঃ। স্বার্থে তন্ দৈবতেতি তৎসমূহেঽপি। নমু তেঽপি নিত্য-কিশোরা এব তথাহ তৎসাক্ষান্মন্মথত্বেন বর্ণিতমিতি। অন্যৎ সমং ॥ ৫৫ ॥

পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়া বলিতেছি যে, এ সমস্ত দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ ॥ ৫৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সরতান্ত শোভা। তাহা হৈতে সুদুর্ল্লভ সেই স্মিতলোভা ॥ কেলি বিশেষের লাগি মোরে নিজ বেশ। করয়ে দেখিতে তাহা দুর্ল্লভ অশেষ ॥ তুমি কিবা এশুভ সকল প্রকাশহ। দর্শনের যোগ্য তুমি কভু তার নহ ॥ এতেক কহিতে হৈল স্ফূর্ত্তির সাক্ষাৎ। ভ্রম হৈয়া গেলা চিত্তে নাহিক সোয়াস্থ ॥ সেই স্থলে অতিশয় নৈরাশা হইয়া। পড়িলা পৃথিবী তলে মহামূর্চ্ছা পাঞা ॥ তাহা দেখি সখীগণ কহে ধৈর্য্যধর। এখনি আসিবে কৃপা-সিন্ধু তেঁহো বড় ॥ কতেক বিপদে তেঁহো রক্ষা নাহি কৈলা অকস্মাৎ কোন পথে দেখি বা আইলা ॥ এই সখী বাক্য শুনি সেই গুণগণ। গান করি পূর্ব্ব কথা কহেন তখন ॥ বিষজলে রক্ষা কৈলে বাত বৃষ্টি হৈতে। দাবানলে রক্ষা কৈলে আর নানা ভীতে ॥ ইহা কহি সর্ব্ব পথ করে নিরীক্ষণে। গোবিন্দের স্ফূর্ত্তি কথা কহে সখীগণে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বোপপ্লবশমনৈকবদ্ধদীক্ষং
বিশ্বাসস্তবকিতচেতসাং জনানাং।

অথ স্ফূর্ত্তিসাক্ষাৎকারয়ো র্ভ্রমঃ পঞ্চভিঃ। তত্রাতিনৈরাশ্যেন পুন র্মূর্চ্ছন্ত্যা অয়ি সখি কারুণিকেন তেন কতি বিপদ্গণান্ন রক্ষিতাঃ স্মঃ। তদধুনাপ্য-কস্মাৎ কেনাপি পথাগত্য নঃ সুখয়িষ্যতীতি সখীবাক্যাদ্বিষজলাপ্যায়াদিতিবৎ-তদ্গানপূর্ব্বকং সর্ব্বতঃ পথোঽবলোক্য তত্র তত্র তৎস্ফূর্ত্ত্যা সখীঃ প্রতি কথয়ন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হে সখ্যঃ মুরারেঃ পরমসুন্দরস্য তস্য শৈশবং কৈশোরং তদ্বয়ঃসৌন্দর্য্যাদি পথি পথি পশ্যামঃ কুন্তাঃ প্রবিশন্তীতি ন্যায়াৎ। কিশোরং তমেবেত্যর্থঃ। কীদৃশং। প্রকর্ষেণ শ্যামাঃ প্রতিনবাঃ ক্ষণে ক্ষণে নূতনাশ্চ যে

চিরন্তন বিশ্বাসবশে স্তবকিত অর্থাৎ প্রফুল্লচেতা ভক্তবৃন্দের বিশ্বোপপ্লব অর্থাৎ সকল বিঘ্নের উপশম (শান্তি) বিষয়ে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে মুরারির কৈশোর-মাধুরী। পথে পথে নির-ক্ষিব সৌন্দর্য্য চাতুরী॥ প্রকর্ষে জলদ শ্যামরূপ মনোহর। ক্ষণে ক্ষণে নব নব কান্তি মনোহর॥ সে কান্তি কল্লোল যাতে সদাই কমল। তাহা নিরক্ষিব আমি এ সাধ অন্তর॥ তথা বিশ্ব উপদ্রব শান্তি করিবারে। ব্রজবাসী প্রতি যেহ ব্রতদীক্ষা ধরে॥ সব ব্রজবাসি জনে নিশ্চিন্ত যে করে। বিশ্বাস স্তবক যার আছয়ে অন্তরে॥ সেই ত করিবে রক্ষা এই ত নিশ্চয়। শুন শুন অহে সখি! মিথ্যা কভু নয়॥ তাহারে দেখিব আমি এই কুঞ্জপথে। আমার নয়ন মন সু-মঙ্গল যাতে॥ এইকালে কুঞ্জপথে আইসে যেন হরি। স্ফূর্ত্তি হৈল নব নব গোবিন্দমাধুরী॥ নিজনেত্রে আগে হেন

প্রশ্যাম-প্রতিনব-কান্তি-কন্দলার্দ্রং
পশ্যামঃ পথি পথি শৈশবং মুরারেঃ ॥ ৫৬ ॥
মৌলিশ্চন্দ্রকভূষণো মরকতস্তম্ভাভিরামং বপু-

কান্তিকন্দলাস্তৈরার্দ্রং তথা জনানাং স্বীয়ানাং ব্রজবাসিনাং সর্ব্বেষামেব কিমুত অস্মাকমেবেত্যর্থঃ। বিশ্বে সর্ব্বে যে উপপ্লবাস্তেষাং। স্বান্তর্দশায়াং। তস্যাঃ সঙ্গে তথা স্ফূর্ত্যৈব। বাহ্যে তু। মথুরানিকটমাগতস্য তস্য সর্ব্বত্র তৎ-স্ফূর্ত্ত্যা তথোক্তিঃ। তত্র প্রতিজ্ঞা তব গোবিন্দেত্যাদি বিশ্বাসযুক্তানাং জনানাং ভক্তানাং। তথা সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেত্যাদি তদ্দীক্ষা জ্ঞেয়া। অন্যৎ সমং ॥ ৫৬ ॥

অথ পুরঃ কুঞ্জবর্ত্তন্যামাগচ্ছন্তমিব তং দৃষ্ট্বা প্রতিপদং নব-নব-তন্মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্ত্যা

যে একমাত্র দীক্ষাগ্রাহী সেই শ্রীকৃষ্ণের অভিনব কান্তি দ্বারা কন্দলিত (অঙ্কুরিত) এবং আর্দ্রীভূত শৈশবকে আমি কি পথে পথে দেখিতে পাইব ? ॥ ৫৬ ॥

অতঃপর "শ্রীকৃষ্ণ যেন কুঞ্জপথে আমার অগ্রে আসিতে-ছেন" এই বোধে তদীয় নব নব মাধুর্য্য স্ফূর্ত্তিতে আশ্চর্য্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গোবিন্দ মানিয়া। পার্শ্বস্থ সখীরে কহে সে সব দেখিয়া ॥ লীলাশুক সেই ভাবে কহে সেই বাণী। বাহ্যদশাতেহো লীলাশুকের কাহিনী ॥ মথুরা নিকটে যাইতে স্ফূর্ত্তি সব ঠাই। সাক্ষাৎ কৃষ্ণের যেন দরশন পাই ॥ সঙ্গী বৈষ্ণবেরে পুছে ঐছে রীত করি। অন্তর্দ্দশাতেঁহ রহে সখীবেশ ধরি ॥ ৫৬ ॥

অহে সখি ! কিশোর শেখর দুই জন। দুই কুঞ্জ পথে কেবা একই বরণ ॥ মন্দ মন্দ চলি আইসে বিলাস গমন।

বক্ত্রং চিত্রবিমুগ্ধহাসমধুরং বালে বিলোলে দৃশৌ।
বাচঃ শৈশবশীতলা মদগজশ্লাঘ্যা বিলাসস্থিতি-

অদৃষ্টপূর্ব্বমিব তং মত্বা পার্শ্বস্থাং সখীং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ মৌলিরিতি। অয়ে বালে মিথোরহসি এক এবেত্যর্থঃ। কএষ মন্দং মন্দং বীথীং কুঞ্জবীথীং গাহতে বিলাসগত্যাক্রম্য গচ্ছতীত্যর্থঃ। যস্য মৌলিঃ শিরোমুকুটং বা চন্দ্রকৈ-ভূর্ষণং যস্য তথা বপুর্ম্মরকতস্তম্ভাদপ্যভিরামং। বক্ত্রং চিত্রো বিমুগ্ধশ্চ যো হাসস্তেন মধুরং। দৃশৌ বিলোচনে বাচঃ শৈশবেন কৈশোরেণ শীতলাঃ। তথা গত্যবলোকনকরচালনাদিবিলাসস্থিতি র্মদগজৈরপি শ্লাঘ্যা। পুনঃ কীদৃশী। মথুরা পশ্যতাং। মনোমথ্নাতীতি মথুরা। ঔণাদিক উরচ্ প্রত্যয়াৎ। তথা সর্ব্বপদানাং লিঙ্গব্যত্যয়েন বিশেষণমিদং। মৌলি র্মধুরবক্ত্রং মধুরমিত্যাদি। স্বান্তর্দশায়াং। তথা স্ফূর্ত্তৌ পার্শ্বস্থসখীং প্রত্যুক্তিঃ। বাহেতু মথুরাং প্রবিষ্টস্তথা স্ফূর্ত্ত্যাহ। অয়ে ইত্যাকাশে সম্বোধনং। ক এষ মথুরাবীথীং

বোধ করত সখীগণকে শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন॥

আহা! যাঁহার মস্তক ময়ূরপিচ্ছ ভূষিত, শরীর মরকত (নীলকান্তমণি) স্তম্ভের ন্যায় অভিরাম (মনোজ্ঞ), মুখ সুন্দর চিত্রিত এবং মনোহর হাস্যে মধুর, লোচনদ্বয় চঞ্চল, বাক্য সকল কৈশোর হেতু সুশীতল এবং যাহার বিলাস স্থিতি মদমত্ত গজরাজের ন্যায়, সেই এই কোন পুরুষ মথু-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যার শিরে চন্দ্রক ভূষণ সুমোহন॥ অঙ্গ মরকত স্তম্ভ হৈতে অভিরাম। চিত্রমুখে মন্দ হাস্য মাধুরী সুঠাম॥ কৈশোর বয়স বাণী পরম শীতল। মৃদুহস্ত চালন গতি স্থিতি মনোহর॥ মদগজ গতি শ্লাঘ্যা করয়ে সঘন। মল্লকে মথন করে এইত

মন্দং মন্দময়ে কএষ মথুরাবীথীং মিথো গাহতে ॥ ৫৭ ॥
পাদৌ বাদবিনির্জ্জিতাম্বুজবনৌ পদ্মালয়ালম্বিতৌ
পাণী বেণুবিনোদনপ্রণয়িনৌ পর্য্যাপ্তশিল্পশ্রিয়ৌ।

গাহতে। যস্য দৃশৌ বালে স্মরমদালসে বিলোচনে চ। অন্যৎ সমং ॥ ৫৭ ॥

পুনস্তদতিশয়স্ফূর্ত্ত্যা সসংশয়ং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ পাদৌ বাদে- ইত্যাদি। অহো এতৎ পুরো দৃশ্যমানং মহঃ কান্তিপুঞ্জং কিং বালং কিশোরং তদাকারমিত্যর্থঃ। যতোঽস্য পাদৌ বাদেন বিনির্জ্জিতানি অম্বুজবনানি যাভ্যাং তাদৃশৌ। অতঃ পদ্মালয়জাতানি ত্যক্ত্বা লম্বিতাবাশ্রিতৌ তথাস্য পাণী বেণুবিনোদনে যঃ প্রণয়স্তদ্যুক্তৌ। তথা পর্য্যাপ্তা শিল্পশ্রীর্যত্র যাভ্যাং বা তৌ। তথাস্য বাহূ চ মাধুর্য্যধারাং কিরত ইতি তৎকিরৌ। অতো মৃগদৃশাং

রার পথে মন্দ মন্দ ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

পুনশ্চ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় মাধুর্য্য-স্ফূর্ত্তিতে প্রলাপকা- রিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

অহো এই বালকরূপি তেজোরাশির কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। দেখ পাদপদ্মদ্বয় বাদ (বিতণ্ডা) দ্বারা পদ্মবনকে জয় করিয়াছে,হস্তদ্বয় পদ্মালয়া লক্ষ্মীদেবীর আশ্রিত ও বেণু-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কারণ ॥ পুনঃ তাতে হৈতে হৈল অতিশয় স্ফূর্ত্তি। সংশয় প্রলাপ কহে মহাবাণী আর্ত্তি ॥ ৫৭ ॥

সখি! হে, আগে কি এ সে কিশোর শ্যাম। মহাকান্তি পুঞ্জঘটা যার দৃশ্যমান ॥ চরণকমলদ্বায় শোভা মনোহর। বাদে নিজে পদ্মবন শোভা এ সকল ॥ লক্ষ্মী অবলম্ব করে তাহা তেয়াগিয়া। বেণু অবলম্ব কৈল প্রণয় লাগিয়া ॥ পর্য্যাপ্তি শিল্প শোভা যেই দুই করে। তাহাতে ধরিয়া

বাহূ দোহদভাজনং মৃগদৃশাং মাধুর্য্যধারাকিরৌ
বক্তুং বাগ্বিষয়াভিলঙ্ঘিতমহো বালং কিমেতন্মহঃ ॥৫৮॥
এতন্নাম বিভূষণং বহুমতং বেশায় শেষৈরলং

দোহদস্য সর্ব্বাভীষ্টস্য ভাজনং পাত্রং যৌ তথাস্য বক্তুং বাগ্বিষয়মভিলঙ্ঘয়তি যত্তদনির্ব্বচনীয়মিত্যর্থঃ। যদ্বা। নির্ব্বিশেষমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যাহ। এতন্মহঃ কিং কীদৃশং মনোনেত্রহারকত্বাদাশ্চার্য্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চিদ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা কন্দর্পোদয়াদাহ। অহো বালং কিশোর মেতৎ। সম্যগ্বিশেষস্ফূর্ত্ত্যা মাধুর্য্যোদয়াদাহ। অস্য পাদৌ তত্রাপি বাদেতি পূর্ব্ববৎ। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৫৮ ॥

পুনরতিবিশেষেণ তন্মুখমাধুর্য্যস্ফূর্ত্ত্যা প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। এতদ্বক্তুং

বিনোদন অর্থাৎ বেণুবাদ্যবিষয়ে প্রণয়ী এবং নিখিল শিল্পবিষয়ে প্রবীণ, বাহুদণ্ড দুইটী ব্রজাঙ্গণাগণের অভিলাষের আবাসভূমি ও মাধুর্য্যধারা স্বরূপ, তথা বদন বাক্য পথের অগোচর অর্থাৎ বর্ণনাতীত ॥ ৫৮ ॥

পুনশ্চ রতিবিশেষে শ্রীকৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় প্রলাপকারিণী শ্রীরাধার বাক্য গ্রন্থকার বর্ণন করিতেছেন ॥

কিশোরাকৃতি তেজঃপুঞ্জের যাহা এই বিভূষণ বর্ণিত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আছে বেণু মনোহরে ॥ তথা বাহুদ্বয় হয় শোভা মনোহর। ক্ষরয়ে মাধুর্য্য-ধারা যাতে নিরন্তর ॥ এই ত কারণে বাহু মৃগদৃশাগণে। সর্ব্বাভীষ্ট পাত্র হয় অতি মনোরমে ॥ তথা মুখপদ্ম শোভা অতিবিলক্ষণ। বাক্যের গোচর নহে ঐছে মনোরম ॥ কহিতেই পুনঃ তাহা অত্যন্ত বিশেষ। সে মুখ মাধুরী-স্ফূর্ত্তি হইল অশেষ ॥ তাহাতে প্রলাপ করি কহিতে লাগিলা। সেই বাক্য লীলাশুক তাহা প্রকাশিলা ॥ ৫৮ ॥

সখি! হে, এই লাগি গোবিন্দবদন। নানাবর্ণ-মণিগণে

বক্ত্রং দ্বিত্রিবিশেষকান্তিলহরীবিন্যাসধন্যাধরং।
শিল্পৈরল্পধিয়ামগম্যবিভবৈঃ শৃঙ্গারভঙ্গীময়ং

নাম প্রাকাশ্যে। বেশায় মহুমতং বিভূষণং। শেষৈ র্নানামণিময়ৈরলং পর্য্যাপ্তং। নম্থ নানামণীনাং বর্ণশাবল্যাৎ শোভাবিশেষঃ স্যাত্তত্রাহ। দ্বৌ বা ত্রয়ো বা বিশেষা যস্যাং তাদৃশী যা কান্তিলহরী তস্যা বিন্যাসেন ধন্যোঽধরো যস্মিন্। স্মিতাধরগণ্ডাদেঃ শৌক্ল্যারুণশ্যামতা ইতি বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। পুনর্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাৎ জ্যোতিঃপুঞ্জত্বেন স্ফূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গাবয়বমনুভূয় তেষাঞ্চ ভূষণত্বেনানুভবাৎ সাশ্চর্য্যমাহ। ইদং মহঃকান্তিপূরশ্চিত্রং সাবয়বত্বাৎ। পুনস্তৎসৌষ্ঠবস্ফূর্ত্ত্যা অত্যাশ্চর্য্যমাহ। কস্যচিদপূর্ব্ববিধেঃ শিল্পৈরেব যাঃ শৃঙ্গারভঙ্গ্যো

হইল তাহাই যথেষ্ট, কারণ যে বেশের অনন্তদেবও অন্ত করিতে অক্ষম, কেবল বদন দুই তিনটী বিশেষ কান্তিলহরী বিন্যাসে ধন্যতম অধর সুশোভিত, অল্পবুদ্ধি জনসকল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহুমত বিভূষণে, বেশ লাগে পর্য্যাপ্ত মোহন ॥ ধ্রু ॥

দুই তিন মণিকান্তি,লহরী বিশেষ ভাতি, ধন্যাধর শোভা যাতে হয়। স্মিতাধর গণ্ডদ্বয়, শুক্লারুণ শ্যামময়, এই মণি কান্তি যে নিন্দয় ॥

পুনঃ মাধুর্য্যানুভবে, কহিতে লাগিলা তবে, সর্ব্ব-অঙ্গে জ্যোতিঃপুঞ্জ স্ফুরে। কিবা কান্তিপুর এই, চিত্ত অবয়ব ময়ী, আশ্চর্য্য লাগয়ে মোর পুরে ॥

পুনঃ তার সৌষ্ঠব, দেখিয়ে কহয়ে সব, অত্যাশ্চর্য্য হইল যে মনে। অপূর্ব্ব বিধাতা শিল্প, শৃঙ্গার ভঙ্গীর কল্প, ভূষণ ভঙ্গীর চিত্র সনে ॥

তাতে হৈতে অতিশয়, স্ফূর্ত্তি আবির্ভাব হয়, এই চিত্র

চিত্রং চিত্রমহো বিচিত্রমহহো চিত্রং বিচিত্রং মহঃ ॥৫৯

অগ্রে সমগ্রয়তি কামপি কেলিলক্ষ্মী-

ভূষণভঙ্গ্যন্তন্ময়ীং। অহো বিচিত্রমিদং। ততোঽপ্যতিশয়স্ফূর্ত্ত্যাহ। অহো ইদং চিত্রং বিচিত্রং মহঃ কীদৃশৈ স্তৈঃ। অল্পধিয়ামেতদ্বিধাদীনাম-গম্যবিভবো যেষাং তৈঃ। সন্নকণ্ঠত্বাৎ অহো ইতি বক্তব্যে অহো ইত্যুক্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমং ॥ ৫৯ ॥

ততঃ সাক্ষাৎ তং মত্বা স্বভাগ্যাতিশয়মননাৎ কিমিদং সত্যমিতি স-বিচারং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। অগ্রে মম পুরঃ কামপি কেলিলক্ষ্মীং সমগ্র-

যাহার বৈভব জানিতে সমর্থ হয় না, তাদৃশ শিল্প সমূহ দ্বারা শৃঙ্গারভঙ্গী অর্থাৎ ভূষণ ভঙ্গিমা সুতরাং চিত্র চিত্র মহাচিত্র এবং বিচিত্র ও মহাবিচিত্র ॥ ৫৯ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার বোধ করত আপনার ভাগ্যাতিশয় মানিয়া "এ কি ?" এই বলিয়া সবিচার প্রলাপ-কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অনুবাদপূর্ব্বিক কহিলেন ॥

আমার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্ব্বচনীয় কেলি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিচিত্র মাধুরী। অল্প-বুদ্ধি-বিধি-আদি, অগম্য বৈভব সাধি, হেন চিত্র মাধুর্য্যের ধুরি ॥

এতেক কহিতে রাই, সাক্ষাৎ মানয়ে তাই, সৌভাগ্যা-তিশয় মনে করি। কিবা এই সত্য হয়, সুবিচারে প্রলপয়, লীলাশুক কহে শ্লোক পড়ি ॥ ৫৯ ॥

মোর আগে কোন কেলি শোভা বিলসয়। ইহা কহি পার্শ্ব পৃষ্ঠে নিরখি কহয় ॥ অন্য দিগ্ গণেহ দেখিয়ে সেই শোভা। এক দিকে কেনে সর্ব্বত্রয় মনোলোভা ॥ এত

মন্যাসু দিক্ষ্বপি বিলোচনমেব সাক্ষি।
হা হন্ত হস্তপথদূরমহো কিমেত-

রতি সম্যক্ করোতি। অতঃ সত্যমেব পুনঃ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চালোক্যাহ। অন্যাসু দিক্ষ্বপি তথা তদেকঃ কথং সর্ব্বত্র ভবত্বিতি সংশয্য সপ্রত্যয়মাহ। বিলোচনমেব সাক্ষি প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে কথমন্যথা স্যাৎ ভবতু স্পৃষ্ট্বা নির্ধা-রয়ামীতি বাহু প্রসার্য্য তত্র তত্র গত্বা ততোঽপি দূরে তমালোক্য সবিষাদ-মাহ। হা হন্ত হস্তপথদূরং হস্তপথাদ্দূরে এতদিতি সবিতর্কমাহ। অহো কিমে-তৎ ক্ষণং বিমৃষ্য সনির্ণয়দৈন্যমাহ। অম্ব ইত্যাকাশে বিষাদসম্বোধনং।

লক্ষ্মীকে সম্যক্ রূপে প্রকটিত করিতেছেন, তৎপরে দেখিলেন সত্যই বটে, পুনর্ব্বার পার্শ্ব ও পশ্চাদ্দেশে দেখিয়া অন্যান্যদিকেও যে, সেই শোভাই দেখিতেছি। যদি বল এক বস্তু সর্ব্বত্র কি রূপে সম্ভবিতে পারে, এই বলিয়া মনোমধ্যে সংশয় হওয়ায় প্রত্যয়ের সহিত কহি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহি সংশয় মনেতে উপজিল। সপ্রশ্রয় রূপে কিছু কহিতে লাগিল॥ বিলোচন সাক্ষী মোর সর্ব্বত্র দেখিয়ে। এই সত্য হয় ইহা অন্যথা না হয়ে॥ হস্তে করে পরশিয়া করিয়ে নির্দ্ধার। কহি বাহু প্রসারিয়া যায় ধরিবার॥ যত যায় তত তত দূরে দেখে তারে। তা দেখি বিষাদ করি কহে বারে বারে॥ হায় হস্তপথ-দূরে হাতে নাহি পাই। নয়নে দেখিয়ে ঐছে কভু দেখি নাই॥ এতেক বিতর্ক করি কহে বিমর্ষিয়া। কি আশ্চর্য্য হয় এই মন মোহনিয়া॥ আকাশ চাহিয়া কহে পুনঃ ওই হয়। কিশোর হইল মোর ত্রিভুবনময়॥ এইরূপে গোবিন্দের লাগ না পাইয়া।

দাশা কিশোরময়মদ্য জগত্রয়ং মে ॥ ৬০ ॥
চিকুরং বহলং বিরলং ভ্রমরং
মৃদুলং বচনং বিপুলং নয়নং।

আশা কিশোরময়ং জগত্রয়ং মে জাতং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬০ ॥
অথ তদলাভান্মথুরাবীথ্যাং পতিতঃ পুনস্তস্যাঃ ভূমৌ নিপত্য মূর্চ্ছন্ত্যাঃ

লেন, আমার লোচন এই বিষয়ে সাক্ষী, ইহা কি প্রকারে অন্যথা হইবে। যাহা হউক আমি স্পর্শ করিয়া নির্দ্ধারণ করি এই বলিয়া বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া দেখিলেন সে স্থান হইতে আরও দূরে গমন করিয়াছেন. তখন সবিষাদে কহিলেন। হা কষ্ট! হা কষ্ট! ইনি যে হস্ত পথের দূরবর্ত্তী হইলেন, এই বলিয়া সবিতর্কে কহিলেন "অহো একি! এই বলিয়া ক্ষণকাল বিচারপূর্ব্বক দৈন্য সহকারে কহিলেন "ওমা! আমি যে সকলদিকেই ত্রিজগৎকে কিশোরময় দেখিতেছি ॥ ৬০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের অলাভ হেতু মথুরার বীথীতে পতিত হইয়া পুনর্ব্বার মথুরার ভূমিতে পতিত হওত মূর্চ্ছিত হইলে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পড়িলা কামিনী তথা অচেতন হৈয়া ॥ সখী কহে "এখনি মাধুর্য্যগণ তার। নয়নে দেখহ যাতে শোভা মনোহর" ॥. ইহা শুনি চেতন পাইলা সুধামুখী। কুঞ্জলীলা অন্ত সেবা না পাইয়া দুঃখী ॥ দুই নেত্র মুদি কহে প্রলাপ বচন। মথুরার পথে পড়ি লীলাশুকের মন ॥ ৬০ ॥

সখি! হে, কবে দুঃখহরণ প্রভুর। স্নিগ্ধঘনচূড়া হেন

অধরং মধুরং বদনং মধুরং

অধুনৈবাগতস্য তত্তন্মাধুর্য্যমনুভবিষ্যসীতি সখীভিঃ প্রবোধিতায়াঃ নেত্রে নিমীল্যৈব কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তস্য স্বেষ্টতত্তৎসেবাদ্যপ্রাপ্তিস্ফূর্ত্ত্যা তাঃ প্রতি প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ চিকুরমিত্যাদি। হ ভোঃ সখ্যঃ বিভোরেতদ্দুঃখহরণসমর্থস্য চিকুরং কদা চূড়াত্বেন বধ্নামীতি শেষঃ। এবমগ্রেঽপি কীদৃশং বহুলং স্নিগ্ধনিবিড়ং। তথা ভ্রমরং ললাটালকং কদা উন্নচ্ছামি। কীদৃশং বিরলং অলিপঙ্ক্তিবৎ পৃথক্ পৃথক্ স্থিতং। মৃদুলং বচনং কদা শ্রোষ্যামি

এখনি আগমন করিবেন আপনি তাঁহার সেই মাধুর্য্য অনুভব করিবেন, নিজের সখীগণ কর্ত্তৃক এইরূপ প্রবোধিত হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলন করত কুঞ্জে লীলাবসান সময়ে তাঁহার স্বীয় ইষ্ট স্ফূর্ত্তিদ্বারা সখীর প্রতি প্রলাপকারিণীর বাক্য অনুবাদপূর্ব্বক কহিলেন॥

হে সখীগণ! যাঁহার কেশপাশ বিরল ভ্রমরমালার তুল্য, বচন মৃদু, নয়ন বিপুল, অধর মধুর, বদন মধুর ও চরিত্র

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বান্ধিব চিকুর॥ অলকালি শোভা ভালি বিরল বিরল। কবে ভৃঙ্গপঙ্‌ক্তি বন্ধ করিব সোসর॥ কবে সেই মৃদু মৃদু বাণী মনোহর। শুনি শুনি জুড়াইব কর্ণের অন্তর॥ বিপুল নয়ন কবে দেখিব নয়নে। কবে পাব অধর মধুরামৃত পানে॥ কবে সে বদনচন্দ্র করিব চুম্বন। চপল চরিত কবে অনুভাবি মন॥ এইরূপে গাঢ় আর্ত্তে অতিলজ্জাচয়ে। বাক্যের সমাপ্তি নাহি এলা মিলা কহে॥ ক্ষণে উঠে বৃন্দাবনে যাইবার কালে। মূর্চ্ছা পাঞা পড়ে ধনী পুন সেই স্থলে॥

চপলং চরিতঞ্চ কদা নু বিভোঃ॥ ৬১॥

পরিপালয়নঃ কৃপালত্রত্য সকৃজ্জল্পিতমার্ত্তবান্ধবঃ।

বিপুলং নয়নং কদা দ্রক্ষ্যামি মধুরমধুরং কদা পশ্যামি মধুরং বদনং কদা চুম্বিষ্যামি চপলং চরিতং কদা নু ভবিষ্যামি গাঢ়ার্ত্ত্যা লজ্জয়া চ রাগসমাপ্তিঃ। দশাদ্বয়ে সুগমং॥ ৬১॥

ততঃ ক্ষণাদুত্থায় বৃন্দাবনং গচ্ছন্। এতদ্বদন্ত্যাং তস্যাং মূর্চ্ছিতায়াং তৎসখীনাং অন্যোন্যপ্রলপিতস্ফূর্ত্ত্যা তদনুবদন্নাহ দ্বাভ্যাং। নু ভোঃ সখ্যঃ হে কৃপালো এত্য নোঽস্মান্ পরিপালয় ইত্যস্মাকং বহুজল্পিতানাং মধ্যে সকৃজ্জল্পিতমপি বিভুঃ সর্ব্বরক্ষাসমর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণঃ মুরলীমৃদুলস্বনস্যান্তরে মধ্যে কদা

চঞ্চল, সেই বিভু শ্রীকৃষ্ণের এই সমুদায় কবে দর্শন করিব?॥ ৬১॥

অনন্তর তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করিতেছেন এমন সময়, সেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহার সখীগণ যেন প্রলাপ করিতেছেন, এই স্ফূর্ত্তিতে দুই শ্লোকে কহিলেন॥

সখীগণ "হে কৃপালো! তুমি আগমন করিয়া অমাদের সকলকে রক্ষা কর। আমাদের এইরূপ বহু

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা দেখি সখীগণ অন্যে অন্যে কহে। এই ত প্রলাপ স্ফূর্ত্তি লীলাশুকে হয়ে॥ ৬১॥

সখীগণ কৃপালয় কেবল মুরারি। আমা সবাকারে দেখা দিবে কৃপা করি॥ অনেক জল্পয়ে যেবা তাহারেই দিবে তার মধ্যে অল্প যে জল্পয়ে তারে দিবে॥ মুরলী গানের মধ্যে যেই সুখসিন্ধু। কবে কর্ণে প্রবেশিবে তার একু

মুরলীমৃদুলস্বনান্তরে বিভুরাকর্ণয়িতা কদা নু নঃ ॥ ৬২ ॥
কদা নু কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং
কৈশোরগন্ধিঃ করুণাম্বুধি র্নঃ।

আকর্ণয়িতা শ্রোষ্যতি। তত্র হেতুঃ। আর্ত্তেতি কৃপালয়েত্যসকৃদিতি পাঠে। হে কৃপালয় ইতি সকৃজ্জল্পিতং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং॥ ৬২ ॥

নমু স্বজনবিপন্তরমসহিষ্ণুঃ কৃপালুরয়ং শ্রীকৃষ্ণ এত্য নঃ পালয়িষ্যতীতি কস্যাশ্চিদ্বাক্যাং সদৈন্যং প্রলপন্তীনাং বচোঽনুবদন্নাহ। স করুণাম্বুধিঃ কদা নু কস্মিন্ ক্ষণে ইতোপ্যধিকায়াং কস্যাং নু বিপদ্দশায়াং বিপুলায়তাভ্যাং

জল্পনার মধ্যে একটী জল্পনাও সর্ব্বরক্ষা সমর্থ আর্ত্তবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মুরলীর কোমল শব্দের মধ্যে কবে শ্রবণ করিবেন ॥ ৬২ ॥

অহে! স্বজনদিগের বিপৎ সমূহ অসহিষ্ণু কৃপালু এই শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া আমাদিগকে পালন করিবেন এই বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

কোন্ সময়ে কোন বিপদ্দশায় কৈশোরগন্ধি অর্থাৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিন্দু॥ কবে মূর্চ্ছাগত সখী পাইবে চেতন। কৃপাসিন্ধু তুমি কহি এই সে কারণ॥ সুজন বিপত্তিভর অসহিষ্ণু হরি। এ লাগি কৃপালু নাম আছে ক্ষিতি-ভরি॥ নিজ কৃপালুতা নাম পালন করিতে। অবশ্য রাখিবে সখী এই বিপদেতে॥ ঐছে বাক্য কোন সখী কহে প্রলাপিয়া। লীলাশুক সেই শ্লোক পঢ়ে আর্ত্ত হৈয়া॥ ৬২ ॥

সখি! হে, কবে শ্যামসুন্দরশেখর। এই বিপত্যের কালে হৈয়া কৃপাধর॥ বিপুল আয়ত নেত্র গোচর বিষয়ী।

বিলোচনাভ্যাং বিপুলায়তাভ্যা-
মালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি ॥ ৬৩ ॥
মধুরমধুরবিম্বে মঞ্জুলং মন্দহাসে

বিলোচনাভ্যামালোকয়িষ্যন্ বিষয়ীকরোতি স্বগোচরীকরিষ্যতি। ইতোঽপি বিপৎসম্ভবেন্নাম। কীদৃক্। কৈশোগন্ধিঃ। স্বল্পার্থে ইচ্ সমাসান্তঃ। নবকৈশোর ইত্যর্থঃ দশাদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৩ ॥

অথোন্মত্তেবোত্থায় উপবিশ্য নেত্রে নিমিল্যৈব সখীঃ প্রতি সোৎকণ্ঠং পৃচ্ছন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। হু ভোঃ সখ্যস্তং মরকতমণিনীলং বালং কিশোরং

নবকৈশোর করুণাম্বুধি শ্রীকৃষ্ণ বিপুল ও আয়ত লোচনযুগল দ্বারা কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করত নেত্রপথের কি পথিক করিবেন ? ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া উপবেশনপূর্ব্বক শ্রীরাধা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়াই সখীগণের প্রতি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহার বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

হে সখীগণ ! যাহার অধরবিম্ব অতি মধুর ও মন্দ-হাস্য মনোহর, যিনি মুরলীতে শীতল অমৃত তুল্য শব্দ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কবে সে করিবে অতি দয়া উপজায়ি ॥ কৈশোর সুগন্ধ যেই সেই সর্ব্বক্ষণ। কৃপাতে করিবে কবে ইহা দরশন ॥ তাহা শুনি উঠে রাই নয়ন মুদিয়া। সখী প্রতি কহে রাই উৎকণ্ঠিতা হৈয়া ॥ ৬৩ ॥

সখি হে মরকতমণি নীলকাঁতি। কৈশোর শেখরবর, মৃগদৃশাঁ তপাহর, কবে নিরখিব সে মুরতি ॥ ধ্রু ॥

শিশিরমমৃতনাদে শীতলং দৃষ্টিপাতে।
বিপুলমরুণনেত্রে বিশ্রুতং বেণুনাদে

আলোকয়ে কদা ব্রজ্যাগীত্যর্থঃ। কীদৃশং অধরবিম্বে মধুরং মন্দহাসে মঞ্জুলং অমৃতনাদে শিশিরং। দৃষ্টিপাতে শীতলং অরুণনেত্রে বিপুলং বেণুনাদে

করেন, যাহার দৃষ্টিপাতে ত্রিজগৎ শীতল হয়, যিনি বিপুল ও অরুণবর্ণ নেত্রশালী তথা বেণুবাদ্য বিষয়ে বিখ্যাত এবং যিনি মরকত অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণির তুল্য

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

বান্ধুলী সুরঙ্গ জিনি, মধুর অধর বাণী, মৃদু নব পল্লব জিনিয়া। সদাই প্রফুল্ল অতি, যাহাতে মোহয়ে মতি, কবে নেত্র জুড়াবে দেখিয়া॥ তাতে মন্দ মন্দ হাসি, উগরে অমৃত রাশি তার মঞ্জু শোভা বিলক্ষণ। সদাই অধর তাতে, স্নান করে অবিরতে, তা দেখি জুড়াব কবে মন॥

তাহাতে অমৃত বাণী, কর্ণ মন রসায়নী, অতিস্নিগ্ধ সুমাধুরীময়। তাতে পরিহাসভঙ্গী, তরুণীর প্রাণসঙ্গী, কবে তা শুনিব কর্ণদ্বয়॥

লোচন চাহনি তাতে, কত প্রেমময় যাতে, অতি সুললিত সদা যেই। বঙ্কিম চাহনি আর, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তার, কবে আঁখি দেখিব সদাই॥

তাহাতে অরুণ আঁখি, বিপুল আয়ত সাক্ষী, তাতে ঘন পক্ষের সুষমা। যাহা দেখি মাতে নারী, কে কহিবে সে মাধুরী, কবে সে দেখিব মনোরমা॥

তাতে বেণু গান সুধা, যে করে অমৃত মুধা, ব্রজনারী

মরকতমণিনীলং বালমালোকয়ে নু ॥ ৬৪ ॥
মাধুর্য্যাদপি মধুরং মন্মথতাতস্য কিমপি কৈশোরং।

বিশ্রুতং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৪ ॥

অথোত্থায় ইতস্ততোধাবন্ত্যাঃ সখীভিরঞ্চলে গৃহীত্বা সখি কিমিত্যুন্মত্তাসি-ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি প্রবোধিতায়াঃ সধৈর্য্যমিব বচোঽমুবদন্নাহ।, মন্মথতাতস্য মনোমথ্নাতীতি মন্মথো দুঃখদঃ কামস্তং জনয়তীতি মন্মথজনকস্তস্যেতি বক্তব্যে ভাববৈভবশ্যাৎ সমানপর্য্যায়ত্বাচ্চ তত্তাতস্যেত্যুক্তিঃ। তস্য কৃষ্ণস্য কিমপ্য-নির্বচনীয়ং কৈশোরং চেতোহরতি হন্ত খেদে কিং কুর্ম্মঃ। তত্র হেতুমাহ।

শ্যামাঙ্গ সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে কবে দর্শন করিব ? ॥ ৬৪॥

অনন্তর উত্থিত হইয়া শ্রীরাধা ইতস্ততঃ ধাবমান হই তেছিলেন সখীগণ তাঁহার অঞ্চলে ধারণ করিয়া কহিলেন সখি ! তুমি কি উন্মত্তা হইয়াছ, ? ধৈর্য্য ধারণ কর, সখী-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চিত্ত যেই হরে। সে বেণু শুনিব কবে, হেন নাকি দিন হবে, ডুবাইব শ্রবণ অন্তরে ॥

এতেক কহিতে রাই, অন্তরে সুয়াস্থ নাই, উন্মাদ বাড়িল অতিশয়। উঠিয়া ধাইয়া যায়, সদা কহে হায় হায়, সখী-গণ ধরিয়া রাখয় ॥

তারা. কহে শুন সখী, উন্মাদ বাড়াও নাকি, ধৈর্য্য অব-লম্ব কর তুমি। শুনি প্রিয়সখী-বোল, ছাড়ি অতি উত্ত-রোল, ধৈর্য্য প্রায় কহে কিছু বাণী ॥ ৬৪ ॥

সখি হে গোবিন্দের কৈশোর বয়স। অনির্ব্বাচ্য মন্ম-থন, মন্মথ বিলক্ষণ, হরে চিত্ত কি করিমু শেষ ॥ ধ্রু ॥

চাপল্যাদতিচপলং চেতোবতহরতি হন্ত কিং কূর্ম্মঃ ॥৬৫

কীদৃশং মাধুর্য্যাৎ তদ্রূপধর্ম্মাদপি মধুরং লক্ষণয়াতিমধুরমিত্যর্থঃ। ননু মুগ্ধে কস্যাশ্চেতো ন হরতি কান্যা ত্বমিবোন্মাদ্যতি। তত্রাহ কীদৃশং চেতঃ চাপল্যাত্তদ্রূপধর্ম্মাদপি চপলং তস্যৈব দোষ ইত্যর্থঃ। যদ্বা তস্য কৃষ্ণস্য মন্মথকৈশোরং ব্যাপ্য মনো হরতীত্যন্বয়ঃ। কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগ ইতি দ্বিতীয়া। কিম্বা কৈশোরং কীদৃশং মন্মথতা তৎস্বরূপং। স্বাস্থ্যদর্শায়াং সমান সখীঃ প্রত্যুক্তিঃ। বাহ্যে সঙ্গিজনান্ প্রতি ॥ ৬৫ ॥

দিগের এই বাক্যে প্রবোধিতা শ্রীরাধার সধৈর্য্যের ন্যায় বাক্যের অনুবাদ করত কহিলেন ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য হইতেও মধুর কোন এক অনির্ব্বচনীয় মন্মথতা এবং কৈশোর তথা চাপল্য অপেক্ষাও চপল, এই সকল আমার চিত্তকে হরণ করিতেছে হায়! এখন আমি কি করিব? ॥ ৬৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুনহ কারণ তার, মাধুর্য্যে মাধুর্য্য সার, প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ। চঞ্চল হইতে অতি, চঞ্চল করায় মতি, তাতে নারি ধৈর্য্য করিবার ॥

যদি বোল মুগ্ধা তুমি, শুন যে কহিয়ে আমি, কার চিত্ত না হরয়ে সে। তুয়া হেন উনমত্তা, না দেখি শুনিয়ে কোথা, পরধনে লোভ কর বশে ॥

তবে তাহা শুন কহি, মোর কিছু দোষ নাহি, চিত্তের নাহিক দোষ লেশ। চাপল্য কৈশোর ধর্ম্ম, চাপল্য তাহার কর্ম্ম, চাপল্যতা করে চিত্তদেশ ॥

সখী কহে ভাল হৈল, ক্ষণেক ধৈর্য্যতা কর, এখনি দেখিহ

বক্ষঃস্থলে চ বিপুলং নয়নোৎপলে চ
মন্দস্মিতে চ মৃদুলং মদজল্পিতে চ।

নন্বধুনৈব তং দ্রক্ষ্যসি ক্ষণং ধৈর্য্যং কুর্ব্বিতি পুনস্তাভিঃ প্রবোধিতায়াঃ

অহে! তুমি এখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, ক্ষণ-কাল ধীর হও, এই বলিয়া পুনর্ব্বার সখীদিগের কর্ত্তৃক প্রবো-ধিত শ্রীরাধার সলালস বাক্য অনুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন,—

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তারে তুমি। সখীর প্রবোধ পাঞা, লালসা বাঢ়িল হিয়া, তাতে কহে অতিমিষ্ট বাণী ॥ ৬৫ ॥

সখি! হে, কৃষ্ণ নবকিশোরশেখর। সুবিলাস মহানিধি, রসে নিরমিল বিধি, কবে দেখি জুড়াব অন্তর ॥ ধ্রু ॥

বক্ষঃস্থল পরিসর, দর্পণ স্বচ্ছটাধর, তরুণীর হিয়া লোভে যাতে। সুশীতল সুকোমল, অনঙ্গের তাপ হর, কবে আমি আলিঙ্গিব তাতে ॥

তৈছে নীলোৎপলদ্বয়, পরম বিদীর্ণময়, অতিদীর্ঘ অতি সুচাপল। কমল উপরে যেন, নাচে খঞ্জরীট হেন, কবে শোভা দেখিব তরল ॥

তৈছে মৃদুমন্দ হাস, পুষ্পগুচ্ছ পরকাশ, সদাই প্রসন্ন মুখচন্দ্র। কবে নিরখিয়া আমি, জুড়াইব দুনয়ানি, কবে আঁখি ভাঙ্গিবেক অন্ধ ॥

বচনে মৃদুতা হেন, অমৃত উগরে যেন, অর্দ্ধ বাণী শ্রবণে পশিলে। কুল ছাড়ে কুলবতী, সদা হয় উনমতি, কবে তা শুনিব শ্রুতিমূলে ॥

বিম্বাধরে চ মধুরং মুরলীরবে চ
বালং বিলাসনিধিমাকলয়ে কদা নু ॥ ৬৬ ॥
আর্দ্রাবলোকিতধুরা পরিনদ্ধনেত্র-

সলালসং বচোঽনুবদন্নাহ। নু ভোঃ সখ্যস্তং বিলাসনিধিং তৎসমুদ্রং বালং নবকিশোরং কদা আলোকয়ে দ্রক্ষ্যামীত্যর্থঃ। কীদৃশং। বক্ষঃস্থলে চ নয়নোৎপলে চ বিপুলং বিস্তীর্ণং॥ মন্দস্মিতে চ মদজল্পিতে চ মৃদুলং। বিম্বাধরে চ মুরলীরবে চ মধুরং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৬ ॥

অথাতিদৈন্যোদয়াৎ সদৈন্যাং তদ্দর্শনকারিণোঽভিনন্দন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ।

অহে সখীগণ! যাঁহার বক্ষঃস্থল ও নয়নোৎপল বিপুল, মন্দহাস্য ও মদজাল্পত মৃদুল, এবং যাঁহার বিম্বাধর মধুর ও মুরলীরব মধুর, সেই বিলাসনিধি বাল অর্থাৎ কিশোরকে আমি কবে নিরীক্ষণ করিব? ॥ ৬৬ ॥

অতিশয় দৈন্যের উদয় হেতু সদৈন্যে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিম্বাধর সুমধুর, উদ্গারে রসের পূর, অরুণ বরণে সুধা মাখা। কবে নিরখিব আমি, কহ দেখি সখী তুমি, এই ওষ্ঠাধরে হবে দেখা ॥

মুরলীর রবে তেন, মাধুরী বিষয়ে যেন, অমৃত ঝরয়ে দশ দিশা। শ্রবণে শুনিব কবে, হেন কি সুদিন হবে, পূর্ণ হবে এই মোর আশা ॥

কহিতে কহিতে অতি, দৈন্য বাঢ়ি গেল মতি, সেই কৃষ্ণ দেখে যেই জন। তার ভাগ যে বাখানে, তারে কহি ধন্য জনে, লীলাশুক করয়ে বর্ণন ॥ ৬৬ ॥ ১৬.৩.৫৮

সখি হে পুরুষের শ্রেষ্ঠ সে গোবিন্দ। কৃতি যেই কৃতপুণ্য, পুঞ্জগণ মহাধন্য, সেই দেখে তার মুখচন্দ্র ॥ ধ্রু ॥

মাবিষ্কৃতস্মিতসুধামধুরাধরৌষ্ঠং।
আদ্যং পুমাংসমবতংসিতবর্হিবর্হ-

আর্দ্রাবলোকিতেত্যাদি। তমাদ্যং পুমাংসং পুরুষশ্রেষ্ঠং যে কৃতিনঃ কৃত্যপুণ্যপুঞ্জাঃ তএবালোকয়ন্তি। আকর্ণয়ন্তীতি পাঠে তাদৃশং যে শৃণ্বন্তি ত এব ধন্যাঃ। কিমুত যে পশ্যন্তীত্যর্থঃ। আদ্যং প্রেমবজ্জনৈরাস্বাদ্যং ইতি বা। কীদৃশং। প্রণয়করুণরসৈরার্দ্রয়া অবলোকিতধুরা তদতিশয়েন পরিনদ্ধে যুক্তে নেত্রে যস্য আবিষ্কৃতং যৎ স্মিতং তদেব সুধা তয়াতিমধুরাবধরৌষ্ঠৌ যস্য তথা-

কারিণী শ্রীরাধার বাক্য অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিলেন॥

যাঁহার নেত্র আর্দ্র দৃষ্টিভারে আলিঙ্গিত ও প্রকাশিত, মধুর হাস্যরূপ সুধাদ্বারা অধরৌষ্ঠ মধুর, সেই ময়ূরপিচ্ছধারী আদ্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সদাই নয়নে যার, করুণা রস অবতার, আর্দ্র অবলোকে অতি ধুরা। তাহাতে প্রণয়যুক্ত, বাক্যে তাহা নহে উক্ত, তাহা দেখে ভাগ্যবান্ যারা॥

অধরোষ্ঠ সুমধুর, যাতে স্মিত সুধাপূর, সদাই বিলাসে তাহা সনে। তাহা যে বা নিরীখয়, ভাগ্যবান্ সেই হয়, ধন্য রহু তার দুনয়নে॥

চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ, তাতে বেড়া পুষ্প গুচ্ছ, তার যেই শোভা পরিপাটী। যেই কৃত পুণ্যগণ, নিরীখয়ে অনুক্ষণ, ধন্য রহু তার আঁখি দুটি॥

আমার দুর্ভাগ্যগণ, কোথা পাবে দরশন, তৈছে ভাগ্য কভু করে নাই। কহি সখীগণ সঙ্গে, কান্দে বহু পরবন্ধে. অতিমুক্তকণ্ঠধ্বনি রাই॥

মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৬৭ ॥
মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু

বতংসিতানি বর্হিণাং বর্হাণি যেন তং। দশান্তরদ্বয়ে সুগমং ॥ ৬৭ ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণ স্তাসামাবিরভূদিতি-বৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্ট এব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। সচ তং

পুরুষকে যাহারা পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য করিয়াছে তাহারাই দর্শন করিয়া থাকে ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর লীলাশুক বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে "শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাপ্রভৃতি গোপীগণের মধ্যে আবির্ভূত হইলেন" এই লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ লীলাশুকের অগ্রেও যেন আবির্ভূত হইলেন, তিনি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার ভ্রম স্বয়ং উপস্থিত হওয়ায়, আমাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের ভাগ্য নাই, সখীদিগের সহিত এই কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দূরে অবলোকন করিয়া প্রলাপ কারিণী শ্রীরাধার বাক্যের অনুবাদ পূর্ব্বক কহিতেছেন ॥

প্রথম দর্শন মাত্রেই বিরহবিক্লবা শ্রীরাধা কন্দর্প ভ্রমে সভয়ে কহিতেছেন। হে সখীগণ! যিনি অদৃশ্য হইয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অকস্মাৎ এইকালে, কিছু দূর পথে হেরে, কৃষ্ণ দেখি অতি ভ্রম হৈল। তাহাতে প্রলাপ করি, বোলে যাহা সুনাগরী, লীলাশুক দেখা যেন পাইল ॥ ৬৭ ॥

সখি হে কে দেখি যে সম্মুখে আমার। কিবা কাম মূর্ত্তিমান্, দেখ এই বিদ্যমান, দেখি শঙ্কা না হয় কাহার ॥ ধ্রু ॥

মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।

বিলোক্য স্বয়ং জাততত্তদ্ভ্রমোঽপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি। সখীভিঃ সহ রুদন্ত্যাঃ অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবা কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ। যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং নু বিতর্কে পুনর্ম্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। স তাবদীদৃঙ্মধুরো ন ভবতি। তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিং পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ। ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব তদ্ধর্ম্ম এব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং। পুন্ মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা

জগৎকে মারিয়া থাকেন, সেই মার অর্থাৎ কন্দর্প কি স্বয়ং আগমন করিলেন ?। পুনর্ব্বার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত কহিলেন, কন্দর্প ঈদৃশ মধুর হইতে পারে না, তবে একি মধুরদ্যুতি সকলের মণ্ডল, পুনর্ব্বার অত্যন্ত আশ্চর্য্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ক্ষণেক রহিয়া কহে, সখি এই কাম নহে, দৃশ্য নহে সেই কামরাজ। জগত মারয়ে সেহ, তারে না দেখয়ে কেহ, এতাদৃশ তার নহে সাজ॥

মাধুর্য্য মণ্ডলদ্যুতী, কিবা হৈল মূর্ত্তিমতী, সেহ নহে গতি হীন তার। কিবা সুমাধুরী দেখি, যাতে সেই ধর্ম্ম সাক্ষী, তাহার না হয় যে আকার॥

মম মন লোচন, সুখী করে অনুক্ষণ, মন নেত্রামৃত এই কিবা। অবয়ব দেখি পুনঃ, সম্ভ্রম হইল দুন, তবে আর দেখি এই কিবা॥

গোর বেণীপুঞ্জ যেই, সম্মুখে বা দেখি সেই, কিবা কান্ত আইলা প্রোষ্য হৈতে। এতেক কহিতে রাই, সম্যক্

বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু

সসন্তোষমাহ। মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিং। পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ। বেণীমৃজো নুবেণীং মাষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিং। পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ। নু ভোঃ সখ্যঃ মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদা নন্দয়িতুমভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। স্বান্তর্দশায়ান্ত তদনুগত্যৈব

বোধ করিয়া কহিলেন ইহা তাহা নয়,কিন্তু মাধুর্য্যই তদ্ধর্ম্মরূপে পরিণত হইয়া আগমন করিলেন কি! পুনর্ব্বার মন ও নয়নের অতিশয় তৃপ্তির সহিত কহিলেন, ইহা কি মন ও নয়নের তৃপ্তি কারী? পুনর্ব্বার অবয়ব অনুভব করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, বেণী উন্মোচনকারী বিদেশাগত কান্ত ইনি কি সেই? পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন, অহে সখীগণ! ইনি আমার জীবিতবল্লভ বাল অর্থাৎ নবকিশোর আমার লোচনকে আনন্দ দিবার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নিরিখে তাই, দেখ সখি এই না সাক্ষাতে॥

অমার জীবন পতি, নবীন কিশোরাকৃতি, আগে আসি উদয় হইলা। তাপিত আমার আঁখি, জুড়াবার তরে দেখি, কৃপাকরি মোরে দেখা দিলা॥

এইরূপে রাধিকার, যত সখীগণ তার, কৃষ্ণসঙ্গে মিলন হইলা। তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, বাহ্যস্ফূর্ত্তি তব হি ভৈগেলা॥

তাহার মাধুরী হৈতে, আকর্ষে ইন্দ্রিয় চিত্তে, মন্মথ

বালোহয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায় ॥ ৬৮ ॥
বালোহয়মালোল-বিলোচনেন
বক্ত্রেণ চিত্রীয়িতদিঙ্মুখেন।

ব্যাখ্যেয়ং। বাহ্যেহপি স এবার্থঃ। নিশ্চয়ান্তসন্দেহনামায়মলঙ্কারঃ ॥ ৬৮ ॥

অথ তয়া তাভিশ্চ সহ মিলিতং সাক্ষাদ্দৃষ্ট্বা জাতবাহ্যস্ফূর্ত্তিস্তন্মাধুর্য্যাকৃষ্ট-সর্ব্বেন্দ্রিয়ঃ সাক্ষান্মন্মথমন্মথরূপস্য তস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দনত্বং সপ্তভিঃ শ্লোকৈ-র্বর্ণয়ন্ প্রথমং নয়নানন্দত্বমাহ দ্বাভ্যাং। অয়ং বালঃ কিশোরঃ বক্ত্রেণ বেশেন চ নোহস্মাকং নয়নয়োরুৎসবং দৃগ্ভ্যে প্রপূরয়তি। বক্ত্রেণ কীদৃশা। স্বাপরাধভয়েন

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন তোমরা অবলোকন কর ॥ ৬৮ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা সখীগণের সহিত আগত শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হেতু তদীয় মাধুর্য্যদ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় আকৃষ্ট হওয়ায়, সাক্ষাৎ মন্মথের মন্মথরূপি-শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের আনন্দ সাত শ্লোকে বর্ণন করত প্রথমতঃ নয়না-নন্দ দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ! যাহাতে নিজের অপরাধ ভয় ও এক কালীন সকলের দর্শনহেতু লোচন অতিচঞ্চল এবং ঈষৎ হাস্যা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মন্মথ রূপ রাশি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ানন্দন, সপ্ত শ্লোক বর্ণন, করে হর্ষামৃত রসে ভাসি ॥ ৬৮ ॥

দেখ শ্যাম কিশোর মাধুরী। বদন নয়ন আর, কেশ অতি মনোহর, নেত্রোৎসব পুরে মো সবারি ॥ ধ্রু ॥

নিজ অপরাধ ভয়ে, রাধা আদি সখীচয়ে, এক কালে দর্শন লাগিয়া। সম্যক্ চঞ্চল আঁখি, সেই ভাবে সেই সাক্ষী, সবা সুখী করে নিরখিয়া ॥

বেশেন ঘোষোচিতভূষণেন
মুগ্ধেন দুগ্ধে নয়নোৎসবং নঃ ॥ ৬৯ ॥
আন্দোলিতাগ্রভুজমাকুললোলনেত্র-

যুগপৎ সর্ব্বাসাং দর্শনেন চ আ সম্যক্ লোলে বিলোচনে যত্র। তথা স্মিতাধরাদিকান্তিধারাভিশ্চিত্রমিব কৃতং দিশাং মুখং যেন। বেশেন কৃদৃশা। ঘোষো ব্রজস্তদ্যোগ্যানি বর্হগুঞ্জাদীনি ভূষণানি যত্র অতো মুগ্ধেন ॥ ৬৯ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেরিত্যাদিবৎ তাভি মিলিত্বা নৃত্যন্তমিবাগচ্ছন্তং

স্মিত অধরাদির কান্তিসমূহদ্বারা দিক্ সকলের মুখকেয়ে চিত্রীয়িত অর্থাৎ চিত্রের ন্যায় করিয়াছে এতাদৃশ বদনদ্বারা তথা ঘোষোচিত অর্থাৎ ব্রজযোগ্য বর্হ ও গুঞ্জা প্রভৃতি ভূষণ-বিশিষ্ট মনোহর বেশদ্বারা এই বাল অর্থাৎ কিশোর আমাদের নয়নোৎসবকে পূর্ণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

অপর হে সখীগণ! গোপীদিগের অঙ্গস্পর্শ নিমিত্ত কম্প এবং সনৃত্য গতিদ্বারা যাঁহার ভুজের অগ্রভাগ আন্দোলিত এবং করুণাবশতঃ যাঁহার লোচন চঞ্চল। তথা আর্দ্রীভূত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বদন মাধুরী অতি, স্মিতকান্তি ধারা ততি, তাহাতে অধরকান্তি ধারা। চিত্র কৈলা দিশামুখ, অখিল-নয়ন-সুখ, মুখ কোটিচন্দ্রমুখহরা ॥

ব্রজযোগ্য বেশ অতি, বর্হাগুঞ্জা অলঙ্কৃতি, তাতে আর মণি ভূষাগণ। অতি মনোহর শোভা, দরশে নয়ন লোভা, কহি করে শ্লোক উচ্চারণ ॥ ৬৯ ॥

দেখ সখি! আঁখি রসায়ন। হাসিতে হাসিতে আগে, আইসে এই অনুরাগে, যাতে স্নিগ্ধ করে দুনয়ন ॥ ধ্রু ॥

মান্দ্র স্মিতার্দ্রবদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং।
শিঞ্জানভূষণচিতং শিখিপিঞ্ছমৌলি

তং বিলোক্য নেত্রাতিতৃপ্ত্যা সহর্ষমাহ। ইদং শীতং বিলোচনয়োরসায়নং অভ্যুপৈতি পুরত আয়াতি। কীদৃশং। তাসাং স্পর্শোত্থকম্পাৎ সনৃত্যগত্যা চান্দোলিতৌ অগ্রভুজৌ যস্য। করুণয়া আকুলে পূর্ব্বলোলে চ নেত্রে যস্য। আর্দ্রস্মিতেনার্দ্রং বদনাম্বুজচন্দ্রবিম্বং যস্য। তত্র তাসাং দর্শনানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সুরভিত্বাচ্চাম্বুজত্বং শৈত্যমাধুর্য্যকান্ত্যাদিভি নেত্রপ্রীণনত্বাচ্চন্দ্রত্বং। শিঞ্জা-

ঈষৎ হাস্যদ্বারা যাঁহার বদন পদ্ম ও চন্দ্রবিম্বের ন্যায় অর্থাৎ গোপীদিগের দর্শনানন্দ জনিত প্রফুল্ল ও সৌগন্ধি হেতু পদ্ম এবং শৈত্য, মাধুর্য্য ও কান্ত্যাদিদ্বারা নেত্রতৃপ্তি কারিত্ব প্রযুক্ত চন্দ্রতুল্য হইয়াছে এবং যিনি কঙ্কণভূষণপ্রভৃতির শব্দসমূহে পরিব্যাপ্ত, তথা যিনি শিখিপিঞ্ছমৌলী সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পরশে অঙ্গুল্যা পাণি, কম্প হৈল অনুমানি, তাতে নৃত্য গতি মনোরম। ভুজাগ্র দোলায়মান, নবকিশলয়ভান, তাতে নখচন্দ্র ঝলকন॥ করুণা আকুল আঁখি, অতি লোল তাতে সাক্ষী, পূর্ব্বপ্রায় সখি দেখ আরে। মুখাব্জ চান্দের কাঁতি, মৃদুহাস্য সুধাভাঁতি, দর্শনে প্রফুল্ল মধু ঝরে॥

কঙ্কণ নূপুর আর, কিঙ্কিণ্যাদি মনোহর, মণিভূষা শব্দ মনোহর। শ্রবণে আনন্দ দেই, কর্ণরসায়ন যেই, শিখি-পিঞ্ছ চূড়ার উপর॥

এতেক কহিতে পুনঃ, দেখে সখীগণ যেন, বসিলেন গোবিন্দ বেড়িয়া। অঙ্গবাসাসন দিয়া, মনে কোপ উপজিয়া, কহে কথা সবাই হাসিয়া॥

শীতং বিলোচনরসায়নমভ্যুপৈতি ॥ ৭০ ॥
পশুপাল-বাল-পরিষদ্বিভূষণঃ

নানি যানি কঙ্কণনূপুরাদিভূষণানি তৈশ্চিতং। অনেন শ্রোত্রানন্দনত্বং চোক্তং। শিখিপিঞ্ছে মৌলি র্যস্য ॥ ৭০ ॥

অথ পরিতস্তা দৃষ্ট্বা চকাস গোপীপরিসদগতোবিভুরিত্যাদি লীলাবিশিষ্টং তং বিলোক্য সহর্ষমাহ। এষ শিশুঃ কিশোরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বাসামপি বিশে-

---

শীতল লোচনদ্বয়ের রসায়নস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আমার সম্মুখে আগমন করিতেছেন ॥ ৭০ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে সখীগণ এবং লীলাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধার বাক্য লীলাশুক কহিতেছেন ॥

হে সখীগণ! যিনি পশুপাল বালা অর্থাৎ গোপকিশোরীদিগের সভার বিভূষণস্বরূপ এবং যাঁহার লোচন অতিশয়

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহার উত্তর দিতে, কৃষ্ণ হৈলা হরষিতে, তাতে রূপ শোভার মাধুরী। লীলাশুক কহে তাহা, শুনিয়া আনন্দ যাহা, মধুময় শ্লোকৈক উচ্চারি ॥ ৭০ ॥

সখি! হে, এই যে কিশোর কৃষ্ণ আঁখি। মুখচন্দ্র মন্দ-হাসি, রাধা আদি গোপী রাশি, মোর হৃদি ব্যাপ্যে করে সুখী ॥ ধ্রু ॥

সখী প্রশ্ন কোপ শুনি, তাতে মৃদুস্মিত খানি, তাতে আর্দ্র যেই মুখচন্দ্র। তাতে যেই প্রেম উক্তি, তার জ্যোৎস্না পুঞ্জযুক্তি, সেই ব্যাপ্ত হয় হৃদি কন্দ ॥

শিশুরেষ শীতলবিলোললোচনঃ।
মৃদুলস্মিতার্দ্রবদনেন্দুসম্পদা-

যতো মদীয়ানাং স্বসম্মুখস্থশ্রীরাধাললিতাদীনাং হৃদয়মেতন্মোক্রহীত্যাদিনা-স্বান্তকোপঃ স্বপ্রশ্নশ্রবণাৎ যন্মৃদুলস্মিতং তেনার্দ্রো যোবদনেন্দু স্তস্য মাস্থয়িতং মাহর্থেত্যাদি ন পারয়েহহমিত্যাদি প্রেমোক্তিকৌমুদীরূপয়া সম্পত্তয়া মদয়ন্নানন্দয়ন্ বিগাহতে ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ। তদ্দৃষ্ট্বা মম হৃদয়ঞ্চ কীদৃক্ পশুপালবালানাং গোপকিশোরীণাং পরিষদং বিভূষয়তীতি। তথা তংসবৈব বিভূষণং যস্যেতি বা। তয়া বেষ্টিতো বভাবিত্যর্থঃ। অগ্রে রাধাপয়োধরেত্যাদৌ ধেনুপালদয়িতাস্তেন স্থলীত্যাদৌ তথা বর্ণিতত্বাৎ প্রেমবৈবশ্যেন বালাপরি-ষদিতি বক্তব্যে বালপরিষদিত্যুক্তিঃ। যদ্বা। পশুপালানাং বালা যস্যাং সা পশু-পালবালা সা চাসৌ পরিষচ্চেতি কর্ম্মধারয়ে পুম্বাবঃ।ত্ত কিম্বা। তদ্বাল-

---

শীতল, সেই এই কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সকলের এবং বিশেষতঃ আমাদিগের অর্থাৎ স্বসম্মুখস্থ শ্রীরাধা ললিতাপ্রভৃতির হৃদয়ে "অহে! আমাদিগকে ইহাই বল" ইত্যাদি বাক্যে শ্রবণাদি নানাভাবে শ্রীকৃষ্ণ আর্দ্রবদন হইয়া "তোমরা অসূয়া করিও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পশুপাল নারীগণ, ভূষণ যে মনোরম, হেন মানে নীল-মণি যেন। নায়ক সোসর শোভা, যাতে হয় চিত্ত লোভা, মোর হিয়া ব্যাপ্তে রস তেন॥

শীতল লোচন তাতে, সদাই করুণা যাতে, সেই নেত্র ব্যাপ্ত হৈল হিয়া। তিন শ্লোক গান্ত কহি, কৃষ্ণবর্ণে সুখ পাই, মোর প্রাণ এসব কহিয়া॥

কৃষ্ণ কহে ঋণী আমি, এই আদি সুধাবাণী, তাতে গোপী ঈর্ষ্যা পঙ্ক ক্ষালে। বিলাস লালসা পুনঃ,নদী উচ্ছলিতে তুন, লোভ বাড়ে কৃষ্ণের অন্তরে॥

মদয়ন্মদীয়হৃদয়ং বিগাহতে ॥ ৭১ ॥
কিমিদমধরবীথীকৢপ্তবংশীনিনাদং

গোষ্ঠীনাং বিভূষণবদ্বিভূষণং যস্য সঃ। তদুক্তং। বেশেন ঘোষোচিতভূষণেনেতি। সামান্যবয়স্যবর্গবৃত ইত্যর্থস্য প্রক্রমমব্যাপ্তং। তথা শীতলে বিলোলে চ লোচনে যস্য ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্লোকত্রয়্যাং সামান্যত্বেন তং নির্ব্বণ্য তন্মম জীবিতমেবৈতদিতি বর্ণয়ন্ প্রথমং তাসাং ন পারয়েঽহমিত্যাদি। স্ববাগমৃতক্ষালিতের্ষ্যা নবপঙ্কে

না” ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যরূপ কৌমুদীসমূহে আনন্দবিধান করত প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

এই প্রকার তিন শ্লোকে সামান্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণন করিয়া, তিনি আমার নিশ্চয়ই জীবন এই বর্ণন করত প্রথমত সেই সকল গোপীর (নপারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং) ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের বাক্যামৃতদ্বারা ঈর্ষ্যারূপ নবপঙ্কক্ষালিত অন্তঃকরণ মধ্যে পুনর্ব্বার বিলাস লালসারূপ তরঙ্গিণী অর্থাৎ নদীকে উচ্ছলিত করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণমেঘ বংশীনাদামৃত বর্ষণ করিতে থাকিলে তাহাতে লীলাশুক প্রেমানন্দে বিহ্বল হওত “এ কি বস্তু” এই বলিয়া সংশয় করত পুনর্ব্বার নিশ্চয় করত কহিতেছেন ॥

হে সখি! এ কি বস্তু, যিনি আমাদের নয়নদ্বয়ে কোন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বংশীগানামৃতবর্ষে, কৃষ্ণমেঘ অতিহর্ষে, অতি প্রেমানন্দ হৈল তায়। একি একি ঘন বলি, লীলাশুক কুতূহলী, পুন, এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭১ ॥

সখি হে কিবা বস্তু আগে যে দেখিয়ে। যাতে হৈতে

কিরতি নয়নয়ো র্নঃ কামপি প্রেমধারাং।
তদিদমমরবীথীবল্লভং দুর্ল্লভং ন-

স্বান্তে পুনর্ব্বিলাসলালসা তরঙ্গিণী মুচ্ছলয়িতুং বংশীনাদামৃতং বর্ষতি কৃষ্ণ-ঘনে যত্র জাতপ্রেমানন্দোদ্রেকঃ। কিমিদং [illegible]তি সংশয্য পুনর্নিশ্চিনোতি কিমিদং বস্তু যন্নোঽস্মাকং নয়নয়োঃ কামপি প্রেমধারাং কিরতি। ক্ষণং বিমৃশ্য আঃ বিদিতং তদেবাস্মাকং দৈবতমিদং। পুনঃ সশঙ্কং কিমুত দৈবতং বল্লভঞ্চ। পুনঃ সপ্রণয়ং। কিমুত বল্লভং জীবিতঞ্চ কথং জ্ঞাতং। তত্রাহ। অধরবীণ্যাং

এক প্রেমধারা নিক্ষেপ করিতেছেন অনন্তর ক্ষণকাল বিচার করিয়া কহিলেন আ! জানিতে পারিলাম, ইনি আমাদের দেবতা। পুনর্ব্বার সশঙ্কে কহিলেন, ইনি কেবল দেবতা নহেন, আমাদের বল্লভও হয়েন। পুনর্ব্বার সপ্রণয়ে কহিলেন, ইনি যে কেবল বল্লভ বটেন তাহা নয়, ইনি আমাদের জীবনও হয়েন, যদি বল কিরূপে জানিতে পারিলা, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মো সবার, আঁখি বহে প্রেমধার, কোন প্রেম উপজায় যায়ে ॥ ধ্রু ॥

এত কহি ক্ষণ এক, বিমর্ষিয়া পরতেক, কহে হয় জানিল জানিল। মো সবার দৈব সেহো, দেখ আগে আইলা তেঁহো, এই আমি নির্ণয় কহিল ॥

পুনঃ সশঙ্কিতে কহে, কেবল দেবতা নহে, দেখ আইলা বল্লভ আমার। পুনঃ সপ্রণয়ে কহে, কেবল বল্লভ নহে, প্রাণ আইলা আমা সবাকার ॥

যদি বল কি লক্ষণে, জান তার আগমনে, শুন তার কহি

ত্রিভুবনকমনীয়ং দৈবতং জীবিতঞ্চ ॥ ৭২ ॥
তদিদমুপনতং তমালনীলং

কল্পচিত্রবদর্পিতা যা বংশী তস্যা নিনাদো যত্র। অতোঽমরবীথ্যাং দেবশ্রেণ্যাং তস্যা অপি বা দুর্ল্লভং। অতস্ত্রিভুবন-কমনীয়ং তদিদং মন্নেত্রগোচরমিত্যহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৭২ ॥

রাসোৎসবঃ সংবৃত্ত ইত্যাদিবৎ পুনস্তদ্বিলাসারম্ভিণং তং নিশ্চিত্যাহ। তদিদং মম জীবিতং উপনতং সমীপমাগতং। কীদৃশং। বিলাসি রাস-

ইহাঁর অধরশ্রেণীতে আশ্চর্য্যরূপে অর্পিত বংশীর নিনাদ উদ্গত হইতেছে। অতএব দেবশ্রেণীতে এই বংশীরব অতি-দুর্ল্লভ, সুতরাং ইনি ত্রিভুবন-সুন্দর। অহো ভাগ্য! আমার নেত্রগোচর হইলেন! ॥ ৭২ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলা আরম্ভ করিয়াছেন নিশ্চয় করিয়া লীলাশুক কহিতে লাগিলেন ॥

হে সখি! সমুদায় গোপীমণ্ডলের বদন দর্শন নিমিত্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বিবরণ। অধরে বিচিত্র বংশী, তরুণী পরাণদংশী, তার নাদ যাতে সুধাকণ ॥

দেবতাগণের যে, দুর্ল্লভ আইলা সে, ত্রিভুবন কমনীয় রূপা। তেঁহো মোর নেত্র আগে, দেখিয়া আশ্চর্য্য লাগে, তেঁই মোর ভাগ্য মহামুদা ॥

এত কহি দেখি পুনঃ, কৃষ্ণসুখী হৈয়া দুন, রাসলীলা আরম্ভ করিলা। তাহা দেখি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, শ্লোক পড়ি কহিতে লাগিলা ॥ ৭২ ॥

সখি! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। নিকটে আইলা এই, দেখ বিদ্যমান সেই, রাসলীলা করিয়া আরম্ভ ॥

তরলবিলোচনতারকাভিরামং।
মুদিতমুদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বং
মুখরিতবেণুবিলাসি জীবিতং মে ॥ ৭৩ ॥
চাপল্যসীম চপলানুভবৈকসীম

বিলাসারম্ভি। মুখরিতো বেণুর্যেন শব্দিতবেণোর্বিলাসযুক্তং বা।° তমালনীলং কনকবল্লবীনাং তাসাং মধ্যে তমালবৎ ভ্রাজমানং। সর্ব্বগোপীমণ্ডলবক্ত্র-দর্শনায় তরলাভ্যাং বিলোচনয়োস্তারকাভ্যাং অভিরামং। মুদিতমুদিতং অতি-মুদিতং বক্ত্রচন্দ্রবিম্বং যস্য মুদিতমানন্দিত উদিতবক্ত্রচন্দ্রবিম্বমিতি বা ছেদঃ॥৭৩

রাসে তস্য তত্তচ্চাপল্যাদিকমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। প্রথমং নৃত্যগতিলাঘব

লোচনদ্বয়ের চঞ্চলতারকাযুগলে যিনি অভিরাম। যাঁহার বদন উদিত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় প্রফুল্ল। এবং যিনি শব্দিত-বেণুর বিলাসযুক্ত, আমার জীবনস্বরূপ সেই এই তমালনীল শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৭৩ ॥

রাসমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দ্বিগুণতর চাপল্য অবলোকন করিয়া

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শব্দযুক্ত বেণু যাতে, অখিল তরুণী মাতে, অমৃত মাধুরী সদা গলে। হেমলতা গোপীগণ, মাঝে অতি মনোরম, দীপ্তিমান্ তমাল সুনীলে ॥

সর্ব্বগোপীযূথবর, মুখচন্দ্র মনোহর, সর্ব্বমুখ দর্শন কারণ। তরল লোচনদ্বয়, তারকাভিরাম হয়, তাতে অতি ফুল্ল মনোরম ॥

তাহাতে প্রফুল্ল মুখ, চন্দ্র বিম্বোদয় সুখ, আনন্দ আনন্দ ময় যাতে। এতেক কহিতে পুনঃ, চাপল্যতা দেখে ঢুন, রস মাঝে সুখসিন্ধুরীতে ॥ ৭৩ ॥

সখি হে মোর প্রাণ কিশোর শেখর। রাস মাঝে নৃত্য

চাতুর্য্যসীম চতুরাননশিল্পসীম।
সৌরভ্যসীম সকলাদ্ভুতকেলিসীম

দৃষ্ট্বাহ। তদিদং মম জীবিতং চাপল্যসীম তেষাং সীমা যত্র তদবধিভূতমিত্যর্থঃ। তাদৃশগোপীভিশ্চুম্বিতালিঙ্গিতং বিলোক্যাহ। সহ নৃত্যচুম্বনাদ্যর্থং চপলানামাসাং য স্তৎস্পর্শাদিসুখানুভবস্তস্যৈকপ্রধানং সীম। তাদৃশীভিস্তাভিরেব অনুভবিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। তচ্চাতুর্য্যং দৃষ্ট্বাহ চাতুর্য্যেতি। সৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বাহ।

লীলাশুক আশ্চর্য্যান্বিত হওত প্রথম নৃত্যগতির লাঘব (শীঘ্রতা) দর্শনে কহিতে লাগিলেন॥

হে সখি! কি আশ্চর্য্য! ইনি চাপল্যের একমাত্র সীমা, এই সকল চপলা গোপীদিগের যে স্তন স্পর্শাদি সুখানুভব তাহার একমাত্র সীমা, চাতুর্য্যের সীমা, চতুরানন বিধাতার শিল্পের একমাত্র সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, সকল আশ্চর্য্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গতি, দেখ মহাশীঘ্র অতি, সীমা যাতে পরম চাপল॥

গোপাঙ্গনাগণ মুখ, চুম্বনাদি মহাসুখ, স্পর্শ আদি সুখ অনুভবে। নৃত্যগতি সঙ্গে এই, চাপল্যতা সীমা নাই, তাহার না জানে অনুভবে॥

সেই সেই চাতুরি করি, আলিঙ্গয়ে ব্রজনারী, তা দেখি কহয়ে পুনর্ব্বার। চাতুর্য্যের সীমা হরি, একা এত ব্রজনারী, সদা আকর্ষয়ে বার বার॥

গোবিন্দ সৌন্দর্য্য দেখি, পুনঃ কহে হৈয়া সুখী, দেখ সখি কি রূপ বন্ধান। বিধাতার শিল্প সীমা, দেখ এই মনোরমা, তুল্য দিতে নাহি যার স্থান॥

দূর হৈতে গন্ধ পাঞা, কহে আনন্দিত হৈয়া, সৌরভের

সৌভাগ্যসীম তদিদং ব্রজভাগ্যসীম ॥ ৭৪ ॥
মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং বক্ত্রচন্দ্রং বহন্তী
বংশীবীথীবিগলদমৃতস্রোতসা সেচয়ন্তী।

চতুরাননস্য বিধেঃ শিল্পস্য সীমা যত্র। দূরাৎ সৌরভ্যং লব্ধ্বাহ সৌরভ্যেতি। তৎকেলিপরিপাটীং দৃষ্ট্বাহ সকলেতি। ব্রজদেবীনাং তৎপ্রেমাবেশং সৌন্দর্য্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বাহ সৌভাগ্যেতি। ক্ষণং বিমৃশ্য ন কেবলমাসাং ব্রজস্যাপি ভাগ্যসীমা যত্র ॥ ৭৪ ॥

তাদৃশস্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনানন্দেন স্বসৌভাগ্যাতিশয়ং মত্বা সাশ্চর্য্যমাহ। অহো আশ্চর্য্যং মৎপুণ্যানাং পরিণতিঃ পরিপাকোঽয়ং মন্নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে

কেলির সীমা, সৌভাগ্যের সীমা, অধিক আর কি বলিব বৃন্দাবনের ভাগ্যের একমাত্র সীমাস্বরূপ ॥ ৭৪ ॥

সেই লীলাশুক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার জনিত মহানন্দে আপনার অতিশয় সৌভাগ্য মানিয়া আশ্চর্য্যসহকারে কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সীমা কৃষ্ণ অঙ্গ। কেলি পরিপাটী দেখি, কহে স্নিগ্ধ হৈয়া আঁখি, অদভূত কেলি সীমারঙ্গ ॥

যত ব্রজদেবীগণ, প্রেমরস অনুক্ষণ, সৌন্দর্য্যাদি দেখি পুনঃ কহে। ব্রজস্ত্রী সৌভাগ্য যাতে, প্রেম পরবীণ তাতে, তিলেক বিচ্ছেদ যাতে নহে ॥

ক্ষণেক বিমর্শি কহে, গোপীভাগ্য কেবল নহে, ব্রজবাসী ভাগ্য সীমাময়। আপন সৌভাগ্য কহি, দর্শন-আনন্দ-ময়ী, পুন এক শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৭৪ ॥

সখি! হে, আশ্চার্য্য মোর পুণ্য পরিপাক। গোবিন্দের

মদ্বাণীনাং বিহরণপদং মত্তসৌভাগ্যভাজাং

সাক্ষাদ্বভূব। অহো মম ভাগ্যমিতি ভাবঃ। কীদৃশী। বক্তু চন্দ্রং বহন্তী। কীদৃশং। তং স্বভাবশীতলমপি মাধুর্য্যেণ দ্বিগুণশিশিরং। তথা বংশীবীথীভিস্তন্মার্গৈ-বিশেষেণ গলন্তি যান্যমৃতস্রোতাংসি তৎপ্রবাহান্তৈ ব্রজদেবী র্মাং জগচ্চ সেচয়ন্তী। তথা মদ্বাণীনাং বিহরণপদং বিহারস্থানং। কীদৃশাং। মত্তাঃ

দ্বিগুণতর শীতল মুখচন্দ্রকে ধারণ করিতেছে এবং বংশীর ছিদ্রপথ হইতে বিগলিত সুমধুর নিনাদরূপ অমৃত প্রবাহ-দ্বারা ব্রজদেবীদিগকে, জগৎকে এবং প্রেমোন্মত্ততাবশত সৌভাগ্য শালী মদীয় বাক্য-পথকে (বর্ণনাকে) সেচন করি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শ্রীকৃষ্ণের যে মূর্ত্তি, নৈসর্গিক শীতল হইলেও মাধুর্য্যবশত মুখচন্দ্র, সকল আনন্দ কন্দ, যাতে হৈতে নেত্রের সাক্ষাৎ॥

স্বভাব শীতল মুখ, তরুণী নয়ন সুখ, তাতে তার মাধুর্য্য হইতে। দ্বিগুণ শীতল শোভা, মোর লাগে নেত্রে লোভা অদর্শন তাপ নাশে যাতে॥

তাতে বংশীরন্ধ্র দিয়া, ঘন পড়ে বিগলিয়া, অমৃত প্রবাহ কত কত। ব্রজদেবীগণ আর, আমার অন্তরে আর, জগতে সেচয়ে অবিরত॥

ঐছে মোর বাণীগণ, লীলাস্থানে মনোরম, কৈছে তাহা শুন মন দিয়া। তাকে বর্ণিবারে মত্তা, তাতে প্রেম উনমত্তা, আছয়ে সৌভাগ্য ভাজাইয়া॥

অথ রাসে নৃত্য গতি, দেখিলেন শীঘ্র অতি, এক অঙ্গ বহু গোপীগণ। হিয়ার মাঝার হৈতে, আধ তিল অনির্গতে কান্ত্যাচিন্ত্যপ্রবাহোচ্ছলন॥

এমতে গোবিন্দ দেখি, বর্ণিতে লাগিলা লেখি, আশ্চর্য্য

মৎপুণ্যানাং পরিণতিরহো নেত্রয়োঃ সন্নিধত্তে ॥ ৭৫ ॥
তেজসেঽস্তু নমো ধেনুপালিনে লোকপালিনে।

প্রেমোন্মত্তাশ্চ তৎসৌন্দর্য্যাদিবর্ণনাৎ সৌভাগ্যভাজশ্চ যা তাসাং তদ্বক্ষ্যতে চ সমুজ্জৃম্ভা শুম্ফা ইত্যাদৌ ॥ ৭৫ ॥

অথ নৃত্যগতিলাঘবেনৈকেন বপুষৈবাশেষগোপীনাং হৃদয়াৎ ক্ষণমপ্যনপগতং। অবিভাব্যকান্তিপ্রবাহোচ্ছলিতং তং বিলোক্য নির্বক্তুমসমর্থঃ। সাশ্চর্য্যংকেবলং নমস্করোতি দ্বাভ্যাং। অস্মৈ কস্মৈচিৎ তেজসে

তেছে, অহো! আমার নেত্রদ্বয়ের পরিণতি (শেষাবস্থা) কি আশ্চর্য্যবতী হইয়া সন্নিহিত হইতেছে ॥ ৭৫ ॥

অনন্তর "রাসে নৃত্যগতি লাঘবদ্বারা এক শরীরে গোপীদিগের হৃদয় হইতে ক্ষণকালও অপগত হয়েন না"। ইহা অনুভব করিয়া কান্তিপ্রবাহে উচ্ছলিত শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করত বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত কেবল নমস্কার পূর্ব্বক লীলাশুক দুই শ্লোকে কহিতেছেন ॥

যিনি শ্রীরাধার স্তনযুগলের উৎসঙ্গ (ক্রোড়) শায়ী, যিনি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহয়ে দুই শ্লোক। কেবল প্রণাম করি, জ্যোতিঃপুঞ্জমাত্র বলি, লীলাশুক হইয়া অশোক ॥ ৭৫ ॥

সখি! হে,এই মত কৈলা তেজোবরে। নমস্কার রহু সদা কহিল তোমারে ॥ রাধিকার পয়োধর উৎসঙ্গে শয়ন। করিবার শীল যার নিরন্তরোত্তম ॥ তার কাছে ক্ষণে পাছে ত্যাগ ইচ্ছা হয়। ঐছে চিন্তা যার নিত্য তারে রহু জয় ॥ কহি আর পুনর্ব্বার দেখে চতুর্দ্দিশা। কহে অহে আশ্চর্য্য হে সেহ নহে শেষা ॥ বহু নারী কুচোপরি নিকটেত রহে।

রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ॥ ৭৬ ॥

তৎপুঞ্জরূপায় নমোঽস্তু। কীদৃশে। রাধাপয়োধরোৎসঙ্গে শয়িতুং নিরন্তরং তন্নিকটে স্থাতুং শীলং যস্য তস্মৈ। তস্মাৎ ক্ষণমপ্যনপগতায়েত্যর্থঃ। পুনঃ পরিতো বীক্ষ্য সাশ্চর্য্যমাহ। তাদৃশায়াপ্যশেষেষু সমস্তগোপীস্তনোৎসঙ্গেষু শায়িনে তন্নিকটস্থিতায়। নন্বেকস্য কথমেতৎসম্ভবেদিতি বিমৃশন্ ব্রহ্মমোহন-লীলাস্ফূর্ত্ত্যাস্য নৈতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ। একং সপাণিকরতলমিত্যাদি দিশা ধেনু-পালিনে একেন স্বরূপেণৈবানন্তগোপালরূপায় অপি লোকপালিনে লোকাঃ অনন্তব্রহ্মাণ্ডানি তত্তদ্রূপাস্য তত্তচ্চতুর্ভুজরূপেণ তত্তৎপালিনে। কিম্বা। অকারো বিষ্ণু অস্য বিষ্ণোর্লোকা বৈকুণ্ঠলোকাস্তৎপালিনে ॥ ৭৬ ॥

শেষনাগের উপর শয়ন করিয়া থাকেন, যিনি ধেনু ও সমস্ত জগতের পালন কর্ত্তা, সেই কোন এক অনির্ব্বচনীয় তেজকে নমস্কার করি ॥ ৭৬ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তারে বহু বহু নতি করিব কি অহে ॥ যদি কহ এক মত বহু গোপনারী। সবাসনে কেমনে বা রহয়ে বিহারি ॥ শুন কহি ব্রহ্মমোহি যার হেন লীলা। এক দেহে গোপচয় বৎসচয় হৈলা ॥ আর শুন কহি পুনঃ লোকপাল নাম। যে অনন্ত ব্রহ্ম অণ্ড পালে তার ধাম ॥ বৈকুণ্ঠেত বিষ্ণুমত যে বৈকুণ্ঠলোক। সদা পালে সর্ব্বকালে হেন যে সশ্লোক ॥ তার বহু গোপবধূ-সঙ্গে বহু-দেহে। সুবিলাস পরিহাস কি কাজ সন্দেহে ॥ কহিতেই দেখে সেই গোবিন্দের অঙ্গ। গোপী-কুচ-কুঙ্কুমেতে চর্চ্চিত সুরঙ্গ ॥ বেণু বায় অঙ্গ-ছায় নাচে মনোহর। সবিস্ময়ে দেখি কহে পড়ি শ্লোকবর ॥ ৭৬ ॥

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীধন্যকুঙ্কুমসনাথকান্তয়ে।

অথ তৎকুচকুঙ্কুম-মনোজ্ঞকান্তিং অপূর্ব্ববেণুং বাদয়ন্তং তং বিলোক্য সবিস্ময়মাহ। অস্মৈ নমো নমঃ। আদরেণ বীপ্সা। কীদৃশে তাসাং স্তনসম্বন্ধিত্বা-দ্ধন্যং যৎ কুচকুঙ্কুমং তেন সনাথা সরলা অত্যুৎফুল্লা কান্তি র্যস্য। সহজকুঙ্কুম-গন্ধবর্ণানাং তাসাং কুচস্থত্বাৎ সৌরভ্যকান্ত্যতিশয়প্রাপ্ত্যা তস্য ধন্যত্বং। বিরহে ম্লানায়াঃ কান্তেশ্চ তদালিঙ্গনাদিপ্রাপ্ত্যানন্দোৎফুল্লত্বাৎ সনাথত্বং। তথা বিধাতৃসৃষ্ট্যতিরিক্তানাং বেণুগীতগতীনাং মূলবেধসে প্রথমস্রষ্ট্রে। তদুক্তং সবনশ ইত্যাদৌ কশ্মলং যযুরিতি। কথমস্য তৎস্রষ্টৃত্বমিতি বিমৃশন্ পূর্ব্ব-

অনন্তর শ্রীরাধার কুচকুঙ্কুমের মনোজ্ঞ কান্তি ও অপূর্ব্ব বেণুবাদনে তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়ের সহিত লীলাশুক কহিতেছেন॥

যাঁহার কান্তি ধেনুপালদয়িতা অর্থাৎ শ্রীরাধার স্তন-স্থলীয় ধন্যতম কুঙ্কুমদ্বারা একীকৃত এবং যিনি বেণুগীতের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে এই কৃষ্ণে নমস্কার মোরে। গোপীবৃন্দ কুচকুম্ভ কুঙ্কুমাঙ্গ ভোরে॥ তার স্তনে রহি ক্ষণে ধন্য যে কুঙ্কুম। তার নাথ তার গতি তারে লভি দুন॥ সহজেত গোপী যত কুঙ্কুমাঙ্গ কাঁতি। অঙ্গ গন্ধ তারি বন্ধ কুচসঙ্গে স্থিতি॥ তাতে হৈতে কুঙ্কুম সে ধনী যবে আইলা। বিরহান্তে পাইলা কান্তে প্রফুল্লত্ব হৈলা॥ বেণুগান অনুপাম বিধি সৃষ্টিদরে। গান গতি মোহে মতি প্রথম সৃষ্টিরে॥ কহিতেই বিমর্শ ই কৈছে হেন হয়ে। পুনঃ কহে আন নহে এই সত্যময়ে॥ ব্রহ্মরাশি হৈলা হাসি ব্রহ্মা মোহিবারে। চতুর্ভুজে ব্রহ্ম

বেণুগীতগতিমূলবেধসে ব্রহ্মরাশিমহসে নমো নমঃ ॥৭৭॥
মৃদুকণন্নূপুরমন্থরেণ

বস্তুলীলাস্মরণাদ্বৈতাচ্চিত্রমিত্যাহ। ব্রহ্মরাশীনাং তত্তচ্চতুর্ভুজস্তাবকবিধি সমূহানাং মহঃ প্রকাশো যস্মাৎ তস্য বিধাতৃবিধাতুঃ কিয়দিদমিতি ভাবঃ। যস্য প্রভেত্যাদি তদ্ব্রহ্মেত্যনন্তব্রহ্মসংহিতোক্তানুসারেণ পরাৎ পরং ব্রহ্ম চ তে. বিভূতয় ইতি শ্রীরামানুজীয়সিদ্ধান্তানুসারেণ নির্গুণব্রহ্মপুঞ্জং মহঃ কান্তি-পূরো যস্যেতি কেচিৎ ব্যাখ্যান্তি। তত্রৈব শ্রীগীতাসু চ। ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ-মিতি। প্রতিষ্ঠা আশ্রয় ইতি ॥ ৭৭ ॥

অথ দূরাত্তৎকেলিং দর্শয়িত্বা বেণুনাদপূর্ব্বকং স্বসমীপমাগচ্ছন্তং তমালোক্য সমাধিবিস্ময়েত্যাদি। বিজয়তাং মম বাঙ্ময়জীবিতমিত্যাদি সাফল্যাৎ

বিধাতাস্বরূপ সেই ব্রহ্মরাশি তুল্য মহঃ অর্থাৎ তেজকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭৭ ॥

অনন্তর রাসকেলি অবলোকন করাইয়া বেণুবাদ্য করিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুঞ্জে যাতে স্তব করে ॥ বিধাতার বিধিসার কি আশ্চর্য্য হয়ে। তেঁই ততি মোর নতি গোবিন্দের পায়ে ॥ অতঃপর হর্ষভর পুন ভরে মনে। রাসকেলি ঘটামেলি আইসে নিজ স্থানে। বেণুগান সহ তান দেখিবার তরে। পূর্ব্বে যাহা বাঞ্ছে তাহা কাছে আসি পুরে ॥ দেখে শ্যাম সুখধাম আইসে এই রীতে। লীলাশুক পাইয়া সুখ লাগিলা কহিতে ॥ ৭৭ ॥

সখি! হে, আমার জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। রাসকেলি প্রকটিয়া, সর্ব্ব গোপাঙ্গনা লৈয়া, আইসে এই পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

মঞ্জু বেণুগীত গান, স্মৃতি করি পুনঃ পুনঃ, সৃষ্টি করি

বালেন পাদাম্বুজপল্লবেন।
অনুস্মরন্মঞ্জুলবেণুগীত-
মায়াতি মে জীবিতমাত্তকেলি ॥ ৭৮ ॥

সহর্ষং তদাগমনং বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ। ইদং মে জীবিতং আত্তকেলি যথা স্যাত্তথা আয়াতি। কীদৃশং। মঞ্জুলবেণুগীতমনুস্মরৎ নবনববেণুগীতং স্মারং স্মারং সৃজদিত্যর্থঃ। পাদকোমলত্বাৎ সস্নেহসখেদমাহ। অহো বত পাদাম্বুজ-পল্লবেনায়াতি। কীদৃশা। বালেন কোমলেন। তথা মৃদু ক্বণন্নূপুরং তচ্চ গীত-স্মরণমগ্নচিত্তত্বাৎ মন্থরঞ্চ যত্নেন ॥ ৭৮ ॥

করিতে শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আগমন করিতেছেন দেখিয়া লীলা-শুক কহিতেছেন ॥

যিনি মৃদু মৃদু ভাবে শব্দায়মান নূপুরদ্বারা মন্থর এবং যাঁহার পাদপদ্মের পল্লবগুলি অভিনব,তাদৃশ আমার জীবনই যেন মনোহর বেণুনাদকে অনুস্মরণ করত ক্রীড়া করিতে করিতে আগমন করিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

করয়ে গায়ন। নব নব ক্ষণে ক্ষণে, যাতে সৃষ্টি বিরহণে, কি অপূর্ব্ব দেখি মনোরম ॥

মৃদু পাদাম্বুজ-তল, পল্লব হৈতে সুকোমল, হায় তাতে কৈছে চলি আইসে। মোর নেত্র পদ্মোপরি, ওই পাদাম্বুজ ধরি, আশু জানি কোথা লাগে পাশে ॥

তাহাতে নূপুরবর, মৃদু শব্দ মনোহর, মন্থর গমন অনু-মানি। গানাদি স্মরণ হৈতে, চিত্তমগ্ন হৈল তাতে, এই লাগি মন্থর গতি জানি ॥

অতঃপর পূর্ব্ব যত, প্রার্থনা করিলা কত, কবে কৃষ্ণ দেখিব নয়ন। উৎকণ্ঠা সফল হৈলা, কৃষ্ণ দরশন পাইলা, হর্ষে পুনঃ কহে মনোরম ॥ ৭৮ ॥

সোহয়ং বিলাসমুরলীনিনদামৃতেন
সিঞ্চন্নুদঞ্চিতমিদং মম কর্ণযুগ্মং।
আয়াতি মে নয়নবন্ধুরনন্যবন্ধো-
রানন্দকন্দলিতকেলি কটাক্ষলক্ষ্মীঃ ॥ ৭৯ ॥

আভ্যাং বিলোচনাভ্যামিত্যাদি পূর্ব্বকৃতদ্দর্শনোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ পুনঃ সহর্ষমাহ। সোহয়ং মে নয়নবন্ধুরায়াতি কীদৃশো মে অনন্যবন্ধো নাস্ত্যন্যো বন্ধুর্যস্য। কীদৃশয়ং। আনন্দেন কন্দলিতঃ প্রফুল্লিতো যঃ কেলিকটাক্ষ স্তস্য লক্ষ্মীঃ শোভা যস্মিন্। তথা মম কর্ণযুগ্মং বিলাসমুরলীনিনাদামৃতেন সিঞ্চন্। কীদৃশং তৎ উদঞ্চিতং তচ্ছ্রোতুমুন্মুখং ॥ ৭৯ ॥

"দুই নেত্রদ্বারা কবে দর্শন করিব" এইরূপ যে পূর্ব্বে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, সেই দর্শনোৎকণ্ঠার সাফল্য হওয়ায় লীলাশুক পুনর্ব্বার সহর্ষে কহিতেছেন॥

যাঁহার কটাক্ষলক্ষ্মী আনন্দবশতঃ কন্দলিত, সেই নয়নবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ মাদৃশ বন্ধুহীনজনের উন্নত কর্ণযুগলকে বিলাসস্খলিত মুরলীর নাদামৃতে অভিষিক্ত করিয়াই যেন আগমন করিতেছেন॥ ৭৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সখি হে সেই কৃষ্ণ আইসে বিদ্যমান। আমার নয়ন বন্ধু, যা বিনু না অন্য বন্ধু, তেঁহো আইল সুমোহন ঠাম ॥ ধ্রু ॥

আনন্দে প্রফুল্ল অতি, সুকেলি কটাক্ষ ততি, তার শোভা যার বিলক্ষণ। ওই শোভা দেখিবারে, মোরে দিঠি আশা ধরে যে লাগি তাপিত অনুক্ষণ ॥

তৈছে বংশী গানামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, সিঞ্চে মোর এই কর্ণদ্বয়ে। যে ধ্বনি শ্রবণ লাগি, সদা কর্ণ অনুরাগী,

দূরাদ্বিলোকয়তি বারণকেলিগামী
ধারাকটাক্ষভরিতেন বিলোকিতেন।

অথ, আলোকয়েদদ্ভুতবিভ্রমাভ্যামিত্যাদি শ্লোকোৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সানন্দমাহ। সোঽয়ং দেবঃ দূরাদেব বিলোকিতেন বিলোকয়তি। মামিতি শেষঃ। রাধাং বা। কীদৃশা। ধারাপ্রবাহরূপা যে কটাক্ষাস্তৈ র্ভরিতেন পূর্ণেন। স কীদৃক্। বারণবৎ কেলিগামী। তথা আরাৎ নিকটে উপৈতি। কীদৃক্। হৃদয়ঙ্গমা যে বেণোর্নাদা স্তেষাং যা বেণী পরম্পরা তদযুক্তং যন্মুখং তেন উপ-

অনন্তর আমি অদ্ভুত বিভ্রমশালি লোচনদ্বয়দ্বারা কবে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিব, এইরূপ পূর্ব্বকার নিজ-উৎকণ্ঠার সাফল্যহেতু লীলাশুক আনন্দের সহিত কহিতেছেন॥

হস্তির ন্যায় সবিলাস গমনশালী শ্রীকৃষ্ণ কটাক্ষ ধারাপূর্ণ দৃষ্টিদ্বারা আমাকে অবলোকন করিতে করিতে বেণুনাদ ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখ তার লালসা পুরয়ে॥

এত কহি পুনঃ দেহে, পুরব উৎকণ্ঠা যাহে, দরশে বিভ্রম লাগে আঁখি। তাহার সাফল্য হৈল, মনে এই অনুমিল, তাতে শ্লোক পড়ে হর্ষ গাখি॥ ৭৯॥

সখি! হে, লীলাপর সেই কৃষ্ণচন্দ্র। দূরে হৈতে নিজ-দিঠি, দেখে রাধা অতিমিঠি, দেখ সখি! নয়ন-আনন্দ॥ ধ্রু॥

কটাক্ষ প্রবাহরূপা, ধারাপূর্ণ সুধা কূপা, রাধা প্রতি ক্ষেপে অনুক্ষণ। যাহা দেখিবার তরে, উৎকণ্ঠাতে আঁখি মরে তাহা দিয়া রাখিল জীবন॥

মদমত্ত গজজিতি, মন্থর মন্থর গতি, নিকটে আসিয়া উপ-স্থিত। অমৃতপ্রবাহ হেন, বেণুনাদ মনোরম, সেহ যেন

আরাদুপৈতি হৃদয়ঙ্গমবেণুনাদ-

বেণীমুখেন দশনাংশুভরেণ দেবঃ ॥ ৮০ ॥

ত্রিভুবনসরসাভ্যাং দিব্যলীলাকুলাভ্যাং

লক্ষিতঃ। কীদৃশা সহজস্মিতেন প্রস্থমরা যে দশনাংশবস্তেষাং ভরো যস্মিন্ তেন। যদ্বা। দশনাংশুভরেণোপলক্ষিতঃ। কীদৃশা। তাদৃশবেণুনাদ-কল্লোলযুক্তবেণীকৃতং তন্মুখং যেন। তত্র দন্তকটাক্ষাধর-কান্তিধারা গঙ্গাযমুনা-সরস্বত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ৮০ ॥

কিমপি বহতু চেতঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাভ্যামিত্যাহুৎকণ্ঠাসাফল্যাৎ সোল্লাস-

---

দন্তাংশুপূর্ণ বেণী অর্থাৎ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী এই ত্রিবেণী-যুক্ত বদন ধারণ করত আমার হৃদয় মধ্যেই যেন প্রবেশ করিতেছেন ॥ ৮০ ॥

অনন্তর উৎকণ্ঠার সাফল্যহেতু উল্লাসের সহিত লীলা-শুক কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ত্রিবেণীর রীত ॥

বেণুনাদ নিজহিয়ে, সহজেই মন্দস্মিতে, দর্শন কিরণযুক্ত কিবা। বেণুধ্বনি সুকল্লোলে, যুক্ত হৈয়া ধারবলে, ত্রিবেণীর মুখে ধরে কিবা ॥

দন্তকান্তি মন্দাকিনী, কটাক্ষ যমুনা মানি, বিম্বাধর কান্তি সরস্বতী। এই ত্রিবেণীর ধারা, মুখে বহে শ্রোত-পারা, স্নিগ্ধ কৈল মোর নেত্র অতি ॥

কহিতেই কৃষ্ণপদে, নেত্রপড়ে অতিসাধে, পূর্ব্বের প্রার্থনা-গণ যত। সাফল্য হইল জানি, নিজভাগ্যে শ্লাঘ্যমানি, কহে শ্লোক মহামৃত মত ॥ ৮০ ॥

এই না আইসে শ্রীগোবিন্দ। অদ্ভুত চরণদ্বয়, ত্রিভুবনা-

দিশি দিশি তরলাভ্যাং দীপ্তভূষাদরাভ্যাং।
অশরণ-শরণাভ্যামদ্ভুতাভ্যাং পদাভ্যা-

মাহ। অয়ময়ং দেবঃ পদাভ্যামায়াতি। কীদৃগ্ভ্যাং অদ্ভুতাভ্যাং। তদেব ব্যনক্তি। ত্রিভুবনং সরসমানন্দিতং শৃঙ্গাররসসংকুলং বা যাভ্যাং তাভ্যাং দিব্যা যা লীলা মত্তেভগতিনিন্দিবিলাসাস্তৈস্তরাকুলাভ্যাং তৎপ্রচুরাভ্যাং তথা নৃত্য-গত্যা দিশি দিশি তরলাভ্যাং। দৃশি দৃশি সরসাভ্যামিতি পাঠে দর্শনে দর্শনে নূতনাভ্যাং। দীপ্তা প্রজ্বলিতা যা নূপুরাদিভূষাস্তাভিরাদরো বা যয়োঃ। অশরণানাং ত্যক্তগৃহাণামাসাং গোপীনাং শরণাভ্যামাশ্রয়াভ্যাং। অয়ং কীদৃক্।

যাহা ত্রিভুবনের আনন্দস্বরূপ অথবা শৃঙ্গাররস সঙ্কুল, যাহা দিব্য লীলায় সমাকুল, যাহা ইতস্ততঃ প্রত্যেক দিকে চঞ্চল, যাহা নূপুরাদি অলঙ্কারে সমাদৃত এবং যাহা অশরণ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নন্দময়, তাতে চলি আইসে মন্দ মন্দ ॥ ধ্রু ॥

কিম্বা যাতে সশৃঙ্গার, রসসংক্ষালিত সার, সে দুই চরণ আইসে চলি। দিব্য যেই লীলা অতি, মত্তেভ-নিন্দিত গতি, তাতে পূর্ণ যে পদ সুবলি ॥

দেখ নৃত্যগতি যাতে, দিক্ দিক্ চাপল্য তাতে, কিম্বা দৃশে দৃশে নব নব। উজ্জ্বল চরণদ্বয়, ভূষণ নূপুরাদয়, সে ভূষার আদরানুভব ॥

ত্যক্তগৃহা গোপীগণ, তাহার আশ্রয়স্থান, সেই পদ চলি আইসে পথে। এই হেন পদদ্বন্দ্বে, কৈছে চলে এই স্কন্ধে, হিয়াপদ্ম দেই ওতলাতে ॥

নূপুরের ধ্বনি আর, নৃত্যগতি পদ তার, অনুসারে বেণু-গান যার। কিম্বা নিরন্তর গান, বেণু অতি অনুপাম, তেঁহো

ময়ময়মনুকূজদ্বেণুরায়াতি দেবঃ ॥ ৮১ ॥
সোঽয়ং মুনীন্দ্রজনমানসতাপহারী
সোঽয়ং মদব্রজবধূবসনাপহারী।

অনুকূজদ্বেণুনূপুরধ্বনিঃ পাদতালঞ্চানু তদনুসারেণ কূজন্ বেণু র্যস্য। অনু-নিরন্তরং বা ॥ ৮১ ॥

সাক্ষাত্তদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যা পরমানন্দমগ্নঃ সাশ্চর্য্যমাহ। মুনীন্দ্রাশ্চ তে জনা ভক্তাশ্চ তেষাং নারদাদীনামপি মানসতাপমেব সদা ধ্যানে স্ফূর্ত্ত্যা হর্ত্তুং শীলং যস্য সোঽয়ং। তাদৃশোঽপি মদযুক্তা গর্ব্বেণ ভংসয়ন্ত্যো যা ব্রজবধ্বস্তাসাং বসনাপ-হারী যঃ সোঽয়ং। তথা তৃতীয়ভুবনেশ্বরস্য গিরিধৃত্যা স্বর্গেশস্য দর্পহারী যঃ

গোপীজনসমূহের শরণ অর্থাৎ আশ্রয়, সেই চরণযুগলদ্বারা এই দেব শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিতেছেন ॥ ৮১ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদ্দর্শন প্রাপ্ত হইয়া লীলাশুক পরমানন্দে নিমগ্ন হওত আশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন ॥

সখি! সেই এই মুনীন্দ্রগণের মানসিক তাপহারী, সেই

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আইসে আগে ত আমার ॥

তবে ত সাক্ষাৎ তার, দর্শন-আনন্দ-সার,সে আনন্দে মগ্ন মন হই। কহে লীলাশুক বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, শুন সবে চিত্ত মন দেই ॥ ৮১ ॥

সখি! হে, সেই কৃষ্ণ দেখি বিদ্যমান। মুনীন্দ্র আর ভক্ত-জন, নারদাদ্যের যেই মন, তাপ হরে করিলে ধিয়ান ॥ ধ্রু ॥

মদযুক্তা গোপনারী, যারে ভংসে গর্ব্ব করি, তা সবার বাস যেই হরে। সেই কৃষ্ণ আইলা এই, যাতে চিত্ত সুখ দেই, বিদ্যমানে দেখহ তাহারে ॥

স্বর্গেশ্বর ইন্দ্রগর্ব্ব, গিরিধরি কৈলা খর্ব্ব, সেই এই আইলা সাক্ষাৎ। গোপী হৃদ্ পদ্মহারী, আমার চিত্তাম্বুজ-হারী, সেই এই আশ্চর্য্য এ বাত ॥

সোঽয়ং তৃতীয়ভুবনেশ্বরদর্পহারী
সোঽয়ং মদীয়হৃদয়াম্বুরুহাপহারী ॥ ৮২ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বে চ গৌগ্ধ্যে চ সার্ব্বভৌমমিদং মহঃ।

সোঽয়ং। তাদৃশোঽপি মদীয়ানামাসাং মমৈব বা হৃদয়াম্বুরুহাপহারী যঃ সোঽয়মিত্যাশ্চর্য্যং ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বং যথা যথা স্বপ্রার্থিতং তথা বিধত্তে নাবির্ভাবাৎ রাসে তাসাং হৃদয়েচ্ছাপূরকত্বাচ্চ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ লীলাবিশিষ্টত্বেন সহজপরমৈশ্বর্য্যাদেরননুসন্ধানাৎ মুগ্ধতায়াশ্চানুভবানন্দবিস্ময়োৎফুল্লঃ সন্নাহ। পূর্ব্ববদিদং মহঃ নয়নং নির্বিশৎ।

এই ব্রজবধূদিগের বসনাপহারী, সেই এই ত্রিভুবনেশ্বর ইন্দ্রের দর্পহারী এবং সেই এই আমার হৃদয়পদ্মের অপহরণ কারী শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৮২ ॥

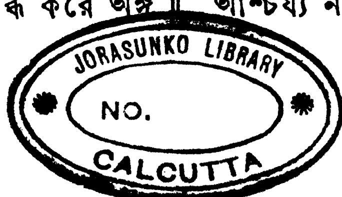
অনন্তর পূর্ব্বে যেমন ২ আপনার প্রার্থিত ছিল তদ্রূপে আবির্ভাব, তথা রাসে গোপীদিগের হৃদয়েচ্ছা পূরক এবং সর্ব্বজ্ঞতার লীলায় আবিষ্টত্ব, স্বাভাবিক পারমৈশ্বর্য্যাদির

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

অথ পূর্ব্বে যাহা, নিজ প্রার্থ্য তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র কৈল সে বিধান। আর দেখি রাস মাঝে, ব্রজাঙ্গনা চিত্ত মাঝে, যাহা বাঞ্ছে তাহা কৈল দান ॥

সর্ব্বজ্ঞতা লীলাবেশ. সহজ যে পরমেশ, অনন্য সন্ধানে হৈতে যত। মুগ্ধতা দর্শন হৈতে, আনন্দ বিস্ময় চিত্তে,প্রফুল্লে প্রকাশ কহে বাত ॥ ৮২ ॥

সখি! হে. কৃষ্ণ অঙ্গ কান্তি। মোর আঁখি মাঝে দেখি প্রবেশয়ে অতি॥ আঁখি পথে যাঞা চিত্ত পরম আনন্দ। ব্যাপ্ত হয়ে সবিস্ময়ে স্তব্ধ করে অঙ্গ ॥ আশ্চর্য্য না সর্ব্বজনা শ্রেষ্ঠ



নির্ব্বিশন্নয়নং হন্ত নির্ব্বাণপদমশ্নুতে ॥ ৮৩ ॥
পুষ্ণানমেতৎ পুনরুক্তশোভা-
মুষ্ণেতরাংশোরুদয়ান্মুখেন্দোঃ।

তদ্দ্বারা প্রবিশ্য নির্ব্বাণং পরমানন্দস্তৎপদং হৃদয়মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। বিস্ময়েন স্তব্ধং করোতি। হন্ত ইত্যাশ্চর্য্যে। কীদৃশং। সর্ব্বজ্ঞত্বে মৌগ্ধে চ সার্ব্বভৌমমতি-শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

পুনস্তৎ-শ্রীমুখশোভায়াঃ স্বতৃষ্ণায়াশ্চ ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্বমনুভূয় সবিস্ময়-মাহ। এতৎ কিঞ্চনানির্ব্বচনীয়ং কৃষ্ণাহ্বয়ং মম জীবিতং মুখেন্দোরুদয়াৎ মে তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি। কীদৃশং। উষ্ণেতরাংশো হিমাংশো স্তদ্-

অননুসন্ধান এবং মুগ্ধতার অনুভব হেতু আনন্দ বিস্ময়ে প্রফুল্ল হইয়া লীলাশুক কহিতেছেন ॥

আহা! যাহা সর্ব্বজ্ঞত্ব ও মুগ্ধত্ব অর্থাৎ সৌন্দর্য্য বিষয়ে যাহা সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই এই মহঃ (তেজঃ) আমার নয়ন মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণপদবী লাভ করি-তেছে ॥ ৮৩ ॥

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের মুখশোভা এবং নিজতৃষ্ণার ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্ব অনুভব করিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিলেন,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মহাশয়। রূপ পুঞ্জ মনোরঞ্জ তৈছে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ কহি পুনঃ দেখে ভ্রম কৃষ্ণমুখ শোভা। নিজ তৃষ্ণা বাঢ়ে সদা হয় মনো-লোভা ॥ তাতে অতি বিস্ময়তি মন হৈল তার। শ্লোক পড়ি হর্ষভরি কহে পুনর্ব্বার ॥ ৮৩ ॥

এই অনির্ব্বাচ্য কৃষ্ণ নাম। মোর প্রাণ রূপধাম দেখি বিদ্যমান ॥ মুখচন্দ্র চন্দ্রছটা উজ্জ্বল হইতে। মোর তৃষ্ণা

তৃষ্ণাম্বুরাশিং দ্বিগুণীকরোতি
কৃষ্ণাহ্বয়ং কিঞ্চন জীবিতং মে ॥ ৮৪ ॥
তদেতদাতাম্রবিলোচনশ্রীঃ

দয়াদেব পুনরুক্তা ব্যর্থীকৃতা যা শোভা তাং পুষ্ণানং। স্বশ্রীমুখকান্ত্যা ইন্দোঃ শোভাং ব্যর্থীকৃত্য পুনস্তৈরেবোচ্ছলিতাং কুর্ব্বাণমিত্যর্থঃ। কিম্বা। শ্রীব্রজদেবীনাং তদ্দর্শনোচ্ছলিতাং শোভাং দৃষ্ট্বাহ এতাসাং তদদর্শনাৎ পুনরুক্তাং ব্যর্থীকৃতাং ম্লানাং শোভাং পুষ্ণানং স্থূলীকুর্ব্বং। মুখেন্দোঃ কীদৃশঃ উষ্ণেতরাংশোরতিশীতস্য ॥ ৮৪ ॥

স্বস্য ভাববিশেষাশ্রয়ত্বাৎ পুনস্তত্র জাততৃষ্ণঃ সলালসমাহ। তদ্বীক্ষিষ্যে

শ্রীকৃষ্ণ-নামক আমার কোন এক জীবন অর্থাৎ আমার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মদীয় পুনরুক্ত শোভাকে এবং আমার মুখেন্দুর উদয়সমূহকে পোষণ করিতেছেন, তথা আমার তৃষ্ণারূপ অম্বুরাশি কে (সমুদ্র) দ্বিগুণ করিতেছেন ॥ ৮৪ ॥

আপনার ভাববিশেষের আশ্রয়হেতু পুনর্ব্বার তাহাতে জাততৃষ্ণ হইয়া লালসার সহিত কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সিন্ধুদৃশা কৈল বিগুণীতে ॥ চন্দ্রোদয় শোভাচয় ব্যর্থ কৈল যাতে। পুনর্ব্বার শোভা তার উছলয়ে তাতে ॥ কিম্বা ব্রজনারী তার অদর্শনে ম্লানী। কৃপা করি শোভা ভরি পূর্ণ কৈলা পুনি ॥ অতিশীত মুখরীত তাপ করে নাশ। মোর হিয়া মুখদিয়া কৈলা পরকাশ ॥ পুন নিজভাব ব্রজ বিশেষ আশ্রয়। হৈতে হৈল তৃষ্ণাকুল লালসাতে কয় ॥ ৮৪ ॥

সখি! হে, মুরারীর মুখাব্জ সুন্দর। মোর মন পুনঃ পুনঃ

সম্ভাবিতাশেষবিনম্রগর্ব্বং।
মুহুর্ম্মুরারে র্ম্মধুরাধরৌষ্ঠং
মুখাম্বুজং চুম্বতি মানসং মে ॥ ৮৫ ॥

বত বদনাম্বুজমিত্যাদৌ পূর্ব্বপ্রার্থিতমেতন্মুরারে র্মুখাম্বুজং মে মানসং মুহুশ্চুম্বতি নেত্রভৃঙ্গদ্বারা নিপীয় আস্বাদয়তি নিজভাবানুসারেণ বিশেষয়তি। কীদৃশং। মধুরৌ অধরোষ্ঠৌ যত্র তথা আতাম্রয়োরীষদরুণয়ো র্বিলোচনয়ো র্যা শ্রীঃ শোভা কৃপাকটাক্ষাদিসম্পৎ তয়া সম্ভাবিতো বর্দ্ধিতঃ অশেষবিনম্রাণাং ভক্তানামনুকূলানামাসাঞ্চ সৌভাগ্যগর্ব্বো যেন ॥ ৮৫ ॥

আহা! যাহাতে মধুরতর অধরৌষ্ঠ বিদ্যমান, তথা অরুণবর্ণ লোচনদ্বয়ের যে শোভা অর্থাৎ কৃপাকটাক্ষাদি সম্পত্তি তদ্দ্বারা অশেষ বিনম্র অর্থাৎ ভক্তগণ এবং আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ববর্দ্ধিত হইতেছে, মুরারির সেই মুখাম্বুজ আমার মানস চুম্বন অর্থাৎ নেত্রভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া আস্বাদন করিতেছেন ॥ ৮৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চুম্বে নিরন্তর ॥ নেত্র পথদিয়া চিত্ত করে আস্বাদন। নিজ নিজ ভাব জীববিশেষ লক্ষণ ॥ সুমধুর ওষ্ঠাধর যাতে বিরাজয়। আ অরুণ দ্বিলোচন তাতে শোভাময় ॥ কটাক্ষ্যাদি কৃপানিধি সম্পদ্ যাহাতে। নেত্রদ্বয় সুখময় প্রকাশয়ে তাতে। যত ভক্ত অনুরক্ত আর ব্রজনারী। সুসৌভাগ্য গর্ব্বযোগ বাড়ায় যা হেরি ॥ সেই সেই অন্ত নাই মাধুর্য্যাব্ধিগণ। তাতে মুগ্ধ চিত্তে লুব্ধ নাহিক চেতন ॥ প্রেমানন্দে অনুবন্ধে সকল পাসরি। কৃষ্ণদর্শে রাধা পার্শ্বে নিজ স্ফূর্ত্তি সারি ॥ রাধাপ্রতি কহে অতি আনন্দ আচরি। কৃষ্ণঅঙ্গ পুণ্যগন্ধ উপমা না হেরি ॥ ৮৫ ॥

করৌ শরদিজাম্বুজক্রমবিলাসশিক্ষাগুরূ
পদৌ বিবুধপাদপপ্রথমপল্লবোল্লঙ্ঘিনৌ।

ততস্তদনন্তমাধুর্য্যাব্ধিমগ্নঃ প্রেমানন্দবৈহ্বল্যাৎ সর্ব্বং বিস্মৃত্য পূর্ব্ববত্তমন্বিষ্য প্রাপ্ততদ্দর্শনায়াঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ পার্শ্বস্থায়স্ফূর্ত্ত্যা তাং প্রতি। বাহেতু স্বসঙ্গিনং কিঞ্চিৎ স্বমিত্রং প্রতি। লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবৎ স্বান্তোদ্গতং তদঙ্গানামুপমানজেতৃত্বমাহ। অহো আশ্চর্য্যে। ইদং পুরোদৃশ্যমানং মহঃ পূর্ব্ববৎ কান্তিপুঞ্জং বিলোকয়। কীদৃশং। বিলোচনয়োরমৃতং। তদ্বত্তৎ-সন্তর্পকং। ক্ষণং নির্বর্ণ্য সবিস্ময়মাহ। ইদং শৈশবং কৈশোরমিত্যর্থঃ। স্বার্থেঽণ্। যতোঽস্য করৌ কীদৃশৌ। তৌ শরদিজাম্বুজানাং ক্রমেণ পরি-পাট্যা যে বিলাসা স্তেষাং শিক্ষাগুরূ। তথাস্য পদৌ কীদৃশৌ। বিবুধপাদ-পানাং কল্পবৃক্ষাণাং প্রথমপল্লবান্ তত্তদ্গুণৈরুল্লঙ্ঘয়িতুং শীলং যয়ো স্তাদৃশৌ।

অনন্তর সেই সেই আনন্দ মাধুর্য্যাদিতে নিমগ্ন তথা প্রেমানন্দে বিহ্বল হওয়ায় বিস্মৃত হইয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলে শ্রীরাধা পার্শ্বস্থ আত্মস্ফূর্ত্তিদ্বারা তাঁহার প্রতি বাহ্যে স্বীয়সঙ্গিকে কথঞ্চিৎ আপনার মিত্রের প্রতি কহিতে লাগিলেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দেখ সখি! আশ্চর্য্য গোবিন্দ। কান্তিপুঞ্জ মনোরঞ্জ নেত্রামৃত বন্ধ ॥ কিশোরাঙ্গ নৃত্যরঙ্গ মনোহর ভাঁতি। নীলমণি কান্তি জিনি অঙ্গ শোভা অতি ॥ শরতের পদ্ম বর ক্রম সুবি-লাস। শিক্ষাগুরু হস্তধরু সর্ব্ব মনোল্লাস ॥ কল্পশাখী মনমাথি প্রথম পল্লব। পদদ্বয়ে তা লঙ্ঘয়ে কিবা অনুভব ॥ ত্রিভুবনে উপমানে শোভয়ে দুর্ম্মদ। দ্বিনয়নে তাঁরে জিনে শ্রীমুখ সম্পদ ॥ পুনর্ব্বার বাহ্য আর অন্তর্দ্দশা নাশি। কাম লোভ

দৃশৌ দলিতদুর্ম্মদত্রিভুবনোপমানাশ্রয়ৌ
বিলোকয় বিলোচনামৃতমহো মহঃ শৈশবং ॥ ৮৬ ॥
আচিন্বানমহন্যহন্যহনি সাকারান্ বিহারক্রমা-
নারুন্ধানমরুন্ধতীহৃদয়মপ্যার্দ্রস্মিতার্দ্রশ্রিয়া।

তথাস্য দৃশৌ কীদৃশৌ। দলিতানি দুর্মদানি ত্রিভুবনে যানি পদ্মাদীনি উপমানানি যেষাং তেষাং শ্রীর্যাভ্যাং তাদৃশৌ ॥ ৮৬ ॥

পুনর্দশাদ্বয়সম্বলিতঃ স্মরলালসোৎপাদকতন্মাধুর্য্যদর্শনানন্দমগ্নস্তদেবা-

আহা! যাঁহার হস্তদ্বয় শরৎকাল জাতপদ্মের যথা ক্রমে বিলাসবিষয়ের শিক্ষাগুরু, চরণদ্বয় বিবুধ পাদপ অর্থাৎ কল্প-বৃক্ষ সকলের নবপল্লবের রক্তিমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে, এবং যাহার নেত্রযুগল ত্রিভুবনের যাবতীয় পদ্মাদি উপমান আছে তৎসমুদায়ের দুষ্ট অহঙ্কারকে বিদলিত করিয়া স্বীয় শোভা বিস্তার করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এই দৃশ্যমান মহঃ অর্থাৎ কান্তিপুঞ্জ যাহা লোচনদ্বয়ের অমৃততুল্য তৃপ্তিজনক সেই শৈশবকে অবলোকন কর ॥ ৮৬ ॥

পুনর্ব্বার বাহ্যদশা ও অন্তর্দ্দশা সম্বলিত ও কন্দর্প লালসার উৎপাদক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শন জনিত আনন্দে নিমগ্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে কন্দর্পজ্ঞানে কহিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উপাদক কৃষ্ণ শোভারাশি ॥ দরশন মুখঘন মগন মানসে।
সে আনন্দে কহে ছন্দে আনন্দ প্রকাশে ॥ ৮৬ ॥

সখি হে সম্যক্ প্রকারে কৃষ্ণচন্দ্র। ক্ষণে ক্ষণে নবীনতা প্রায় যেই মোহনতা, প্রকাশয়ে পরম আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

যত ব্রজ নারীগণ, স্তনতটী মনোরম, তাহার সুখদ স্থান

আতন্বানমনন্যজন্মনয়নশ্লাঘ্যামনর্ঘ্যাং দশা-

নন্দং মত্বাহ আচিন্বানমিতি। তদেতন্মহ আনন্দং আ সম্যক্ আনন্দো যস্মাৎ তদানন্দং তদ্রূপং সৎ উজ্জৃম্ভতে। ক্ষণে ক্ষণে নবনবত্বেন প্রকাশতে। পরিতঃ পশ্যন্ রাধাপয়োধরোৎসঙ্গশায়িনে শেষশায়িনে ইতিবৎ তং দৃষ্ট্বাহ। ব্রজ-সুন্দরীণাং স্তনতটী এব সাম্রাজ্যং সুখদস্থানং যস্য তাসাং। যদ্বা। তাসু সাম্রাজ্যং যস্যেতি বা। তত্রৈব তাদৃশত্বেন সুলভমিত্যর্থঃ। অতঃ কামপ্যনুপমাং দশাং কোটিমন্মথমোহিনীং আতন্বানং প্রকটয়ন্তং। মাধুর্য্যস্যানন্ত্যান্নেত্রাভ্যা-মনুভবিতুমসমর্থঃ। কোটিনয়নং প্রার্থয়ন্ স্বপুংস্ত্বাৎ। তত্রাপ্যযোগ্যতা-মননাৎ সামান্যস্ত্রীত্বং প্রার্থয়ন্ তত্রাপ্যযোগ্যতা বিচার্য্য সদৈন্যমাহ। কীদৃশীং

ব্রজসুন্দরীগণের স্তনতটের সাম্রাজ্য অর্থাৎ সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী-রূপা লক্ষ্মী প্রতিদিন স্বীয় বিহার ক্রম বিস্তার পূর্ব্বক অরুন্ধ-তীর হৃদয়কেও আর্দ্রীভূত মধুর হাস্যের আর্দ্র শোভাদ্বারা

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

যে। কিম্বা কুচতটগণ, কৃষ্ণের সুখদ স্থান, তাহাতে সুলভ হয় সে॥

এইত কারণে কহি, কোন অনুপদশা নহি, কোটি কাম মোহয়ে তাহাতে। প্রকট করয়ে যাহা, দেখ সখি তাহা তাহা কিবা সুখ না বাড়য়ে চিত্তে॥

অনন্ত মাধুর্য্য দেখি, সবে মোর দুটি আঁখি, তাতে কিবা দেখিব গোবিন্দ। কোটি নেত্র হয় যবে, কৃষ্ণ অঙ্গ দেখি তবে দুই নেত্রদিল বিধি মন্দ॥

বাহ্যদশা বাসি মনে, আপনে পুরুষ মানে, তাহাতে কহয়ে আর বার। পুরুষের দৃশ্য নহে, অনন্ত মাধুর্য্যচয়ে, সামান্যা স্ত্রী বাঞ্ছা হয় তার॥

মানন্দং ব্রজসুন্দরীস্তনতটীসাম্রাজ্যমুজ্জৃম্ভতে ॥ ৮৭ ॥

তাং অন্যজন্মানি ব্রজসুন্দরীব্যতিরিক্তানি যানি জন্মানি তেষু যানি নয়নানি তৈঃ শ্লাঘিতুমপ্যশক্যাং কিমুতানুভবিতুং। আভি র্ব্রজদেবীভিরেবানুভাব্যামিত্যর্থঃ। বিলাসসৌষ্ঠবং দৃষ্ট্বাহ অহন্যহন্যহনি প্রতিদিনং প্রতিক্ষণং প্রতি নিমেষং সাকারান্ মূর্ত্তিমতঃ বিহারক্রমান্ তৎপরিপাটীরাচিন্বানং সৃজন্তং। এবং চেত্তর্হি তদন্যোজনস্তদাশাং ত্যক্ত্বা সুখং তিষ্ঠতু অত্র সোপালম্ভমাহ আরুন্ধেতি। সহজাদ্রস্য স্মিতস্য যা আর্দ্রা শ্রীঃ শোভা তয়ৈবারুন্ধত্যা অপি হৃদয়মারুন্ধানাং আত্মন্যারুদ্ধ্য স্থাপয়েৎ। সুন্দরং পুরুষং দৃষ্ট্বা পুরুষা অপি তং শ্লাঘন্তে তস্যা স্তৎশ্লাঘাপি নাস্তি অস্যা অপীতি কথমন্যো জনঃ সুখং তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

অবরোধ করত এবং যাহা কোন জন্মেও সুলভ নহে তাদৃশী অমূল্য দশা ও আনন্দকে বর্দ্ধন করত নিয়তই বৃদ্ধিলাভ করিতেছে ॥ ৮৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সামান্য নারীও হৈলে, ও মাধুর্য্য নাহি মিলে, এরূপ বিচার করি মনে। কহয়ে সদৈন্য করি, বিনা যত ব্রজনারী, না দেখয়ে যে অন্য নয়নে ॥

ব্রজনারী আঁখিগণ, শ্লাঘা পাঞা অনুক্ষণ, দর্শন করয়ে যে মাধুরী। কহিতেই পুনঃ সেই, বিলাসে সৌষ্ঠব যেই, দেখিয়া কহয়ে বলিহারি ॥

প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে, প্রত্যেক নিমিষগণে, মূর্ত্তিমন্ত বিহারের ক্রম। পরিপাটি মনোহর, জগতের তাপহর, নিরন্তর করয়ে সৃজন ॥

তবে যদি বোল হেন, তবে কেন অন্য জন, লোভ করে

তদুচ্ছ্বসিতযৌবনং তরলশৈশবালঙ্কৃতং
মদচ্ছুরিতলোচনং মদনমুগ্ধহাসামৃতং।

পুনর্লালসয়া সহর্ষমাহ তদিদং মামকং জীবিতং জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। সর্ব্বোৎকর্ষতামেবাহ বিশেষণৈঃ। ন কেবলমরুন্ধত্যা অপিতু জগত্রয়ে মনোহরং। উচ্ছ্বসিতং যৌবনং তৎপূর্ব্বাবস্থা যস্মিন্। তথা তরলং গত্বরং কিঞ্চিদবশিষ্টং শৈশবং যৎ তেনালঙ্কৃতং। বিশেষণাভ্যাং কিশোর

পুনর্ব্বার অন্তর্লালসায় সহর্ষে কহিতেছেন। যাঁহার যৌবন উচ্ছলিত, যাহা তরল (চঞ্চল) শৈশবে অলঙ্কৃত অর্থাৎ যিনি কিশোর, যাঁহার কন্দর্পমদে লোচন উচ্ছলিত,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তাহা দেখিবারে। সে তৃষ্ণা ছাড়িয়া রহু, মাধুর্য্য মাহাত্ম্য বহু তবে শুন কহি যে তোমারে॥

উপালম্ভ মতে কহে, ঐছে তার স্মিত নহে, পরম কোমল শোভাময়। অরুন্ধতী আদি সতী, হৃদয়ে অবাদ্ধ অতি, তবু-রাখে আপনা আলয়॥

কহিতেই নিজান্তরে, লালসা আসিয়া ধরে, অতিশয় হর্ষ মানি মনে। কহে মহাভাগবত, লীলাশুক অভিমত, সাক্ষাৎ গোবিন্দ দরশনে॥ ৮৭॥

এই গোর জীবন কৃষ্ণচন্দ্র। জয়যুক্তবন্ত সদা, সর্ব্বোৎকর্ষা প্রেমপ্রদা, রাস মাঝে কিশোর নটেন্দ্র॥ ধ্রু॥

ন কেবল অরুন্ধতী, সতী-মন হরে নিতি, জগত্রয় মনোহারিবেশ। প্রথম যৌবনারম্ভ, কৈশোর সংপূর্ণ দম্ভ, তাহাতে মোহিলা সর্ব্বদেশ॥

কৈশোর বয়স সার, প্রতি অঙ্গ অলঙ্কার, এক অঙ্গ শোভা

প্রতিক্ষণবিলোভনং প্রণয়পীতবংশীমুখং
জগত্ত্রয়মনোহরং জয়তি মামকং জীবিতং ॥ ৮৮ ॥
চিত্রং তদেতচ্চরণারবিন্দং

মিত্যর্থঃ। অতঃ স্মরমদৈশ্চ্ছুরিতে ব্যাপ্তে লোচনে যস্য। মদনো মুগ্ধো যস্মাৎ তাদৃশো হাস এবামৃতং তদস্মিন্। অতঃ প্রতিক্ষণবিলোভনং। কর্ত্তরি ল্যুট্। প্রণয়েন পীতং চুম্বিতং বংশ্যাঃ সুভগায়া মুখং যেন ॥ ৮৮ ॥

পুনস্তৎপ্রত্যঙ্গমাধুর্য্যানন্ত্যাস্ফূর্ত্ত্যা সাশ্চর্য্যমাহ তৎকৃষ্ণপদাম্বুজাভ্যা-

যাঁহার হাস্যামৃতে মদনও বিমোহিত হয়েন এবং যাঁহার সপ্রণয়ে পীতবংশীমুখ ক্ষণে ক্ষণে লোভ জন্মাইতেছে, সেই ত্রিজগন্মনোহর মদীয় জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ॥৮৮

পুনর্ব্বার তাঁহার প্রত্যঙ্গের অনন্তমাধুর্য্য স্ফূর্ত্তি হেতু

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পুঞ্জ হেরি। জগতের নারী যত, কে রাখিবা ধৈর্য্য কত, শ্রুত মাত্র হইল বাউলী ॥

তাতে কাম মদগণ, ব্যাপ্তে আছে দ্বিনয়ন, তাহাতে চঞ্চল তার গতি। কোটি কাম মোহ করে, হেন হাস্য যেহো ধরে, মেহ হরে অমৃতের রতি ॥

প্রতিক্ষণে মতি লোভা, হেন সে মাধুর্য্য শোভা, যার প্রতি তনুতে বিরাজ। শুক না বংশীর মুখ, চুম্বি যেহো পায় সুখ, প্রণয়ে পিবয়ে এই কাজ ॥

কহিতে কহিতে তার, প্রত্যঙ্গ মাধুরী সার, স্ফূর্ত্তি হৈলা আসি নিজমনে ॥ আচার্য্য কহয়ে বাণী, কৃষ্ণকর্ণ রসায়নী, লীলাশুক শ্লোক উচ্চারণে ॥ ৮৮ ॥

সখি হে এই কৃষ্ণ চরণারবিন্দ। পূর্ব্বে যা প্রার্থনা কৈনু,

চিত্রং তদেতন্নয়নারবিন্দং।
চিত্রং তদেতদ্বদনারবিন্দং

মিত্যাদিনা। প্রার্থিতমেতদস্য চরণারবিন্দং চিত্রমদ্ভুতং। তথা মূর্ত্তিং জগন্মোহিনীমিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতদস্য বপুশ্চিত্রমত্যদ্ভুতং। মুখপঙ্কজং মনসি মে বিজৃম্ভতামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতচ্চরণারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুত-তরং। তথা প্রস্ফুরল্লোচনাভ্যামিত্যাদৌ প্রার্থিতং তদেতন্নয়নারবিন্দং চিত্রমত্যদ্ভুততমং তদেতৎ সর্ব্বং মম প্রত্যক্ষং জাতমিতি চিত্রং অতিতমাদ্ভুত-

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিতেছেন॥

যাঁহার চরণারবিন্দ অদ্ভুত, যাঁহার বদনারবিন্দ অদ্ভুত, এবং যাঁহার নয়নারবিন্দ অদ্ভুত, অধিক কি বলিব যাঁহার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই যে সাক্ষাৎ পাইনু, কি অদ্ভুত পরম আনন্দ॥

এই কৃষ্ণ মুখপদ্ম, সকল আনন্দ সদ্ম, বড়ই অদ্ভুত হয় আর। পূর্ণবাঞ্ছা যত মোর, পূর্ণ কৈল ভাগ্য ভর, দেখিলাঙ মুখপদ্ম সার॥

তাহা হইতে এই আর, অদ্ভুততর তার, আঁখি পদ্ম মনোহর শোভা। পুরুষে প্রার্থিল আমি, হেন বুঝি মন জানি, দরশন দিল চিত্তলোভা॥

তাহা হৈতে অতিশয়, অদ্ভুত তমময়, এই না গোবিন্দ অঙ্গ আগে। যেই কান্তি সুমাধুরী, বেশবৈদগ্ধি ভরি, প্রার্থনা করিল অনুরাগে॥

পুনঃ দেখে কতদূরে, রাই কৃষ্ণকেলি করে, গোপবধূ-চুম্বে আলিঙ্গনে। ক্ষণেক বিস্ময় পাঞা, কহে মনে বিচারিয়া,

চিত্রং তদেতদ্বপুরস্য চিত্রং ॥ ৮৯ ॥
অখিলভুবনৈকভূষণমধি-
ভূষিতজলধিদুহিতৃকুচকুম্ভং।

তমং। বপুরম্ব ইতি পাঠে। অম্ব ইত্যাশ্চর্য্যদ্যোতকাকাশ সম্বোধনং ॥ ৮৯ ॥

পুনঃ কিয়দ্দূরে স্থিত্বা তাভিঃ সহ চুম্বনালিঙ্গনাদিভি বি'লসন্তং তমালোক্য. বিস্মিতঃ ক্ষণং বিচার্য্য অস্য নৈতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ। তাদৃশমমুং বন্দে। ন কেবলং ব্রজবনস্যেব কিন্তু অখিলানাং ভুবনানাং এবং শ্রেষ্ঠং নীলমণিরূপং ভূষণং তদ্বৎ স্থিতং। তদুক্তং শ্রীজয়দেবৈঃ। ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী নেপথ্যোচিত-

সমস্ত শরীরই আশ্চর্য্য, ॥ ৮৯ ॥

পুনর্ব্বার কিয়দ্দূরে থাকিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত চুম্বন ও আলিঙ্গনদ্বারা বিলাসশীল শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল বিচার করত ইহা আশ্চর্য্য নহে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

যিনি অখিল ভুবনের ভূষণসমুহেরও একমাত্র ভূষণ, যিনি

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এ অতি আশ্চর্য্য নহে মনে ॥ ৮৯ ॥

দেখ দেখ বিচারে নাহিক প্রয়োজন। এই কৃষ্ণরূপ রাশি, যাতে নিন্দে কোটিশশী, বন্দি মাত্র না যায় বর্ণন ॥ ধ্রু

সর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা হার, লতা মাঝে মনোহর, মরকত মণি সুনায়ক। কেবল ইহাও নহে, আর দেখ দেখ ওহে, সাক্ষাৎ আছয়ে পরতেক ॥

চৌদ্দ ভুবনের শ্রেষ্ঠ, সকলের মহাইষ্ট, নীলমণি ভূষণ আমার। যত ব্রজনারীগণ, নিরুপম গুণগণ, বক্ষঃস্থলে বসতি যাহার ॥

ব্রজযুবতিহারবল্লী

নীলরত্নমিতি। তথা অধিভূষিতা বিষ্ণ্বাদিস্বরূপেণ পাদসম্বাহনপরাণাং লক্ষ্মীণাং স্বপাদস্পর্শেন কুচকুম্ভা যেন। আসাং সর্ব্বাসান্ত নায়কমণিবৎ কণ্ঠস্থিতমিত্যাশ্চর্য্যং। যদ্বা। নব্বীশস্য প্রকাশভেদেন নৈতচ্চিত্রং যতোঽখিলানাং বৈকুণ্ঠানামেকং ভূষণং স্বয়মেব তত্তদ্রূপেণ তেষু স্থিতং। তথা অধিভূষিতাঃ তত্তৎপ্রেয়সীনাং লক্ষ্মীণাং কুচকুম্ভা যেন। ক্ষণং বিমৃশ্য নৈতৎপ্রকাশভেদ ইত্যাহ। আসান্ত একেন বপুষৈব নায়কমণিং তচ্চিত্রমেবৈতৎবন্দনমেব কার্য্যং নতু বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। অথ যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীল্লনাচরত্তপঃ নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গেত্যাদিদিশা স্বমাধুর্য্যেণ তামাকৃষ্য অধিভুবি উষিতৌ বিরহবহ্নিজ্বালয়া-

জলধিসুতা লক্ষ্মীদেবীর কুচকুম্ভের ভূষণ এবং যিনি ব্রজযুবতিদিগের স্তনমণ্ডলের হারলতাস্বরূপ, সেই মরকত নায়ক-

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

জলধিদুহিতা যত, লক্ষীগণ আছে কত, বিষ্ণুরূপে পাদ সম্বাহয়ে। নিজপাদ স্পর্শে তার, কুচকুম্ভ মনোহর, সেই তার সদাই রহয়ে॥

অখিল বৈকুণ্ঠগণ, প্রকাশাদি মনোরম, বিষ্ণুরূপে যে করে বসতি। তাহার প্রেয়সী যত, লক্ষ্মীগণ অবিরত, তার কণ্ঠে মণিরূপে স্থিতি॥

বিম্বা লক্ষ্মীগণ যত, যে আকর্ষে অবিরত, বেণুগান করি মনোরম। তার কুচকুম্ভে সদা, তাপ দেন অবিরতা, তারে মুই করউ বন্দন॥

অতঃপর রাধাসনে, আর গোপাঙ্গনা সনে, করে কৃষ্ণলীলা সবিস্ময়। সে শোভা দেখিয়া লীলাশুক অতি-সুখ

মরকতনায়কমহামণিং বন্দে ॥ ৯০ ॥
কান্তাকুচগ্রহণবিগ্রহলব্ধলক্ষ্মী-
খণ্ডাঙ্গরাগনবরঞ্জিতমঞ্জুলশ্রীঃ।

তাপিতৌ তস্যাঃ কুচকুম্ভৌ যেন। উষ দাহে ॥ ৯০ ॥

অথ শ্রীরাধয়া সর্ব্বাভির্বা কৃতলীলা বিশেষস্য তস্য শোভাবিশেষং বিলোক্য সহর্ষমাহ। কৃষ্ণদেবঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণঃ কিমপি গুম্ফতি মাধুরী সুমনো মালাং গ্রথ্নাতি। কীদৃশঃ। কান্তায়াস্তাসাং বা আলিঙ্গনচুম্বনাধরপানার্থং যৎকুচ-গ্রহণং তত্র কুট্টমিতাখ্যভাবেন হস্তাদিক্ষেপেণ নিবারয়ন্ত্যা তয়া তাভির্বা সহ

মণিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি ॥ ৯০ ॥

অনন্তর শ্রীরাধা তথা সমস্ত ব্রজসুন্দরীগণের সহিত কৃত লীলাবিশেষ শ্রীকৃষ্ণের শোভাবিশেষ সন্দর্শন করিয়া লীলা-শুক সহর্ষে কহিতেছেন ॥

যিনি কান্তা এবং ব্রজসুন্দরীগণের কচগ্রহণরূপ বিগ্রহে অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছেন, সুতরাং যাঁহার নূতন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পাইলা, হর্ষভরে শ্লোক উচ্চারয় ॥ ৯০ ॥ 14.3.54

ক্রীড়ারত এই কৃষ্ণচন্দ্র। কোন সুমাধুরী ফুলে, মালা গাঁথি মনোহরে, দরশনে কে নহে আনন্দ ॥ ধ্রু ॥

চুম্বনালিঙ্গনাধর, পান লাগি সুচঞ্চল, কান্তাকুচ করিতে গ্রহণ। করে কর বারে রাই, কুট্টমিত * ভাব পাই, তাতে যুদ্ধ দুঁহে সুমোহন ॥

কিম্বা রাই জিনিবারে, বাক্য কহে মনোহরে, বাক্য মালা গাঁথে মনোহর। কহিতে দেখয়ে আর, অঙ্গরাগ লাগে তার, অঙ্গনিজ অঙ্গনিজ ভর ॥

* ভাববশতঃ হস্তপদাদিচালনকে কুট্টমিত কহে।

গণ্ডস্থলীমুকুরমণ্ডলখেলমান-
ঘর্ম্মাঙ্কুরঃ কিমপি গুম্ফতি কৃষ্ণদেবঃ ॥ ৯১ ॥

যো বিগ্রহস্তেন লব্ধাঃ শ্রীমদঙ্গেলগ্না যে তেচ লক্ষ্মীঃ শোভা তদন্বুক্তাশ্চ মধ্যপদলোপী সমাসঃ। খণ্ডাঃ খণ্ডখণ্ডাশ্চ তস্যাস্তাসাম্বা সিন্দূরকুঙ্কুমচন্দনাঞ্জনাদ্যঙ্গরাগাণাং যে নবাস্তৈ রঞ্জিতা অতোঽতি মঞ্জুলা শ্রীর্যস্য তেন বিগ্রহেণ লব্ধা যা লক্ষ্মীস্তয়াচ তদঙ্গসঙ্গেন খণ্ডাঃ ক্বচিৎ খণ্ডিতা যে কুঙ্কুমাদি নিজাঙ্গরাগা স্তেষাং নবৈশ্চ রঞ্জিতা স্বভাবমঞ্জুলা শ্রীর্যস্যেতি বা। তথা গণ্ডস্থল্যাবেব মুকুরমণ্ডলে তয়োঃ খেলমানা ঘর্ম্মাঙ্কুরাঃ শ্রমোত্থপ্রস্বেদকলাঃ যস্য। যদ্বা। তস্যা নর্ম্মভির্জিতত্ত্বাৎ জেতুং নর্ম্মপ্রহেলিকাদিরূপং কিমপি গুম্ফতি ॥ ৯১ ॥

অঙ্গরাগ খণ্ডিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে এবং যাঁহার গণ্ড ও উদরে ঘর্ম্মবিন্দু চঞ্চল ভাবে অবস্থিতি করায় বোধ হইতেছে যেন ক্রীড়া করিতেছে, সেই শ্রীকৃষ্ণদেব ঘর্ম্মবিন্দুচ্ছলে যেন কোন এক অনির্ব্বচনীয় মুক্তামালাই গ্রন্থন করিতেছেন ॥ ৯১ ॥

যত্নুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এরূপ কলহ কেলি, করে হস্ত ঠেলাঠেলি, তাতে কান্তা উরোজ কুঙ্কুম। সিন্দূর চন্দন যত, খণ্ড খণ্ড নবগত, কৃষ্ণ অঙ্গে লাগে মনোরম ॥

গোবিন্দের অঙ্গরাগ, কুঙ্কুম চন্দন দাগ, লাগে যত অঙ্গে রাধিকার। রাই অঙ্গে ও অঙ্গরাগ, দুঁহ ছিন্ন ভিন্ন ভাগ, এ শোভার না পাইয়ে পার ॥

রতিযুদ্ধ শ্রমজল, ভরে দুঁহ কলেবর, ঘর্ম্মাঙ্কুর গণ্ডে খেলে সমে। গণ্ডস্থলি সুদর্পণ, তাতে ঘর্ম্মবিন্দুগণ, মাধুরী

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো

তাদৃশানন্ততত্তন্মাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ। অস্য বিভো র্বপু-র্মধুরং মধুরং অতিসুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ। বদনন্ত মধুরং মধুরং মধুরং অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সশীৎ-কারং তন্নির্দেশকতর্জনীচালনপূর্ব্বকমাহ। এতন্মৃদুস্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং

তদীয় তাদৃশ অনন্ত মাধুর্য্যবিশেষ অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত কহিতেছেন॥

এই বিভু শ্রীকৃষ্ণের বপুঃ মধুর মধুর অর্থাৎ অতি সুমধুর, পুনর্ব্বার শ্রীমুখ অবলোকন করিয়া মস্তক কম্পনের সহিত কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের বদন মধুর মধুর মধুর অর্থাৎ অতিশয় সুমধুর। অনন্তর সেই বদনে ঈষৎহাস্য অনুভব করিয়া শীৎ-

---

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

গ্রহণ মনোরমে॥

এইরূপ অন্ত নহে, বিশেষ মাধুর্য্য তাহে, দেখিয়া আশ্চর্য্য কার কহে। কর্ণামৃত কথা এই, অমৃত হৈতে সুধা যেই, শুনি কৃষ্ণকর্ণ সুখী যাহে॥ ৯১॥

কৃষ্ণ অঙ্গ অতি মনোহর। মধুর হৈতে সুমধুর, বহে চন্দ্র জ্যোস্না পূর, ত্রিভুবন যাহাতে উজোর॥

কহিতেই মুখচন্দ্র, দেখি পুনঃ হাসে মন্দ, শির ঢুলাইয়া কহে বাণী। মুখ অতি মনোহর, তাহা হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর মানি॥

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥ ৯২ ॥
শৃঙ্গার-রসসর্ব্বস্বং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং।

মধুরং অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ। কীদৃশং। মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাব্জং যস্য। মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীযদ্গন্ধি বা ॥ ৯২ ॥

তস্য তদ্রসাবেশং বিলোক্যাহ ইদং শৃঙ্গারশ্চাসৌ রসরাজত্বাৎ রসানাং সর্ব্বস্বঞ্চ যত্তদাশ্রয়ে। নমু স তাবদমূর্ত্তস্তত্রাহ। ভুবনং তৎস্থজীবশ্চ আশ্রয়ো যস্য তাদৃশোঽপ্যঙ্গীকৃতো নরাকারো যেন। নবাকার ইতি পাঠে। স্বীকৃতো

কারের সহিত তন্নির্দ্দেশক তর্জ্জনী চালনা পূর্ব্বক কহিলেন শ্রীকৃষ্ণের এই মৃদুহাস্যও মধুর, মধুর, মধুর, মধুর অর্থাৎ অত্যন্ত সুমধুর ॥ ৯২ ॥

তৎপরে তাঁহার তদ্রসাবেশ অবলোকন করিয়া কহি-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহিতেই দেখে স্মিত, অলৌকিক তার রীত, স্মিত কথা কহন না যায়। মুখাব্জে বহয়ে গন্ধ, যাতে গোপনারী অন্ধ, কৃষ্ণমুখ সুমাধুর্য্যময় ॥

কহিতেই কৃষ্ণবেশ, দেখয়ে মোহনদেশ, তাহা দেখি কহে পুনর্ব্বার। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন ছাড় অন্য বার্ত্তা, যাতে সর্ব্ব মাধুর্য্যের সার ॥ ৯২ ॥

এই যে শৃঙ্গার রসরাজ। যত আছে রসগণ তাহার সর্ব্বস্বধন, আশ্রয় লইনু এই কাজ ॥ ধ্রু ॥

কেবল যে সেহ নহে, আর কহি শুন ওহে, অখিল ভুবনে জীব যত। তাহার আশ্রয় যেই, এতাদৃশ হৈয়া সেই, নরাকার হৈল অঙ্গীকৃত ॥

অঙ্গীকৃতনবাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং ॥ ৯৩ ॥
নাদ্যাপি পশ্যতি কদাপি নিদর্শনায়

নূতনাকারো যেন তত্র স এবায়ং মূর্ত্তিমানিত্যর্থঃ। তদুক্তং। শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিত্যত্র। কীদৃশং শিখিপিঞ্ছবিভূষণং। যদ্বা। শিখিপিঞ্ছবিভূষণমমুমাশ্রয়ে। কীদৃশং স্বস্বরূপেণাঙ্গীকৃতঃ সদা গৃহীতো নরাকারো যেন। তত্র হেতুঃ। ব্রহ্মমোহনে তৎস্বরূপেণৈব ভুবনানাং তত্তদ্বৈকুণ্ঠানাং তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চাশ্রয়ং তস্মিন্নেবোৎপন্নপ্রলীনত্বাত্তেষাং। তাদৃশমপি শৃঙ্গাররস এব সর্ব্বস্বং যস্য। তাদৃশঞ্চ তস্য সর্ব্বস্বত্বা ॥ ৯৩ ॥

অথ স্বসমীপমাগতস্য তাদৃশ স্তস্য সাক্ষাদ্দর্শনপ্রাপ্ত্যানন্দোন্মত্তঃ

লেন, যিনি শৃঙ্গাররসের সর্ব্বস্ব, শিখিপিঞ্ছই যাঁহার বিভূষণ এবং যিনি নরবপুকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই ভুবনাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণকে আমি আশ্রয় করি ॥ ৯৩ ॥

অনন্তর নিজসমীপাগত তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নবাকার শব্দে কহে, নূতন আকার ময়ে, সর্ব্বক্ষণে স্বীকার যাহার। কেবল নবীন রূপ, সদা নব নব ভূপ, মূর্ত্তিমান্ তুল্য নহে আর ॥

শিখিপিঞ্ছ বিভূষণ, গোপবেশ সুমোহন, ব্রহ্মার মোহন কৈলা যে। অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথ, ব্রহ্মারুদ্রগণ সাথ, ইন্দ্রাদির একাশ্রয় সে ॥

এতেক বৈভব যার, নিকটাগমন তার, দেখি লীলাশুকের আনন্দ। উন্মত্ত হইয়া বোলে, আনন্দসাগরে ভোলে, অত্যাশ্চর্য্য করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥ ৯৩ ॥

ঐছে এই করুণা তোমার। ব্রজবধূ নেত্রোৎপলে, দৃশ্য

চিত্তে তথোপনিষদাং সুদৃশাং সহস্রং।
স ত্বং চিরান্নয়নয়োরনয়োঃ পদব্যাং

সাশ্চর্য্যং তমেব পৃচ্ছতি। হে স্বামি নূব্রজবধূদৃশাদৃশ্যমিত্যাদ্যনুসারেণ আসামেব দৃশ্যস্ত্বমীদৃশঃ কদা নু কৃপয়া মম নয়নয়োঃ পদব্যাং সন্নিধৎসে। নু আশঙ্কায়াং। ননু পূর্ব্ববৎস্ফূর্ত্তিরেবেয়ং তবেতত্রস বিমর্ষমাহ। চিরাদ্বহুকালং বাপ্য তৎ স্ফূর্ত্তির্নৈষমিত্যর্থঃ। ননু সত্যমীদৃশোঽহমন্যগোচরঃ। কিন্তু তব তাদৃশ-ভাবাদ্দৃষ্টোঽস্মি। কিমত্র চিত্রমিত্যাহ। অনয়োঃ প্রাকৃতপুরুষদেহাঙ্গবিশে-ষয়োরিতি দুর্ঘটমেতদিত্যর্থঃ। ননু ভবতু তে প্রাকৃতপুংস্ত্বং। তেন কিং

প্রাপ্তিহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আশ্চর্য্যের সহিত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যথা॥

হে স্বামিন্! সহস্র সহস্র সুলোচনাগণও অদ্যাবধি যাঁহাকে কোন তাদৃশ্য দর্শনেও দর্শন করিতে সক্ষম হইলেন

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

তুমি নিরন্তরে, মোর নেত্র আগে দেখা তার॥ ধ্রু॥

এত কহি চিন্তে মনে, পূর্ব্বে যৈছে বিস্ফুরণে, তৈছে স্ফূর্ত্তি দেখি কিবা আমি। পুনঃ কহে সেহ নহে, বহুকাল ব্যাপি রহে তেঁই বুঝি কৃষ্ণ আইলা জানি॥

মনে ইহা * উট্টঙ্কিয়া, কহে অতি হর্ষ পাঞা, অয়ে কৃষ্ণ যদি বল হেন। অন্য নেত্র দৃশ্য নহি, তুমি গোপীভাবময়ী, তেঁই তোরে দেখাদিল যেন॥

তবে শুন তার কথা, প্রাকৃত পুরুষ এথা, মোর দেহ এই বিদ্যমান। পুরুষের দুর্ঘটন, এইরূপ দরশন, এই লাগি হয় স্ফূর্ত্তি ভান॥

* উট্টঙ্কিয়া--উৎপ্রেক্ষা বা বিচার করিয়া।

স্বামিন্ কদা নু কৃপয়া মম সন্নিধৎসে ॥ ৯৪ ॥

এতদ্ভাবেনৈব যস্য কস্যাপ্যহং দৃশ্যঃ স্যাং তত্র সশিরশ্চালনং কৈমুত্যন্যায়েনাহ। সুদৃশাং বেণুনাদমত্তত্রিজগদ্বর্ত্তিসুন্দরীণাং তথোপনিষদামপি সহস্রং যস্য তব তদঙ্গানাং সাক্ষাদ্দর্শনং তাবদ্দূরেঽস্তু তন্নিদর্শনায় সাদৃশ্যদর্শনায়াপি কিমপি কদাপি চিত্তেঽপি অদ্যাপি ন পশ্যতি। যদ্বা উপনিষদাং সহস্রং তথা তাদৃশেন ভাবেনাপি ন পশ্যতি নন্বু তাঃ অমূর্ত্তাঃ কথং পশ্যন্তু তত্রাহ সুদৃশামিতি। তথা তেন প্রকারেণ তৎ প্রাপ্যার্থং সুদৃশঃ। সদ্যস্তৎপশ্যন্তীনামপীত্যর্থঃ। তদাভি র্গোপসুন্দরীভিরেব দৃশ্যস্ত্বং যয়া কৃপয়া মম সাক্ষাত্ত্বতোসি কা সেতি কথ্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

না, সেই আপনি আমার এই নয়নপদবীতে কোন্ কৃপাগুণে সন্নিহিত হইলেন? ॥ ৯৪ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল হেন, পুরুষ দেহ নও কেন, তাহাতেই ক্ষোভ হৈল কিয়ে। গোপীভাবে যেই ভজে, তারি দৃশ্য আমি ব্রজে, তবে শুন তদুত্তর দিয়ে ॥

বক্র করি শির চালি, কহে ন্যুনাধিক বলি, শুন শুন ওহে ব্রজধন। বেণুনাদ মত্তা যত, ত্রিজগতনারী কত, তথা কত মুনিকন্যাগণ ॥

সহস্রে সহস্রে কত, ধায় যেন উনমত, তোমা দেখিবার আশা করি। সাক্ষাৎ তোমার দেখা, থাকু তাহা পাবে কোথা, চিত্তে হ না পায় দেখা শারি ॥

যদ্বা উপনিষদাদি, সহস্র সে ভাব সাধি, অদ্যাপি না দেখে এইরূপ। তবে যদি বল সেই, অস্ফূর্ত্তি সকল যেই, কেমনে দেখিবে সেই রূপ ॥

কেয়ং কান্তিঃ কেশব ত্বন্মুখেন্দোঃ

পুনস্তাদৃশশ্রীমুখকান্তিং বেশসৌষ্ঠবঞ্চ দৃষ্ট্বা তদ্বর্ণয়িতুমুদ্যতস্তদশক্ত্যা সচমৎকারসংশয়ং তং পৃচ্ছতি। হে কেশব স্নিগ্ধকুঞ্চিত-কেশ-রচিতচূড় ইয়ং ত্বন্মুখেন্দোঃ কান্তিঃ কা, অয়ং বেশশ্চ কঃ। ননু পূর্ব্বং ত্বয়ৈব বর্ণিতাবিমৌ তত্রাহ

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ শ্রীমুখকান্তি ও কেশসৌষ্ঠব দর্শন করিয়া তাহা বর্ণন করিতে উদ্যত হইয়া তদ্বিষয়ে আসক্তি হেতু চমৎকার ও সংশয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন॥

হে কেবশ! "তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মুখকান্তি এবং

যতুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কহি শুন তে কারণে, যত গোপাঙ্গনাগণে, নয়নের দৃশ্য তুমি সদা। তবে যে সাক্ষাৎ হৈলা, কিবা কৃপা প্রকাশিলা, কহ মোরে সে নিয়ম কথা॥

এই মতে পুনর্ব্বার, দেখে শোভা মনোহর, গোবিন্দের শ্রীমুখকিরণ। সৌষ্ঠব বর্ণিতে চাহে, বর্ণনা সে নাহি হয়ে, সংশয়ে পুছয়ে সেই ক্ষণ॥ ৯৪॥

কেশব তব স্নিগ্ধ কেশচূড়। এ তব মুখেন্দুকাঁতি, কি এই মোহন ভাঁতি, কিবা এই বেশ সুমধুর॥ যদি বল পূর্ব্বে তুমি, বর্ণনা করিলা জানি, সেই মুখচন্দ্র সেই বেশ। তবে শুন তাহা কহি, এই কান্তি বেশ যেই, অনির্ব্বাচ্য বাণীবর্ণা লেশ॥

যদি কহ বর্ণিতে নার, মনো নেত্রাস্বাদন কর, তাতে শক্তি নাহি তাহা শুন। মোর নেত্রস্বাদ নহে, গোপী সদা

কোঽয়ং বেশঃ কাপি বাচামভূমিঃ।
সেয়ং সোঽয়ং স্বাদতামঞ্জলিস্তে

ইয়ময়ঞ্চ কাপ্যনির্ব্বাচ্যা বাচামভূমিঃ নেমৌ তদ্গোচরাবিত্যর্থঃ। যদ্বা। ইয়ং কাপ্যনির্ব্বাচ্যা অয়ঞ্চ বাচামভূমিঃ। ননু বর্ণনে শক্তি র্ন চেত্তর্হি চক্ষুর্মনোভ্যামাস্বাদয়েতি তথা চিকীর্ষু স্তদশক্ত্যা সনিশ্চয়মাহ। সেতি সা নাদ্যাপীত্যাদিরীত্যাস্মাদৃশৈ র্দ্রষ্টুমশক্য।গোপীভিরেবাস্বাদ্যা ইয়ং অয়ঞ্চ স তাদৃশঃ স্বয়মেবাস্বাদতামেব নৈতদ্বর্ণনাস্বাদনাশয়া প্রয়োজনমতস্তে তুভ্যমঞ্জলিরস্তু

কি অনির্ব্বচনীয় বেশ” এইরূপে “সেই এই, সেই এই” ইত্যাকারে আপনার রূপাঞ্জলি আমার রুচিকর হউক

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আস্বাদয়ে, মুখকান্তি বেশসুখে হুন ॥

আপনি আস্বাদ কর, মোর বুদ্ধি হৈল জড়, বর্ণনা আস্বাদে যেই আশা। তাহাতে নাহিক কায, তোমাকে তাহার কায, রহু পুনঃ পুনঃ নতি ভাষা ॥

কিম্বা তোহে নমস্করি, মোরে বহু কৃপাকরি, যদি আসি দিলে দরশন। তবে মোর নেত্র মনে, আস্বাদ করাও ক্ষণে, পুনঃ পুনঃ করি নতিগণ ॥

অতঃপর কৃষ্ণচন্দ্র, নিজকান্তামৃত বন্ধ, লীলাশুক করেন বর্ণন। অদর্শনে দুঃখ দৈন্য, দর্শনে আনন্দ জন্য, উনমাদ প্রলাপ বচন ॥

তাহা পুন শুনিবারে, কৃষ্ণচন্দ্র সাধ করে, অতিশয় আনন্দিত হৈয়া। লীলাশুক বর্ণিতে নারে, নমস্করি মৌনধরে, কৃষ্ণ কহে সে রীত দেখিয়া ॥

শুনিবারে সে বর্ণন, সমুদাদি বিলক্ষণ, তার লাগি তার

ভূয়োভূয়োভূয়শস্ত্বাং নমামি ॥ ৯৫ ॥
বদনেন্দুবিনির্জ্জিতঃ শশী

ভূয়ো ভূয়ো ভূয়শস্ত্বাং নমামি। কিম্বা তল্লুব্ধঃ সকাতর্য্যমাহ। ভূত্যমঞ্জলিরস্তু মুহুস্তাং নমামি ইমৌ স্বাদতাং মহ্যমিতি শেষঃ। অস্তর্নিজার্থো জ্ঞেয়ঃ। যথেমৌ ময়াস্বাদ্যৌ ভবতস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অথ তস্য স্বকর্ণামৃতরূপস্বাদর্শনদুঃখজস্বদর্শনানন্দজোন্মাদপ্রলাপ শ্রবণা-

এবং আমিও আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৯৫ ॥

অতঃপর, নিজ কর্ণের অমৃতস্বরূপ কৃষ্ণকথা তদীয় রূপ-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

মনে শ্যাম। ঈশ্বরান্তর ভজন, মন্দ সব প্রার্থন, ভাব নিষ্ঠা করে উদ্ঘাটন ॥

এইরূপ বিবাদ করি, স্থাপি নিজ বাক্যাবলি, কৃষ্ণমনে, সেই লীলাশুক। কহয়ে বিবাদ যেই, কৃষ্ণকর্ণামৃত সেই, শুন সবে পাবে প্রেমসুখ ॥

সে সব শ্লোকের কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে এক মন করি। একান্ত লক্ষণ যাতে, নিষ্ঠা হয় শুদ্ধমতে, হেন বাণী অতি সুমাধুরী ॥

প্রথমে কহয়ে হরি, শুন লীলাশুক বলি, চন্দ্র পদ্ম আদি করি যত। মোর মুখ বপু যত, বর্ণিলা উপমা কত, এবে কেনে না বর্ণ সে মত ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, অন্তরে পাইলা সুখ, কৃষ্ণপদ নখ নিরীক্ষয়। সে শোভাতে মগ্ন মন, গ্রন্থারম্ভে যে বর্ণন, সেই-রূপ শ্লোক পঢ়য় ॥ ৯৫ ॥

হে দেব!, এই তোমার মুখচন্দ্র কাযে। অখণ্ড নির্ম্ম-

দশধা দেব পদং প্রপদ্যতে ।

নন্দিনা তদ্বর্ণনাশক্ত্যা নমস্কৃত্য মৌনমাস্থিতং তং দৃষ্ট্বা পুনস্তদুক্তিশুশ্রুষুণা স্বমুখাদিবর্ণন ঈশ্বরান্তরভজনবরপ্রার্থনাদ্যা জ্ঞেয়া তত্তৎ স্থাপনায়চ। প্রেমনিষ্ঠাদিকমুদ্ঘাটয়িতুং বিবদমানেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ বিবদমানঃ সপ্তদশ-শ্লোকীমাহ। তত্র প্রথমং অয়ি লীলাশুক, চন্দ্রপদ্মাদ্যুপমেয়তয়া কিমিতি

দর্শন, তজ্জন্য আনন্দ, ইত্যাদি ভাবোত্থিত উন্মাদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনে অসমর্থ হইয়া, আজ্ঞা প্রার্থনার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করিতে প্রস্তুত হইয়া "কেন তুমি চন্দ্রাদির সহিত আমার মুখাদির উপমা দাও" এই রূপ শ্রীকৃষ্ণের উত্তরই যেন প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রাদি উপমানবস্তুকে ধিক্কার দিয়া গ্রন্থকার কহিতেছেন ॥

হে দেব ! চন্দ্র বদনচন্দ্র কর্ত্তৃক বিনির্জ্জিত হইয়া দুই চর-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

লোজ্জ্বল,উদয়ে চন্দ্র সবিকল,তব মুখে জয় দেখি লাজে ॥ধ্রু

দশখান করি অঙ্গ, সেবে নখপদচন্দ্র, প্রসন্ন হইয়া দশ-রূপে। অদ্যাপিহ তব পদে, সেবা করে অবিরতে, দেখ এই করুণার ভূপে ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল এবে, শশিতুল্য করি তবে, পদনখ কর হে বর্ণন। তাতে কহে নহি নহি, শুন আমি যেই কহি, নখ তুল্য নহে চন্দ্রগণ ॥

তোমার করুণা হৈতে, বহু শোভা পাইল যাতে, সে শোভাতে এ চন্দ্রের শোভা। নখেন্দু নির্দোষময়, এই চন্দ্রে দোষোদয়, তেঁই তার সম নহে শোভা ॥

অধিকাং শ্রিয়মশ্নুতেতরাং

মন্মুখাদ্যঙ্গং ন বর্ণয়সীতি তদ্বাক্যাৎ ক্ষণং বিমৃশ্য, লীলাস্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীরিতিবত্তান্ অযোগ্যান্ মত্বা শ্রীচরণারবিন্দে দৃষ্টিং ক্ষিপন্ কৈমুত্যেন ভঙ্গীপূর্ব্বকমাহ বদনেন্দুরিতি। হে দেব অয়ং শশী অখণ্ডনির্ম্মলোজ্জ্বলত্বদ্বদনেন্দোরুদয়েনৈব স্বপরাজয়ং মত্বা শ্রীনখস্বরূপেণ দশধাত্মানং কৃত্বা তে পদং প্রপদ্যতে অদ্যাপি সেবতে দেবস্য তব পাদং বা। নমু ভদ্রং নখানেব তথা বর্ণয়েত্যত্র হনি নহি নহীত্যাহ অধীতি। অত্র ত্বংকারুণ্যোনাধিকাং শ্রিয়ং তত্তদ্গুণসম্পত্তিমশ্নুতেতরাং মুহুঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নখেন্দুচন্দ্রয়োর্নির্দোষসদোষত্বেন মহদ্বৈষম্যাৎ। নন্বেতৎ প্রাপ্তিরেব মে করুণেতি সশঙ্কমাহ। ইদং

ণের দশটী নখরূপে দশভাগে বিভক্ত হইয়া অদ্যাপি আপনার চরণকে নখরূপে সেবা করিতেছে এবং সে কহিল আপনার

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তবে যদি বল হেন, আমার করুণা যেন, অতিশয় সমুদ্র আকার। তার কিয়ে এই ফল, তবে শুন কহি বোল, এ করুণা অতি অল্পতর ॥

এ লাগি গগণ শশি, সাম্যেত অযোগ্য বাসি, এই আমি কহিল নিয়ম। এইরূপে কৃষ্ণসনে, করি বাদ বাণীগণে, হৈয়া অতি হরষিত মন ॥

কৃষ্ণ কহে শুন ওহে, তুমিত অবিজ্ঞ যাহে, দর্প করি কর এই বাণী। বহুগুণ যাতে হয়, এক দোষে দোষী নয়, মৃগাঙ্কে কি চন্দ্র দোষ গণি ॥

চন্দ্র বা পদ্মের সম, মুখ না বর্ণহ কেন, তাহাতে বা কিবা দোষ হয়। এত শুনি কৃষ্ণসনে, বিবাদ করিয়া ভণে,

তব কারুণ্যবিজৃম্ভিতং কিয়ৎ ॥ ৯৬ ॥
তত্ত্বম্মুখং কথমিবাম্বুজতুল্যকক্ষং

তব কারুণ্যসিন্ধূনাং বিজৃম্ভিতং কিয়দল্পং তৎকণিকৈবেত্যর্থঃ। অতো যোঽয়ং থম্বশশী স তে নথ সাম্যেপ্যঽযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৯৬ ॥

নম্বয়ে ত্বং বালোসি। একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে, নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেম্বিবাঙ্ক ইতি তৎসাম্যেন পদ্ম সাম্যেন বা মন্মুখং কিং ন বর্ণয়সীতি'

বৰ্দ্ধিত তারুণ্যশোভা যে কেমন তাহা বলিতে পারি না ॥৯৬

অতঃপর "তুমি অজ্ঞ, দেখ, চন্দ্রের এক কলঙ্ক বহুগুণে নিমগ্ন, যেমন একটী দোষ বহুগুণে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, ইহাতে চন্দ্রের দোষ একটী থাকিলেও তাহা অগ্রাহ্য, সুতরাং তাহার সহিত মদীয় মুখবর্ণনে দোষ কি?" এই রূপ কথা যেন শ্রীকৃষ্ণই বলিলেন, এই ভঙ্গীতে বিবাদ করত গ্রন্থকার "মুখ নিরুপম, চন্দ্র নিকৃষ্ট" ইহাই সম্পাদন, করিতেছেন ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভঙ্গি করি মনোসুখে কয় ॥ ৯৬ ॥

ওহে কৃষ্ণ তব মুখচন্দ্র। উপমা দিবার নাই, পদ্ম তুল্য কিবা তাই, ইন্দু তুল্য কহি অতি মন্দ ॥ ধ্রু ॥

প্রতি অমাবস্যা পাইলে, চন্দ্রে যেবা দশা ফলে, সে কথা কহিতে নাহি চাই। সৰ্ব্বক্ষণ হয় সেই, কান্তি লেশ তাতে নাই, এই লাগি তুল্যে নাহি গাই ॥

চন্দ্রের চরণাঘাতে, পদ্ম যায় অধঃপাতে, সে পদ্ম কেমন মুখতুল্য। এই লাগি জানি আমি, কহিল সকল বাণী, তব-মুখ উপমা অতুল্য ॥

বাচামবাচি নন্থ পর্ব্বণি পর্ব্বণীন্দোঃ।

তেন সহ বিবদমানো ভঙ্গ্যাহ। তন্নিরুপমং তত্বন্মুখং অম্বুজং তুল্যকক্ষায়াং যস্য তাদৃশং কথং ভবেৎ। নন্থ কিমত্র দূষণমিত্যত্র চন্দ্রে দোষান্তরং বদন্ পদ্ম-মপাতিতরাং দূষয়তি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি দর্শে দর্শে ইন্দোর্যদ্ভবতি তদ্বাচামবাচি অধঃ সংক্ষয়স্যামঙ্গল্যাদ্বাগ্বিষয়েহপি কর্ত্তুং ন যোগ্যমিত্যর্থঃ। যদীন্দোরপ্যেবং তদা তৎপাদঘাতৈস্তিরস্কৃতস্য পদ্মস্য কথং ত্বন্মুখসাম্যমিতি ভাবঃ। নন্থ নভবতু তৎসাম্যং বর্ণ্যং চেৎ তর্হি কেনাপ্যপরেণ মুখেন্দুনা সমতয়া বর্ণয়েতি। ক্ষণং বিমৃশ্য আং অপরং তবৈব ব্রজবিলাসিস্বরূপাদপরস্বরূপাণাং মুখং কিয়দেব নোচ্যতে। নু ভোঃ স্বামিন্ ইদং ত্বদাননমনেন সমং যৎ স্যাৎ তৎ কিং ব্রুবে কথমেতৎ কথ-য়ামি তত্তু ময়া বক্তুং ন শক্যতে ইত্যর্থঃ। নন্থ কিং বিক্ষিপ্তোহসি তদেতন্মুখ-মেকমেব কস্তাবদসাম্যে হেতুরিতি বহূন্ হেতূন্ হৃদি বিভাব্য একমেব স-করমার্জনং নীচৈরাহ। ইদং তদাননং ভুবনৈককান্তো বেণুর্যত্র তাদৃশং। এতদ-

আপনার মুখচন্দ্র নিরুপম, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সহিতও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে তুল্য নহে, না হউক শুন ওহে, বর্ণিতে বাসনা যদি হয়। তবে অন্যোপমা দিয়া, বর্ণ মুখ মনদিয়া, শুনি ক্ষণে বিমর্ষিয়া কয়॥

তবে ব্রজবিলাসী যে স্বরূপ অদ্ভুত সে, হয় হয় জানিল জানিল। অপর স্বরূপগণ, কত আছে সুবদন, তার তুল্য বলহ বুঝিল॥

শুনহ গোস্বামি কহি, তব মুখ তুল্য নহি, বৈকুণ্ঠ নাথ গুণালয়। আমি তুল্য দিতে নারি, দেখ তুমি সুবিচারি, তব মুখতুল্য কে আছয়॥

তৎ কিং ব্রুবে কিমপরং ভুবনৈককান্ত-

বেণুত্বদাননমনেন সমং নু যৎ স্যাৎ ॥ ৯৭ ॥

ইপূর্ব্বামৃতং তেষু নাস্তি ময়া কিং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্বা। তত্তস্মাদনেনাব্জেন্দুনা-ত্বন্মুখং সমং যৎস্যাৎ। তৎ কিং ব্রুবে কথং ব্রবীমি। কিমপরং শ্রীমুখাদি ত্বয়ো-চ্যতে অনেনাপি সমং যৎ স্যাৎ তদহং কথং ব্রুবে যত ইদং ভুবনৈককান্ত-বেণু অপর শব্দ স্যান্যৎ যৎকিঞ্চিদর্থে ক্বতে ভুবনেতি বিশেষণস্য বৈয়র্থ্যং স্যাৎ দর্শে দর্শে ক্ষয়ী চন্দ্র স্তৎপদার্দ্দিতমম্বুজং। নির্বৈ'ণূন্যপরাস্যানি কেন তুল্যং ত্বদাননং ॥ ৯৭ ॥

তাহার গণনা হয় না, অর্থাৎ বাক্যপথের অগোচর, সুতরাং ভুবনের এক ভূষণ ও বেণুবাদন শীলমুখের শোভা আর আমি কি বর্ণন করিব? ॥ ৯৭ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে ওহে তুমি, ক্ষিপ্ত হেন দেখি আমি, সে মুখ এমুখ এক তুল। তবে কেনে তুল্য করি, না বল বিচার করি, কি হেতু তাহাতে কর ভুল ॥

শুনি কহে হেতু শুন, যে হেন না হয় উন, কহিয়া হৃদয় বিভাবয়। স্বকর মার্জ্জনা সহে, ধীর ধীর করি কহে, তব মুখ তুল্য কেহ নয় ॥

এ তোমার মুখ অতি, মনোহর সুখ দ্যুতি, ভুবনের কম-নীয় ঠাম। তাতে বেণু বিলাসয়ে, সদা সুধা বরিষয়ে, এই লাগি তুল্য নহে আন ॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, তবে কবিগণ কেন, চন্দ্রপদ্ম তুল্য বলে মুখ। তুমি কেন নাহি বল, বিবাদেই সদা গেল, শুনি হাসি কহে দুই শ্লোক ॥ ৯৭ ॥

শুশ্রূষসে শৃণু যদি প্রণিপানপূর্ব্বং
পূর্ব্বৈরপূর্ব্ব-কবিভি র্ন কটাক্ষিতং যৎ।

নন্থ যদ্যেবং তর্হি কবয়ঃ কথং মন্মুখস্মিতাদিকং তত্তৎ সাম্যেন বর্ণয়ন্তি। ত্বয়া বা কথং ন বর্ণ্যমিত্যত্র সগর্ব্বপরিহাসমাহ দ্বাভ্যাং। ভো বিদগ্ধশেখর যদি শুশ্রূষসে তদা পূর্ব্বৈঃ প্রাচীনৈরপূর্ব্ব-কবিভি র্যৎপ্রণিধানপূর্ব্বমপি ন কটা-

অহে! যদি চন্দ্রাদি ঘৃণার্হই হইল, তবে কবিগণ কি প্রকারে আমার মুখের হাস্যাদিকে সেই সেই চন্দ্র পদ্মাদির সাম্যে বর্ণন করেন এবং তুমিই বা কিরূপে বর্ণন করি-তেছ?, এস্থলে লীলাশুক দুই শ্লোকে গর্ব্ব ও পরিহাসের সহিত কহিতেছেন॥

হে বিদগ্ধশেখর! আপনি যদি শুনিতে চাহেন তবে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন অহে বিদগ্ধশেখর। শুনিতে যদি ইচ্ছা রহে, সাব-ধানে শুন ওহে, পূর্ব্বে যত বর্ণে কবিবর॥ ধ্রু॥

কটাক্ষ না করি তারে, কেবা তাতে চিত্ত ধরে, চন্দ্র পদ্ম তুল তব মুখ। সে সব বর্ণিয়া আছে, সেই কথা কেবা বাছে, শুন কহি কারণ অনেক॥

এই যত চন্দ্রগণ, তুয়া মুখনির্ম্মঞ্ছন, করি দূরদেশে ফেলাইতে। প্রদীপের তুল্য বলি, যে মোর বচনাবলি, দীপতুল্য কহি এই মতে॥

এ তোমার মন্দস্মিতে, সর্ব্বোপমাবলি জিতে, জয়যুক্ত সদাই বিরাজে। অখণ্ড নির্ব্বাণরস, প্রবাহ আনন্দ যশ, দেখ দেখ এইরূপ সাজে॥

নীরাজনক্রমধুরাং ভবদাননেন্দো-
নির্ব্যাজমর্হতি চিরায় শশিপ্রদীপঃ ॥ ৯৮ ॥

ক্ষিতং তৎ শৃণু। যদ্বা। প্রণিধানপূর্ব্বং শৃণ্বিতি পরিহাসঃ সাবধানঃ সন্নিত্যর্থঃ। কিং তৎ অয়ং শশী প্রদীপঃ ভবদাননেন্দো নিরাজনক্রমধুরাং নির্মঞ্ছনপরিপাটী ভারং চিরায় নির্ব্যাজং যথা স্যাত্তথা। অর্হতি। ত্বদাননং নির্মঞ্ছ্য দূরে প্রক্ষেপ্তুং যোগ্যো হয়মিত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রাচীন এবং ইদানীন্তন কবিগণ কর্ত্তৃক প্রণিধান পূর্ব্বকও যাহা কটাক্ষিত হয় নাই তাহা অথবা আপনি প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন,। চন্দ্ররূপ প্রদীপ আপনার আননচন্দ্রের নিরাজন ক্রমধুরা অর্থাৎ নির্ম্মঞ্ছন পরিপাটী ভার চিরকালের জন্য নির্ব্ব্যাজরূপে যোগ্য হইতেছেন অর্থাৎ আপনার বদন নির্ম্মঞ্ছন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার যোগ্য হইয়াছেন ॥ ৯৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

বহুরস অন্তরাণি, ন্যক্কার করিতে ধনী, যে স্মিত বিখণ্ড করি বলি। এইত স্বভাব যার,হেন স্মিত কাতে আর, উপমা দিবারে শক্তিধরি ॥

সুধাসিন্ধু রসে যেই, হেন স্মিত যাতে জয়ি,সত্য মাধুর্য্য রসানন্দ। তাহার পরম কাষ্ঠা, সর্ব্বমনো নেত্র ইষ্টা, সম কেহ না হয় নিবন্ধ ॥

কৃষ্ণ কহে কত কত, রসিক মধুর যত, লোক মাঝে সদা নিবসয়। কেনে তাহা সবা ছাড়ি, মোসহে বিবাদ করি, মোরে স্তব কর অতিশয় ॥

ইহা শুনি সেই গণে, অবজ্ঞা করিয়া ভণে, কৃষ্ণপ্রতি

অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈ-
র্বিখণ্ডিতাশেষরসান্তরাণি।
অযন্ত্রিতোদ্বান্তসুধার্ণবানি
জয়ন্তি শীতানি তব স্মিতানি॥ ৯৯॥

অখণ্ডেতি। তব স্মিতানি জয়ন্তি সর্ব্বোপমানানি বিজিত্য সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে। কীদৃশানি অখণ্ডনির্ব্বাণরসপ্রবাহৈঃ সর্ব্বতঃ প্রসরদ্ভিঃ পূর্ণানন্দরসপরৈ-র্বিখণ্ডিতানি আপ্লাব্য ন্যক্কৃতান্যশেষাণি রসান্তরাণি যৈঃ। তথা অযন্ত্রিতেনা-যন্ত্রনেন স্বভাবেনেত্যর্থঃ। উদ্বান্তাঃ সুধার্ণবা যৈঃ। তথা শীতান্যতিশীতানি শৈত্যমাধুর্য্যানন্দরসপরাকাষ্ঠারূপাণীত্যর্থঃ॥ ৯৯॥

যাহা অখণ্ড নির্ব্বাণ রস দ্বারা অন্যান্য রসকে বিখণ্ডিত করিয়াছে এবং সুধাসিন্ধুর প্রতিও নির্ব্বাধে থুৎকার প্রদান করে, আপনার সেই মৃদু মন্দ হাস্যামৃত জয়যুক্ত হউক॥৯৯

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সবিনয় বাণী। কৃষ্ণকর্ণামৃতকথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, শুন সবে সর্ব্ব রসখনি॥ ৯৮॥

হে দেব শুন আমি কহি সত্য বাণী। তব সঙ্গে, সত্য আমি বিবাদ নাহিক জানি, স্তুতিকরি না কহিয়ে আমি॥

রসিকশেখরগণ, লোকে কেবা হেন জন, সহস্র সহস্র ঈশগণ। তার মধ্যে তুমি অতি, মাধুর্য্য স্বারাজ্য সতি, অন্য নহে কেহ তব সম॥

সত্যবলি শুন হরি, রমণীয় সুমাধুরী, তুমি সেই সকলের পার। সর্ব্বাশ্রয় তুমি যেনে, সর্ব্বাবধি রসগণে, সহজেই বিবাদ কি আর॥

কামং সন্তু সহস্রশঃ কতিপয়ে সারস্য-ধৌরেয়কাঃ
কামং বা কমনীয়তাপরিমলস্বারাজ্যবদ্ধব্রতা।

নমু কতি কতি সরসমধুরশেখরা লোকে সন্তি। কিমিতি তান্ হিত্বা ময়া বিবদমানঃ। স্বোক্তিমেব স্থাপয়ন্ মামেবাত্যুক্ত্যা স্তৌষীতি তান্ প্রতি সাবহেলং তং প্রতি সবিনয়মাহ। হে দেব সারস্যধৌরেয়কা সরসতা-ভারবাহিনঃ। সহস্রশঃ কামং সন্তু তেষাং মধ্যে কমনীয়তাপরিগলস্বারাজ্য-বদ্ধব্রতাঃ। সর্বাতিকমনীয়া বা কতিপয়ে কামং সন্তু তে তেন সন্তীত্যেবং

অহে! লোকমধ্যে কত কত মধুরশেখর থাকিতে কেন তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমার সহিত বিবাদ করত নিজের বাক্যকে স্থাপনপূর্ব্বক অত্যুক্তিতে আমাকে স্তব করিতেছ,শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে তাহাদিগের প্রতি অবহেলা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সবিনয়ে কহিলেন॥

হে দেব! রসবিষয়ে ধুরন্ধর (অগ্রগণ্য) ব্যক্তি, সহস্র সহস্র থাকুন, এবং রমণীয়তা অর্থাৎ সৌন্দর্য্যরূপ পরিমলের

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

পূর্ব্বে আমি কত কত, বর্ণিয়াছি যত যত, ইদানী সফল হৈল তা। আমার কবিতাগণ, সাফল্য হইল জন্ম, এত কহি শ্লোকে কহে কথা॥ ৯৯॥

শুন নাথ এই সত্য বাণী। তুমি যদি শুন তাহা, তবে মানি ভাগ্য ইহা, বিশেষ উত্তম তারে মানি॥ ধ্রু॥

মোর এই বাণীগণ, যাতে মধুবরিষণ, সুন্দর গাঁথনি মনোরঙ্গে। তব স্থানে যায় যবে, জন্ম ধন্য হয় তবে, ভাল দ্রব্য তোহে পর্য্যাপ্ত কামে॥

নৈবৈবং বিবদামহে নচ বয়ং দেব প্রিয়ং ব্রূমহে

ত্বয়া সহ ন বিবদামহে। নচ তব প্রিয়ং ব্রূমহে। অসদ্গুণাধ্যারোপেণ ত্বাং ন স্তৌমি কিন্তু সত্যমেব ব্রূমহে। যৎ যতো যা রমনীয়তাপরিণতি সা ত্বয্যেব

স্বীয়রাজ্যে বদ্ধব্রতও সহস্র ২ থাকুন কিন্তু আমরা নির্ব্বৈর ভাবে বলিব যে, সত্য সত্যই "হে কৃষ্ণ! আপনাতেই রম-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

আমার কবিত্বগণ, অসদ্গুণ অধ্যাসন, পূর্ব্বে অতি সঙ্কোচিত ছিল। ইদানী তোমার স্থানে, গেল হৈল ফুল্লমনে, অসহজ অনন্ত বর্ণিল॥

জনমে চাপল্য জানি, মানি ছিল মোর বাণী, এবে অতি প্রফুল্ল হইলা। এতেক কহিতে কাছে, দেখে গোপনারী আছে, তাহাতেই কহিতে লাগিলা॥

কেবল বরাক বাণী, জন্ম ধন্য হৈল জানি, ইহা নহে শুন কহি আর। কিন্তু গুণরূপ রাগ, অতিশয় পূর্ণভাগ, গোপী জন্ম ধন্য ধন্য সার॥

কৃষ্ণ কহে গোপীগণ, নিজ নিজ পতিমন, তাতে জন্ম সফল তাহার। তেঁহো কহে তাহা কহি, পূর্ব্বে তুয়া নাহি পাই, পতি কোলে দেহ ত্যাগ যার॥

তোমার বিষয়ে প্রেম, যৈছে দশবাণ হেম, তাতে তার নম্র অনুক্ষণ। তে কারণে সুচঞ্চলা, ত্যক্ত লজ্জা সুবিহ্বলা তেঁই জন্ম ধন্য গোপীগণ॥

এই কালে বৎস দেখি, সমিৎকারে ঝরে আঁখি, কহে এই কৈশোর বয়স। ইহার সফল জন্ম, তব স্থানে স্থিতি মর্ম্ম, কাম মদে স্ফীত অহর্নিশ॥

যৎ সত্যং রমণীয়তাপরিণতিস্ত্বয্যেব পারং গতা॥ ১০০ ॥
গলদ্ব্রীড়ালোলামদনবিনতা গোপবনিতা-

পারং গতা অবধিং প্রাপ্তা। অতঃ স্বভাবোক্ত্যা নায়ং বিবাদস্ততি র্বেতি ভাবঃ॥ ১০০॥

কিঞ্চ পূর্ব্বং তে তে ময়া কতি ন বর্ণিতাঃ সন্তি কিন্ত্বিদানীমেব মৎ কবিত্বাদিকঞ্চ সফলং যাতমিতি সহর্ষমাহ। মাদৃশাং গিরাং গুম্ফা গ্রথনানি ত্বয়ি স্থানে আশ্রয়ে যাতে প্রাপ্তে বর্গীয়জকারপাঠঃ কচিত্তত্র জাতে ভূতে সতি জন্ম সফলং দধতি। উত্তমপদার্থানাং ত্বৎপ্রাপ্তাবেব কৃতার্থত্বমিতি ভাবঃ। তদুত্তমত্বমাহ। কীদৃশাং গিরাং। মধুরিমকিরাং মাধুর্য্যাদিকবিত্বগুণযুক্তামিত্যর্থঃ। কীদৃশ্যস্তাঃ সম্যগ্‌জৃম্ভা যত্র। পূর্ব্বমসদ্‌গুণাধ্যাসেন বর্ণনাৎ সঙ্কুচিতাঃ।

ণীয় ভাবের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান রহিয়াছে" ॥ ১০০ ॥

অপিচ পূর্ব্বে আমি সেই সেই কতই না বর্ণনা করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে সেই কবিত্বাদি সফল হইল, এই বলিয়া সহর্ষে কহিলেন॥

গোপবনিতাগণ মদনে বিনত ও চঞ্চল হইয়া লজ্জাশূন্য

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে অন্যগণে, দেবতাগনুষ্য জনে, কৈশোর কি সাকল্য না হয়। শুনি কহে তাহা শুন, অস্থির তাহাতে পুনঃ, রাসকুঞ্জলীলা নাহি তায়॥ ১০০॥

এতেক কহিতে তাতে, নৃত্যাদি চাঞ্চল্য রীতে, তাতে দেখে চাপল্যের ধুরা। চপলা মানস আর, প্রেমাদি মাধুর্য্য সার, তাতে দেখি কহে অতি ত্বরা॥

একাঙ্গ অশেষ নারী, পার্শ্ব-স্থিতি মনোহারী, গোবিন্দের

মদস্ফীতং বীতং কিমপি মধুরা চাপলধুরা
সমুজ্জৃম্ভাগুম্ফামধুরিমকিরাং মাদৃশগিরাং

ইদানীং তে সহজানন্তগুণবর্ণনাদুৎফুল্লাঃ। কীদৃশং জন্মচপলং গত্বরং পূর্ব্বং তাদৃশত্বেন ব্যর্থমপি তদেব তৎসমীপে গোপীবীক্ষ্য এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদিবৎ সশ্লাঘমাহ। ন কেবলং বরাক্যোমদ্বাগ্ গুম্ফা এব কিন্তু গুণরাগাদিপূর্ণাঃ। শ্রীগোপবনিতা অপি তথা জন্মসফলং দধতি নম্বাসাং স্বস্বপতিমতীনাং জন্মসফলমেবেতি নেত্যাহ। পূর্ব্বং তদপ্রাপ্ত্যা দেহত্যাগস্য নিশ্চিতত্বাচ্চপলমপি রাসারম্ভে কামাঙ্কিৎ তথা দর্শনাত্তদগুণানাহ। মদনেন তদ্বিষয়কপ্রেমবিশেষেণ বিনতা নম্রা স্তৎপ্রচুরা ইত্যর্থঃ। তথাহি প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথামিতি তন্ত্রে। অতো লোলাস্তৎপ্রাপ্তয়ে চঞ্চলাঃ সতৃষ্ণা বা। ততো গলদ্ব্রীড়াস্ত্যক্তলোকলজ্জাস্তদৈব কিশোরমাধুর্য্যং বীক্ষ্য সশীৎকারমিদং বয়ঃ ইতি বিবুক্ষু স্তন্মাধুর্য্যাস্তম্ভিতঃ সগদ্গদমাহ। ইদং কিমপি বয় ইত্যর্থঃ। তথা জন্ম সফলং দধাতি তদেব ব্যঞ্জয়তি। বীতং বাল্যাংশেন বিগতপ্রায়ং নবতারুণ্যাংশেন কন্দর্পমদেন স্ফীতং বিশেষণাভ্যাং কৈশোরমিত্যর্থঃ। নম্ন তদন্যত্র দিব্যাদিব্যকিশোরেষু সফলমেবেত্যত্র নেত্যাহ। পূর্ব্বমন্যত্র এতাদৃশরাসকুঞ্জলীলাদ্য প্রাপ্ত্যা চ। স্থিরতয়া চ ব্যর্থমপি। তথাহি বিষ্ণুপুরাণে। সোঽপি কৈশোরক-বয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থ ইত্যাদি।

হইয়াছেন, কোন এক ভাবে গমন ও মদমত্ত, নির্ম্মল ভাব ও মধুর মাদৃশজনের মাধুর্য্যবর্ষিণী বাক্যশ্রেণীর গুম্ফন প্রণালী

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নৃত্যগতি রঙ্গ। পরম মনোজ্ঞ ঠাম, চাপল্য সাফল্য নাম, যাতে করে হেন পরবন্দ ॥

অতএব ন কেবল, মোরবাণী গাঁথা ফল, কিন্তু গোপী কৈশোর চাপল। সবারি সফল জন্ম, জানিল কহিল মর্ম্ম,

ত্বয়ি স্থানে যাতে দধতি চপলং জন্ম সফলং ॥ ১০১ ॥

তথা রসামৃতসিন্ধৌ। বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলাপ্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং, ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ। তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-পাণ্ডিত্যপারং গতঃ, কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরি-রিতি। তস্য নৃত্যাদিচাপল্যং দৃষ্ট্বাহ। চাপলধুরা চঞ্চলাতিশয়শ্চ। তথা। নমু, সংপাবনঃ পবনাদৌ সাপি পূর্ণা নেত্যাহ। মধুরা একেন বপুষা অসংখ্যাঙ্গনাপার্শ্ব-স্থিত্যাদিনা মধুরা অতিমনোজ্ঞা। তথাহি রসামৃতসিন্ধৌ। অঘহর কুরু যুগ্মীভূয় নৃত্যং ময়ৈব, ত্বমিতি নিখিলগোপীপ্রার্থনাপূর্ত্তিকামঃ। ব্যতনুতগতি লীলালাঘ-বোর্ম্মিং তথাসৌ দদৃশুরধিকমেতা স্তং যথা স্ব স্ব পার্শ্বে ইতি। পূর্ব্বং তাদৃশ-স্বাভাবাচ্চপলমপি। ত্বয়ি রম্যাস্পদে প্রাপ্তে মদ্বাগ্ গুম্ফা ন কেবলং। সফলা কিন্তু কৈশোরলৌলা-গোপাঙ্গনা অপি ॥ ১০১ ॥

বর্দ্ধিত এবং আপনার গমনকালে আমাদের চপল জন্মও সাফল্য ধারণ করিতেছে ॥ ১০১ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

উভয়ের তব প্রাপ্তিফল ॥

অতঃপর ভাবোদ্ভাব, প্রৌঢ় হর্ষাহর্ষ লাভ, আর্ত্তিগণ মিশালে বচন। পুনঃ কৃষ্ণ শুনিবারে, কৌতুক অন্তরে বাঢ়ে, তাহা লাগি কহে হর্ষ মন ॥

শুন ওহে লীলাশুক, কি কহিয়া পাও সুখ, সর্ব্ব ভূতে যে ঈশ্বর আছে। তাহার ভজন ছাড়ি, সদা স্তব কর মোরি, গীতাশাস্ত্রে গুণ গাইতেছে ॥

গোয়ালের পুত্র আমি, সর্ব্বোত্তম করি তুমি, সদা কেনে করহ বর্ণন। শুনি হর্ষ হর্ষাগমে, নিজহস্ত সচালনে, কহে বাণী অতি মনোরম ॥ ১০১ ॥

ভুবনং ভবনং বিলাসিনীশ্রী-
স্তনয়স্তামরসাসনঃ স্মরশ্চ।

ভাবোদ্ভাবিত হর্ষের্ষ্যা প্রৌঢ়িদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং। পুনঃ স তদ্বচঃ শ্রোতুং কৌতুকী তমবাদয়ৎ। নন্বীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশ ইত্যাদৌ। তমেব প্রতিপদ্যস্বেত্যাদি গীতাদিশাস্ত্রোক্তভজনীয়মীশ্বরং হিত্বা কিমিতি গোপকুমারং মামেব সর্ব্বোত্তমত্বারোপেণ স্তবন্নাশ্রয়সীতি তত্তদ্ভাববিশেষ বিবশঃ সহস্তচালনমাহ ভুবনভবনমিত্যাদি। হে বিভো সর্ব্বাবতারিন্ যস্মিন্ ত্বচ্চরিতে ভুবনং ভবনং সর্ব্বান্তর্যামিত্বাদাশ্রং স্তত্তোহপ্যমুমেবৈশ্বর্য্যময়চরিত্রাদদ্ভুতাদ্দৃশ্যমানস্য তদেবং নেত্ররসায়নং চরিতং বিচিত্রমুত্তমং। যদ্বা তদপি ত্বচ্চরিতং তাদৃশং ন ভবতীতি কো নাম বিবদতে। তদপীতি ইদন্তু বিচিত্রমদ্ভুতমেবেত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ং। নন্বেবং চেত্তর্হি দৃশৈশ্যশ্বর্য্যা বিষ্ণুবামনাজিতাদয়ঃ সন্তি তানেব ভজেতি সস্মিতমাহ। যত্র সুরেন্দ্রা ইন্দ্রাদয়ঃ পরিচারপরম্পরা অনুগা

অহে! সকল ভূতের অন্তরে ঈশ্বর বিরাজমান আছেন, তাঁহারই শরণাগত হও, ইত্যাদি গীতাশাস্ত্রোক্ত ভজনীয় ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া কি জন্য গোপকুমার আমাকে সর্ব্বেশ্বর মানিয়া আরোপদ্বারা স্তব করত আশ্রয় করিতেছ,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন প্রভু সর্ব্ব অবতরি। সর্ব্ব অন্তর্যামী যেই, ভুবনভবন সেই, তাহার আশ্রয় তুমি হরি॥ ধ্রু॥

তাহাতে চাইয়া তব, অনন্ত ঐশ্বর্য্য সব, দৃশ্যমানে অদ্ভুত সকল। নেত্র রসায়ন যত, উত্তম চরিত্র কত, বিচিত্র প্রকার মনোরম॥

কৃষ্ণ কহে যদি হেন, দৃশ্যমানৈশ্বর্য্যগণ, বিষ্ণুবামনাজিতাদিগণে। কত কত মহাদ্ভুত, চরিত্র প্রকার পূত, তারে ভজ হৈয়া এক মনে॥

শুনি মন্দহাসি কহে ইন্দ্রাদি দেবতাচয়ে, তারা পরি-

পরিচারপরম্পরাঃ সুরেন্দ্রা-

ইত্যর্থঃ। ততোহপি যুদ্ধাদিময়পালনকেলিরূপাদত্যদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং ত্বচ্চরিতং মধুরৈশ্বর্য্যময়ং বিচিত্রমত্যুত্তমং। নন্থ যুদ্ধাদিবিমুখো গর্ভোদকশায়ী পুরুষোঽ-স্তীত্যধোনেত্রচালনমাহ। যত্র তামরসাসনো ব্রহ্মা তনয়স্ততোহপি সৃষ্ট্যাদি-কেলিরূপাদতিসর্ব্বাদ্ভুতাচ্চরিতাদিদং মধুররসময়ং ত্বচ্চরিতমতিসর্ব্বোত্তমং। নন্থ। ত্বং মধুররসরসিকভক্তোহসি তৎপরমব্যোমেশং লক্ষ্মীশং ভজেতি সোর্দ্ধভ্রূ-চালনমাহ। যত্র শ্রীরেকা বিলাসিনী ততোহপি মধুররসময়াদতিসর্ব্বাদ্ভুততরা-

লীলাশুক এইরূপ তত্তদ্ভাবে বিবশ হইয়া হস্ত চালনার সহিত কহিলেন ॥

হে বিভো! ভুবনই আপনার ভবন। বিলাসিনী লক্ষ্মী,

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

চর্য্যায় নিপুণ। যুদ্ধ আদি ভয় যত, পালনাদি কার্য্য কত, তাহা হৈতে তব বহুগুণ ॥

মধুর ঐশ্বর্য্যময়, উত্তম চরিত্রচয়, সাক্ষাতে আছয়ে দৃশ্য-মান। শুনিয়া গোবিন্দ কহে, যুদ্ধাদি বিমুখ নহে, গর্ভোদক শায়ী পুরুষ নাম ॥

ভজন করহ তারে, সর্ব্বদেব ভজে যারে, এত শুনি লীলা-শুক কয়। অধোনেত্র চালনায়, কহে করি হয় হয়, তার পুত্র চতুর্ম্মুখ হয় ॥

তাতে হৈতে সৃষ্টি আদি, কেলিরূপ ভূমে সাধি, সর্ব্বা-দ্ভুত চরিত্র তোমার। মধুর রসময় যত, লীলাসৃষ্টি অবিরত, দেখ যার নাহি হয় পার ॥

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে, ভাল জানিলাম ওহে, আদিরস রসিকে ভজ তুমি। তবে পরব্যোমেশ্বর, ভজ লক্ষ্মীনাথ বর,

স্তদপি ত্বচ্চরিতং বিভো বিচিত্রং ॥ ১০২ ॥

চ্চরিতাদিদং নায়ং প্রিয়োহঙ্গেত্যাদি সংস্তুতবিলাসিনীকোটিবিলাসবলিতং তচ্চরিতমতিসর্ব্বোত্তমতরং নন্বেবং চেত্তর্হি তাদৃশং রুক্মিণ্যাদিরমণং মামেব ভজেতি। সশিরশ্চালনমাহ। যত্র স্মরশ্চ তনয়ঃ চকারাৎ সাম্বাদয়স্ততোহপি স্বীয়াভি দশদশ-পুত্রবতীভিঃ সংখ্যাতাভিস্তাভিঃ সহ কেলিরূপাদতিসর্ব্বাদ্ভুত-তমাচ্চরিতাদিদং পরকীয়াসংখ্য-নৃত্যৎ-কিশোরীকুলৈঃ সহ রাসাদিকেলিমঙ্গ-ত্বচ্চরিতং বিচিত্রমতিসর্ব্বোত্তমমেব ময়া সেব্যমিতি ভাবঃ। বহুনি ত্বচ্চরিতানি চিত্রাণ্যেব তথাপ্যদঃ মৎসেব্যং মধুরৈশ্বর্য্যরূপকেলিভিরুত্তমং ॥ ১০২ ॥

পদ্মাসন ব্রহ্মা ও কন্দর্প পুত্র এবং শ্রেষ্ঠ ২ দেবগণ আপনার পরিচারক, তথাপি আপনার চরিত্র বিচিত্র ॥ ১০২ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

নিশ্চয় কহিল তোহে আমি ॥

শুনি ঊর্দ্ধভুরু চালি, কহে তার পদ্যাবলি, তথা এক লক্ষ্মী বিলাসিনী। তা হৈতে মধুররস, ময় তব সুবিলাস, কোটি কোটি বিলাসিসঙ্গিনী ॥

কৃষ্ণ কহে হেন যবে, আমার ভজন তবে, রুক্মিণ্যাদি রমণী যে হয়। শুনি শির চালি কহে, স্বীয়ভাব যাতে হয়ে, কাম আদি দশ দশ তুলয় ॥

প্রতি মহিষীতে হয়, দশতুল আদি ময়, মহিষীসনে কেলি আদি হৈতে। অদ্ভুত তোমার রীত, পরকীয়া ভাব-নীত, নৃত্যকী কিশোরীকুল সাথে ॥

রাস আদি লীলাগণ, চিত্র সর্ব্বোত্তমোত্তম, যাহা নাহি অন্য রূপগণে। অনন্ত বিচিত্র কত, চরিত্র মহদদ্ভুত, মধুর ঐশ্বর্য্য ভজি মনে ॥

দেবস্ত্রিলোকীসৌভাগ্যকস্তূরীমকরাঙ্কুরঃ।

নমু জ্ঞাতং ব্রজলীলৈব তেঽভীষ্টা ভদ্রমপি বাল্যপৌগণ্ডলীলে স্ত ইত্যর্দ্ধোক্তে সসংভ্রমং তর্জন্যা নির্দিশন্ ভঙ্গ্যাহ। অয়ং দেবঃ রাসক্রীড়াপরঃ কিশোর-শেখরঃ জীয়াৎ সর্ব্বোপরি বিরাজতাং মমানৈ্যরিত্যর্থঃ। আং কিশোরলীলৈব তেঽভীষ্টা ভদ্রং তত্রাপি গোচারণাদিলীলাস্তীতি সভ্রূভঙ্গমাহ। ব্রজাঙ্গনানাং অনঙ্গকেলিভি র্লালিতঃ সংবর্দ্ধ্য মধুরীকৃতো বিভ্রমো বিলাসো যস্য তাদৃশ-

অহে! জানিতে পারিলাম ব্রজলীলাই তোমার অভীষ্ট, ভাল, আমারও বাল্য পৌগণ্ড লীলা আছে, এই অর্দ্ধ উক্তিতে লীলাশুক সম্ভ্রমের সহিত তর্জ্জনীদ্বারা নির্দ্দেশ করত ভঙ্গীসহকারে কহিলেন॥

ত্রিলোকীর সৌভাগ্যরূপ কস্তূরীর মকরাঙ্কুর বিশিষ্ট ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, ব্রজলীলাভীষ্ট তোয়, ভাল ভাল ভজ ব্রজলীলা। এথা বাল্য পৌগণ্ড আছে, সে ভাবেতে ভক্ত নাচে, লীলাশুক তা শুনি কহিলা॥

সসংভ্রমে তর্জনীতে, নিদর্শন ভঙ্গিরীতে, কহে শুন শুন মহাশয়। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, অমৃত হৈতে পরামৃতা, ভাগ্যবান্ সদা আস্বাদয়॥ ১০২॥

এই দেব রাসক্রীড়াপর। জয়যুক্ত হও সদা, সর্ব্বোপরি বিরাজিতা, কিশোর যে কেবা অন্যে আর॥ ধ্রু॥

কৃষ্ণ কহে হয় হয়, মোর কৈশোর লীলাময়, তোমার অভীষ্ট সেই হয়। ভাল তবে গোচারণ, লীলা আছে মনোরম, তাহা তুমি করহ আশ্রয়॥

এত শুনি ভুরূভঙ্গে, কহে যেহো গোপীসঙ্গে, অনঙ্গ

জীয়াদ্‌ব্রজাঙ্গনানঙ্গকেলিলালিতবিভ্রমঃ ॥ ১০৩ ॥

প্রেমদশ্চ মে কামদশ্চ মে

ত্বমেবেত্যর্থঃ। নন্বেতাদৃশোঽহং দুর্ল্লভঃ নাদ্যাপি ইত্যাদৌ ত্বয়াপি তথৈবোক্ত ইত্যত্রাহ। সত্যং কিন্তু তাদৃশোঽপি ভবান্‌ ন কেবলং মমৈব ত্রিলোক্যাপি সৌভাগ্যব্যঞ্জককস্তূরীমকরাঙ্কুরস্তস্যাস্ত্বমেব তৎকল্পিত শুদ্ধরূপ ইত্যর্থঃ। তৎকরুণৈব ত্বাং সুলভং করোতীতি ভাবঃ ॥ ১০৩ ॥

পুনঃ সস্মিতং কিমপি বিবক্ষুং তং বীক্ষ্যাসহিষ্ণুঃ সসংভ্রমং সদৈন্যমাহ।

ব্রজাঙ্গনাদিগের কন্দর্পকেলি লালিত বিভ্রমশালী দেব জয়যুক্ত হউন ॥ ১০৩ ॥

পুনর্ব্বার ঈষৎ হাস্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে কিছু বলিতে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কেলিতে সুললিতে। তাহাতে মাধুর্য্যপুর, বিলাস মোহন ভোর, আমি তাতে হৈনু আকাঙ্ক্ষিতে ॥

কৃষ্ণ কহে ঐছে আমি, প্রথমে কহিলা তুমি, এইরূপ দুর্ল্লভ তোমার। শুনি কহে তাহা শুন, সত্য সেই হৈল পুনঃ, কেবল তুমি না হও আমার ॥

ত্রিলোক সৌভাগ্যপুর, কস্তূরী মকরাঙ্কুর, হেন তোমার রূপ মনোহর। তোমার করুণা হৈতে, তোমাকে সুলভরীতে, মিলায় কহিল সুনিশ্চল ॥

পুনঃ কৃষ্ণ মন্দহাসি, কহে অন্যমতে ভাষি, অসহিষ্ণু হৈল লীলাশুক। অতিশয় সসংভ্রমে, সদৈন্য বচন ক্রমে, কহিতে লাগিলা পাঞা সুখ ॥ ১০৩ ॥

রাসলীলা পর যেই দেব। সেই আশ্রণীয় মোর, কেবল সে কৃপা তোর, তব কৈশোর বিনে নাহি সেব ॥ ধ্রু ॥

বেদনঞ্চ মে বৈভবঞ্চ মে

হে দেব রাসলীলাপরঃ মম দৈবতমাশ্রয়ণীয়ং ত্বংকিশোরশেখরা দপরং ন। চ এবার্থে নৈবেত্যার্থঃ। নমু কোঽত্র হেতুরিতি তং সূচয়ন্নাহ। প্রেমদঞ্চ মেঽপরং ন এবমগ্রেঽপি যোজ্যং যতস্তৎপ্রাপ্তিহেতোঃ প্রেম্ন ত্বমেবদাতেত্যর্থঃ। নমু। কৌমারপৌগণ্ডলীলাপরোঽহমপি প্রেমদস্তল্লভ্যশ্চ তত্রাহ। কামদঞ্চ মে তজ্জাতীয় প্রেমদঞ্চ ত্বমেব। অত এতদ্ভাবৈকবিষয়াৎ কিশোরশেখরাৎ ত্বদপরং·

ইচ্ছুক দেখিয়া অসহিষ্ণু হওত সম্ভ্রম ও দৈন্যের সহিত কহি-লেন ॥

হে দেব ! তুমি আমার প্রেমদ, কামদ, বেদন (জ্ঞাতা)

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে হেতু কবা, তাহা শুনি সেই কিবা, এত শুনি কহে শুন নাথ। তুমি মোর প্রেমদাতা, তুয়া বিনে নাহি ধাতা, এই লাগি চাই তোমার সাথ ॥

কৃষ্ণ কহে ভাল তবে, আমি কহি শুন এবে, কৌমার পৌগণ্ড লীলা মোর। তার প্রেমদাতা আমি, মাগ বর তবে তুমি, শুনি কহে সে বাসনা দূর ॥

যেই বাঞ্ছা রাখি আমি, সেই কামদাতা তুমি, সে জাতীয় প্রেম তুমি দিলা। যে ভাব বিষয় হৈতে,আনন্দ উপজে চিত্তে অন্যাশ্রয় নাহি হই মোরা ॥

কেবল এমন নও, বেদন আমার হও, পরিপাটী শিক্ষা-গুরু তুমি। কিম্বা জ্ঞান ভজিবার, বল যদি তবে আর, সে জ্ঞান বেদন মোর তুমি ॥

কৃষ্ণ বলে জ্ঞানে যদি, অনাদর কৈলে মতি, বৈকুণ্ঠসম্পদ্ তবে চাও। শুনি কহে শুন তাহা, কি কহিব যাহা যাহা,

জীবনঞ্চ মে জীবিতঞ্চ মে
দৈবতঞ্চ মে দেব নাপরং ॥ ১০৪ ॥

ময়া নাশ্রয়ণীয়ং নৈতন্মাত্রং বেদনঞ্চ তথা বেদয়তীতি কর্ত্তরি লুট্ তৎপরিপাটী-শিক্ষকশ্চ ত্বমেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং শিক্ষাগুরুশ্চেতি। কিম্বা অয়ে মূঢ় ভক্ত্যাত্ম-জ্ঞানং যতো মোক্ষ স্তত্বপেক্ষ্যমিত্যত্রাহ। বেদনং তজ্জ্ঞানঞ্চ মে ত্বমেবেত্যর্থঃ। নমু ভবতু শুদ্ধভক্তত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদরঃ বৈকুণ্ঠসম্পত্তিঃ প্রার্থ্যেবেত্যত্রাহ। বৈভবঞ্চ তথা ত্বমেব সর্ব্বসম্পদিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে বৈভবং তদপ্রাপ্তাবপি জনা জীবন্তি তদ্বিনাত্বহং ম্রিয়ে ইত্যাহ। জীবনঞ্চ তথা জীবয়তীতি জীবনং তদ্ধেতুরিত্যর্থঃ। কিমুচ্যতে তদ্ধেতু স্তদপি ত্বমিত্যাহ। জীবিতঞ্চ। ত্বদপরং ন তৎ কিমিতি অন্যোপদেশে মামুপেক্ষস ইতি ভাবঃ॥ ১০৪ ॥

বৈভব, জীবন, জীবিত এবং দৈবত, অপর কেহ নহে ॥১০৪॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

সে বৈভব তুমি আমার হও ॥

যে বল বৈভব কথা, তাহা না পাইলে তথা, জীয়ে সবে প্রাণ নাহি যায়। তুয়া না পাইলে আমি, না জীব দেখহ তুমি, অতএব জীবন তোমায় ॥

তুমি সে জীয়াও মোরে, তেঁই তুমি জীবন বরে, যে জীয়ায় সেই সে জীবন। তুয়া বিনা অন্য নাহি, তোমারে মরম কহি, কেন মোরে কর উপেক্ষণ ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, দৃঢ়াতা পাইলে সুখ, সাধু সাধু তোমার আশয়। আমার দর্শন সে যে, বিফলতা নহে কাজে, বরমাগ দিব সর্ব্বথায় ॥

এইরূপে কৃপারীতে, কৃষ্ণ কহে মন্দস্মিতে, তাহা শুনি তেঁহ বর চাহে। কৃষ্ণকর্ণামৃত কথা, শুন সবে মনোরতা, শুনিলেই প্রেম লাভ হয়ে ॥ ১০৪ ॥

মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং বাচো নস্তব বৈভবে।
চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং চিন্তা নস্তব শৈশবে॥ ১০৫ ॥

ততঃ সাধু লীলাশুক সাধু ত্বদ্দৃঢ়তয়া প্রাতোঽস্মি তন্মদ্দর্শনং বিফলং ন স্যাৎ। প্রার্থয় বাঞ্ছিতমিতি ভঙ্গ্যা তেনাম্রেড়িতঃ স্বেপ্সিতং ভঙ্গ্যা প্রার্থয়ন্নাহ। তব বৈভবে বাগ্বিষয়াতীতে সৌন্দর্য্যবিলাসৈশ্বর্য্যাদৌ নোঽস্মাকং বাচো মাধুর্য্যেণ বিবর্দ্ধন্তাং তত্তন্মাধুরীবর্ণন সমর্থা ভবন্ত্বিতি ভাবঃ। তথা তব শৈশবে কৈশোরে-ঽযোগ্যদেহাদীনামপি নশ্চিন্তা প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠয়া তচ্চিন্তনানি চাপল্যেন বিবর্দ্ধন্তাং অয়মেব মে বর ইত্যর্থঃ॥ ১০৫ ॥

তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, লীলাশুক! সাধু সাধু তোমার দৃঢ়তায় আমি প্রীত হইলাম অতএব আমার দর্শন বিফল হয় না, তোমার বাঞ্ছিত প্রার্থনা কর, ভঙ্গীসহকারে শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার এইরূপ বলিতে থাকিলে লীলাশুকও স্বীয় ভঙ্গীসহকারে প্রার্থনা করত কহিলেন॥

হে কৃষ্ণ! আমার বাক্যসমূহ আপনার বৈভবে মাধুর্য্যের সহিত বর্দ্ধিত হউক এবং আপনার শৈশববিষয়ে ত্বদীয় চাপ-ল্যের সহিত আমার চিন্তাও বর্দ্ধিত হউক॥ ১০৫ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

শুন কৃষ্ণ বর দিবা যবে। সৌন্দর্য্য বিলাসৈশ্বর্য্য, বাণী আগে সুমাধুর্য্য, বর্ণিতে সামার্থ্য হউ তবে। তথা তব কৈশোর রঙ্গ, প্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠা পরবন্ধ, মনে মোর সদা যেন রহে। তাহারি সুপ্রাপ্তি লাগি, মন হউ চিন্তারাগী, চাপল্যে বাঢ়ুক বর মোহে॥

কৃষ্ণ কহে যেই তোর, হয় বুদ্ধি সুগোচর, বর মাগ দিব আমি তোরে। এত শুনি কহে সেই, তবে দেহ বর এই, কহি এক শ্লোক পাঠ করে॥ ১০৫ ॥

যানি তচ্চরিতামৃতানি রসনালেহ্যানি ধন্যাত্মনাং
যে বা শৈশবচাপলব্যতিকরা রাধাবরোধোন্মুখাঃ।

নন্বিদং তে সহজমেব তদ্বিশেষঃ প্রার্থ্যতামিত্যত্রাহ যানি তচ্চরিতামৃতানি। শ্রীরাধয়া সহ নিকুঞ্জরাসলীলাদীনি তান্যেব নত্বন্যানীত্যর্থঃ। মে হৃদয়ে ধারাবাহিকয়া প্রবাহরূপেণ বহন্তু। কীদৃশানি ধন্যাত্মনাং রসনালেহ্যানি শ্রীশুকাদিভিরাস্বাদনীয়ানি। তথা যে বা চার্থে বা শব্দঃ। যে শৈশবচাপল্যব্যতিকরাঃ কৈশোরচাঞ্চল্যবিস্তারাস্তে তে এব তথা বহন্তু।

অহে! এত তোমার সহজ, বিশেষ প্রার্থনা কর, এই শুনিয়া লীলাশুক কহিলেন॥

হে কৃষ্ণ! তোমার যে চরিতসমূহরূপ অমৃত ধারা পুণ্যাত্মাদিগের রসনার আস্বাদ্য শ্রীরাধার অবরোধোন্মুখ যে সমস্ত

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণচন্দ্র এই বর দেহ তুমি মোরে। যে তুয়া চরিতামৃত রাধা সহ অবিরত, রাসকুঞ্জলীলা মনোহরে॥ ধ্রু॥

সেই সেই লীলাগণ, মোর হিয়ে অনুক্ষণ, রহুক প্রবাহ রূপ হৈয়া। শুকদেব আদি যত, রসনায়ে লেহ্য কত, আস্বাদয়ে যাহা সুখ পাঞা॥

কৈশোর চাপল্য যত, রাধাকে রোধন মত, দানঘাটি পুষ্প তোলাকালে। তাঁহা সদা রুদ্ধ কাজে, থাকয়ে উৎকণ্ঠা সাজে, তার ধারা বহউ অন্তরে॥

মুখাব্জ তোমার তথা, কাম মদোদ্গারিস্মিতা, তার ভক্তি বিশেষ যে আর। তথা বেণুগীত গতি, নব নব জন্মায় রতি, বিভাবিত মাধুর্য্য মিশাল॥

যা বা ভাবিতবেণুগীতগতয়ো লীলামুখাম্ভোরুহে
ধারাবাহিকয়া বহন্তু হৃদয়ে তান্যেব তান্যেব মে ॥১০৬॥
ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-

কীদৃশঃ। দানপুষ্পাহরণবর্ত্মন্যাদৌ রাধায়া যো হ্বরোধ স্তত্রোন্মুখাঃ সদা তদুৎকণ্ঠাবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা যা বা যাশ্চ মুখাম্ভোরুহে লীলাঃ কামমদোদ্দাপরি স্মিতাদিভঙ্গী বিশেষা স্তা স্তাশ্চ তথা বহন্তু। কীদৃশঃ ভাবিতাঃ স্বমাধুর্য্য-মিশ্রীকৃতাঃ উৎপাদিতা বা বেণুগীতস্য নূতনগতয়ো যাভিস্তাঃ॥ ১০৬॥

নমু পুরুষার্থচতুষ্টয়ং পঞ্চমপুরুষার্থময়ং প্রেমফলং মাঞ্চ সাক্ষাৎ প্রাপ্তং

শৈশব চাপল্য তথা যে সমস্ত লীলাময় মুখপদ্মে উচ্চারিত বেণুর নাদগতি সেই সমুদায় প্রণালী ধারায় আমার হৃদয়ে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকুক ॥ ১ ৬ ॥

অহে! পরুষার্থ চতুষ্টয়, প্রেমফল এবং আমি সাক্ষাৎ

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

এই এই লীলা যত, হিয়ে রহু অবিরত, অতিশয় ধারা-রূপ ধরি। কৃষ্ণকর্ণামৃত এই, সদা পান করে যেই, তার প্রেম হয় হিয়া ভরি ॥

কৃষ্ণ কহে ধর্ম্ম অর্থ, কামমোক্ষ পুরুষার্থ, জিনিয়া আমি সে, প্রেমফল। সে মোরে সাক্ষাতে পাইলা, মোরে ছাড়ি মোর লীলা, স্ফূর্ত্তি লাগি কেনে মাগ বর ॥

ইহা শুনি লীলাশুক, কহে মনে পাঞা সুখ, ভক্তি সিদ্ধান্ত উট্টঙ্কিয়া। সচাতুরী ভঙ্গি কথা, কৃষ্ণকর্ণামৃত মতা, শুনসবে এক মন হৈয়া ॥ ১০৬ ॥

শুন অহে ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্র। যে প্রেম লক্ষণ

দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্-

হিত্বা মল্লীলাস্ফূর্ত্তিং কিমিতি প্রার্থয়সে ইত্যত্র ভক্তিসিদ্ধান্তোট্টঙ্কনপূর্ব্বকং স্বচাতুরীং ভঙ্গ্যা কথয়ন্নাহ ভক্তিস্বয়ীতি। হে ভগবন্ সর্ব্বজ্ঞ যয়া লীলাস্ফূর্ত্তিরূপয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা ত্বং সাক্ষাৎ প্রাপ্তোঽসি সা ত্বয়ি ভক্তিঃ স্থিরতরা যদি স্যাত্তদা দৈবেন স্বতএব দিব্যকিশোরমূর্ত্তিরীদৃক্ ভবান্ ফলতি প্রাপ্তো ভবতি। মুক্তিস্তু মুকুলিতাঞ্জলি যথা স্যাত্তথা মাং গৃহাণ গৃহাণেতি বদন্ত্যস্মান্ সেবতে

প্রাপ্ত এই সকল ত্যাগ করিয়া আমার লীলাস্ফূর্ত্তি কি নিমিত্ত প্রর্থনা করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের এই জিজ্ঞাসায় ভক্তিসিদ্ধান্তের উট্টঙ্কন পূর্ব্বক স্বীয় চাতুরীভঙ্গীসহকারে কহিতেছেন॥

হে ভগবন্! আপনাতে যদি ভক্তি স্থিরতরা হয় এবং দৈববশে যদি কিশোরমূর্ত্তি ফলবতী হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম,

যত্নন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈতে, লীলা স্ফূর্ত্তি হয় চিত্তে, তুমি সাক্ষাৎ হও যে প্রবন্ধ॥ ধ্রু॥

সেই প্রেমভক্তি যবে, গোতে স্থির রহে তবে, তুমি যে কিশোর মূর্ত্তিমানে। এইরূপে পাব আমি, ইথে অন্য নাহি জানি, নহে তুমি দুর্ল্লভান্য স্থানে॥

তবে যদি মুক্তিগণ, করে অঞ্জলি বন্ধন, মোরে লও মোরে লও কহে। ধর্ম্ম অর্থ কাম আদি, ইহার পশ্চাত্তে সাধি, কহে কভু ফিরিয়া না চাইয়ে॥

অতএব কিবা কাজে, বর দিবা করি ব্যাজে, ছদ্ম কথা করহ প্রকাশ। ছাড় সব কুটিনাটি, বঞ্চনার পরিপাটী, নানামত অন্য পরিহাস॥

ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭ ॥

জয় জয় জয় দেব দেব দেব

ধর্ম্মার্থকামগতয়স্ত পশ্চাৎস্থিত্বা কদাচিদস্মানীক্ষতে বেতি সময়প্রতীক্ষাস্তং প্রতীক্ষকা ভবন্তি। তৎ কিমিত্যাত্মানং দত্বা বরেণ মাং ছন্দয়সীতি ভাবঃ ॥১০৭

ততঃ অয়ি লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপাণি বৃন্দাবনযাত্রামঙ্গলাচরণমারভ্য কেয়ং কান্তিরিত্যন্তানি ত্বৎভাষিতানি শ্রুত্বা পুনস্তৎশ্রোতুকামেন ময়া

অর্থ,কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় সময় প্রতীক্ষা করত কৃতাঞ্জলি পুটে আমাদিগকে সেবা করিবে ॥ ১০৭ ॥

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন অহে লীলাশুক! বৃন্দাবন যাত্রা মঙ্গলাচরণকে আরম্ভ করিয়া "কেয়ং কান্তি" এই পর্য্যন্ত আমার কর্ণামৃতরূপ যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার শুনিবার নিমিত্ত তুমি উচ্চালিত হইয়াছ, সেই এই তোমার বাক্যবিজৃম্ভিত রচনা আমার কর্ণা-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, আমি বহু পাইল সুখ, আদ্যোপান্তে যতেক বর্ণিলা। তাহা শুনিবার কাজে, এই কথা, কহি ব্যাজে, তব বাণী কর্ণামৃত হৈলা ॥

এমতে সস্নেহ বাণী, গোবিন্দের মুখে শুনি, লীলাশুক পাইয়া হরিষে। কহিতে লাগিলা পুন, অতি মনোহর শুন, সবে কৃষ্ণকর্ণামৃতানিশে ॥ ১০৭ ॥

হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয়। পরম আনন্দ বাণী পুনঃ পুনঃ কয় ॥ ত্রিভুবন মঙ্গল দিব্য কিশোর মুরতি। মনোহর নাম অতি সুমোহন কান্তি ॥ কিম্বা দেবদেব তুমি

ত্রিভুবনমঙ্গল দিব্যনামধেয়।
জয় জয় জয় দেব কৃষ্ণদেব
শ্রবণমনোনয়নামৃতাবতার ॥ ১০৮ ॥

ত্বমুচ্চালিতোঽসি তদিদং ত্বদ্বচো বিজৃম্ভিতং মৎকর্ণামৃত-নামাস্ত ত্বমেব মে মাধুর্য্যাদিবর্ণনং জানাসীতি সস্নেহং তন্মধুরবাক্যং শৃণ্বন্নেবানন্দোচ্ছলিতঃ সন্নাহ জয় জয়েতি হে দেব জয় হে দেব জয় হে দেব জয়। অত্যাদরানন্দাভ্যাং বীপ্সা। ত্রিভুবনস্য মঙ্গলং দিব্যং মনোহরঞ্চ নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ। কিম্বা। হে দেব দেব দেবা মর্ত্যপূজ্যাস্তদ্দেবা স্তৎপূজ্যাস্ত্বৎপার্শ্বদাঃ হে তদ্দেব তদীশ্বর জয়। যথোক্তং তৃতীয়স্কন্ধে। হরেরমুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতা ইতি। হে ত্রিভুবন-মঙ্গল দিব্যমানন্দময়ং স্বস্বরূপং নামধেয়ং যস্য হে তাদৃশ জয়। হে দেব জয় হে কৃষ্ণদেব জয় শ্রবণমনোনয়নামৃতবদবতারঃ প্রাকট্যং যস্য হে তাদৃশ জয় ॥ ১০৮ ॥

মৃত নামক হউক, তুমিই আমার মাধুর্য্য বর্ণন করিতে জান, শ্রীকৃষ্ণের এই সস্নেহ মধুর বাক্য শ্রবণ করত আনন্দে উচ্ছ-লিত হইয়া কহিতেছেন ॥

হে দেব! হে দেব! হে দেব! আপনার জয় হউক, জয় হউক, জয় হউক, আপনার নাম ত্রিভুবনের উৎকৃষ্ট মঙ্গল-স্বরূপ। হে দেব! জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন হে কৃষ্ণদেব! আপনার অবতার শ্রবণ, মন, ও নয়নের অবতার অর্থাৎ প্রাকট্য স্বরূপ ॥ ১০৮ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তার দেব দেব। তাহাতে মঙ্গলবিদ রূপ সর্ব্বসেব ॥

হে কৃষ্ণদেব জয় মানসলোচন। অমৃতাবতার জয় প্রকট শোহন ॥ পুনঃ কৃষ্ণ সুমাধুর্য্য অতিশয় হেরি। আনন্দে উন্মত্ত

তুভ্যং নির্ভর হর্ষবর্ষবিবশাবেশস্ফুটাবির্ভব-
দ্ভূয়শ্চাপলভূষিতেষু সুকৃতাং ভাবেষু নির্ভাষিণে।

পুনস্তন্মাধুর্য্যাতিশয়ানুভবাদানন্দোন্মত্ততয়া তদ্বর্ণয়িতুকামেন তদশক্ত্যা নমস্কারেণৈব স্ববাচস্তৎস্বরূপমুপসংহরতাত্মনা কৌতুকেন বিবদমানেন তেন সহ বিবদমান আহ। কস্মৈচিদনির্ব্বাচ্যায়াস্মৈ মহসে মাধুর্য্যপুঞ্জরূপায় তুভ্যং নমঃ। নমু তন্মাধুর্য্যমেব বর্ণয় শ্রোতুকামোহস্মি তত্রাহ। কীদৃশে বাচাং দূরএব স্ফুরন্তি যানি মাধুর্য্যাণি তেষাং প্রধানার্ণবায়। নম্বেবং চেন্মনসা বিভাবয় তত্রাহ। মনসাঞ্চ তাদৃশায়াবিভাব্যায়েত্যর্থঃ। নমু বাঙ্মনসয়ো

পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যাতিশয় অনুভবহেতু আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বর্ণন করিতে ইচ্ছা করত শ্রীকৃষ্ণে আসক্তি ও নমস্কারদ্বারাই উপসংহার করত আত্মকৌতুকে বিবাদকারি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাদ করত কহিলেন ॥

প্রগাঢ় অনন্দবর্ষণে বিবশ আবেশবশত প্রব্যক্ত ভাবে

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হৈল বর্ণে বাঞ্ছা ভরি ॥ বর্ণিতে না পারে পুনঃ করেন প্রণাম। কৃষ্ণসনে কহে কথা বাদসংহরণ ॥ ১০৮ ॥

অনির্ব্বাচ্য মাধুর্য্য পুঞ্জ শুন অহে হরি। বর্ণিতে না পারি অহে, রূপ জগন্মনো মোহে, অতএব নমস্কার করি ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে অহে, মাধুর্য্য যে মোর হয়ে, বর্ণ শুনি ইচ্ছা বড় হয়। শুনি কহে বর্ণন নহে, বাক্যের সে দূর হয়ে, সে মাধুর্য্য সিন্ধুরস ময় ॥

কৃষ্ণ কহে বাক্যে নহে, মনে মনে বর্ণ হয়ে, তবু মোর সুখ লাগে মন। শুনি কহে সেহ নহে, মানসের দূর হয়ে, ভাবনা বিষয় সুগহন ॥

শ্রীমদ্গোকুলমণ্ডনায় মনসাং বাচাঞ্চ দূরে স্ফুর-
ন্মাধুর্য্যৈকমহার্ণবায় মহসে কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥ ১০৯॥

নপ্রাহ্যত্বাৎ কস্যাপি গোচর এব নাস্তি তত্রাহ। সুকৃতাং তৎপ্রেমবিশেষভাজাং ভাবেষু ভাবাক্রান্তচিত্তেষু নির্ভাষিণে প্রকাশশীলায়। কীদৃশেষু নির্ভর-হর্ষাণাং যদ্বর্ষং তেন বিবশা যেচ তে চাবেশেন মৎপ্রাপ্ত্যুৎকণ্ঠাকুতয়া তৎ-স্ফূর্ত্যা স্ফুটমাবির্ভবন্তি যানি ভূয়শ্চাপলানি তৈ ভূষিতাশ্চ যে তেষু নমু এতেন কিং নিরাকারব্রহ্মত্বেন মাং নিরূপয়সীত্যত্র নেত্যাহ। গোকুলস্য মণ্ড-নায় মধুরোজ্জ্বলনীলমণিবস্তূষণায় অতঃ কেবলং তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥১০৯॥

আবির্ভূত যে চাপল্য তদ্দ্বারা বিভাবিত (অনুমিত) পুণ্যা-ত্মাদিগের ভাবে যিনি প্রকাশমান. যিনি গোকুলের একমাত্র ভূষণ, যাঁহার মাধুর্য্যসাগর বাক্য ও মনের বহুদূরে অবস্থিত, সেই ভবাদৃশ কোন এই মহঃ অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১০৯ ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণ কহে বাণী মন, অগোচর যদি হেন, তবে বোল কাহার গোচর। শুনি কহে যে যে জন,প্রেমে ভজে তনুমন, তাহার গোচর তুমি ধর ॥

কৃষ্ণ কহে সেই কেবা, বিবরি কহ সে যেবা, তাহা শুনি কহে লীলাশুক। নির্ভর হরিষ বর্ষে, বিবশ যে অহর্নিশে, তাহাতে চাপল্য স্ফূর্ত্তি সুখ ॥

কৃষ্ণ কহে তবে কিয়ে, নিরাকার ব্রহ্মময়ে, নিরূপম করহ আমারে। তেঁহ কহে নহি নহি, গোকুলমণ্ডন মহি, নীলমণি মূর্ত্তিমান্ বরে ॥

কৃষ্ণ কহে লীলাশুক, মোর কর্ণামৃতরূপ, যত সব বর্ণনা

ঈশানদেবচরণাভরণেন নীবী-
দামোদরস্থিরযশস্তবকোদ্ভবেন।

ততঃ অয়ে লীলাশুক মৎকর্ণামৃতরূপত্বদ্ভাষিতেনাপ্যায়িতোঽস্মি তৎপ্রার্থয় পুনঃ কিমপ্যভীষ্টমিত্যত্র দেব তদেতৎ সাক্ষাদ্দর্শনেন পূর্ণোঽস্মি। কিং ময়া প্রার্থ্যং তথাপীদমপি দেহীত্যাহ ঈশানেতি। হে কৃষ্ণদেব লীলাশুকেন ময়া রচিতং তব কর্ণামৃতমিদং কল্পশতান্তরেঽপি ত্বদ্ভক্তিরসিকজনচিত্তমাপ্লাব্য বহতু। কীদৃশা ময়া ঈশানঃ সর্ব্বেশ্বরশ্চাসৌ দেবঃ ক্রীড়ারতশ্চ তস্য ঈশা রাধা সাচ অননং আনঃ প্রাণঃ তস্যা মম বা প্রাণশ্চায়ং দেবশ্চ সচ তয়োর্ব্বা চরণাঃ

অনন্তর অয়ে! লীলাশুক! আমার কর্ণামৃতরূপ তোমার বাক্যদ্বারা আপ্যায়িত হইয়াছি,পুনর্ব্বার তোমার কি অভীষ্ট তাহা প্রার্থনা কর, শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে, লীলাশুক, হে দেব! আপনার সাক্ষাৎ দর্শনে আমি পূর্ণ হইয়াছি, আর কি প্রার্থনা করিব তথাপি ইহাই আমাকে অর্পণ করুন, এই অভিপ্রায়ে কহিলেন॥

যিনি ঈশানদেবের চরণের আভরণস্বরূপ এবং নীবীদামো-

যত্নুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

তোমার। তাতে আপ্যায়িত আমি, বর কিছু মাগ তুমি, অভীষ্ট যে থাকে মনে আর॥

লীলাশুক কহে তবে, কি বর চাহিব এবে, সাক্ষাৎ তোমার দরশন। সর্ব্বপূর্ণ হৈল মোর, যাতে অতি কৃপা তোর, তথাপিহ এক বর মন॥ ১০৯॥

হে কৃষ্ণদেব ক্রীড়ারত। এই আমি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, বর্ণিলাম তব কর্ণামৃত॥ ধ্রু॥

কল্পশত অন্তরেহ, তব ভক্তি রসিক যেহ, তার চিত্তে বহুক

লীলাশুকেন রচিতং তব কৃষ্ণদেব
কর্ণামৃতং বহতু কল্পশতান্তরেঽপি ॥ ১১০ ॥
ধন্যানাং সরসানুলাপসরণীসৌরভ্যমভ্যস্যতাং

শিরোহৃদয়াভরণানি যস্য তেন অত্র পক্ষে ছন্দোঽনুরোধাৎ প্রশব্দস্যাপ্রয়োগঃ। তথা নীবীদামোদরস্য নীবী দাম উদরে যস্য কার্ত্তিক্যাং খণ্ডিতয়া শ্রীরাধয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধোদরস্য। তথাহি। ভবিষ্যোত্তরোক্ত লীলার্থবন্ধশ্লোকঃ। সঙ্কেতাবসরে চ্যুতে প্রণয়তঃ সংরব্ধয়া রাধয়া প্রারভ্য ভ্রুকুটীং হিরণ্যরসনাদাম্না নিবদ্ধোদরং। কার্ত্তিক্যাং জননীকৃতোৎসববরে প্রস্তাবনাপূর্ব্বকং চাটূনি প্রথয়ন্তমাত্তপুলকং ধ্যায়েম দামোদরমিতি। যদ্বা মম নীবীমূলধনরূপশ্চ দামোদরশ্চ তস্য তব যঃ স্থিরযশঃ স্তবকোঽম্লানযশঃ কুসুমগুচ্ছঃ সএব উদ্ভবো বিভবঃ সম্পদ্যস্য তেন ঈশানদেবস্য শিরস্যেতি নীবীদামোদরয়ো র্মাতাপিত্রোরিতি চ কেচিদাহুঃ ॥ ১১০ ॥

তত্ত্বঃ অয়ে মম চাসাঞ্চ মৎপ্রেয়সীনাঞ্চ সরসবিদগ্ধ মস্তকানাঞ্চ স্বগুণস্ত

দরের সুস্থির যশোরূপি স্তবকোদ্ভূত, হে কৃষ্ণদেব! সেই লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল) কর্ত্তৃক বিরচিত এই কৃষ্ণকর্ণামৃত শত শত কল্পে বিদ্যমান থাকুক ॥ ১১০ ॥

তদনন্তর অয়ে! আমার, ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেয়সী-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

প্লাবিয়া। তোমার যে প্রাণ রাই, আমার সে প্রাণময়ী, তার চিত্তে বহুক ধারা হৈয়া ॥

তথা দামোদর চিত্তে, সদা বহুক ধারারীতে, রাইনীবী দামে যার ওর। বদ্ধ হৈলা মানকাজে, তাতে খ্যাত ক্ষিতি মাঝে, নাম যার রাধাদামোদর ॥ ১১০ ॥

সঙ্কেত করিয়া হরি, সে স্থানে আসিতে নারি অবরুদ্ধ হৈলা রাই স্থানে। প্রণয় সংরব্ধে রাই, ভ্রুকুটি করিয়া তাই,

কর্ণানাং বিবরেষু কামপি সুধাবৃষ্টিং দুহানং মুহুঃ।

এব তবৈবেতৎকর্ণয়োরমৃতমেব তথাপি মদ্গিরাপীদমস্তিতি স্ববচসাং তত্তৎসুখপ্রদত্বং বিচিন্ত্য সবিস্ময়ানন্দমাহ। ইদং নোঽস্মাকংবচসাং বিজৃম্ভিতং দেবস্য তব কর্ণামৃতমিত্যহোমন্তাগ্যমিতি ভাবঃ। তত্রাপি কৃষ্ণস্য সকলকেলিকলা-

গণের সরস বিদগ্ধ আমার ভক্তগণের স্বীয়গুণ হেতুই তুমি এই কর্ণদ্বয়ের অমৃতদ্বারা তথাপি আমার বাক্যদ্বারা ইহা হউক এই নিজবাক্যের তত্তৎ সুখপ্রদত্ব চিন্তা করিয়া বিস্ময় ও আনন্দসহকারে লীলাশুক কহিলেন॥

যাহা ধন্যতমদিগের কর্ণবিবরে শত শত কল্পকাল

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

হিরণ্যরসন দামসনে॥ ধ্রু॥

উদর বান্ধিলা যবে, তারে কৃষ্ণচন্দ্র তবে, কহয়ে কার্ত্তিক পুণ্য মাসে। জননী উৎসব কৈলা, বর প্রার্থা প্রকাশিলা, সে লাগি সঙ্কেতচ্যুত বেশে॥

এই স্থির যশ তোমার, অম্লান পুষ্পগুচ্ছ সার, তেঁই তোমার নাম দামোদর। অতএব তব কর্ণে, রহু এই গ্রন্থবর্ণে, কল্পশত হইয়া বিমল॥

এতেক কহিতে মনে, বাঢ়িল আনন্দগণে, বিস্ময় হইল এক ঠাঁই। গোবিন্দ শ্রবণে আর, সর্ব্ব ব্রজগোপীকার, জানি এই হয় সুখদায়ী॥

পুন মানে নিজ মনে, আমার কবিত্বগণে, মোর মনে প্রকাশে আনন্দ। এত জানি লীলাশুক, অন্তরে পাইয়া সুখ, পড়ে এক শ্লোক পরবন্ধ॥

আমার বচন এই, বেদ কর্ণামৃত সেই, কি ভাগ্য আমার অতিশয়। কেলিকলা সুচতুর, রসিকশেখর ভোর, হেন

রম্যাণাং সুদৃশাং মনোনয়নয়োর্মগ্নস্য দেবস্য নঃ

চতুররসিকশিরোমণেঃ। নন্বেতাদৃশ বিরহসংযোগ প্রলাপসংলাপ ময়ত্বান্নৈত-চ্চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ। সুদৃশাং বিরহে মনসি সংযোগে নয়নয়োর্মগ্নস্য তত্তৎ প্রলাপসংলাপাভ্যাং হৃতেন্দ্রিয়স্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি রম্যাণাং লক্ষ্মীপ্রার্থ্যবৈদ-গ্ধ্যানাং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীনাং কিঞ্চন পরং ভক্তোক্তিপ্রিয়ত্বাত্তবৈব কিন্তাসামপি

ব্যাপিয়া কোন এক অনির্ব্বচনীয় সরস আলাপের তরঙ্গরূপ সৌভাগ্যময়ী সুধাবৃষ্টি বর্ষণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণেরও মন ও

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কৃষ্ণকর্ণামৃতময় ॥ ধ্রু ॥

তবে যদি বল হেন, কর্ণামৃত সবে কেন, এতাদৃশ যাহার বর্ণন। বিরহ সংযোগ জানি, প্রলাপ সংলাপবাণী, সে কি নহে কর্ণামৃত সম ॥

তবে তাহা শুন এবে, সমস্ত সদৃশ সবে, সংযোগ বিরহে যেই হরি। মানসে নয়ন লাগে,সংলাপ প্রলাপ ভাবে,সর্ব্বে-ন্দ্রিয় হরিতে সে বলি ॥

তার কোন সুধাময়, মোর এই বাণী হয়, কি আশ্চর্য্য এই লাগি কহি। আর চিত্র লাগে মোরে, তোমার যে ভক্ত বরে, তার কর্ণে হয় সুধাময়ী ॥

বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী, যত গোপসুরঙ্গিণী, যার বৈদগ্ধী কমলা পার্থয়ে। তার কর্ণে মোর বাণী, অমৃতময়ী তেই মানি, অতিচিত্র মোর ভাগ্য চয়ে ॥

যদি বল গোপনারী, অন্তরে সে সুখ ভারি, শুন কহি তাহার কারণ। অশ্রুত সরস বাণী, শ্রবণের রসায়নী, তেঁই যুক্তি কর্ণামৃত সম ॥

তাহার বিশেষ এহি, মধুররস ভক্তিময়ী, পুনঃ পুনঃ সেই

কর্ণানাং বচসাং বিজৃম্ভিতমহো কৃষ্ণস্য কর্ণামৃতং॥ ১১

কর্ণানাং বিবরেষু সুধাবৃষ্টিং দুহানং প্রপূরয়দিত্যহো চিত্রং। স্বদশাদ্বয় প্রলপিত সাম্যাদাসামেব ন কেবলং কিন্তু স্বভক্তানামপীত্যাহ।

ধন্যানাং স্বভক্তিবিশেষবতামপি কর্ণানাং বিবরেষু তথাকুর্ব্বত ইতি চিত্রমিতি ভাবঃ। ননু তেষামশ্রুতচরসরসবাণী শ্রবণাদ্ভুক্তমেতদিতি চেত্তত্রাহ। কীদৃশাং ভবন্মধুরভক্তিরসসংহিতো যোঽমুলাপো মুহুর্ভাষণং তস্য যা লহর্য্য স্তাসাং। সৌরভ্যমভ্যস্যতামিতি। পূর্ব্বং তত্রৈব তথোক্তত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১১১॥

নয়নকে সুন্দর আনন্দ সমূহের বন্যাতে মগ্ন করিতে সক্ষম, তথা সেই শ্রীকৃষ্ণের কর্ণের ও বাক্যের নিকট বর্দ্ধিত অমৃতবৎ কৃষ্ণকর্ণামৃতের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক॥ ১১১॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভাষাগণ। তাহার লহরী গন্ধ, গোপী বাক্য পরবন্ধ, তাহার অল্প সে বাণীগণ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কহে, শুন লীলাশুক ওহে, সত্য এই তোমার বচন। বিশুদ্ধ প্রগাঢ় প্রেম, যেন দশবাণ হেম, তাহার বিলাস সপ্রবীণ॥

এইরূপ অনুরাগে, যাহার হৃদয়ে জাগে, তার মূল্য আমি মাত্র দেখি। মোরে বশ করিবারে, এই রাগ বলে ধরে, আমি তাহে তেজিতে নাশ কি॥

কিন্তু তুমি এইক্ষণে, আইলা এই বৃন্দাবনে, কত দিন এইরূপ দেহে। বৃন্দাবন রসকেলি, সুখ অনুভব মেলি, কত দিন চিত্তে ধরি মোহে॥

পাছে অবিলম্বে অতি, এই রাস লীলায় মতি, প্রবেশ করিয়া নিরীক্ষিবে। এইরূপে আশ্বাস করি, নবকিশোর

অনুগ্রহ-দ্বগুণ-বিশাল-লোচনৈ-

তত অয়ি লীলাশুক সত্যং তদ্বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেমবিলসিতমেবৈতত্তে বচঃ। ঈদৃগনুরাগস্যাহমেব মূল্যমিতি ত্বয়াহং বশীকৃত এব। কিন্তু তমধুনৈবাত্রাগতোঽসি। তদেতদ্দেহাস্বাদ্য শ্রীবৃন্দাবনরাসাবলোকসুখানি কতিচিদ্দিনানি

তদনন্তর অহে লীলাশুক! বিশুদ্ধ প্রগাঢ়প্রেম বিলসিত এই তোমার বাক্য সত্য কিন্তু এই প্রকার অনুরাগের আমিই মূল্য, অতএব আমি তোমার বশীভূত হইয়াছি, কিন্তু তুমি এখনই এস্থানে আসিয়াছ সুতরাং এই দেহ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনবাস ও অবলোকন সুখসকল কতিপয় দিন অনুভব কর, পশ্চাৎ শীঘ্র এই লীলাতে প্রবেশ করত নিজের অন্তর্দ্ধান বিধিৎসু স্নেহপূর্ব্বক শ্রীরাধার সহিত কৃপাবলোকনকারি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া তদ্দর্শন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

কিশোরী, ইচ্ছা হৈল অদর্শন হবে॥

রাধাকৃষ্ণস্নেহ আঁখি, কৃপামৃতে তাহা সাক্ষী, দেখি লীলাশুকের বদন। তাহা দেখি লীলাশুক, বিচ্ছেদ কাতর মুখ, সদৈন্যে ভরল তনু মন॥

অদর্শনে দিনগণ, গোঙাইব কেন মন, তাহার উপায় পুছে তারে। প্রার্থনা করিয়া কহে, বাণী অতি সুধাময়ে, এক শ্লোক সেই ক্ষণে পড়ে॥ ১১১॥

রাধে কৃষ্ণ নিবেদন করোঁ তুয়া পায়। দোঁহার দর্শন শোভা, এই ধন মোরে দিবা, তিলেক বিচ্ছেদ যেন নয়॥ ধ্রু

যেখানে যেখানে মোর, পড়য়ে লোচন জোর, সেখানে সেখানে যেন সদা। কৃপাতে বিশাল আঁখি, মৃদুবংশী ধ্বনি সাক্ষী, সঙ্গে দেখা দিবে যে সর্ব্বদা॥

রনুস্মরণ্মৃদুমুরলীরবামৃতৈঃ।

অনুভব পশ্চাদচিরাদেব মদেতল্লীলাং প্রবেক্ষ্যসীত্যাশ্বাস্যান্তর্দ্দিধিৎসুং সস্নেহপূর্ব্বকং শ্রীরাধয়া সহ কৃপয়াবলোকয়ন্তং তং বীক্ষ্য তদ্দর্শনবিয়োগাতিবিকলঃ। সদৈন্যং তদ্দিনাতিবাহনোপায়ং প্রার্থয়ন্নাহ। হে দেব যতো যতঃ যত্র যত্র মে

বিয়োগে অতিব্যাকুল হইয়া তৎসমুদায় দিন যাপনের উপায় প্রার্থনা পূর্ব্বক কহিলেন॥

হে দেব! অত্যন্ত আগ্রহসহকারে দ্বিগুণিত ও বিশাল-

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

দোঁহার সৌন্দর্য্য আর, বিলাসবৈদগ্ধ সার, ইহার বৈভব যত যত। আমার অন্তর মনে, এই দুই বিলোচনে, স্ফূর্ত্তি রূপ হউ অবিরত॥

এই বর দেও মোরে, সদা যেন দেখু তোরে, আর কোন নাহিক বাসনা। সেই সুখ ধন দিবা, আপন নিকটে নিবা, তোমা মিলায় তোমার করুণা॥

এবমস্তু বলি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হৈলা। লীলাশুক কত দিন তথাই রহিলা॥ তারপর কৃষ্ণ তারে নিকটে আনিলা। ভাব রূপ দেহ পাঞা সেবাতে রহিলা॥

প্রার্থনা॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু, তুয়া না ভজিনু কভু, মুই অতি অধমের অধম। তুমি কৃপাকর মোরে, নিজগুণে নীতি ভরে; কৃপানিধি তুমি দীনধন॥

শ্রীশ্রীসনাতন রূপ, অখিল ভকত ভূপ, নিজগুণে দয়াকর মোরে। শ্রীভট্ট গোপাল পঁহু, অন্তরে করুণা রহু, মোরে রাখ বান্ধি কৃপাডোরে॥

ঠাকুর আচার্য্য প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু, এই মোর

যতো যতঃ প্রসরতি মে বিলোচনং

বিলোচনং প্রসরতি। কীদৃশং তদনুস্মরৎ তত স্তত স্তত্র তত্র সহজবিশালান্যপি মদ্বিষয়ানুগ্রহেণ দ্বিগুণং বিশালানি যানি যুবয়োর্লোচনানি তৈ স্তথা মৃদুমুরলী-রবামৃতৈশ্চ সহানয়া সহিতস্য তবৈব বৈভবং সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যবিলাসাদিময়ং

লোচনসমূহে তোমাকে দর্শন করিয়া এবং নিয়তকাল তোমার মুরলীনাদরূপ অমৃতধারার অনুস্মরণ করিয়া যে দিকে আমি নেত্রপাত করি, হে প্রভো! সেই দিকেই যেন

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

ভরসা অন্তরে। সাধন ভজন নাই, সংসার যাতনা পাই, গুণ শুনি মন প্রাণ ঝুরে॥

করুণা করিয়া মোরে, রাখ নিজ পদতলে, মো সম পতিত কেহ নাই। মো অতি তাপিত জন, কর কৃপানিরীক্ষণ, তবে আমি এতাপ এড়াই॥

ঠাকুর বৈষ্ণব মোহে, কর কৃপা অনুগ্রহে, সদা দোষ নাহি যার মনে। সহজ আপন গুণে, দয়া কর দীনজনে, তুয়া পদে লইনু শরণে॥

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, অমৃত হৈতে পরামৃত, লীলাশুক বাণী মনোরম। তার ভাবে মগ্ন হই, কৃষ্ণদাস কবি যেই, টীকা কৈলা অতি বিলক্ষণ॥

তাঁহার করুণা হৈতে, সেইত টীকার মতে, প্রাকৃত লিখিয়া বুঝু মুই। টীকার আভাস গণ, লিখিনু করিয়া শ্রম, তাঁর কৃপায় মনে হৈল যেই॥

তুমি মোরে কৃপা কর, মো অতি অধম বর, দীন প্রতি যে দয়া তোমার। ব্রহ্মা শিব অগোচর, ব্রজলীলা সর্ব্বোপর, তাহা প্রকাশিলা অকাতর॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীগোবিন্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত

ততস্ততঃ স্ফুরতু তবৈব বৈভবং ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলকৃতং শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতং সমাপ্তং ॥ * ॥

স্ফুরতু অনু নিরন্তরং স্ফুরত্বিতি বা। অঙ্কোরগ্রে সদা তিষ্ঠ, নয় বা মাং পদান্তিকং। ইতি দীনঃ কথং ব্রূয়াং নেত্রাগ্রে স্ফুর তং সদা ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা সমাপ্তা ॥ * ॥

তোমার বৈভব স্ফূর্ত্তি পায় অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যেন তোমাকে দেখিতে পাই ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি বিল্বমঙ্গলবিরচিত শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্নানুবাদিত কৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থসম্পূর্ণ ॥ * ॥

যদুনন্দনঠাকুরের পদ্য।

টীকা আর। তিন অমৃতে ত্রিভুবন, ভাসা ইলা সর্ব্ব জন, আঁখি পাইল জন্মঅন্ধ যার ॥

তুমি বড় দয়াবান্, মোরে কর পরিত্রাণ, নিজগুণে এই দীন জনে। তোমার করুণা হৈলে, মোর সব বাঞ্ছা পুরে, মোর দোষ না লইবা মনে ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর-ভক্তবৃন্দ, পদরেণু নিজশিরে ধরি। গাইল গোবিন্দলীলা, মনে যাহা উপজিলা, আর শুন যার কৃপা বলি ॥

শ্রীল শ্রীগুরুপদ, দ্বন্দ্বামৃত আনন্দিত, তার নখাঞ্চলে মোর আশ। সেই পদ পরসাদে,গাইল কৃষ্ণকর্ণামৃতে, এ যদুনন্দন দাস দাস ॥ ১১২ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতগ্রন্থস্য সারঙ্গরঙ্গদা নাম টীকায়া ভাষানুরূপ বর্ণনং সমাপ্তং ॥ * ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী। মৎসর্ব্বস্ব পদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ জয়তি মধুররাধাকৃষ্ণলীলারসোদ্যন্নটনবিধিসুধাভিঃ সার্থসংজ্ঞামকার্ষীৎ। বিষয়বিষবিসংজ্ঞাং ঘোরসজ্ঞাং নটীং মে সরসভজনলাস্যে সূত্রধারস্বরূপঃ ॥ দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্ম্মুহুঃ। স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥ শ্রীরূপচরণাশ্রিত কৃষ্ণদাসেন বর্ণিতা। কৃষ্ণকর্ণামৃতস্যৈষা টীকা সারঙ্গরঙ্গদা ॥

